আল্লামা যামাখশারী ও কাশশাফ গ্রন্থে মু‘তাযিলী ‘আকীদা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক :

অধ্যাপক ড. এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক :

মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

পিএইচ.ডি. রেজি. ১২৬/২০০৭-০৮ (পুনঃ)

ও ৬২/২০১২-১৩ (নতুনভাবে)

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন প্রত্র

জনাব মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত

“আল্লামা যামাখশারী ও কাশশাফ গ্রন্থে মু‘তাযিলী ‘আকীদা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১. এ গবেষণাকর্মটি আমার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে।

২. এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এই শিরোনামে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি।

৪. এ অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপিটি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছি।

৫. অভিসন্দর্ভটি পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন প্রদান করছি।

(অধ্যাপক ড. এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী)

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ীঙ্গঅকারনামা

আমি ঘোষণা করছি যে, **‘আল্লামা যামাখশারী ও কাশশাফ গ্রন্থে মু‘তাযিলী ‘আকীদা’** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণার ফসল। আমার জানা মতে উক্ত শিরোনামে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এটি ইতপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী লাভ করা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করা হয়নি।

মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
পিএইচ.ডি. রেজি. ৮১/২০০১-০২
১২৬/২০০৭-০৮ (পুন:)
ও ৬২/২০১২-১৩ (নতুনভাবে)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন ও সংকেত সূচী

أ	=	অ	ق	=	ক্ব/ক্
ب	=	ব	ك	=	ক
ت	=	ত	ل	=	ল
ث	=	স	م	=	ম
ج	=	জ	ن	=	ন
ح	=	হ	و	=	ও, ব
خ	=	খ	ه	=	হ
د	=	দ	ء	=	’
ذ	=	য	ى	=	য়
ر	=	র	খ্রী.	=	খ্রীষ্টাব্দ
ز	=	য	হি.	=	হিজরী
س	=	স	(রা.)	=	রাদিআল্লাহু আনহু
ش	=	শ	(র)	=	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
ص	=	স	মৃ.	=	মৃত্যু
ض	=	দ/য	পৃ.	=	পৃষ্ঠা
ط	=	ত	তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
ظ	=	য	(সা.)	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
ع	=	‘	P.	=	Page
غ	=	গ	V.	=	Volume
ف	=	ফ	অনু.	=	অনুবাদক

Dhaka University Institutional Repository

Abstract (এ্যাবস্ট্রাক্ট)

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম : **"আল্লামা যামাখশারী ও কাশশাফ গ্রন্থে মু'তাযিলী 'আকীদা"**

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক : মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
পিএইচ.ডি. রেজি. ১২৬/২০০৭-০৮ (পুন:)
ও ৬২/২০১২-১৩ (নতুনভাবে)

বিভাগ : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আল্লামা যামাখশারী ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বড় আলিম, সাহিত্যিক এবং মুফাসসীর। তাঁর সময়কাল ছিল ৪৬৭ হি./১০৭৫ খ্রি. থেকে ৫৩৮ হি./১১৪৪ খ্রি. পর্যন্ত। তিনি পারস্যের খাওয়ারযিমের অন্তর্গত যামাখশার নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মু'তাযিলী আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং এ আকীদাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মু'তাযিলীগণ হলেন ইসলামের একটি যুক্তিবাদি সম্প্রদায়।

মু'তাযিলা মতবাদের উৎপত্তি হিজরী প্রথম শতক থেকেই শুরু হয়েছে। ইমাম হাসান আল বাসরী (মৃ. ১১০ হি:) এর যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা এবং মতবাদ থেকে তা সূচনা হয়েছিল। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে মু'তাযিলা মতবাদ প্রসার ও উন্নতি লাভ করেছিল। হিজরী ২২৫ সন পর্যন্ত মু'তাযিলা মতবাদ ব্যপকতা লাভ করেছে। আব্বাসীয় খলীফা মামুন, মু'তাসীম এবং ওয়াসিক বিল্লাহ উক্ত মতবাদের প্রচার এবং প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। যার ফলে তা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে ।

মু'তাযিলাগণ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মুক্ত চিন্তা এবং স্বাধীন মতামত উপস্থাপন করে থাকেন। যেমন ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা, আল্লাহর গুণাবলি চিরন্তন নয়, পবিত্র কুরআন সৃষ্ট, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়, ব্যক্তি তার কর্মের স্রষ্টা, পাপী মুসলমান ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে, পরকালে শাস্তি ও পুস্কার প্রদান আল্লাহ তায়ালার জন্য ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়ে মু'তাযিলাগণ কুরআন ও হাদীসের যুক্তি ভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে থাকেন।

আল্লামা যামাখশারীর কাশশাফ গ্রন্থ এবং মু'তাযিলা আকীদা একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । এ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে মু'তাযিলা আকীদাকে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। কাশশাফ গ্রন্থটি এর উপস্থাপনা, রচনা শৈলী, শব্দ ও বাক্যের বিশ্লেষণ, আরবী কবিতা থেকে উদ্ধৃতি প্রদান, বিভিন্ন কিরা'আত এর উল্লেখ, হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান, ব্যাকরণগত পর্যালোচনা, ফিকহী মাস'আলা এর উল্লেখ সর্বোপরি পবিত্র কুরআনের অলৌকিকত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার কারণে মুসলিম বিশ্বে অনন্য গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। যদিও মু'তাযিলা আকীদাকে উল্লেখ করার কারণে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতগণ এ গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থটি বালাগাত পূর্ণ এবং উচ্চসাহিত্যিক মানসম্পন্ন হওয়ায় বিজ্ঞ আলেমগণ ব্যতীত এ গ্রন্থ থেকে মু‘তাযিলা আকীদাকে অনুধাবন করা এবং পৃথককরণ খুবই কষ্টসাধ্য। এজন্যই সাধারণ মানুষগণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ণ করে তার অজান্তেই বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েন এবং যুক্তিপূর্ণ মু‘তাযিলা আকীদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। উপরিউক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে “আল্লামা যামাখশারী ও কাশশাফ গ্রন্থে মু‘তাযিলা আকীদা” শিরোনামে বিষয়টি পিএইচ.ডি. গবেষণার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কাশশাফ গ্রন্থ থেকে মু‘তাযিলা আকীদাকে পৃথকীকরণের ও চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় চারটি অধ্যায়ে বিষয়টিকে সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণার অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আল্লামা যামাখশারীর সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা, আল্লামা যামাখশারীর জন্ম, পরিবার, বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, আকীদা ও মাযহাব এবং তার ছাত্রবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থানে গমন এবং তাঁর রচনাবলী ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাফসীরে কাশশাফের পরিচিতি, উক্ত তাফসীর প্রণয়নের কারণ, এর ভাষ্যগ্রন্থ সমূহ, তাফসীরে কাশশাফের বৈশিষ্ট্য ও এর সমালোচনা, তাফসীরে কাশশাফের মূল্যায়ণ এবং আল্লামা যামাখশারী কর্তৃত অনুসৃত ধারা ও পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মু‘তাযিলা আকীদার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, তাদের মূলনীতিসমূহ, মু‘তাযিলা পণ্ডিতগণের অবদান, মু‘তাযিলা ও আশায়েরা মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা, মু‘তাযিলা আকীদাসমূহ ও তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থে মু‘তাযিলা আকীদার মূলনীতির প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আল কাশশাফ গ্রন্থে বিধৃত উল্লেখযোগ্য মু‘তাযিলা আকীদাসমূহের আলোচনা ও মূল্যায়ণ এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা‘য়াত এর পক্ষ থেকে এর জবাব কুরআন ও হাদীসের প্রমাণসহ আলোচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মু‘তাযিলা আকীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাশশাফ গ্রন্থ থেকে উদ্বৃতি দেয়া হয়েছে এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর যথার্থতা মূল্যায়ণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আত তাওহীদ ওয়াস সিফাত, খালকে আফ‘আলুল ইবাদ, আল্লাহ তায়ালার দর্শন, শাফা‘য়াত, খালকে কুরআন, রিযিক, আল্লাহ তায়ালা অমঙ্গলের স্রষ্টা কিনা, কবীরাহ গুনাহকারীর অবস্থা, ফেরেশতা ও নবীগণের মর্যাদা ও কবরের আযাব।

গবেষণার ক্ষেত্রে যথা সম্ভব তথ্য পরিবেশন ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য যাচাই পূর্বক উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ থেকে দলিল গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কাশশাফ গ্রন্থটি মু‘তাযিলা আকীদার ভিত্তিতেই রচিত।

মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
পিএইচ.ডি. রেজি. ১২৬/২০০৭-০৮ (পুন:)
ও ৬২/২০১২-১৩ (নতুনভাবে)

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র :

পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায় : আল্লামা যামাখশারীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

১. আল্লামা যামাখশারী ও সমকালীন পরিবেশ ৭
২. নাম ও বংশ পরিচয় ১১
৩. পরিবার ১২
৪. শিক্ষা জীবন ১৫
৫. শিক্ষক মণ্ডলী ১৮
৬. বিবাহ ২০
৭. কর্ম জীবন ২২
৮. ইন্তেকাল ২৫
৯. রচনাবলী ২৬
১০. ছাত্রবৃন্দ ৩২
১১. আকীদা ও মাযহাব ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: তাফসীরুল কাশশাফ পরিচিতি

১. আল কাশশাফ গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ ৩৮
২. আল কাশশাফ এর সমালোচনা ৪০
৩. ভাষ্যগ্রন্থ ৪২
৪. বৈশিষ্ট্য ৪৬
৫. মূল্যায়ন ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: তাফসীরুল কাশশাফ ও মু'তাযিলী আকীদা

১. মু'তাযিলী আকীদার উৎপত্তি ও বিকাশ ৭১
২. মু'তাযিলী আকীদার মূলনীতি ৮০
৩. আশায়েরা ও মু'তাযিলী আকীদা ১০৩
৪. মু'তাযিলী মতবাদের ব্যর্থতার কারণ ১০৬
৫. মু'তাযিলী চিন্তাবিদ ১০৮
৬. মু'তাযিলী মতবাদের আকীদাসমূহ ১১২
৭. তাফসীরুল কাশশাফে মু'তাযিলী আকীদার প্রভাব ১২২

চতুর্থ অধ্যায় : আল-কাশশাফ গ্রন্থে বিধৃত-উল্লেখযোগ্য মু'তাযিলী আকীদাহ্ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

১. আত তাওহীদ ও সিফাত ১৩৬
২. বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা ১৫৮
৩. শাফা'য়াত ১৯০
৪. হারাম রিযিক নয় ২২৯
৫. আল্লাহর দর্শন ২৪৮
৬. আহলুল কাবাইর ২৭৬
৭. আল্লাহ অমঙ্গলের স্রষ্টা নন ২৮৮
৮. নবীগণের উপর ফেরেশতাদের মর্যাদা ২৯৬
৯. খালকে কুরআন ৩০১
১০. কবরের আযাব ৩০৫

উপসংহার ৩০৮

গ্রন্থপঞ্জী ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। মানুষকে আলোর পথ দেখাতে কিতাব নাযিল করেছেন। যিনি রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল না করলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। দরুদ ও সালাম পেশ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যার উপর দীর্ঘ তেইশ বছরে পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। যিনি বিশ্বে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনকে মানুষের হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হিসেবে নাযিল করেছেন। যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। যেমনিভাবে তিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ গ্রন্থ। পবিত্র কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে যারা বিভিন্ন যুগে স্মরণীয় হয়ে আছেন আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তার সমকালীন সময়ের বড় একজন আলিম, সাহিত্যিক ও মুফাসসীর ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের ই'জাযকে তুলে ধরতে অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী মু'তাযিলা আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর আগমণের পূর্বেই তাঁর জন্মস্থান খাওয়ারিযমে মু'তাযিলা আকীদার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। খাওয়ারিযমের বড় বড় আলেমগণের অধিকাংশই মু'তাযিলা আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। যার মধ্যে যামাখশারীর প্রথম সারির শিক্ষকগণও ছিলেন। যার প্রভাব আল্লামা যামখশারীর জীবনে লক্ষণীয়।

মু'তাযিলা মতবাদের উৎপত্তি হিজরী প্রথম শতক থেকেই শুরু হয়েছে। ইমাম হাসান আল বাসরী (মৃ. ১১০ হিঃ) এর যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা এবং মতবাদ থেকে তা সূচনা হয়েছিল। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে মু'তাযিলা মতবাদ প্রসার ও উন্নতি লাভ করেছিল। হিজরী ২২৫ সন পর্যন্ত মু'তাযিলা মতবাদ ব্যপকতা লাভ করেছে। আব্বাসীয় খলীফা মামুন, মু'তাসীম এবং ওয়াসিক বিল্লাহ উক্ত মতবাদের প্রচার এবং প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। যার ফলে তা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে ।

মু'তাযিলাগণ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মুক্ত চিন্তা এবং স্বাধীন মতামত উপস্থাপন করে থাকেন। যেমন ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা, আল্লাহর গুণাবলি চিরন্তন নয়, পবিত্র কুরআন সৃষ্ট, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়, ব্যক্তি তার কর্মের স্রষ্টা, পাপী মুসলমান ঈমান ও কুফরের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে, পরকালে শাস্তি ও পুস্কার প্রদান আল্লাহ তায়ালার জন্য ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়ে মু'তাযিলাগণ কুরআন ও হাদীসের যুক্তি ভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে থাকেন।

আল্লামা যামাখশারীর কাশশাফ গ্রন্থ এবং মু'তাযিলা আকীদা একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা তিনি মু'তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই এর অনুসারীদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে মু'তাযিলা আকীদাকে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। কাশশাফ গ্রন্থটি এর উপস্থাপনা, রচনা শৈলী, শব্দ ও বাক্যের বিশ্লেষণ, আরবী কবিতা থেকে উদ্বৃতি প্রদান, বিভিন্ন কিরা'আত এর উল্লেখ, হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান, ব্যাকরণগত পর্যালোচনা, ফিকহী মাস'আলা এর উল্লেখ সর্বোপরি পবিত্র কুরআনের অলৌকিকত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার কারণে মুসলিম বিশ্বে অনন্য গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। যদিও মু'তাযিলা আকীদাকে উল্লেখ করার কারণে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতগণ এ গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন।

কাশশাফ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে আল্লামা যামাখশারী মু'তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থটি বালাগাত পূর্ণ এবং উচ্চসাহিত্যিক মানসম্পন্ন হওয়ায় বিজ্ঞ আলেমগণ ব্যতীত এ গ্রন্থ থেকে মু'তাযিলা আকীদাকে অনুধাবন করা এবং পৃথককরণ খুবই কষ্টসাধ্য। এজন্যই সাধারণ মানুষগণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ণ করে তার অজান্তেই বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে পড়েন এবং যুক্তিপূর্ণ মু'তাযিলা আকীদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

উপরিউক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে "আল্লামা যামাখশারী ও কাশশাফ গ্রন্থে মু'তাযিলা আকীদা" শিরোনামে বিষয়টি পিএইচ.ডি. গবেষণার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কাশশাফ গ্রন্থ থেকে মু'তাযিলা আকীদাকে পৃথকীকরণের বিষয়টি সহজসাধ্য নয়। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় গবেষণার জন্য তা নির্বাচিত করা হয়েছে। গবেষণায় চারটি অধ্যায়ে বিষয়টিকে সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণার অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আল্লামা যামাখশারীর সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা, আল্লামা যামাখশারীর জন্ম, পরিবার, বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, আকীদা ও মাযহাব এবং তার ছাত্রবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থানে গমন এবং তাঁর রচনাবলী ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাফসীরে কাশশাফের পরিচিতি, উক্ত তাফসীর প্রণয়নের কারণ, এর ভাষ্যগ্রন্থ সমূহ, তাফসীরে কাশশাফের বৈশিষ্ট্য ও এর সমালোচনা, তাফসীরে কাশশাফের মূল্যায়ণ এবং আল্লামা যামাখশারী কর্তৃত অনুসৃত ধারা ও পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে মু‘তাযিলা আকীদার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, তাদের মূলনীতিসমূহ, মু‘তাযিলা পণ্ডিতগণের অবদান, মু‘তাযিলা ও আশায়েরা মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা, মু‘তাযিলা আকীদাসমূহ ও তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থে মু‘তাযিলা আকীদার মূলনীতির প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আল কাশশাফ গ্রন্থে বিধৃত উল্লেখযোগ্য মু‘তাযিলা আকীদাসমূহের আলোচনা ও মূল্যায়ণ এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা‘য়াত এর পক্ষ থেকে এর জবাব কুরআন ও হাদীসের প্রমাণসহ আলোচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মু‘তাযিলা আকীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাশশাফ গ্রন্থ থেকে উদ্বৃতি দেয়া হয়েছে এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর যথার্থতা মূল্যায়ণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আত তাওহীদ ওয়াস সিফাত, খালকে আফ‘আলুল ইবাদ, আল্লাহ তায়ালার দর্শন, শাফা‘য়াত, খালকে কুরআন, রিযিক, আল্লাহ তায়ালা অমঙ্গলের স্রষ্টা কিনা, কবীরাহ গুনাহকারীর অবস্থা, ফেরেশতা ও নবীগণের মর্যাদা ও কবরের আযাব।

গবেষণার ক্ষেত্রে যথা সম্ভব তথ্য পরিবেশন ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য যাচাই পূর্বক উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ থেকে দলিল গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কাশশাফ গ্রন্থটি মু‘তাযিলা আকীদার ভিত্তিতেই রচিত। তবে এ গবেষণাই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত গবেষাণা কর্ম বলে দাবি করা সঙ্গত হবে না। এ বিষয় নিয়ে আরও ব্যাপক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এতে উপস্থাপিত বক্তব্য পরবর্তী গবেষকদের চিন্তার পথকে আরও উম্মুক্ত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : আল্লামা যামাখশারীর সংক্ষিপ্ত জীবন প্ররিক্রমা

১. আল্লামা যামাখশারী ও সমকালীন পরিবেশ

২. নাম ও বংশ পরিচয়

৩. জন্ম ও জন্মস্থান ও পরিবার পরিচিতি

৪. শিক্ষা জীবন

৫. শিক্ষক মণ্ডলী

৬. বিবাহ

৭. কর্ম জীবন

৮. ইন্তেকাল

৯. রচনাবলী

১০. ছাত্রবৃন্দ

১১. আকীদা ও মাযহাব

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী ও সমকালীন পরিবেশ :

আল্লামা যামাখশারী ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বড় আলিম, সাহিত্যিক এবং মুফাসসীর। তাঁর সময়কাল ছিল ৪৬৭ হি./১০৭৫ খ্রি. থেকে ৫৩৮ হি./১১৪৪ খ্রি. পর্যন্ত।[১] তাঁর এ সমসাময়িক কালে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন বংশের শাসন চলছিল। আব্বাসীয়, গজনবী (৩৫১-৫৮২ হি.), বুওয়াইহী (৩৩৪-৪৪৭ হি.), ফাতেমীয় (২৯৭-৫৬৭ হি.) ও সেলজুকী (৪২৯-৫২২ হি.) শাসন এর মধ্যে অন্যতম।[২] আব্বাসীয় শাসন আরব ও আফ্রিকা এলাকায় বিস্তৃত ছিল। গজনবী শাসন খুরাসান ও ভারবর্ষের প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফাতেমীয় শাসন মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃত ছিল। সে সময় পারস্যে সেজলুকী সুলতান মালিক শাহের (৪৬৫-৪৮৫ হি.) শাসনামল চলছিল।[৩]

সেলজুকী বংশের শাসন

মধ্যযুগের ইসলামের ইতিহাসে তুর্কী সেলজুকীদের আবির্ভাবের ফলে আব্বাসীয় খেলাফতে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তাদের শাসনকার্য পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে ফারগানা, খাওয়ারিযম থেকে আনাতোলিয়া, সিরিয়া এবং হেজাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেলজুকীদের আবির্ভাবের ফলে ইসলামী ভূখণ্ডসমূহে অনেক ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সূচীত হয়। বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাগণের কর্তৃত শী'আপন্থী বুওয়ায়হীগণের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

---

১. 'আব্দুর রহমান আস-মা'আনি, ***আল-আনসাব***, (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৯হি./১৯৯৮ খ্রী.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৭; ইবনুল আছীর, ***আল-কামিল ফিত তারীখ***, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'আরাবী, তা.বি.), ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৭; হাফেজ ইবন কাছীর আদদামিশকী, ***আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,*** (কায়রো: দারুল রাইয়্যান লিত-তুরাছ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রী.), ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৩৫; ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী, ***শাযারাতুয-যাহাব***, (বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২১।

২. মাহমূদ শাকির, *আত-তারীখুল ইসলামী*, (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রী.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৭১; মুহাম্মাদ খাদারী বেক, *তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ,* (মিসর : দারুল ফিকর আল-'আরাবী, তা.বি), পৃ. ৩৯৩; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম,* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ. তা.বি.), ১৪শ খণ্ড, পৃ. ২২৫; জালালুদ্দীন আস- সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা* (দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুত থানবী, ১৯৯৬.), পৃ. ৩২৫-৩২৯; খায়রুদ্দীন যিরিকলী, *আল-আ'লাম,* (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ী, ১২শ মুদ্রণ, ১৯৯৭ খ্রী.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসীয় শাসন আমলেই এ বংশের পূর্ব পুরুষ সেলজুকী নাম অনুসারেই এ বংশের নাম করণ করা হয়। খ্রীস্ট্রীয় দশম শতকে এ বংশ বুখারায় বসতি স্থাপন করে। সেলজুকীর পৌত্র তুঘরীল বেগ সুলতান উপাধী গ্রহণ করেন। অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই খোরাসান, নিশাপুর, মার্ভব, বলখ, জুরজান, তাবারিস্তান, খাওয়ারিযম (৪৩৪ হি.), হামদান, রায় ও ইস্পাহান তাদের অধীনস্ত এলাকায় পরিণত হয়। ৪৪৭ হিজরীতে বাগদাদও তাদের অধীনে চলে আসে। আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার সুযোগে সেলজুকীগণ দশম শতাব্দীর শেষ দিকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের দক্ষিণে এন্টিয়ক ও পূর্বে আর্মেনিয়া পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেন।[৪]

৪৫৫ হিজরীতে তুঘরিল বেগ মৃত্যু বরণ করলে তার ভাতিজা আলপ আরসালান সেলজুকী সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি অতিঅল্প সময়ের মধ্যে জর্জিয়া, সাইলেসিয়া, মেলিদেনো এলাকা সেলজুকীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ৪৬৫ হিজরীতে আলপ আলসালান এর মৃত্যুর পর তার পুত্র মালিক শাহ সেলজুকী সালতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৫]

সেলজুকী সেনাবাহিনীর বড় বড় সেনাপতিগণ এবং আলপ আরসলানের উযীর নিজামুল-মুলক তার শাসনাধীন রাজ্যসমূহের নতুন শাসক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে একটি শক্তিশালী শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেন। তার দশ বছরের (৪৫৫-৪৬৫ হি.) শাসন আমল এবং তার পুত্র ও উত্তরাধীকারী আবুল ফাতাহ মালিক শাহ এর বিশ বছরের শাসন আমল (৪৬৫-৪৮৫ হি.) সেলজুকী সালতানাতের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচনা করা হয়। উভয়ই তাদের শাসনাধীন সময়ে তাদের রাজ্যের ব্যাপক উন্নয় করেন।[৬]

৩. নজরুল হাফিজ নদভী, *আল যামাখশারী শা'রিয়ান ওয়া কাতিবান*, (মিশর : আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রী.), পৃ, ৪; তাশ কুবরা জাদাহ, *মিফতাহ আল সা'আদাহ*, (বৈরত : দার আল কুতুব আল ইলমীয়্যাহ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রী.), পৃ. ৭।

৪. ***ইসলামী বিশ্বকোষ***, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রী.), ২৪শ খণ্ড ২য় ভাগ, পৃ. ৫; আহমাদ শান্তানাভী ও অন্যান্য, *দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ*, (তারীখ ও স্থানের নাম বিহীন), ৯ম খণ্ড, পৃ. ৭১৬।

৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; আহমাদ শান্তানাভী, প্রাগুক্ত।

৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; খাদারী বেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬; হাসান ইবরাহীম, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান আবুল ফাতাহ মালিক শাহ এর প্রধান উযীর ছিলেন নিজামুল-মুলক। নিজামুল মুলক একজন আলিম ও পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন সময়ে বড় বড় বিদ্যালয় গড়ে ওঠেছিল। এ প্রসঙ্গে লূতফী ইবরাহীম বলেন,

"He established many institutions for higher learning. Therefore, it is not surprising that khawarizam become the centre of learning for many countries".৭

রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নে এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমে নিজামুল-মুলক এর অবদান এত বিস্তৃত ছিল যে, ঐতিহাসিক ইবনুল আছির তার সময়কালকে আদ দাওলা আন নিজামিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।

সেলজুকী বংশের শাসন আমলের স্বর্ণযুগ দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল না। সুলতান মালিক শাহ এর মৃত্যুর পর ক্ষমতার বণ্টন নিয়ে তাঁর ছেলেদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। এ বংশের খলীফাগণও যথাযথ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারতেন না। তারা ছিলেন সুলতানগণের পুতুল শাসকের মত। ফলে কেন্দ্রীয় খেলাফতের অধীনে ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয় এবং আমীর ও খলীফাগণের মধ্যে মতবিরোধ বৃদ্ধি পায়। এ কারণে খেলাফতের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ও বিশৃঙ্খলা বিস্তার লাভ করে।[৮]

এ শাসন আমলেই আলেমগণের মধ্যে দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। কিছু সংখ্যক আলেম রাজ্যের খলিফা ও আমীরগণের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তারা রাজ্যের বিভিন্ন পদ ও পদবিতে ভূষিত হতেন। অপরদিকে অনেক আলেম ছিলেন যারা জ্ঞান অর্জন, শিক্ষাদান ও কিতাব রচনায় অধিক মনযোগী ছিলেন।

আল্লামা যামাখশারীর আগমন কালীন সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইসলামী সংস্কৃতি এর ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং তৎকালীন সময়ে প্রধান উযীর নিজামুল মুলক এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক সংখ্যক ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাফসীর, হাদীস, ইলমুল কালাম, ইলমুন নাহু, আরবী সাহিত্যসহ বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। তৎকালীন সময়ে খাওয়ারিযম ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।[৯]

৭. Lufi Ibrahim," Al-Zamakhshari: His life and works, *Islamic Studies,* Vol-ixix No-1(Pakistan: the Islamic Research institute, 1969), p. 95.

৮. Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London : Macmillan & Co. LTD. 1961), P. 476.

৯. মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী আবু রাইদাহ,*আল হিদারাতুল ইসলামিয়্যাহ* (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৭ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

খাওয়ারিযম তৎকালীন সময়ে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হলেও সেখানকার আলেমগণের মধ্যে মু'তাযিলা আকীদার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। খাওয়ারিযমের বড় বড় আলেমগণ তাদের পাণ্ডিতের কারণে সমকালীন যুগে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ শহরটি বড় বড় আলেম এবং অনেক সংখ্যক জ্ঞানীগুণী ছাত্রের জন্ম দিয়েছে। বড় বড় সকল আলেমগণই মু'তাযিলা আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। এমন কোন আলেম ছিলেন না যারা মু'তাযিলা নন। মু'তাযিলা ব্যতীত আলেম এর সংখ্যা ছিল বিরল। এজন্যই আমরা আল্লামা যামাখশারীর জীবনে মু'তাযিলা আকীদার প্রচণ্ড প্রভাব দেখতে পাই। কেননা তার প্রথম দিকের বড় বড় আলেমগণের সকলেই মু'তাযিলা আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন।[১০]

১০. শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল মাকদিসী, *আহসানুত তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম*, (বৈরূত : দারুস সাদর, ২য় সংস্করণ, ১৯০৯ খ্রী.), পৃ. ৩৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

নাম ও বংশ পরিচয় :

মাহমূদ ইবনে উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমর আল-খাওয়ারিযমী আল-যামাখশারী।[১] তাঁর উপনাম হচ্ছে আবুল কাশেম, উপাধি জারুল্লাহ এবং নিসবতী নাম যামাখশারী ও খাওয়ারিযমী। তাঁর পিতার নাম উমর ইবনে মুহাম্মদ। তাঁর বংশক্রম হল- আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে আহমাদ আল খাওয়ারিযমী আল যামাখশারী।[২]

খাওয়ারিযমের অন্তর্গত 'যামাখশার' নামক গ্রামে তিনি জন্ম লাভ করেন বলে তাঁকে আল খাওয়ারিযমী ও আল যামাখশারীও বলা হয়। পবিত্র মক্কা নগরীতে বাইতুল্লাহর সন্নিকটে তাঁর দীর্ঘ সময় অবস্থান করার কারণে তাঁকে جار الله বা আল্লাহর প্রতিবেশী উপাধিতে ভূষিত করা হয়[৩] এবং পরবর্তীকালে তিনি এ উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেন। আল্লামা যামাখশারী পারস্যের খাওয়ারিযমের অন্তর্গত যামাখশার নামক পল্লীতে ৪৬৭ হিজরী ২৭ রজব/ ৮মার্চ, ১০৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪]

১. মাওলানা আব্দুল হাই লাখনুবী, *আল ফাওয়ায়িদ আল বাহীয়্যাহ ফী তারাজিম আল হানাফীয়্যাহ* (করাচী : মাকতবাহ খাইর কাছীর, তাঃ বি) পৃঃ ২০৯; হাজী খলীফা, *আল-কাশফ আল যুনুন,* (বৈরূতঃ দার আল ফিকর, ১৪০২হিঃ/১৯৮২) ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭০। ইমাম আযযাহাবী, *সীয়ারু আ'লাম আল নুবালা*, (বৈরূত : মুয়াসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬), ২০শ খণ্ড, পৃ. ১৫১-১৫২,; প্রফেসর ফজলুর রহমান, *যামাখশারী কী তাফসীর আল কাশশাফ এক তাহলীলী* (আলীগড় : আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬), পৃ. ১২২; উমর ফাররুখ, *তারীখ আল আদাব আল'আরাবী* (বৈরূত : দার আল'ইলম লিল মালায়িন, ১৯৬৯), পৃ. ২৭৭। ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ও ড. মো : নিজাম উদ্দীন, *তাইসীরুল কাশশাফ* (ঢাকা : এদারায়ে কুরআন, ১৪১৮হিঃ/১৯৮৮) পৃ. ৮।

২. জুরজী যায়দান, *তারীখ আদাব আল লুগাহ আল আরাবীয়্যাহ* (বৈরূত : দ্বার মাকতাবাহ হায়াত, ১৯৮৩), পৃ.৪৭; উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

৩. ইবন কুনফুয আল কুসানতিণী, *আল-ওফাইয়াত*, (বৈরূত : দার আল আফাক আল জাদীদাহ ১৪০০হিঃ/১৯৮০), পৃঃ২৭৮।

৪. উমর ফাররুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭; জুরজী যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার ও পরিবেশ

যামাখশারীর পিতা উমর একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। জন্মের পর যামাখশারী ধর্মীয় পরিবেশেই লালিত পালিত হন। তাঁর পরিবার একটি দ্বীনী পরিবার হিসেবে তৎকালীন সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ধার্মিক পিতামাতার স্নেহ মমতায় তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। সে সময় পারস্যে সেলজুকী সুলতান মালিক শাহের শাসনামল চলছিল।[৫]

যামাখশারীর পিতা উমর এর ধর্মপরায়ণতা খাওয়ারিযমের সাধারণ মানুষের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আল্লামা যামাখশারী নিজেই স্বীয় পিতা সম্পর্কে বলেন :

فقدته فاضلا فاضت ما ثره * العلم والادب الماثور والورع

'গৌরব উজ্জ্বল অবস্থায় আমি তাঁকে হারিয়েছি। জ্ঞান, শিষ্টাচার এবং খোদাভীতিতে তাঁর কৃতিত্ব ছড়িয়ে আছে।[৬]

আল্লামা যামাখাশারীর পিতা উমর একজন তাকওয়াবান পরহেজগার লোক ছিলেন। এর প্রসঙ্গে নজরুল হাফিজ নদভী বলেন :

ووالده الفاضل الذى لم يكن عالما فحسب بل كان قائم اليل وصائم النهار يخشى الله فى السر والعلن -

তাঁর সম্মানিত পিতা শুধু একজন আলিমই ছিলেননা বরং তিনি রাত্রি জাগরণ করে নামায আদায় করতেন। দিনে রোজা রাখতেন এবং প্রকাশ্য ও গোপন উভয় অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতেন।[৭]

যামাখশারীর পিতা উমর ইবনে মুহাম্মদ তৎকালিন শাসক মুয়াইয়িদ আল মুলক উবায়দুল্লাহ (মৃ. ৪৯৪ হি.) কর্তৃক বন্দী হয়েছিলেন। পিতার মুক্তির জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তিনি তার পিতার উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করেন :

৫. নজরুল হাফিজ নদভী, *আল যামাখশারী শা'য়িরান ওয়া কাতিবান*, এম.এ থিসিসি (মিশর: আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০২হি:/১৯৮২খৃ:) পৃ. ৪; তাশ কুবরা জাদাহ, *মিফতাহ আল সা'আদাহ,* (বৈরূত: দার আল কুতুব আল ইলমীয়্যাহ, ১৪০৫ হি:/১৯৮৫), ২য় খণ্ড পৃ. ৭।

৬. ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ও ড. মো: নিজাম উদ্দীন, *তাইসীরুল কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯, যামাখশারী, আল দিওয়ান, মাখতুত, পৃ.১২৫

৭. নজরুল হাফিজ নদভী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

أكفى الكفاة مؤيد الملك الذي * خضع الزمان لعزه وجلاله

إرحم أبى لشبابه ولفضله * وار حمه للضعفاء من أطفاله

إرحم أسيرا لو راه من العدى * أقساهم قلبا لرق لحاله

ما أطول الليل الذي يفنيه في * سهر وأطول منه ليل عياله

আমি মুয়াইয়িদ আল মুলক এর নিকট আমার যথার্থ ও উপযুক্ত আবেদন করছি যিনি তার সম্মান ও মহিমায় যুগকে বশিভূত করেছেন। আমার পিতার উপর অনুগ্রহ করুণ তার যৌবন ও বদান্যতার জন্য এবং তার দুর্বল সন্তানদের জন্য অনুগ্রহ করুণ। বন্দির প্রতি অনুগ্রহ করুণ যদিও তাকে শত্রু মনে হয়, তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছে তার অবস্থার জন্য।[৮]

অবশেষে তাঁর পিতা কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কি জন্য বন্দী হয়েছিলেন তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে খুব সম্ভবত: তিনি রাজনৈতিক কারণে বন্দি হয়েছিলেন। যামাখশারী তখন যুবক ছিলেন এবং জ্ঞান অন্বেষণে ব্রত ছিলেন। । তার পিতার মৃত্যুকালীন সময়ে যামাখশারী অনেক দূরে অবস্থান করেছিলেন। পিতার মৃত্যু তাঁর পরবর্তী জীবনকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার স্মরণে একটি কবিতা লিখেন-

يا حسرتا أنني لم أرو غلته * وغلتي بزمان فيه نجتمع

قد كنت أشكو فراقا قبل منقطعا * وكيف لي بعده بالعيش منتفع

হায় আফসোস! আমি তার ফল ফসলকে দেখে যেতে পারলাম না; আর এ সময়ে আমি আমার ফসলগুলো জমা করেছি। তাকে বিদায় দেয়ার পূর্বেই আমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি এবং তার বিদায়ের পরে আমার জীবন কিভাবে উপকৃত হবে।[৯]

তাঁর মাতাও ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী। দয়া, আতিথেয়তা, সেবা প্রভৃতি গুণ ছিল তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যামাখশারী তাঁর পিতার মৃত্যুর শোক না কাটাতেই অল্পদিনের ব্যবধানে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। মাতৃশোকে তিনি খুবই মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তিনি বলতেন, পার্থিব সবকিছু এমনকি নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও যদি মাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হতো তবে তিনি তা-ই করতেন।

৮. কামিল মোহাম্মদ মোহাম্মদ আউয়িদাহ্, *আলযামাখশারী আল মুফাসসিরুল বালিগ*,(বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪ হি:/১৯৯৪) পৃ. ৩১।

৯. কামিল মোহাম্মদ মোহাম্মদ আউয়িদাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কবিতায় উল্লেখ করেন-

ياحادثات الدهر امى بعد ما * أدركت امى بالردى من مشيت

روحى وارواح العشيرة بعد ها * جلل عذرتك ايهن غشيت

"হে যুগের ঘটনাচক্র! তুমি আমার মাকে তোমার চাদর দারা পাকড়াও করেছ। এরপর আমার ও পরিবারের আত্মা তোমার এমন সত্তাকে বড় মনে করেছে যদ্দারা আমি আবৃত।"[১০]

পা হারানোর ঘটনা

আল্লামা যামাখশারী এক পা হারিয়ে ছিলেন কারণ তা কেটে ফেলা হয়েছিল। তবে কি কারণে পা হারিয়েছিলেন সে সম্পর্কে দুটি মত পাওয়া যায় : ১. ইয়াকূত আল হামুবী বলেন,

وأصابه خراج فى رجله فقطعها و اتخذ رجلا عن خشب

"তাঁর পায়ে টিউমার হওয়ায় তিনি তা কেটে ফেলেছিলেন এবং তৎপরিবর্তে একটি কাঠের পা গ্রহণ করেছিলেন"।[১১]

২. হানাফী ফকীহ আল্লামা দামেগানী যামাখশারীকে তাঁর পা বিচ্ছিন্ন হবার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন, সে মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। তিনি জবাবে বলেছিলেন,

كنت فى صباي أمسكت عصفورا وربطته بخيط فى رجله فأفلت من يدي فأدركته وقد دخل فى خرق فجذبته فانقطعت رجله في الخيط فتألمت والدتى لذلك وقالت : قطع الله رجلك : كما قطعت رجله - فلما رحلت الى بخارى فى طلب العلم سقطت عن الدابة فى اثناء الطريق فانكسرت رجلى واصابنى من الألم ما أوجب قطعها -

"আর আমি ছোটবেলায় একদিন আমি একটি চড়ূই পাখি ধরে পায়ে সুতো বেঁধেছিলাম। অতঃপর চড়ূইটি আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে একটি ফাঁকে ঢুকে পড়লে তাৎক্ষণিক আমি চড়ূইটিকে টান দিতেই তার একটি পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।" এতে আমার মা ব্যথিত হয়ে

১০. নজরুল হাফিজ নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ:২৯

১১. ইয়াকূত আল হামুবী, *মু'জাম আল উদাবা*, (বৈরুত, তা.বি.) ১৯শ খণ্ড, পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

বলেছিলেন, পাখিটির পা যেমন বিচ্ছিন্ন হয়েছে তেমনি তোমার পাও আল্লাহ বিচ্ছিন্ন করুক। অতঃপর পরবর্তীতে জ্ঞান অন্বেষণে বুখারায় গমনকালে বাহন থেকে পড়ে আমার একটি পা ভেংগে যায় এবং এমন ব্যথা পাই যে, পা কেটে ফেলতে বাধ্য হই"।[১২]

তাঁর একটি পা বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনের কোন পর্যায়ে জ্ঞান অন্বেষণ ও অধ্যবসায় এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি এবং এ ঘটনা তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি যার প্রমাণ আমরা তার জীবনীতে দেখতে পাই।

শিক্ষা জীবন

আল্লামা যামাখশারী তাঁর মাতৃভূমি যামাখশারে পিতামাতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বলে তিনি বাল্যকালেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি জ্ঞানান্বেষণে বুখারায় গমন করেন। ততকালীন সময়ে বুখারা ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য ছিল সর্ববৃহৎ নগরী। তিনি সেখানকার বড় বড় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। ইবনে খাল্লিকান বলেন :

أنه لما بلغ سن الطلب رحل إلى بخارى لطلب العلم ، وبخارى منذ الدولة السامانية شهرت بالاداب فكانت كما يصفها الثعالبي مثابة المجد وكعبة الملك ومجمع أفراد الزمان ومطلع نجوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر

"তিনি যখন লেখা পড়ার বয়সে পৌছলেন তখন তিনি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বুখারায় গমন করেন। সামানীয় রাজত্বের ঐ সময়ে বুখারা সাহিত্য কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। ছা'য়ালাবী যেমনি এর প্রশংসায় বলেন বুখারা তখন মর্যাদার উচ্চশিখরে এবং সমকালীন জ্ঞানীগুণীদের সম্মিলন কেন্দ্রে এবং বিশ্বের বড় বড় সাহিত্যিকদের উদিতস্থান এবং যুগের সম্মানিত ব্যক্তিদের মিলনকেন্দ্র ছিল।[১৩]

তিনি বুখারায় অবস্থানকালে শাইখুল ইসলাম আবূ মানসুর নসর আল হারিছীর নিকট থেকে হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন।[১৪] বুখারায় দীর্ঘসময় জ্ঞান অর্জনের পর তিনি বাগদাদ গমন

১২. ইবন খাল্লিকান, *ওফাইয়াত আল আইয়ান*, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো : মাকতাবাহ আল নাহদা আল মিসরীয়্যা, তা. বি.) পৃ. ১৫৫।

১৩. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭; কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আউয়িদাহ, প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৪।

১৪. নজরুল হাফিজ নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; প্রফেসর ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

করেন। সে সময় বাগদাদ ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। বাগদাদের আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ না করে তখন সর্বজন স্বীকৃত জ্ঞানী হওয়া যেত না। যামাখশারী জ্ঞান অর্জনের জন্য বাগদাদে কয়েকবার গমন করেন।

তিনি বাগদাদের যে সকল মনীষীদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু মুদার মাহমূদ ইবন জারীর আল দাব্বী আল ইস্পাহানী, আবুল হাসান 'আলী ইবন আল মুজাফফর আল নীশাপুরী, আবুল মনসুর নছর আল হারিছী, আবু সা'দ আল শাক্কানী[১৫] প্রমুখ। তিনি এ সকল পন্ডিতগণের কাছ থেকে তাফসীর, হাদীস, আরবী সাহিত্য, নাহু, বালাগাত প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। বুখারা বাগদাদ ছাড়াও তিনি খুরাসান, ইস্পাহান, হিজায ও মুসলিম বিশ্বের অনেক স্থানে সফর করেন।

সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকগণ তাঁর প্রশংসা করতেন। তিনি একবার বাগদাদে গমন করলে বাগদাদের তৎকালীন সাহিত্যিক শরীফ আবু সা'য়াদাত হেবাতুল্লাহ ইবন আল শাজারী তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর শানে-নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন:

وكانت مسألة الركبان تخبر نى * عن أحمد بن داؤد وأطيب الخبر

حتى التقينا فلا والله ما سمعت * أذنى باحسن مما قد رأى بصرى

واستكبر الأخبار قبل لقائه * فلما التقيا صغر الحبر الخبر

'আমি অনেক কাফেলার আরোহী এর নিকট প্রশ্ন করে আহমদ ইবন দাউদ সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক সংবাদ পেয়েছি। তারপর আমাদের পরস্পরের সাক্ষাতের পর; তার সম্পর্কে যা আমার কান শ্রবণ করেছে আল্লাহর শপথ! তার চেয়েও বেশী দেখতে পেয়েছি। তাঁর সাক্ষাতের পূর্বে তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে যা শুনেছি সে সব যেন মনে হয়েছিল অতিরঞ্জিত। কিন্তু যখন তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ হল, তখন পূর্ব শ্রুত গুণাবলীগুলো যেন মনে হল তুচ্ছ ও নিস্প্রভ" ।[১৬]

অধ্যবসায়, নিরলস প্ররিশ্রম ও প্রখর স্মৃতিশক্তির কারণে তিনি অল্প দিনের মধ্যে আরবী ভাষা, সাহিত্য, 'ইলমুত তাফসীর, 'ইলমুন নাহু, 'ইলমুন বয়ান বিভিন্ন বিষয়ে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এ বিষয়ে কুফতী বলেন-

১৫. আল কুফতী, *ইনবাহ আল রুওয়াত*, ৩য় খণ্ড (কায়রো : দার আল কুতুব আল মিসরীয়্যাহ, ১৩৬৯ হিজরী/১৯৫০) পৃ. ২৭০।

১৬. ইয়াকূত আল হামুবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

وكان رحمه الله ممن يضرب به المثل فى علم الادب والنحو واللغة لقى الافاضل والأكابر وصنف التصانيف فى التفسير وغريب الحديث و النحو وغير ذالك ـ

'যাঁরা ভাষা ব্যাকরণ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বড় বড় আলেম ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তিনি তাফসীর, গরীবুল হাদীস এবং আরবী ব্যাকরণ ও বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।' [১৭] তিনি তার জ্ঞান সাধনা সম্পর্কে নিজেই বলেন :

سهرى لتنقيح العلوم الذ لى * من وصل غانية وطيب عناق

وتما يلى طر با لحل عويصة * أشهى واحلى من مدامة ساق

وصرير أقلامى على اور اقها * أحلى من الدوكاء والعشاق

والذ من نقر الفتاة لدفها * نقرى لالقى الرمل عن أوراق

'জ্ঞানানুশীলন ও অধ্যয়নে রাত্রি জাগরণ করা আমার ষোড়শীর সাথে মধুর মিলন এবং তাঁর বাঁকা কাঁধে ভালবাসার হাত রাখার চেয়ে অধিক আনন্দদায়ক ও পছন্দনীয়। দুর্বোধ্য ও কঠিন বিষয়কে বুঝার প্রতি আমার আগ্রহ পরিবেশনকারীনীর শরাব পান করা থেকে অধিক আকর্ষনীয়। কাগজের বুকে কলমের খসখস শব্দ আমার নিকট প্রেমিকদের হৈ চৈ এবং গানে মত্ত থাকার চেয়ে বেশী মিষ্টি। কাগজের মধ্য হতে বালিকণা দূরীকরণে আমার হাতের শব্দ যুবতীর ঢোলের শব্দ হতেও অধিক তৃপ্তিদায়ক।' [১৮]

১৭. আল কুফতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১৮. তাহলীলী জায়িজাহ; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

যামাখশারীর শিক্ষক মণ্ডলী

আল্লামা যামাখশারী তাঁর শিক্ষা জীবনে দেশ বিদেশের অনেক আলিম ও পণ্ডিতগণের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

১. আবূ মুদার মাহমূদ ইবন জারীর আল দাব্বী আল ইস্পাহানী। তিনি তার যুগের অন্যতম আলেম ছিলেন এবং তিনি আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্যের পণ্ডিত ছিলেন। আল্লামা যামাখশারী তার নিকট হতে আরবী সাহিত, আরবী ব্যকরণ শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি তিনি যামাখশারীকে অর্থনৈতিকভাবেও সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি মু'তাযিলা 'আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। একমাত্র তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় খাওয়ারিযমে তৎকালীন সময়ে মুতাযিলী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যামাখশারী তাঁর কাছ থেকে মু'তাযিলা 'আকীদা গ্রহণ করেছিলেন। ৫০৭ হিজরীতে তিনি মারব-এ ইন্তেকাল করেন।[১] যামাখশারী নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি আবু মুদারের কাছে চির ঋণী। এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেন :

وقائله ماهده الدرر التى * تساقطها عينك سمطين سمطين

فقلت هوالدر الذى قد حشا * أبو مضر اذنى تساقط عينى

"আর তিনি বললেন, তোমার নয়ন দুটি যে ধারায় মুক্তা বর্ষণ করছে, তার কারণ কি? তখন আমি বললাম, আবূ মুদার যে জ্ঞান দ্বারা আমার দুটি কর্ণকে পরিপূর্ণ করেছে, একমাত্র তার কারণেই আমার নয়ন থেকে মুক্তা বর্ষণ করেছে"।[২]

যামাখশারীর ত্রিশ বছর বয়সে তার শিক্ষক আবূ মুদার মৃত্যু বরণ করেন। তিনি শোকে কাতার হয়ে তার স্মরণে কবিতা আবৃত্তি করেন :

فقلت لطبعى هات كل ذخيره * فمن أجله مازلت أدخر الذخرا

و ابرز كريمات القوا فى وغرها * فمنه استفد نا العلم و النظم والنثرا -

আমি আমার স্বভাবকে বললাম তোমার (কবিতার) ভাণ্ডার নিয়ে আস। আমি তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে দেব। তাঁর সম্মানার্থে আমি কবিতা সমূহকে সন্নিবেশিত করব কেননা আমি তার থেকে জ্ঞান, গদ্য ও পদ্য শিক্ষা লাভ করেছি।[৩]

১. ইবনে খাল্লিকান, *ওফাইয়াতুল আইয়ান*, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩।

২. আল যামাখশারী, *শায়িরান ও য়া কাতিবান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৩. যামাখশারী, *মাখতুতু দেওয়ানিল আদাব*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭। কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আউয়িদাহ, প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

২. আবুলখাত্তাব নসর ইবনে আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আল বাতার আল বাগদাদী। তিনি তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। যামাখশারী তার কাছ থেকে হাদিস শাত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ৩৯৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৯৪ হিজরীতে ৯৬ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।[১]

৩. আবু মানসুর মাওহুব ইবন আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আল-জাওয়ালিকী। তিনি আব্বাসীয় খলিফা মুহাম্মদ ইবনে আল মুসতাহার বিল্লাহ আল মুকতাফা লিআমরিল্লা এর ইমাম ছিলেন। তিনি ছিলেন আরবী ভাষার পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ অভিধান বেত্তা। তিনি সাহিত্যিক হিসিবেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি মুহাদ্দিস খতীব তিবরিযীর সাহচর্য লাভ করে ছিলেন। যামাখশারী তাঁর কাছে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ৫৩৩ হিজরীতে জাওয়ালিকীর নিকট থেকে ইজাযাত লাভ করেন।আল যাওয়ালিকি ৪৬৬ হিজিরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৪০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[২]

৪. আবূ সায়াদ আল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কারামাহ আল জাসিমী আল বায়হাকী। তিনি আল হাকিম আল জাসিমী নামে পরিচিত। তিনি একজন আলিম, মুফাসিসর এবং কালাম শাস্ত্র ও উসুলিল ফিকহ এর পণ্ডিত ছিলেন । তিনি যায়েদিয়া মু‘তাযিলা ছিলেন। তিনি যামাখশারীর তাফসীরের শিক্ষক ছিলেন। ‘তিনি আত তাহযীব ফি তাফসীরিল কুরআন’ শিরোনামে দশ খন্ডে সমাপ্ত একটি তাফসীর গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি ৪১৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৯৪ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।[৩]

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে তালহা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল ইয়াবিরী। তিনি একজন নাহুবীদ এবং উসূলুল ফিকহ এর পণ্ডিত ছিলেন। মক্কায় অবস্থানকালে আল্লামা যামাখশারী তার নিকট থেকে কিতাবু সিবওয়াহ শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৪]

৬. আবূ মানসুর নাসর আল হারিছী। তিনি তৎকালীন সময়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং হাদীস শাস্ত্রেও আলিম ছিলেন। যামাখশারী তাঁর নিকট থেকে হাদীস, উসুল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৫]

১. মু‘জামুল মুয়াল্লিফীন, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭; কাশফুয যুনূন, পৃ. ৫১৭; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

২. তাহলীলী জায়িযাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২; আব্বাসিয় খলিফা আল মুকতাফা একজন আলিম, সম্মানিত, দ্বীনদার, ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ৫৩০ হিজরীতে খিলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন এবং ৫৫৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ১২ খণ্ড, পৃ. ২৬৯।

৩. সিয়ারু আ'লামুন নুবালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; মু‘জামুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯২; শাযারাতুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০২।

৪. আল্লামা আসসুয়ূতী, *তাবাকাতুল মুফাসসীরিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৫. তালীলী জায়িযাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আবূ সা'দ আল শাক্কানী। ৮. আবূ 'আলী আল-হাসান ইবন আল মানসুর আল নিশাপূরী। যামাখশারী তাঁর কাছে আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি খাওয়ারিযমের সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ৪৪২ হিজরীতে ৪ রমযানে ইন্তেকাল করেন। ইবন আরসালান তাঁর জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন।[১]

৯. শায়েখ আসসাদীদ আল খিয়াতি। আল্লামা যামাখশারী তার নিকট থেকে ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যায় করেন।[২]

১০. রুকনুদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ আল উসূলী। আল্লামা যামাখশারী তাঁর নিকট থেকে ইলমুল উসুল শিক্ষা গ্রহণ করেন।[৩]

বিবাহ :

আল্লামা যামাখশারী জ্ঞান অর্জন ও অধ্যবসায়ে জীবনকে অতিবাহতি করেন। তিনি বিবাহ করেননি। পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের নিয়েই তার সাংসারিক জীবন সীমাবদ্ধ ছিল। আল্লামা যামাখশারীর পিতা অর্থনৈতিকভাবে খুব বেশি সচ্ছল ছিলেন না। তার ভাই-বোনের সংখ্যা বেশি ছিল বিধায় সাংসারিক অর্থসংকটে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই তিনি কর্মজীবনে একটি সরকারি পদ লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। যদিও তিনি তা লাভ করেত পারেননি।

জ্ঞান সাধনা, জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্থানে সফর এবং দেশবিদেশের বিভিন্ন উস্তাদগণ এর সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করার মধ্যেই তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন এবং বিবাহ করার প্রয়োজনবোধ করেননি। এ বিষয়ে তিনি একটি কবিতায় বলেন,

رأيت أبا يشقى لتربية ابنه

ويسعى لكن يدعى مكبا ومنجبا

أخو شقوة مازال مركب طفله

فأصبح ذاك الطفل للناس مركبا

১. প্রফেসর ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

২. মিফতাহুস সায়াদাত, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

৩. মিফতাহুস সায়াদাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

لذاك تركت النسل واخترت سيرة

مسيحية أحسن بذلك مذهبا

"আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি তার সন্তানের লালন-পালনের জন্য নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তিনি তাদের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা রত, নিবেদিত এবং অনেক সন্তানের জনক। আমার ভাইকে দেখেছি, দুর্ভাগা হিসেবে তার শিশুকাল অতিবাহিত করতে। অতঃপর এ শিশুটি হয়ে গেল, মানুষের জন্য ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী। এ জন্যই আমি সংসার ত্যাগ করেছি এবং ঈসা (আ:) এর আদর্শকে পছন্দ করেছি, যা অতি উত্তম পন্থা।"[১]

আল্লামা যামাখশারী আরো বলেন-

لا تخطب المرأة لحسنا ولكن لحصنها فإن اجتمع الحصن والجبال فذاك هو الكمال وأكملهن ذلك أن تعيش حصوراً وإن عمرت عصورا -

"তুমি কোন মহিলার প্রতি তার সৌন্দর্যের কারণে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে না বরং তার সততার জন্য তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে। আর যদি তুমি সৌন্দর্য এবং সততা এক সাথে পাও, সেটা হবে তোমার জন্য পূর্ণতা। আরও অধিক পূর্ণতা হবে যদি তুমি নিস্পৃহ (নারীদের সংগ থেকে বিরত) থাক। যদিও তুমি অনেক দিন বেঁচে থাক।[২]

আল্লামা যামাখশারী বিবাহ না করার ক্ষেত্রে তাকে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও সাধনা তাকে উৎসাহিত করেছে। আরো একটি কারণ হতে পারে, তিনি তারা পিতাকে অর্থসংকটের মধ্য দিয়ে সংসারের দায়িত্ব পালন করতে দেখেছেন। কেননা তার অনেক ভাই-বোন ছিল এবং খুব বেশি সাচ্ছন্দে তারা জীবনকে অতিবাহিত করেননি। এছাড়া আল্লামা যামাখশারী একটি পা হারিয়েছিলেন। তার পা কেটে ফেলতে হয়েছিল এবং তিনি তার পরিবর্তে একটি কাঠের পা ব্যবহার করতেন। এটাও তার বিবাহ না করার কারণ হয়ে থাকতে পারে। তবে এ কারণে তার জীবনে কোন হতাশা বা দুঃখবোধ লক্ষ্য করা যায়নি এবং তা তার শিক্ষা জীবনকে আরও গতিশীল করেছে।[৩]

১. মাখতুত দেওয়ানুল আদব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২. আল্লামা যামাখশারী, *কিতাবু আতওয়াকুয যাহাব ফীল মাওয়ায়িযি ওয়াল খুতাব*, (মাতবা'আতু আস সা'আদা,১৩২৮হি. পৃ. ১০৭; কামিল মুহাম্ম মুহাম্মদ আওয়্যিদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬।

৩. কামিল মুহাম্ম মুহাম্মদ আওয়্যিদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম জীবন

আল্লামা যামাখশারী শিক্ষা জীবনের পর তিনি শিক্ষাদান ও সাহিত্য সাধনা ও তাফসীর চর্চায় তাঁর জীবনকে অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন একজন পরহেজগার ও এবাদতগুজার ব্যক্তি। তিনি সারা জীবন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন : তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, অলংকার শাস্ত্র, উসূল, যুক্তি বিদ্যা, কবিতা ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান চর্চা ও গ্রন্থ প্রণয়ন এবং ছাত্রদেরকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তার জীবনকে অতিবাহিত করেন। যামাখশারীর মধ্যে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সরকারী দপ্তরে উচ্চ পদ লাভের ইচ্ছা ছিল। তাই তিনি বুখারা হতে দেশে ফিরে এসে সুলতান মালিক শাহের প্রধান উযীর নিযামুল মুলকের স্মরণাপন্ন হন। যামাখশারী নিযামুল মুলকের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সরকারী দপ্তরের উচ্চ পদে একটি চাকুরী প্রদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি নিযামুল মুলকের প্রশংসায় কবিতা লিখেন :[১]

إليك ريب الملك أشكر أنعما

ليمناك هطالا على ربابها

ودائمة مني لك الدعوة التي

تجوب السماوات العلى مستجابها

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: তাঁর এ অনুরোধ বিবেচনা করা হয়নি। এতে তিনি নিজকে খুবই অপমানিতবোধ করেন এবং মর্মাহত হন। তাঁর এ গ্লানি দূর করার জন্য তিনি দেশ ত্যাগ করে খুরাসান গমনের সিদ্ধান্ত নেন।[২] তিনি দুঃখ, কষ্ট ও গ্লানি নিয়ে আরও একটি কবিতা লিখেন :

خليلى هل تجدى على فضائل

إذا أنا لم أرفع على كل جاهل

"হে আমার বন্ধু! তুমি আমার ওপর কাউকে মর্যদাবান পেয়েছ? অথচ আমি মূর্খদের অবস্থান থেকে উর্ধ্বে ওঠতে পারিনি"।[৩]

১. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; দিওয়ানুল আদব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

২. প্রফেসর ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৩. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; দিওয়ানুল আদব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

খুরাসান অবস্থানকালে তিনি অনেক সরকারী কর্মকর্তার সংস্পর্শে আসেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুজীব আল দৌলা আবূ আল ফাতহ আলী ইবন হুসাইন আল-আরতাসতানী এবং মুয়াইয়িদ আল-মুলক 'উবাউদুল্লাহ ইবন নিযামুল মুলক। যামাখশারী এখানেও একটি সরকারী চাকুরী লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন।[১]

আল্লামা যামাখশারী 'মুয়াইয়িদ আল-মুলক 'উবাউদুল্লাহ ইবন নিযামুল মুলক এর নিকট গমণ এবং সরকারি একটি পদ লাভের জন্য আবেদন করেন এবং এ বিষয়ে একটি কবিতা লিখেন :

فلا ترضى يا صدر الكفاة بأن ترى

أعالى قوم الحقوا باسافل

ولا تجعلوني مثل همزة واصل

فيسقطنى حذف ولا راء واصل

فكل امرئ اماله عدد الحصى

وهات نظيري فى جميع المحافل

"হে মর্যাদার অধিকারী আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আমার জাতির পিছনের লোকেরা আমার চেয়েও উচ্চ মর্যাদায় আসীন। আমাকে হামযা ওয়াসেল এর মত রাখবেন না। যাতে আমাকে পিছন থেকে ছেটে ফেলা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়েই থাকে। আমার এ অবস্থা সকল মাহফিলেই!"[২]

খুরাসানে সরকারী পদ লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি সেলজুকদের রাজধানী ইস্পাহানে গমন করেন। এখানে এসে তিনি সুলতান মালিক শাহ ও তার উত্তরাধিকারী সানজারের প্রশংসা গাঁথা রচনা করেন। তিনি বলেন :[৩]

১. Lufi Ibrahim," Al-Zamakhshari : His life and works, *Islamic Studies,* Vol-ixix No-1 (Pakistan : the Islamic Research institute, 1969), p.98.

২. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; দিওয়ানি আদাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

৩. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; দিওয়ানি আদাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

محمد بن أبي الفتح الذي تركت

Dhaka University Institutional Repository

أوصاف لكتبة في كل منطيق

ابن السلاطين من أبناء سلجوق

وابن الغطارف منهم والغرانيق

৫১২ হিজরিতে আল্লামা যামাখশারী কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তিনি সরকারী চাকুরীর ইচ্ছা পরিহার করেন এবং বাকী জীবন শিক্ষাদান ও সাহিত্য সাধনায় কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে, আল্লাহ যদি তাকে এ রোগ থেকে মুক্তি দান করেন তাহলে তিনি আর কোন বাদশাহী পদ এর আকাঙ্ক্ষা করবেন না এবং আর রাজা বাদশার প্রসংশা গাথা রচনা করবেন না।[১]

অতঃপর আল্লামা যামাখশারী আল্লাহর রহমতে রোগ থেকে মুক্তি পান এবং মুক্তির পর তিনি কিছুদিন বাগদাদে অবস্থান করেন। তিনি বাকী সময়টুকু মক্কা ভূমিতে অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মক্কায় গমন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

والله أكبر رحمة والله أكثر * نعمة وهو الكريم القادر

وأحق ما يشكو ابن ادم ذنبه * وأحق من يشكو إليه الغافر

فعسى المليك بفضله وبطوله * يكسو لباس البر من هو فاجر

يا من يسافر في البلاد منقبا * إني إلى البلد الحرام مسافر

إن هاجر الإنسان عن أوطانه * فالله أولى من إليه يهاجر

وتجارة الأبرار تلك ومن يبع * بالدين دنياه فنعم التاجر

আল্লাহ মহান এবং অনুগ্রহশীল আল্লাহ অধিক নিয়ামত দাতা এবং তিনি হলেন শক্তিশালী ও মহান। আদমের সন্তান তাদের গুনাহ মাফের জন্য অভিযোগ করার ক্ষেত্রে তিনিই অধিক হকদার। আশা করছি, আল্লাহ মালিক তার অনুগ্রহ ও বদান্যতা দ্বারা পাপাচারিকে পূণ্যের পোশাক পরিয়ে দিবেন। পবিত্র ভূমির দিকে গমনকারী হে মুসাফির! আমিও পূণ্য ভূমি মক্কা শহরের উদ্দেশ্যে সফরকারী।

১. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; তাহলীলী জায়িযাহ প্রাগু, পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ব্যক্তি যদি তার নিজ জন্মভূমির থেকে হিজরত করে তাহলে আল্লাহই অধিক যোগ্য তাঁর দিকে হিজরত করার জন্য। এটাই পূণ্যবানদের ব্যবসা, যারা দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে ক্রয় করে নিয়েছেন : তারা কতই না উত্তম ব্যবসায়ী।[১]

মক্কায় দু'বছর অবস্থানের পর তিনি মাতৃভূমির টানে খাওয়ারিযমের উদ্দেশ্যে রওনা হন। দেশে ফেরার পর তিনি তৎকালীন খাওয়ারিযমের শাহ মুহাম্মদ ও তাঁর পুত্র আতসীজের প্রশংসা গাঁথা রচনা করেন। কিন্তু এতেও কোন ফল হয়নি। দারুণভাবে মর্মাহত হয়ে তিনি আবার মক্কায় গমনের সিদ্ধান্ত নেন। ৫২৬ হিজরীতে তিনি মক্কায় গমন করেন। মক্কায় তিন বছর অবস্থান করার পর পুনরায় তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু এখানেই অবস্থান করেন।[২] তিনি কবিতার মাধ্যমে বলেন :

أحب بلاد الله شرقا وغربا * إلي التي فيها غذيت وليدا

ولكن تواسي بالكرامة غيرها * وهذي أرى فيها الهوان عتيدا

আমি পূর্ব পশ্চিমে আল্লাহর জমিনকে ভালোবাসি এবং আমি আমার মাতৃভূমিকেও ভালোবাসি যেখানে আমি ছোট থেকেও বড় হয়েছি। কিন্তু আমি আমার মাতৃভূমিকে বাদ দিয়ে অন্য স্থানে সম্মান ও মর্যাদা খুজেছি এবং আমি সেথায় অসম্মান দেখেছি।[৩]

ইন্তেকাল

৫১২ হিজরিতে আল্লামা যামাখশারী কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তিনি সরকারী চাকুরীর ইচ্ছা পরিহার করেন এবং বাকী জীবন শিক্ষাদান ও সাহিত্য সাধনায় কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন, যে আল্লাহ যদি তাকে এ রোগ থেকে মুক্তি দান করেন তাহলে তিনি আর কোন বাদশাহী পদ এর আকাঙ্ক্ষা করবেন না এবং আর রাজা বাদশার প্রসংশা গাথা রচনা করবেন না।

১. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; দিওয়ানি আদাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

২. ড. মুজিবুর রহমান, *আল্লামা যামাখশারী* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০০হি:/১৯৮০) পৃ. ১১; যাহাবী, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৫২; Lutfi Ibrahim, Ibid. p. 100.

৩. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; দিওয়ানি আদাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর আল্লামা যামাখশারী আল্লাহর রহমতে রোগ থেকে মুক্তি পান এবং মুক্তির পর তিনি কিছুদিন বাগদাদে অবস্থান করেন। তিনি বাকী সময়টুকু মক্কায় দু'বছর অবস্থানের পর মাতৃভূমির টানে খাওয়ারিযমের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ৫২৬ হিজরীতে তিনি মক্কায় গমন করেন। মক্কায় তিন বছর অবস্থান করার পর পুনরায় তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু এখানেই অবস্থান করেন।

আল্লামা যামাখশারী মক্কা হতে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ৫৩৮ হিজরীর আরাফাতের রাতে খাওয়ারিযমের জিননুন নদীর তীরবর্তী জুরজানিয়া নামক গ্রামে ইন্তেকাল করেন। জুরজানিয়াতেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

রচনাবলী

আল্লামা যামাখশারী তার জীবদ্দশায় জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষাদান ছাড়াও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আরবী সাহিত্য গদ্য ও পদ্য, আরবী ব্যাকরণ, অংলকার শাস্ত্র, কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি বিয়য়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা যামাখশারীর মাতৃভাষা ফার্সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আরবী ভাষার পন্ডিত ছিলেন। ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়ে তিনি মু'তাযিলী আকীদার অনুসারী ছিলেন বিধায় তার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর বেশ কিছু প্রকাশিত হলেও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. আল কাশশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিদিত তানযীল ওয়া উয়ূনুল আকাবীল ফী উযুহিত তাবী :[২] এটি তাফসীর শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন এবং এ গ্রন্থে অপূর্ব শব্দ চয়ন, অলংকার পূর্ণ বাক্যের ব্যবহার, শব্দের বিশ্লেষন, ভাষাগত নৈপূণ্য এবং আরবী সাহিত্যের প্রাঞ্জল ব্যবহারের সম্বনয় ঘটিয়েছেন। এ সম্পর্কে আলোচনা আমরা যথাস্থানে উপস্থাপন করব।

২. আ মুফাসসাল ফীন নাহু। তিনি এ গ্রন্থে চারটি ভাগে যথা : আল আসমা, ওয়াল আফয়াল, ওয়াল হুরুফ, ওয়াল মুশতারাক এর বিস্তারিত ব্যাকরণ সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। আলেমগণ এ গ্রন্থটিকে কাশশাফের সমতুল্য হিসাবে মূল্যায়ন করে থাকেন।আল্লামা যামাখশারী এ গ্রন্থটি ৫১৩ হিজরী থেকে ৫১৫ হিজরী পর্যন্ত দুই বছরের মধ্যে সমাপ্ত করেন। এজন্য অনেক আলিম এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন।

১. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫; ইবনে খাল্লিকান প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ১০৭

২. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬; ইবনুল মুনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন : শরহে ইবনুল বাকা’ ইবনুল ইয়ায়ীশ, গ্রন্থটি লিপজেক থেকে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৮৫৯ সালে খুরাস্তিয়ানিয়া থেকে এবং ১৮৯১ দিল্লী থেকে ১৩২৩ হিজরীতে কায়রো থেকে এবং ১২৯৮ হিজরীতে ইস্তামবুল থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১]

৩. আল ফায়িক ফিল গারিবিল হাদীস : আল্লামা যামাখশারী গ্রন্থটিকে হুরুফুল মু‘জাম হিসেবে সাজিয়েছেন। তিনি ৫১৬ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে গ্রন্থটি লেখা সমাপ্ত করেন। গ্রন্থটি ১৩২৪ হিজরীতে ভারতের হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং উস্তাদ মুহাম্মদ আবুল ফজল ইব্রাহীম ৩ খণ্ডে কায়রো থেকে প্রকাশ করেছেন।[২]

৪. আসাসুল বালাগাহ : এটি আরবী সাহিত্যে একটি মু‘জাম গ্রন্থ। ভাষা সাহিত্যের মাজায এবং ইস্তিয়া‘রা বিশেষ বর্ণনা করেছেন। কাশফুয যুনুন গ্রন্থকার এ বিষয়ে বলেন :[৩]

وهو كتاب كبير الحجم ، عظيم الفحوي ، من أركان فن الأدب بل هو

أساسه ، ذكر فيه المجازات اللغوية ، والمزايا الأدبية ، وتعبيرات البلغاء ، على ترتيب كالمغرب -

৫. আল মুস্তাকসা ফিল আমসাল : এটি একটি আরবী উপমা সংক্রান্ত সংকলন। আল্লামা যামাখশারী ৪৯৯ হিজরীর রমজান মাসে গ্রন্থটি প্রণয়ন সম্পন্ন করেন। ভারত থেকে ১৯৬২ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[৪]

৬. আল মুহাজার ও মুতাম্মিমু আরবাবিল হাযাত ফিল আহাজি ওয়াল আগলুতাতি : এটি একটি আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কিত গ্রন্থ। বাগদাদ থেকে ১৯৭৩ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।[৫]

১. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; ইবনুল মুনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; ইবনুল মুনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; কাশফুশ যুনুন, প্রাগুত, খণ্ড ১, পৃ. ৭৪।

৩. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; ইবনুল মুনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; কাশফুশ যুনুন, প্রাগুত, খণ্ড ১, পৃ. ৭৮।

৪. ইবনুল মুনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫। কাশফুশ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ, ২য় খণ্ড ১৬৭।

৫. আল যামাখশারী শায়িরান ও কাতিবান পৃ. ৭৮; মু’জাম আল উদাবা, পৃ. ১৩৩; ইবনুল মুনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫। কাশফুশ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ, ২য় খণ্ড ১৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আল কিসতাসু ফিল আরুজি : আল্লামা যুরযানী ৬৫৫ হিজরীতে গ্রন্থটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইরাক থেকে ১৯৬৯ সালে আল কিসতাসুল মুস্তাকিম নামে প্রকাশিত হয়েছে।[১]

৮. মুকাদ্দামাতুল আদব : এটি একটি আরবী ফার্সী অভিধান। এটি তার সর্বশেষ গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়। গ্রন্থটি ফার্সী ভাষাভাষী লোকদের আরবী শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।[২]

৯. কিতাবুল আমাকিনা ওয়াল জিবাল ওয়াল মিয়াহ। গ্রন্থটি ভূগোল সম্পর্কিত মু'জাম গ্রন্থ। ১৮৫৬ সালে লেইডেন থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৯৩৮ সালে বাগদাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

১০. নাওয়াবিগুল কালিম। এটি আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ। যামাখশারী মক্কায় গ্রন্থটি প্রণয়ন করে ১২৮৭ সালে গ্রন্থটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং বৈরুত থেকে ১৩০৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া ১৮৮৬ সালে গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়েছে।[৪]

১১. কিতাবুন নাসয়েহ আল কুববার। গ্রন্থটি কায়রো থেকে ১৩১২ হিজরীতে প্রণয়ন হয়েছে। এটিকে মাকামাত গ্রন্থও বলা হয়।[৫]

১. আল যামাখশারী শায়িরান ও কাতিবান পৃ. ৭৮; মু'জাম আল উদাবা, পৃ. ১৩৩; ইবনুল মুনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫। কাশফুশ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ, ২য় খণ্ড ১৬৭।

২. আল যামাখশারী শায়িরান ও কাতিবান পৃ. ৭৮; মু'জাম আল উদাবা, পৃ. ১৩৩; ইবনুল মুনির প্রাগু, পৃ. ৩৪।

৩. কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫; ইবনে খাল্লিকান প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ১০৭; ইবনুল মুনির প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১২. রাবিউল আবরার ও নুসুসুল আখবার। বাগদাদ থেকে ১৯৭৬ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি আল্লামা যামাখশারী সফরের মধ্যে লিখেছেন।[১]

১৩. আতওয়াকুয যাহাব ওয়া আননাসায়িহুস সিগার। এটি হচ্ছে ১০০টি মাকালাহ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। দামিস্ক এবং বৈরুত থেকে গ্রন্থটি ১২৯৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং কায়রো থেকে ১৩৭০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।[২]

১৪. কিতাবু খাসাইসুল আশারাহ আল কিরামুল বারারাহ। গ্রন্থটি বাগদাদ থেকে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

১৫. রিসালাতুল ফিল কালিমাতিল শাহাদাত। গ্রন্থটি মাসআলাতু ফি কালিমাতু শাহাদাত নামে বাগদাদ থেকে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে।[৪]

১৬. আল কাসীদাতুল বা'উদিয়াহ। গ্রন্থটিতে আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রশংসায় লিখা হয়েছে এবং গ্রন্থটির শেষে মশার গুনাগুণ বণনা করা হয়েছে।[৫]

১৭. নুযহাতুল মুতাআন্নিস ওয়া নুহযাতুল মুক্বতাবিস।

১৮. আল মুফরাদ ওয়াল মুয়াল্লাফ ফিন নাহু।

১৯. রিসালাতুল ফিল মাজায ওয়াল ইসতি'য়ারাহ।

১. আল যামাখশারী শায়িরান ও কাতিবান পৃ. ৭৮; মু'জাম আল উদাবা, পৃ. ১৩৩; ইবনুল মুনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫। কাশফুশ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ, ২য় খণ্ড ১৬৭; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তার আরও গ্রন্থাবলি রয়েছে যেগুলো তার জীবনীকারগণ লিপিবদ্ধ করেছেন।[১]

২০. রিসলাতুল তাসাররুফাত।

২১. আল মিনহাজু ফী উসুলিদ্দীন।

২২. দিওয়ানু শি‘রু আয যামাখশারী।

২৩. মুখতাসারু আল মুয়াফাকাতু বাইনা আহলিল বাইতি ওয়াস সাহাবা।

২৪. আল কাশফু ফিল ক্বিরাআত।

২৫. আ‘জাবুল আযবি ফী সারহে লামইয়াতি আরব। গ্রন্থটি ১৩২৮ হিজরীতে বাগদাদে প্রকাশিত হয়েছে।

২৬. নুকাতিল ই‘রাব ফী গারীবিল ই‘রাব।

২৭. কাসিদাতুল ফী সুয়ালিল গাযালি আন জুলুসিল্লাহি আলাল আরশি ওয়া কুসুরিল মা‘রিফাতি আল বাশারিয়াহ।

২৮. আদ্দুররু আদ্দায়িরুল মুনতাখাবু ফী কিনায়াতি ওয়া ইসতি‘য়ারাতি ওয়া তাশবিহাতিল আরব।

২৯. কিতাবু মুতাশাবিহি আসমায়ি রু‘য়াত।

৩০. তালিমুল মুবতাদা ওয়া ইরশাদুল মুকতাদা।

৩১. রুউসু আল মাসায়িল।

৩২. শারহি আবিয়াতু কিতাবি সিবওয়াইহ।

৩৩. কিতাবু রিসালাতুল মুসাওমা।

৩৪. আররায়িদু ফিল ফারায়িয।

৩৫. মু‘জামুল হুদুদ।

৩৬. দাল্লাতুন নাসিদ।

৩৭. কিতাবু আকলিলকুল।

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. আল আমালি ফিন নাহু।

৩৯. জাওয়াহিরুল লুগাত।

৪০. কিতাবুল আজনাসি।

৪১. কিতাবুল আসমাই ফিল লুগাত।

৪২. রুহুল মাসায়িল।

৪৩. সারায়িরুল আমসাল।

৪৪. তাসলিয়াতু আদ্দারির।

৪৫. রিসালাতুল আসরার।

৪৬. দিউয়ানু আত তামসিল।

৪৭. শাকায়িকু আন নো'মান ফী মানাকিবিল ইমাম আবু হানিফা।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য, যোগ্যতা ও চিন্তা-চেতনা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে এবং এগুলো তাঁকে অমর করে রেখেছে। তবে কাশশাফ গ্রন্থই তাকে খ্যাতির শিখরে আরোহন করিয়েছে।

১. হেলাল নাজি, *আয যামাখশারী হায়াতুহু ওয়া আসারুহু*, মাজাল্লিত আলিম আল কুতুব, ৪র্থ সংখ্যা ১৪১১ হিজরী, পৃ. ৫১১-৫১৯; । আল যামাখশারী শায়িরান ও কাতিবান পৃ. ৭৮; মু'জাম আল উদাবা, পৃ. ১৩৩; ইবনুল মুনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫। কাশফুশ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ, ২য় খণ্ড ১৬৭; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; কামিল মুহাম্মদ মুহাম্মদ আওয়িদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

যামাখশারীর ছাত্রবৃন্দ

আল্লামা যামাখশারী জ্ঞান অর্জন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের পাশাপাশি শিক্ষাদানে সময় অতিবাহিত করেছেন এজন্যই তার যোগ্য ছাত্র তৈরি হয়েছে। যারা বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন। যামাখশারীর যশ-খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যেই মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি যখন যেখানেই গমণ করতেন এবং অবস্থান করতেন সেখানেই অনেক শিক্ষার্থী ভীড় করতো এবং তার নিকট হতে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণ করতো।

নিম্নে তাঁর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলো :[১]

১. আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে মারওয়ান আল ইমরানী আল খাওয়ারিযমী। তিনি মু'তাযিলা মতবাদে বিশ্বাসী একজন বড় আলিম ছিলেন। তিনি আল্লামা যামাখশারীর নিকট আরবী সাহিত্যেও জ্ঞান অর্জন করেন এবং তার বড় একজন সহচরে পরিনত হন এবং আরবী সাহিত্যে অনেক কিতাব রচনা করেন। তিনি ৫৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. আবুল মু'য়াইয়্যিদ আল মুওয়াফফেক আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি সাঈদ ইসহাক আল মাক্কী। তিনি একজন ফকিহ এবং একজন আরবী সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি খাওয়ারিযমি যামাখশারীর নিকট আরবী সাহিত্যেও জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ৪৮৪ হিজরী জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. মুহাম্মদ ইবন আবিল কাসিম বাইজুক আবু আল-ফাদল আল ইয়া'কিলী আল-খাওয়ারিযমী। তিনি যামাখশারীর নিকট আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তিনি একজন আরবী সাহিত্যের অগ্রজ ছিলেন এবং হাম্বলি মাযহাবের ফকিহ ও মুফাসসীর ছিলেন। তিনি ৪৯০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল কনের।

৪. আবূ ইউসূফ ইয়াকূব ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আল জা'ফর আল-বালখী আল জানদালী। তিনি যামাখশারীর নিকট আরবী ব্যাকরণ এবং সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি আরবী সাহিত্য এবং ব্যকরণের বড় একজন ইমাম ছিলেন। তার ইন্তেকালের সাল জানা যায়নি।

১. আল যামাখশারী শায়িরান ও কাতিবান পৃ. ৭৮; মু'জাম আল উদাবা, পৃ. ১৩৩; ইবনুল মুনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫। কাশফুশ যুনুন, প্রাগুক্ত, পৃ, ২য় খণ্ড ১৬৭; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; Lutfi Ibrahim, Ibid, pp. 97-98। বুগইয়াতুল ও'য়াত, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫; শাযরাতুয যাহাব, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৩; তাযক্বিরাতুল হুফফায, প্রাগুপ্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আবু তাইয়িব আলী ইবন ঈসা' হামযা ইবন ওয়াহহাস। তিনি তৎকালীন সময়ে মক্কার আমীর ছিলেন। আল্লামা যামাখশারী মক্কায় অবস্থান কালে তিনি তার জ্ঞান চর্চায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। তার আরবী গদ্য ও পদ্যের অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ৫৫৯ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

৬. আল কাজী আবুল মা'য়ালি ইয়াহইয়া ইবন আব্দুর রহমান ইবন আলী আল শাইবানি। তিনি মক্কার কাজী ছিলেন এবং তিনি হেরেম শরীফে যামাখশারীর নিকট কাশশাফ গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন।

৭. আবু বকর ইয়াহইয়া ইবন সা'য়াদান ইবন তামাম আল আযাদি আল কুরতুবী। তিনি ৪৮৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইস্পাহান ও খাওয়ারযিমে আল্লামা যামাখশারীর নিকট অধ্যায়ন করেন। তিনি ৫৬৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৮. উম্মুল মুআইয়্যিদ যাইনাব বিনতে আব্দুর রহমান ইবনুল হাসান আল জুরযানি আশশা'রী। তিনি ফকিহ ছিলেন এবং হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি ৫২৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৯. আল হাফিজ আবু তাহের আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আসসালাফি। তিনি শাফি'য়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি ইসকান্দারিয়া থেকে আল্লামা যামাখশারীর নিকট ইজাজত চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন তখন আল্লামা যামাখশারী মক্কায় অবস্থান করছিলেন। আল্লামা যামাখশারী তাকে ইজাজত দিয়েছেন। তিনি ইসকান্দারিয়াতে ৫৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১০. আবূ' উমার আমির ইবন আল হাসান আল সাম্মার; তিনি যামাখশারের অধিবাসী এবং যামাখশারীর চাচাত ভাই ছিলেন।

১১. আবূ আল-মাহাসিন ইসমাঈল ইবন 'আব্দিল্লাহ আল তাবিল। তিনি তাবারিস্থানের অধিবাসী ছিলেন।

১২. আবূ আল মাহাসিন 'আব্দুর রহমান ইবন আব্দিল্লাহ আল-যাযযাম। তিনি ইবয়ার্দের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যামাখশারীর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

১৩. আবূ সা'দ আহমদ ইবন মাহমুদ আল-সাতি। তিনি সমরখন্দের অধিবাসী ছিলেন।

১৪. আবূ তাহির সামান ইবন আব্দিল মালিক আল ফকীহ ইবন আহমদ ইবন আবী সা'ঈদ। তিনি আইন শাস্ত্র ও আরবী সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল জালীল ইবন আব্দুল মালিক আল-বালখী। তিনি একাধারে একজন কবি, সাহিত্যিক এবং লেখক ছিলেন। তিনি খাওয়ারিযমে ৫৭৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আল্লামা যামাখশারী ছাত্রগণ ছড়িয়ে আছেন এবং তারা বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন এবং অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তার ছাত্র সংখ্যা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। এখানে তার বিখ্যাত ছাত্রদের নাম তুলে ধরা হলো মাত্র।

আল্লামা যামাখশারীর ‘আকীদা ও মাযহাব

আল্লামা যামাখশারী ‘আকীদাগত দিক দিয়ে মু‘তাযিলী ছিলেন। আল্লামা যামাখশারী যে পরিবেশে বড় হয়েছিলেন সেই পরিবেশটিই ছিল মু‘তাযিলা আকীদা দ্বারা ব্যাপ্তিত। তার উস্তাদ আবু মুদার আল দাব্বী আল ইস্পাহানী ম‘তাযিলা আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন বিধায় আল্লামা যামাখশারী তার উস্তাদের আকীদা দ্বারা প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন কেননা তার উস্তাদ ছিলেন ম‘তাযিলা আকীদার বড় চিন্তাবিদ এবং তিনি খাওয়ারযিমে সর্বপ্রথম ম‘তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যামাখশারী আরো একজন উস্তাদ আবু সাঈদ আল জাসীমিও ম‘তাযিলার আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি যামাখশারী তাফসীরের উস্তাদ ছিলেন। এজন্যই আমরা আল্লামা যামাখশারীকে তার কাশশাফ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ম‘তাযিলা আকীদা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট দেখতে পাই। তিনি নিজেকে মু‘তাযিলী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। ইবনু খাল্লিকান বলেন :

انه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه فى الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن : قل له : أبو القاسم المعتزلى بالباب -

তিনি যখন তাঁর কোন সহপাঠীর সাথে দেখা করতে চাইতেন, তখন ভেতরে প্রবেশের জন্য অনুমতি বাহককে বলতেন, বল, আবুল কাসিম আল-মু‘তাযেলী দরজায় দাড়িয়ে।[১]

তিনি মু‘তাযিলী মতবাদের আলোকে আল কাশশাফ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এটি মু‘তাযিলী ‘আকীদা অনুসৃত কুরআনের একটি অনবদ্য তাফসীর গ্রন্থ। এর বিভিন্ন স্থানে মু‘তাযিলী ‘আকিদা ছড়িয়ে আছে।

‘আল ইকলিলু শারহি মাদারিকুত তানযীল’ এর গ্রন্থকার উল্লেখ : আল্লামা যামাখশারী তাঁর শেষ জীবনে মু‘তাযিলা মতবাদ হতে তওবা করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘য়াতের মতবাদ গ্রহণ করেন। তিনি এ মতের সমর্থনে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন :

১. ইয়াকূত আল হামুবী প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

قال العلامة اكمل الدين فى شرح الكشاف انه (اى الزمخشرى) قد تاب من مذهب الاعتزال وصنف نصائح الصغار ونصائح الكبار بعد توبته من الاعتزال ـ

"আল্লামা আকমালুদ্দীন কাশশাফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন যে, তিনি (যামাখশারী) মু'তাযিলা মতবাদ হতে তওবা করেছিলেন এবং 'নাসায়িহুস সিগার ও নাসায়িহুল কিবার' গ্রন্থদ্বয় এ তওবার পরেই লিখেছিলেন।[১]

পক্ষান্তরে আল্লামা খাওয়ানসারী উল্লেখ করেন, যামাখশারীর রবীউল আবরার গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়লে মনে হয় যে, তিনি মু'তাযিলা মতবাদ পরিহার করে শি'আ মতবাদ গ্রহন করেছিলেন।[২]

কিন্তু আল্লামা মুকরী এসব অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যামাখশারী তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মু'তাযিলী আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন যে :

قال الراعى سمعت شيخنا ابا الحسن على قال سمعت الاندلسى يقول شيئان لا يصحان اسلام ابراهيم بن سهل وتوبة الزمخشرى من الاعتزال ـ

'আল-রাঈ বলেন আমি-শাইখ আবুল হাসান 'আলীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি আল আন্দালুসীকে বলতে শুনেছি যে, দু'টি বিষয় সঠিক নয়। একটি হল ইব্রাহীম ইবন সহলের ইসলাম গ্রহণ এবং অপরটি হল যামাখশারীর মু'তাযিলা মতবাদ থেকে প্রত্যাবর্তন।[৩]

আল্লামা যামাখশারী হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী বলেও দাবী করেছেন। কিন্তু তিনি শাফেয়ী' মুযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তিনি স্পষ্টভাবে নিজেকে একনিষ্ঠ হানাফী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি দিয়ানুল আদব গ্রন্থে বলেন :

১. আল মুকরী, *নাফহ আল তীব*, ২য়খণ্ড (কায়রো : ১২৭৯ হি) পৃ. ৩৫২; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২. আল-খাওয়ানসারী, *রওযাহ আল জান্নাহ* (তেহরান : আলী আল হাজার, ১৩৬০হি.), পৃ. ৭২০; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩. আল-খাওয়ানসারী, রওযাহ আল জান্নাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২০; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; আযযাহাবী, আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসীরুন প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

واسند دينى واعتقادى ومذهبى * الى حنفاء اختارهم وحنائفا

حنيفة أديانهم حنفية * مذاهبهم لا يبتغون الزعائفا

"আমার ধর্ম, আকীদা ও মাযহাবকে সে সকল একনিষ্টদের সাথে সম্পৃক্ত করছি, যাঁরা নির্বাচিত। তাঁদের ধর্ম ও মাযহাব বিশুদ্ধ, আর তাঁরা কোন প্রকার হীনমন্যতার অনুসন্ধান করেন না"।[১]

এছাড়া তিনি স্বীয় আলকাশশাফ গ্রন্থে ফিকহী মাসআলার বর্ণনার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের মতামতকে বিশদভাবে পর্যালোচনা করেছেন এবং অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাতে বুঝা যায় যে, তিনি 'আকীদাগত দিক থেকে মু'তাযিলী আকীদায় বিশ্বাসী এবং মাযহাবের দিক থেকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে তিনি কোন মাযহাবের প্রতি সম্পূর্ণভাবে তাকলীদে বিশ্বাসী ছিলেন না। এ বিষয়ে তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থের ভূমিকায় একটি কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে :[২]

إذا سألوا عن مذهبى لم أبح به * واكتمه كتمانه لى أسلم

فإن خنفيا قلت قالوا بانى * أبيح الطلا وهو الشراب المحرم

وإن مالكيا قلت قالوا بانى * أبيح لهم اكل الكلاب وهم هم

وإن شافعيا قلت قالوا بانى * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم

وإن حنبليا قلت قالوا بانى * ثقيل حلولى بغيض مجسم

وإن قلت من أهل الحديث وحزبه * يقولون تيس ليس يدرى ويفهم

تعجبت من هذا الزمان وأهله * فما أحد من ألسن الناس يسلم

وأخرنى دهرى وقدم معشرا * على أنهم لايعلمون وأعلم

ومذ أفلح الجهال أيقنت أننى * أنا اليم والأ يام أفلح أعلم

১. আল-খাওয়ানসারী, রওযাহ আল জান্নাহ (তেহরান : আলী আল হাজার, ১৩৬০ হি) পৃ. ৭২০; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; আযযাহাবী, আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসীরুন প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৪।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : আত তাফসীরুল কাশশাফ পরিচিতি

১. আল কাশশাফ এর প্রণয়ণের কারণ

২. সমলোচনা

৩. ভাষ্যগ্রন্থ

৪. বৈশিষ্ট্য

৫. মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

আল কাশশাফ গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ

আল্লামা যামাখশারী তার জীবনের যতগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন তাফসীরে কাশশাফ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মুসলিম বিশ্বে আল্লামা যামাখশারী কাশশাফ গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তার উস্তাদ আবু মুদার আদদাব্বী এর প্রেরণায় মু'তাযিলা আকীদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং তার তাফসীরের উস্তাদ আবু সাঈদ আল জাসীমি এর দ্বারাও প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হন। তিনি মু'তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। আল্লামা যামাখশারী দ্বিতীয়বার মক্কায় অবস্থানকালে ৫২৬ হিজরীতে আল কাশশাফ রচনা শুরু করেন। মাত্র দু'বছরেই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা এবং একনিষ্ঠাতার কারণে তিনি এ তাফসীর গ্রন্থটি রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি ৫২৮ হিজরী ২৩ রবিউল আউয়াল/১১৩৪ খৃষ্টাব্দে দারে সুলাইমানী নামকস্থানে এ গ্রন্থ লিখা সমাপ্ত করেন।[১]

কাশশাফ গ্রন্থ লিখার কারণ বলতে গিয়ে আল্লামা যামাখশারী তার তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন :

رأيت اخواننا فى الدين من افاضل الفئة الناجية العدلية ـ الجامعين بين علم العربية و الاصول الدنية كلما رجعوا الى فى تفسير اية فابرزت لهم بعض الحقائق من الحجب أفاضوا فى الاستحسان والتعجب و شوقا الى مصنف يضم اطرافا من ذالك حتى اجتمعوا الى مقترحين ان املى عليهم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فاستعفيت فابوا الا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد والذى حدانى على الاستعفاء على علمى انهم طلبوا ما الاجابة اليه على واجبة لان الخوض فيه كفرض العين ـ

মক্কায় মু'তাযিলা মতবাদের সমর্থনে কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় তিনি আল কাশশাফ লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ক্ষমতা আকর্ষণীয় বিধায় মক্কার লোকেরা তাঁকে কুরআনের তাফসীর লিখে আল কাশশাফ নামকরণের পরামর্শ প্রদান করেন। প্রথমে তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু অবশেষে তাদের অনুরোধে তিনি তাফসীরে এ নাম দিতেই সম্মত হন।[২]

১. ইবন কুনফুয আল কুসানতিনী, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৭৮; আল ওফাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী ধারণা করেছিলেন যে, এ গ্রন্থ শেষ করতে তাঁর প্রায় ত্রিশ বছর সময় প্রয়োজন হবে। কিন্তু তার নিরলস প্রচেষ্টা ও সাধনা এবং একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফলে মাত্র দু'বছরেই তিনি এ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। তিনি মনে করেন যে, পবিত্র কাবা ঘরের বরকতের কারণেই এ রকম একটি কঠিন কাজ এত কম সময়ে সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি কুরআনের ব্যাকরণ ও আলংকারিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অপূর্ব শব্দ চয়ণ এবং ভাষার অলংকার পূর্ণ ব্যবহার এবং অসাধারণ মাধুর্যতার কারণে গ্রন্থখানি গুণীজন দ্বারা প্রশংসিত ও সমাদৃত। আল কাশশাফ গ্রন্থের প্রশংসায় তিনিই নিজেই বলেন :

إن التفاسير فى الدنيا بلاعدد * وليس فيها لعمرى مثل كشافى

إن كنت تبغى الهدى فالزم قرأته * فالجهل كالداء والكشاف كالشافى

'দুনিয়াতে অসংখ্য তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমার জীবনের কসম! আমার কাশশাফের মত একটিও নেই। যদি তুমি হেদায়েত চাও তবে এটি অধ্যয়ন করা অপরিহার্য করে নাও। কেননা, মূর্খতা হল রোগ ও কাশশাফ হল তার আরোগ্য দানকারী।[১]

১. ইমাম যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনা :

আলেমগণ এ গ্রন্থটির সাহিত্যিক মর্যাদা স্বীকার করলেও মু'তাযিলী 'আকীদার ভিত্তিতে রচিত হওয়ায় তাঁরা এর সমালোচনা করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া মু'তাযিলী আকীদার আলোকে রচিত তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, মু'তাযিলীরা আল-কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এমন মনগড়া বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন যা সলফে সালেহীনদের মতের বিপরীত। তাঁরা এক্ষেত্রে কল্পনা প্রসূত ধ্যান-ধারণা ও বুদ্ধি ভিত্তিক রায়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ পর্যায়ে আল্লামা যামাখশারী আল কাশশাফ গ্রন্থে বিদ'আত প্রসূত ব্যাখা করেছেন।[১]

শাইখ হায়দার আল হারাবী বলেন, আল কাশশাফ উন্নত পদ্ধতিতে রচিত একটি গ্রন্থ। এটি তাফসীর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সারগর্ভ ও অতুলনীয় গ্রন্থ। আল কাশশাফ যে উন্নত ভাবধারা ও অলংকার পূর্ণ বাক্য দ্বারা সুবিন্যস্ত, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তবে এ গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের অনুসৃত নীতিমালা ও গৃহীত পদ্ধতি সমূহ এর সার্বজনীনতা ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। যেমন গ্রন্থকার আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বর্জন ও রূপক অর্থ গ্রহনের মাধ্যমে মু'তাযিলী মতবাদ প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে আওলিয়া কিরামকে অশালীন বাক্য বাণে জর্জরিত করেছেন এবং তাদের শানে লাগামহীন বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে দু:সাহসের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তিনি আহলি সুন্নাহ ওয়াআল জামা'আতকে অস্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এমনকি তাঁদের কে কাফির ও মুলহিদ বলেতেও দ্বিধা বোধ করেননি।[২]

তাজউদ্দীন আস সুবকি (মৃ. ৭৭১ হিজরী) বলেন, এ গ্রন্থটি প্রশংসার যোগ্য হলেও এ গ্রন্থ প্রণেতা বিদ'য়াতী ছিলেন এবং নিজেকে বিদ'য়াতী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। তিনি গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াকে আক্রমণ করে বক্তব্য দিয়েছেন।[৩]

ইবন মুনায়্যের আল-ইসকান্দারী (মৃত্যু : ৬৮৩ হিজরী) আল-কাশশাফ গ্রন্থের সমালোচনা করে গিয়ে বলেন যে, আল্লামা যামাখশারী মু'তাযিলী 'আকীদাহকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চরম ভ্রষ্টতার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামাআতকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁদেরকে নগ্ন ভাষার গালি দিয়েছেন।[৪]

১. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; ড. মুহাম্মদ হোসাইন আয যাহাবী প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হোসাইন যাহাবী বলেন :

فنراه يرد هجمات الزمخشرى التي يشنيها على أهل السنة بعبارة شديدة يوجيهها الي الزمخشرى وأصحابه مع تحقير له ولهم واستبشاعه لتفسير له وتفسيرهم

আল্লামা যামাখশারী তাদেরকে কখনো জাবারীয়া, কখনও হাশাবীয়, আবার কখনও মুশাব্বিহা ও কাদারীয়া প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১] সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত :

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدماجاءهم البينات

তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনা আসার পরেও তারা মতপার্থক্য করেছে।[২] এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন :

وقيل هم مبتدعوهذه الامة وهم المشبهة والمجبرة والحشوية واشباههم -

অর্থাৎ তারা এ উম্মতের মধ্যে বিদ‘আতপন্থী। আর তারাই হলো মুশাব্বিহা, মুজবিরা ও হাশাবীয়া এবং তাদের অনুরুপ মতাদর্শে বিশ্বাসীগণ অন্তর্ভূক্ত।[৩]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম‘আতের প্রতি এ ধরনের আপত্তিকর আচরণের ক্ষুব্ধ হয়ে আবূ হায়্যান তাঁর প্রতি নিমোক্ত কবিতায় নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন[৪] :

ولكنه فيه مجال لناقد وزلات سؤ قدأخذن المخانقا
فيثبت موضوع الأحاديث جاهلا ويعزو الى المعصوم ماليس لائقا
ويشتم أعلام الائمة ضلة

‘এতে সমালোচকের সমালোচনার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। আর নিন্দনীয় ত্রুটি বিচ্যুতি এ গ্রন্থেও ঘাড় মটকিয়েছে। গ্রন্থকার এতে মূর্খতাবশতঃ মওজু হাদীস প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি নিস্পাপের প্রতি এমন দোষারোপ করেছেন যা কখনও উচিত নয় এবং তিনি শ্রেষ্ঠ ইমামদেরকে পথভ্রষ্ট বলে গালি দিয়েছেন।[১]

১. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; আয যাহাবী প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪০।

২. প্রাগুক্ত।

৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াত, ১০৫।

৪. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল কাশশাফ এর ভাষ্যগ্রন্থ

আল্লামা যামাখশারীর কাশশাফ গ্রন্থটি এর সাহিত্যিক মান, ভাষা নৈপূণ্য, বালাগাত ও ফাসাহাত এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন এবং পবিত্র কুরআনকে প্রকৃত পক্ষে একটি মু'জিযা হিসাবে উপস্থাপনের কারণেই বিশ্বব্যপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ গ্রন্থটি মু'তাযিলী 'আকীদার ভিত্তিতে লেখা সত্বেও আহলি সুন্নাহ ওয়াল জাআয়াতসহ সকল প্রকার মানুষের এ গ্রন্থটি গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি পেয়েছে। এ কারণেই হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত গ্রন্থটি অনেক ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

এক. আল ইনতিসাফু ফী মা তাদামমাহুল কাশশাফু মিনাল ই'তেযাল। এই গ্রন্থটি আল্লামা ইবনুল মুনাইয়ের আল ইসকান্দারী (মৃ. ৬৮৩ হিজরী) রচনা করেন। তিনি মু'তাযিলী আকীদার সমালোচক ছিলেন বিধায় তিনি গ্রন্থটি খুব সুক্ষ্ম সমালোচনাসহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। তিনি আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাআয়াতের পক্ষথেকেও মু'তাযিলাদের বিভিন্ন যুক্তি ও দলিলের যুক্তিপূর্ণ জবাব উপস্থাপন করেছে। এছাড়া যামাখশারী যে সমস্ত স্থানে ক্বীরাত এবং ই'রাব সংক্রান্ত বিষয়ে ভুল করেছেন তা তিনি দেখিয়েছেন। এ গ্রন্থটি কাশশাফের সর্ববৃহৎ সমালোচনামূলক ভাষ্য গ্রন্থ।[২]

দুই. আল কাশশাফু আন মুশকিলাতিল কাশশাফ। গ্রন্থটি আবু হাফস উমর ইবন আব্দুর রহমান ইবন উমর আল ফারিসী আল কাযবিনী (মৃ. ৭৪৫ হিজরী) হিজরী ৮ম শতাব্দীতে রচনা করেন। তিনি তার গ্রন্থে কাশশাফের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩]

১. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; আয যাহাবী প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩৮।

২. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; তাহলীলী জায়ীযাহ, পৃ. ৫১৭।

৩. মুহাম্মদ মুনীর আব্দু আগা আল দিমাশকী, *নামুযাজ মিনাল 'আমাল আল খায়রীয়্যাহ* (রিয়াদঃ মাকতাবাহ ইমাম আল শাফিয়ী, ১৪৯১হি.১৯৯৮ খ্রী.),পৃ. ৩৬৯; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; তাহলীলী জায়ীযাহ, পৃ. ৫১৭।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. ফুতূহুল গায়ীব ফিল কাশশাফ আন কিনা'য়ির রাইব। আল হোসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন আল তাইয়েবী (মৃ. ৭৪৩ হিজরী) এ কিতাবটি প্রণয়ন করেছেন। তাইয়েবী বলেন, এ গ্রন্থটি রচনার সময় আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে এক পিয়ালা দুধ পেশ করলেন। আমি তার থেকে কিছু পান করলাম এবং বাকিটুকু রাসুল (সাঃ) কে ফেরত দিলাম এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। এ ঘটনা থেকেই এ কিতাটি রচনার গুরুত্ব অনুভব করা যায়। তাইয়েবী এ গ্রন্থে মু'তাযিলী আকীদার বিশ্লেষণ এবং কাশশাফ গ্রন্থের উল্লিখিত হাদীস সমূহের বিশুদ্ধতা যাচাই করেছেন। গ্রন্থটি ছয় খণ্ডে সমাপ্ত।[১]

চার. সাবাবুল ইনকিফাফি আন ইকরায়িল কাশশাফ। আবুল হাসান তাকীউদ্দীন আল ইবন আব্দুল্লাহ কাফি আস সুবুকী (মৃ.৭৫৬হিঃ) তে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থটিও কাশশাফের সমালোচনা মূলক একটি ভাষ্য গ্রন্থ। তিনি তার গ্রন্থে মু'তাযিলা আকীদার বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা করেছেন।[২]

পাঁচ. খুলাসাতুল কাশশাফ। নবাব ছিদ্দীক হাসান খান (মৃ. ১৩০৭ হিঃ) গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি তার গ্রন্থে কাশশাফ এ বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন।[৩]

ছয়. আল ইনসাফু ফীল জাম'য়ে বাইনা কাশফুশ সা'লাবি ওয়াল কাশশাফ। ইবনুল আছির আল জাযারি হিজরী ৭ম শতাব্দীতে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তিনি তার গ্রন্থে সায়া'লাবী রচিত আল কাশশাফ এবং আল্লামা যামাখশারী রচিত আল কাশশাফ গ্রন্থ সম্পর্কে তুলনা মূলক আলোচন করেছেন।[৪]

সাত. আল ইনসাফু ফী মাসাইলীল খিলাফী বাইনা যামাখশারী ওয়া ইবনুল মুনাইয়ির। আবু ইসহাক আর ইরাকী আল আনসারী গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি তার গ্রন্থে আল্লামা যামাখশারী এবং ইবনুল মুনাইয়ির এর মধ্যে ইখতিলাফ সম্বলিত মাস'আলা সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৫]

১. কাশফ আল যুনুন, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৭৮।

২. যিরিকলী, আল 'আলম, ৫ম খণ্ড, (কায়রো : ১৯৫৯), পৃ. ১১৭।

৩. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; ব্রোকলম্যান, ১ম খ খণ্ড, পৃ. ৫১০।

৪. কাশফ আল যুনূন, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২।

৫. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; আল 'আলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

আট. মুশাহিদাতুল আল ইনতিসাফ আল শাওয়াহিদু আল কাশশাফ। এটি শাইখ মুহাম্মদ ইলইয়ান রচিত কাশশাফের একটি ভাষ্য গ্রন্থ। এতে তিনি আল কাশশাফে ব্যবহৃত মু'তাযিলী আকীদারও সমালোচনা করেছেন।[১]

নয়. আল ইনসাফু শরহু আল কাশশাফ। এটি মাহমুদ ইবন মাস'উদ আল শীরাযী (মৃত্যু : ৭১০ হিজরী) রচনা করেন। এ গ্রন্থটি দুখণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।[২]

দশ. কিতাবুত তাময়ীজ লিবায়ানি মা ফী তাফসীরিল যামাখশারী মিনাল ই'য়তেযার। গ্রন্থটি আবু আলী উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন খালীল আল মাগরিবী (মৃ. ৭০৭ হি) রচনা করেন।[৩]

এছাড়াও কাশশাফ গ্রন্থের আরও অনেক ভাষ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলো :[৪]

এক. আলী আল-জুরজানী (মৃ. ৮১৬/১৪১৩) কর্তৃক রচিত ভাষ্য গ্রন্থটি ১৩০৮ হি. ও ১৩১৮ হি. কায়রোতে মুদ্রিত আল-কাশশাফের সহিত উহার পার্শ্ব টীকা- রূপে মুদ্রি হয়েছে, তবে ইস্তাম্বুলের গ্রন্থগারসমূহে সংক্ষিত ক্যাটালগসসমূহে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট বিবরণ ব্যতীত আল-কাশশাফের যে সকল ভাষ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এস্থলে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

দুই. নাগ'বাতু'ল-কাশশাফ মিন খুতবাতি'ল-কাশশাফ। মুহাম্মদ আদ-দাওয়ানী (মৃ. ৯০৭/১৫০১) উক্ত ভাষ্য-গ্রন্থধারা আল-ফীরূযাবাদী (মৃ. ৮১৭/১৪১৪ সন) হয়েছে।

তিন. খিদর ইবন 'আতাউল্লাহ কর্তৃক রচিত আল-ইসজাফ ফী শারহি শাওয়াহিদি'লল-কাদী ওয়াল-কাশশাফ শিরোনামের ভাষ্যগ্রন্থ খানাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত ভাষ্যগ্রন্থটিতে কাদী আল বায়দাবী কর্তৃক রচিত তাফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত পরস্পর সদৃশ আয়াতসমূহ ও উহাতে বিভিন্ন অভিমতের সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত আয়াতসূহের ব্যাখ্যা রয়েছে।

১. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত।

২. তাহলীলী জায়িযাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯।

৩. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; কাশফ আল যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮২।

৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পদনা পরিষদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ২১শ খণ্ড, পৃ. ৫১২।

Dhaka University Institutional Repository

চার. তাজরীদুল কাশশাফ মা'আ যিয়াদাতি নুকাতিন লিতাফ। এ সার গ্রন্থটি জামালুদদীন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবুল কাসিম ইবন আল হাদী ইলাল হাকক ইবন রাসূ লিল্লাহ আষ যায়দী কর্তৃক ৭৯৫/১৩৯৩ সনে সানা'আ শহওে প্রণীত হয়।

পাঁচ. আল জাওহারুশ শাফফাফ আল মুলতাকাতু মিম্মা গাসসাতিল কাশশাফ। উক্ত সার গ্রন্থটি আবদুল্লাহ ইবন আল হাদী কর্তৃক ৮১০/১৪০৭ সনে প্রণীত হয়।

ছয়. আবুল বাকা আব্দুল্লাহ ইবন আবী আবদিল্লাহ হুসায়ন আল উকবারী (মৃ. ৬১৬ হি./১২১৯ খ্রী.) কর্তৃক রচিত আল মুহাসসাল (আল ফিহরিস্ত, কায়রো, ২য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭)।

সাত. আব্দুল ওয়াহিদ ইবন আলী আল আনসারী কৃর্তৃক রচিত আল মুফাদদাল।

আট. মুহাম্মদ ইবন সাদ আল মারাযী কর্তৃক রচিত আল মাহসাসাল।

নয়. ইবন মালিক (মৃ. ৬৭৩/১২৭৩ সন) কৃর্তৃক রচিত যিকরু আমানী আবনিয়াতিল আলমাইল মাওজুদাতি ফিল মুফাসসাল। দামেশকে উক্ত গ্রন্থেও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হয়েছে।

দশ. আলোচ্য আল মুফসসাল গ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতার ব্যাখ্যায় ফখরুদ্দীন আল খাওয়ারিযমী কর্তৃক রচিত গ্রন্থ।

এগার. মুহাম্মদ ইবন মহাম্মদ ফাখরুল ফারাসখানে কৃর্তৃক রচিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।[১]

১.*ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পদনা পরিষদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ২১শ খণ্ড, পৃ. ৫১২।

Dhaka University Institutional Repository

আল কাশশাফ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য :

আল্লামা যামাখশারী কাশশাফ গ্রন্থটি মু'তাযিলা আকীদার ভিত্তিতে রচনা করেছেন। তবে বালাগাত ফাসাহাত ও সাহিত্যিক মানের দিকথেকে গ্রন্থখানা অনন্য। আল কুরআনের সাহিত্যিক অলংকার উদঘাটন, শব্দ বিন্যাস, বাক্য বিন্যাস, ও ব্যাকরণগত পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা প্রদানে আল কাশশাফ একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে আল্লামা যামাখশারী নিজেই বলেছেন :

ان التفاسير فى الدنيا بلا عدد * وليس فيها لعمرى مثل كشافى

ان كنت تبغى الهدى فالزم قرأتة * فالجهل كالداء والكشاف كالشافى

পৃথিবীতে অগণিত তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে; আমার জীবনের শপথ, এর মধ্যে আমার কাশশাফের মত কোন গ্রন্থ নেই; যদি তুমি হেদায়েত চাও, তাহলে এ গ্রন্থ পাঠ কর, কেননা মুর্খতা হলো রোগ আর কাশশাফ হলো এর নিরাময়কারী।[১]

কাশশাফ গ্রন্থে আল্লামা যামাখাশারী কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে আকল বা যুক্তিকে সুন্নাহ এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। নিম্নে কাশশাফ গ্রন্থের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

এক. সূরার পরিচিতি উপস্থাপনা : আল্লামা যামাখশারী তার গ্রন্থের প্রত্যেক সূরার শুরুতে সূরার নাম, আয়াত, সংখ্যা, সূরাটি মাক্কী না মাদানী তা উল্লেখ করেছেন ও কখনো কখনো শানে নুযুল উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ফাতিহার শুরুতে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন :

سورة فاتحة الكتاب ، مكية وقيل مكية ومدنية لانها نزلت بمكة مرة وبالمدينة أخرى

و تسمى ام القران لاشتمالها على المعانى اللتى فى القران من الثناء على الله تعالى بما هو أهله - ومن التعبد با لأمر والنهى و من الوعد والوعيد وسورة الكنز والوافية لذلك - وسورة الحمد والمثانى لانها تثنى فى كل ركعة -

অর্থাৎ, সুরাতু ফাতিহাতিল কিতাব, মাক্কী। তবে কেউ বলেছেন, মাক্কী ও মাদানী। কেননা এ সূরা মক্কায় একবার নাযিল হয়েছে এবং মদীনায় আরেকবার নাযিল হয়েছে। এসূরাকে বলা হয় উম্মুল কুরআন, কেননা এতে পবিত্র কুরআনের মূল বিষয় তথা আল্লাহ প্রশংসার কথা অন্তর্ভূক্ত

১. আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ১৫২; মুজামুল উদাবা, প্রাগুক্ত ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৯১।

করা হয়েছে তিনি যার যোগ্য। এছাড়া আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা এবং ভীতি প্রদর্শনের বিষয়ও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। একই কারণে এ সূরাকে سورة الكنز এবং سورة الوافية বলা হয়। এ সূরাকে سورة الحمد والمثانى ও বলা হয় কেননা এ সূরা প্রত্যেক রাকাতে পড়া হয়।[১]

দুই. কুরআনের আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা প্রদান :

এ গ্রন্থের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো কুরাআনের আয়াত দ্বারা কুরাআনের ব্যাখ্যা কর। আল্লামা যামাখশারী একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় অন্য একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। যা কুরআন তাফসীরের মূলনীতির মধ্যে অন্যতম। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী :

ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثلة وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقين -

"আর যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর তাতে যা আমি নাযিল করেছি আমার বান্দার প্রতি, তাহলে তোমরা এর মত একটি সূরা নিয়ে এস। ডেকে নাও তোমাদের সাহায্যকারীদেরও এক আল্লাহ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।"[২]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল্লামা যামাখশারী আরো উল্লেখ করেছেন। যথা :-

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة -

আর কাফিররা বলে সমগ্র কুরআন তার প্রতি একবারে নাযিল হল না কেন?[৩] এবং (فأتو بعشر سور مثله) উল্লেখ করেছেন, উল্লেখিত আয়াতে কুরআনের চ্যালেঞ্জকে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তা হলো :

قل لئن اجتمعت الا نس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا -

১. যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১।

২. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-২৩।

৩. আল কুরআন, সুরা ২ বাকারা, আয়াত. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

"আপনি বলে দিন : যদি সকল মানুষ ও জ্বিন এ উদ্দেশ্যে সমবেত হয় যে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করে আনবে এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয় তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ আনতে পারবে না।"[১]

তিন. হাদীস দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান :

আল্লামা যামাখশারী তাঁর গ্রন্থে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সিহাহ সিত্তাহ, মাসনাদে আহমাদ, বায়হাকী ও মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থ হতে হাদীস উদ্বৃতি করেছেন। প্রখ্যাত সাহাবীগণের বর্ণনা থেকে হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা:), আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা:), আলী (রা:), আয়েশা (রা:), হুযায়ফাহ (রা:) আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা:) অন্যতম এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে মুজাহিদ, ইকরামাহ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, যায়েদ ইবন আলী, সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাহ, সুফিয়ান সাওরী, শা'বী, ইবরাহীম নাখ'য়ী, মুহাম্মদ ইবন সীরীন, তাউস,কাতাদাহ, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বাহ (র.) প্রমূখ অন্যতম।

অনেক ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সনদকে উল্লেখ না করেই قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا বলে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে শুধু বর্ণনাকারী রাবীর নাম উল্লেখ করেই হাদীস নিয়ে এসেছেন। যেমন : আল্লাহ তায়ালার বাণী−

ان الله لا يستحيى ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها- فاماالذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفسقين -

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা লজ্জাবোধ করেন না উপমা দিতে কোন বস্তু দিয়ে, হোক তা মশা কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কিছু। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, তাদের পালনকর্তার তরফের এ উপমান নির্ভুল ও সঠিক। কিন্তু যারা কাফের তারা বলে, আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে এ তুচ্ছ বস্তুর উপমা দিয়েছেন? এ দিয়ে আল্লাহ অনেককে বিপথগামী করেন এবং অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তবে ফাসেকদের ছাড়া অন্য কাউকে তিনি এরূপ উপমা দিয়ে গোমরা করেন না।"[২]

১. আল কুরআন, সুরা ১৭ আল ইসরা, আয়াত. ৮৮।

২. আল কুরআন সূরা ২ বাকারা, আয়াত, ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী حياء শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

وذلك فى حديث سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله حى كريم - يستحيى اذا رفع إليه العبد يديه ان يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا

অর্থাৎ, হযরত সালমান (রা:) এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,"আল্লাহ তায়ালা লজ্জাশীল অতি দয়ালু, যখন বান্দা তাঁর নিকট দুহাত তুলে দোয়া করে তখন তিনি বান্দার দু'হাত খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন, যতক্ষণ না তিনি তাতে কল্যাণ দান করেন।[১]

উল্লেখিত আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করাতে গিয়ে আল্লামা যামাখশারী বলেন :

وعن الحسن وقتادة : لما ذكر الله الذباب والعنكبوت فى كتابه وضرب للمشركين به المثل ضحكت اليهود وقالوا : مايشبه هذا كلام الله - فانزل الله عزوجل هذة الأية -

হযরত হাসান (রা) ও কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত : আল্লাহ যখন তার কিতাবে মাছি ও মাকড়শার কথা উল্লেখ করে মুশরিকদের জন্য উপমা দিয়েছেন, তখন ইহুদীরা এ বিষয় নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল আর বললো, আল্লাহ কালামে কিসের সাদৃশ্য বুঝানো হয়েছে? তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন।[২] অনুরূপ আল্লাহ তায়ালার বাণী:

و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون -

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন আহলে কিতাবের : তোমরা মানুষের কাছে কিতাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু তারা সে প্রতিশ্রুতি নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল এবং তার পরিবর্তে নগণ্য বিনিময় গ্রহণ করল। সুতরাং তারা যা বিনিময় গ্রহণ করল তা কতইনা নিকৃষ্ট!"[৩]

১. যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২।

২. যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১২।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী হাদীস উল্লেখ করেছেন-

وعن النبى صلى الله عليه وسلم من كتم علما من أهله ألجم بلجام من نار-

রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম গোপন করবে, তাকে আগুনের পোশাক পরানো হবে।[১] আল্লামা যামাখশারী হাদীসটির রাবীর নাম উল্লেখ করেননি ও সনদ বর্ণনা করেননি। হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহতে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত হয়েছে।

চার. ফিকহী মাসআলাহ এর উল্লেখ :

আল্লামা যামাখশারী কাশশাফ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী ফিকহী মাসআলাহ উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ স্থানে তিনি হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন যদিও তিনি মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন না। হানাফী মাযহাবের সাথে তাঁর অনেক বিষয়ের মতৈক্যের কারণ হলো : উভয়ই আকল বা যুক্তিকে গুরুত্ব প্রদান করতেন। কাশশাফ গ্রন্থে ফিকহী মাসআলার আলোচনায় তিনি ভারসাম্য রক্ষা করেছেন এবং পক্ষে-বিপক্ষে উভয় দিকের দলিল আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। যেমন : আল্লাহ তায়ালার বাণী

يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن
حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين

"তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে রক্তস্রাব সম্বন্ধে। আপনি বলুন : তা অশুচি। কাজেই রক্তস্রাব অবস্থায় তোমরা স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না। সুতরাং যখন তারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তোমরা তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালবাসেন।"[২]

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন, আয়াতে اعتزلوا (দূরে থাকা/সঙ্গ বর্জন) সম্পর্কে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর দ্বারা লজ্জাস্থানের আবৃত স্থান

১. যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০।

২. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-২২২।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে দূরে থাকার কথা বলেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) শুধু সহবাসের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মদ এর দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা:) এর হাদীস আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা:) তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কোন পুরুষ কি তার স্ত্রীর সাথে ঋতুস্রাবের সময় সহবাস করতে পারবে? তিনি বললেন, সে তার লজ্জাস্থানে ইযার পরিধান করবে তারপর পুরুষ ইচ্ছা হলে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারবে। তবে হযরত আয়েশা (রা:) হতে এর চেয়েও শিথিল মত বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে আল্লামা যামাখশারী- بسم الله الرحمن الرحيم এর ব্যাখ্যায়ও ফকীহগণের মত তুলে ধরেছে। তিনি বলেন,

قرأة المدينة والبصرة والشام و فقها ؤها على ان التسمية ليست باية من الفاتحة ولا من غيرها من السور وانما كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بها كما بدئ بذكرها فى كل أمر ذى بال ـ وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله ومن تابعه ولذلك لا يجهربها عندهم فى الصلاة ـ وقرأ مكة والكوفة وفقهاءؤها على أنها أية من الفاتحة ومن كل سورة وعليها الشافعى وأصحابه رحمهم اللة ولذلك يجهرون بها ـ

অর্থাৎ মদীনা, বসরা ও সিরিয়ার ফকীহগণের নিকট بسم الله সূরা ফাতিহার অংশ নয় এবং অন্য কোন সূরারও অংশ নয়। এটা এক সূরাকে অন্য সূরা হতে পৃথক করা এবং বরকতের জন্য লিখা হয়েছে, যেমনিভাবে প্রত্যেক গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে بسم الله দিয়ে শুরু করা হয়ে থাকে। এটাই ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) এবং তার অনুসারীগণের মাযহাব এবং এজন্যই তারা নামযে উচ্চস্বরে بسم الله তিলাওয়াত করেন না। মক্কা ও কুফার ফকীহগণের নিকট এটা সূরা ফাতিহার অংশ এর অন্য সকল সূরার অংশ। ইমাম শাফেয়ী (রা) এবং তার অনুসারীগণ এ মতের উপর রয়েছেন এবং এজন্য তারা নামাযে তা উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করেন।[১]

পাঁচ. মু‘তাযিলা মতবাদকে সন্নিবেশিত ও প্রতিষ্ঠিত করণ :

আল্লামা যামাখশারী তার কাশশাফ গ্রন্থে মুতাযিলা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ গ্রন্থে মু‘তাযিলা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেক স্থানে কুরআনের বাহ্যিক অর্থ

১. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

(المعنى الظاهر) গ্রহণ করেছেন এবং কোন কোন স্থানে বাহ্যিক অর্থকে পরিত্যাগ করে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। মু'তাযিলাগণ নিজেদেরকে اهل العدل والتوحيد (ন্যায় ও একত্ববাদের অনুসারী দাবী করে থাকেন। আল্লামা যামাখশারী কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় নিজেদেরকে اهل العدل والتوحيد প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী:

شهد الله أنه لا أله إلا هو والملئكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم -

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, ফেরেশতা ও জ্ঞানীবর্গও; আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।"[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন :

فان قلت : مالمراد بأولى العلم الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه و مع الملائكة فى الشهادة على و حدانيته وعدله؟ قلت : هم الذين يثبتون وحدا نيته وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة وهم علماء العدل والتوحيد -

অর্থাৎ তুমি যদি বল : আয়াতে (اولى العلم) জ্ঞানীগণ বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের এত মর্যাদা যে, আল্লাহ তায়ালার তাঁর এবং ফেরেশতাদের সাথে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন ন্যায় ও একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য। আমি বলব : তারা হলেন ঐ সকল আলেম যারা অকাট্য দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহর আদল ও একত্ববাদ প্রমাণ করেছেন । আর তারা হলেন আল আদল ওয়াত তাওহীদ এর আলেমগণ।[২] আল্লাহর বাণী :

إن الدين عند الله الاسلام

অর্থা নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই হল একমাত্র দ্বীন।[৩] এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

১. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত.১৮।

২. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত, ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী বলেন :

(إن الدين عند الله الاسلام) فقد اذن ان الاسلام هو العدل والتوحيد ـ وهوالدين عند الله وما عداه فليس عنده فى شئ من الدين ـ وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدى إليه كإجازة الرؤية أو ذهب الى الجبر الذى هو محض الجور ـ لم يكن على دين الله الذى هوالاسلام ـ

অর্থাৎ এ আয়াত দ্বারা এ ঘোষণা দেয়াহলো যে, ইসলাম হলো العدل والتوحيد এবং এটাই আল্লাহ তায়ালার নিকট একমাত্র দ্বীন। এটা ভিন্ন অন্য যা কিছু আছে তা দ্বীন নয় এবং এর দ্বারা এটাও বলা যায় যে, যারা তাশবীহ এ বিশ্বাস করবে যেমন, আল্লাহকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করবে অথবা যারা জাবর এ বিশ্বাস করবে তথা (জাবরিয়াদের বিশ্বাস) ভাল মন্দ সকল কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা, বান্দার কোন ক্ষমতা নেই, বলে বিশ্বাস করবে তারা আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত নন।[১]

ছয়. বিভিন্ন প্রকার ক্বিরাতের উল্লেখ :

আল্লামা যামাখশারী তার কাশশাফ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে ক্বিরাতের বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন । আয়াতসমূহের শব্দবিশ্লেষনের পাশাপাশি শব্দটি কত প্রকার ক্বিরাতে তথা উচ্চারণে পড়া যায় তার উল্লেখ করেছেন। ক্বিরাতের বিভিন্ন প্রার্থক্যের ফলে শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হবে সেগুলোও বর্ণনা করেছেন। যেমন- আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وكذالك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولوشاءالله مافعلوه فذرهم ومايفترون ـ

"এমনিভাবে তাদের দেবতারা অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে এবং তাদের ধর্মকে তাদের জন্য গোলমেলে করে দিতে পারে। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা এ কাজ করত না। সুতরাং আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া উক্তিসমূকে।"[২]

برفع القتل ونصب الاولاد وجر الشركاء * وكذا وصفه لبعض القراءات المتواترة أنها ليست الأفصح فى اللغة ـ

১. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫।

২. আল কুরআন, সূরা ৬ আল আন'আম, আয়াত, ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত আয়াতে কাতাল قتل শব্দটি পেশ যোগে এবং আউলাদ শব্দটি যবর যোগে এবং الشركاء শব্দটি যের যোগে পাঠ করতে হবে। এমনিভাবে এর আরো কিছু প্রসিদ্ধ ক্বিরাত রয়েছে।[১]

সাত. জয়ীফ হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান :

আল্লামা যামাখশারী কাশশাফ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে তার বক্তব্যের সমর্থনে হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক জয়ীফ ও মওজু হাদীস উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে সূরার ফযিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে সূরার শেষে অনেক জয়ীফ ও মওজু হাদীস উল্লেখ করেছেন। যেমন- সূরা আলে ইমরান এর শেষে এ সূরার ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন :[২]

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ سورة ال عمران أعطى بكل اية منها أمانا على جسر جهنم ،

"রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা আলে ইমরান তেলোওয়াত করবে তাকে প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে জান্নামের ঝুলন্ত সেতু থেকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে।[৩]

হাদীসটি ইবনুল জাওযি উবাই ইবন কা'আব এর বর্ণনার সূত্রে তার মওজু হাদীসের সংকলনে উল্লেখ করেছেন।

وعنه عليه الصلاة والسلام : من قرأ السورة التى يذكر فيها ال عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته، حتى تحجب الشمس -

"রাসুল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে আলে ইমরান সূরাটি পড়বে, আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেশতাগণ তার উপর সুর্যাস্ত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকেন।"[৪]

হাদীসটির সম্পর্কে ইবন হাজার আসকালানি বলেন, ইবন আব্বাস এর বর্ণনা সূত্রে হাদীসটি তাবরানী উল্লেখ করেছেন। তবে এর সনদটি দুর্বল।

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬০।

৩. ইবনে জাওযি, *আল মাওজু'য়াত*, উবাই ইবন কা'আব থেকে বর্ণিত, বাবে ফাযায়েল আস সুয়ার ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

৪. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৪৬০।

আল্লামা যামাখশারী সূরা ত্বাহা এর ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

من قرأ سورة طه اعطى يوم القيامة ثواب المهاجرين والانصار- وقال لايقراء اهل الجنة من القران الا طه و يس -

"রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ত্বাহা পড়বে কিয়ামতের দিন তাকে আনসার ও মুহাজিরীনগণের সওয়াব দেয়া হবে। তিনি আরো বলেন জান্নাতের অধীবাসীগণ পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বাহা এবং ইয়াসীন ব্যতীত অন্য কোন সূরা পড়বে না।"[১]

আট. ঈসরাঈলী রেওয়ায়েতের উল্লেখ :

আল্লামা যামাখশারী বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার তাফসীরে অনেক স্থানে ঈসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন, মূসা (আ:) ও ফেরাউন এর ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে ঈসরায়েলী রেওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি এর সত্যতা যাচাই বাছাই করেননি। আল্লাহ্ তায়ালার বাণী :

فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين -

"অতপর তিনি (মুসা) তার লাঠিটি নিক্ষেপ করলেন। অতপর তৎক্ষণাত এক জলজ্যান্ত সাপে পরিণত হলো।"[২]

উক্তি আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী ঈসারাঈলী রেওয়ায়েত থেকে বর্ণনা করেন :

روى أنه كان ثعبانا ذكرا أشعر فاغرا فاه ، بين لحييه ثمانون ذراعا، وضع لحيه الأسفل فى الأرض ولحيه الأعلى على سور القصر، ثم توجه نحو فرعون ليأخذه ، فوثب فرعون من سريره وهرب ، وأحدث ، ولم يكن أحدث قبل ذلك ، وهرب الناس وصاحوا ، وحمل على الناس فانهزموا ، فمات منهم خمسة وعشرون ألفا قتل بعضهم بعضا ، ودخل فرعون البيت وصاح : يا موسى ، خذه وأنا أومن بك وأرسل معك بنى إسرائيل ، فأخذه موسى فعاد عصى -

বর্ণিত আছে যে, তা ছিল একটি মস্ত বড় অজগর সাপ। সাপটি মুখ হা করেছিল। সাপটির

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ.১০০।

২. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াত, ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

চোয়াল ছিল আশি গজ লম্বা। তার চোয়ালের নিচের অংশটি মাটিতে ছিল। আর চোয়ালের উপরের অংশটুকু ছিল ফেরাউনের প্রাসাদের চূড়ায়। অতপর সাপটি ফেরাউনকে গ্রাস করার জন্য তার হা করেছিল। ফেরাউন প্রচন্ডভাবে ভীত হয়ে পড়ল এবং সিংহাসন থেকে উঠে পালালো এবং এমন অবস্থা সংঘটিত হলো যা কোনদিন ঘটেনি। সকল মানুষ চিৎকার করে পালাতে থাকল। সাপটি মানুষের উপর হামলে পড়ল এবং ফেরাউনের লোকেরা পরাজিত হল। তাদের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার লোক নিহত হলো এবং ফেরাউন ঘরে প্রবেশ করল এবং চিৎকার করে বলতে থাকল হে মূসা! সাপটিকে ধর আমি তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বনীঈসরাঈলকে প্রেরণ করব। তখন মূসা (আ:) সাপটিকে ধরলেন এবং তা লাঠিতে পরিণত হল।[১]

নয়. নবী ও রাসূলগণের প্রতি অশোভন উক্তি :

আল্লামা যামাখশারী পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নবী ও রাসূলগণের প্রতি অশোভন উক্তি করেছে। নবী ও রাসূলগণের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত আয়াত গুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি এ সকল উক্তি করেছেন। যেমন আল্লাহ তালার বাণী :

عفاالله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذبين -

“আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। আপনি কেন তাদেরকে অনুমতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যেত কারা সত্যবাদী এবং আপনি জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের?”[২]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী রাসুল (সা:) এর শানে অশোভন উক্তি করেছেন। তাবুকের যুদ্ধে যারা গমণ করেনি তাদের ওজরের প্রেক্ষিতে রাসুল (সা:) তিন জন সাহাবা ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে উল্লেখিত আয়াতটি নাযিল হয়।

আল্লামা যামাখশারী উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন :

كناية عن الجناية لان العفوا رادف لها ، ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت -

অপরাধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা ক্ষমা তার স্থলাভিসিক্ত হবে। এর অর্থ হচ্ছে, আপনি ভুল করেছেন, আপন যা করেছেন তা কতই না নিকৃষ্ট।[৩]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.১৩৮।

২. আল কুরআন, সূরা ৯ তওবা, আয়াত, ৪৩।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفورالرحيم -

"হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা হারাম করেছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশী করতে চাইছেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

উপরিউক্ত আয়াতটি নিম্নোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়। হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী (সা:) প্রত্যাহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নব (রা:)-এর কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসা (রা:)-এর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই বলবে : আপনি "মাগাফীর" পান করেছেন। (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়।) সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন : না, আমি তো মধু পান করেছি। সেই বিবি বললেন, সম্ভবত : কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রসুলুল্লাহ (সা:) দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। তাই অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وكان هذا زلة منه ، لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ..

"এটি তার পক্ষ থেকে একটি পদস্খলন। কেননা এটা কারো জন্য বৈধ নয় যে, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তাকে হারাম করা।"[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ৬৬ তাহরীম, আয়াত, ১।

২. মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ:), *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন*। (মদিনা মোনওয়ারা : খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১৩৮৬।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৫৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

قال يانوح إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين -

"আল্লাহ বলেন : হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পররিবারভুক্ত নয়, অবশ্যই সে অসৎকর্মপরায়ণ। অতএব আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন করোনা, যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি যেন অজ্ঞদের সামিল হয়ে না পড়ে।"[১]

হযরত নূহ (আ:) নৌকায় আরোহনকালে তার ছেলেকে নৌকায় উঠানোর জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে অনুমতি দেননি এবং তার ছেলেকে তার পরিবারভুক্ত নয় বলে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন এবং যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে প্রার্থনা করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেন। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী নূহ (আ:) সম্পর্কে বলেন,

وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلا وغباوة ، ووعظه ألا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين -

"যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তার প্রার্থনা করা বোকামি, নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতার বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা তাকে উপদেশ দিয়েছেন পুনরায় এরূপ না করতে এবং মুর্খদের মত কোন কাজ না করতে।"[২]

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

إنه لقول رسول كريم ، ذى قوة عند ذى العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون -

"নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত বার্তাবহ ফেরেশতার আনীত বাণী। যে ফেরেশতা শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাবান। যাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যিনি বিশ্বাসভাজন। তোমাদের এ সাথী পাগল নন। ।"[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ১১ হূদ, আয়াত, ৪৬।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৪০০।

৩. আল কুরআন, সূরা ৮১ তাকবীর, আয়াত, ১৯-২২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাশশাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ

وناهيك بهذا دليلا على جلالة مكان جبريل عليه السلام و فضله على الملائكة ، ومباينة منزلته أفضل الإنس محمد صلى الله عليه وسلم : إذا وازنت بين الذكرين حين قرن بينهما ،

"এই আয়াতটি জিব্রাঈল (আ:) এর মর্যাদা ও মহত্বের প্রমাণ এবং অন্যান্য ফেরেশতাদের উপর তার অধিক মর্যাদারও প্রমাণ। আয়াতটি দ্বারা এটাও প্রমাণ হয় যে, জিব্রাঈল (আ:) এর মর্যাদা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (সা) এর চেয়েও বেশি।"[১]

দশ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সম্পর্কে অশোভনীয় উক্তি :

আল্লামা যামাখশারী তার গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় মু'তাযিলাদের বিরোধীদেরকে অশোভনীয় ভাষায় আক্রমণ করেছেন। বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতই তার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বলে প্রতিয়মান হয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী-

ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينت واولئك لهم عذاب عظيم -

"আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[২]

আল্লামা যামাখশারী উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাশশাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ

وهم اليهود والنصارى، وقيل : مبتدعو هذه الأمة وهم المشبه والمجبرة ، والحشوية وأشباهم -

"আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন, তারা হলো ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। কারো কারো মতে, তারা এ উম্মতের মধ্যে বিদ'য়াতপন্থী সম্প্রদায়। তারা হলেন المشبهة والمجبرة والحشوية এবং তাদের অনুরূপ মতাদর্শ গ্রহণকারীগণ। উক্ত ব্যাখ্যায় المشبهة বলতে আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতকে উদ্দেশ্য করেছেন। المجبرة বলতে

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৭১২।
২. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত, ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

জাবরিয়াহদেরকে বুঝিয়েছেন। যারা মনে করেন মানুষের কোন ক্ষমতা নেই, সকল কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা। ألحشوية বলতে আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতকে বুঝিয়েছেন।"[১]

এগার. কুরআনের আয়াত ও সূরা এর ফযিলত বর্ণনা :

আল্লামা যামাখশারী তার প্রণীত তাফসীরে কাশশাফ এর বিভিন্ন স্থানে কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াত ও সূরা সমূহে ফযিলত বর্ণনা করেছেন । যেমন সুরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত তথা আয়াতুল কুরসীর এর ফযিলত সম্পর্কে তিনি বলেন,[২]

ماورد منه قوله صلى الله عليه وسلم : ماقرئت هذه الاية فى دار إلا إهتجرتها الشياطين ثلاثين يوما ولا يدخلها ساحرو لا ساحرة أربعين ليلة ، ياعلى علمها ولدك وأهلك وجيرانك ، فما نزلت اية أعظم منها ـ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তুমি যে ঘরে এটি (আয়াতুল কুরসী) পড়বে, শয়তান সেই ঘর থেকে ত্রিশ দিন পর্যন্ত দূরে থাকবে এবং সেই ঘরে যাদুকর এবং যাদুকারিণী চল্লিশ রাত্রি পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না। হে আলী! তুমি এ আয়াতটি তোমার সন্তান, তোমার পরিবার এবং তোমার প্রতিবেশীদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা এর চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত নাযিল হয়নি।

وعن على رضى الله عنه : سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر وهو يقول : من قرأ أية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت،

হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি তোমাদের নবী (সা:) কে মিম্বারের উপর দাড়িয়ে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, মৃত্যু ব্যতীত তার জান্নাতের প্রবেশের ক্ষেত্রে আর কোন বাধা থাকবে না।

وتذا كرالصحابة رضوان الله عليهم أفضل ما فى القران ، فقال لهم على رضى الله عنه : أين أنتم عن أية الكرسى ، ثم قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ ياعلى ، سيد البشر أدم ، و سيد العرب محمد ولا

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৯৯।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০২-৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

فخر ، وسيدا لفرس سلمان ، وسيد الروم صهيب ، وسيد الحبشة بلال ، وسيد الجبال الطور ، وسيد الأيام يوم الجمعة ، وسيد الكلام القران ، وسيد القران البقرة ، وسيد البقرة أية الكرسى ـ

সাহাবাগণ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং সূরার ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা করতে ছিলেন, তখন আলী (রা:) বললেন আয়াতুল কুরসীর তুলনায় ঐ সব ফযিলত সামান্য। অতঃপর তিনি বললেন রাসূল (সা:) আমাকে বলেছেন, হে আলী! মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আদম (আ:), আর আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মাদ (সা:) এবং এতে কোন অহংকার নেই, পারস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সালমান, রোম এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সোহাইব, হাবশা এর শ্রেষ্ঠ হলেন বেলাল, পাহাড়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুর, আর দিনের শ্রেষ্ঠ হলো জু'মার দিন. কথার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো আল কুরআন এবং কুরআনের শ্রেষ্ঠ সুরা হলো আল বাকারা। আর বাকারার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আয়াত হলো আয়াতুল কুরসী।

আল্লামা যামাখশারী সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত এর ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন[১] :

عن أبى هرية رضى الله عنه : سألت حبيبى صلى الله عليه وسلم عن اسم الله الاعظم فقال : عليك بأخر الحشر فأكثر قراءته ـ

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার হাবীব (সা:) কে ইসমে আযম (আল্লাহ তায়ালার মহত্বপূর্ণ নাম)সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি তখন তিনি আমাকে বললেন, সূরা আল হাশরের শেষ আয়াতগুলোর উপর তুমি গুরুত্ব দাও এবং বেশি বেশি তেলাওয়াত কর।

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ـ

রাসূল (সা:) বলেছেন যে ব্যক্তি সূরা হাশরের শেষ আয়াতগুলো পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বে ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।

আল্লামা যামাখশারী সূরা ইখলাছ এর ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন[২] :

وروى أبى وأنس عن النبى صلى الله عليه وسلم : أسست السموات السبع والا رضون السبع على قل هو الله أحد ـ

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮১৯।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১০-৫১১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উবাই এবং হযরত আনাস (রা:) রাসূল (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, সাত আসমান এবং সাত জমিন কুলহু আল্লাহু আহাদ এর ভিত্তির উপর দাড়িয়ে আছেন।

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال : وجبت ، قيل : يا رسول الله وما وجبت ؟ قال : وجبت له الجنة -

রাসূল (সা:) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে কুলহু আল্লাহু আহাদ তথা সূরা ইখলাছ পড়তে শুনলেন তখন তিনি বললেন, তার জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। তখন রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা:) কী আবশ্যক হয়েছে। রাসূল (সা:) বললেন তাঁর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে।[১]

বার. প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করণ :

আল্লামা যামাখশারী, তাফসীরে কাশশাফে আয়াত ও সূরার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অভিনব পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তা হলো প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি “যদি তুমি জিজ্ঞেস কর (فأن قلت) ” বলে উক্ত আলোচনার সম্ভাব্য প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং এরপরই তিনি “আমি বলব (قلت)” বলে পূর্বোক্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পবিত্র কুরআনের মু‘জিযাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি কুআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যত ধরনের প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে সব ধরনের প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং তার যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন এবং উত্তর এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান এর পদ্ধতি একটি অভিনব পদ্ধতি এবং এর মাধ্যমে পাঠকের মনে বিষয়টি গভীরভাবে রেখাপাত করে। পাঠক যেন তার মনের মধ্যে প্রশ্ন উদিত হওয়ার পূর্বেই প্রশ্ন এবং উত্তর একইসাথে পেয়ে যাচ্ছেন। যথা :

আল্লাম যামাখশারী بسم الله الرحمن الرحيم এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

فان قلت ما معنى تعلق إسم الله تعالى بالقرأة؟ قلت فيه و جهان أحدهما ان يتعلق بها تعلق القلم با لكتابة فى قولك كتبت با لقلم على معنى ان المؤمن لما اعتقد ان فعله لا يجئ معتدا به فى الشرع واقعا على السنة حتى يصدر بذكر اسم الله لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمرذى بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر وإلا كان فعلا كلا فعل جعل فعله مفعولا باسم الله كما يفعل الكتب بالقلم -

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১০-৫১১।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যদি তুমি প্রশ্ন কর, ক্বিরাআতের সাথে اسم الله বা আল্লাহর নাম এর تعلق বা সম্পর্ক এর অর্থ কি? এর জবাবে আমি বলব, এর দুটি দিক রয়েছে। প্রথম দিকটি হলো : কিরাআতের সাথে আল্লাহর নামের সম্পর্ক হলো কলমের সাথে যেমন লিখার সম্পর্ক। যেমন তুমি বল, كتبت بالقلم 'আমি কলম দ্বারা লিখি'। এর মর্ম হলো, মুমিন সর্বদা এ বিশ্বাস রাখবে যে, তার যাবতীয় কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহর নামের মাধ্যমে প্রকাশ না পায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহর নামে শুরু করা না হয় তা অসম্পূর্ণ। আর তা এভাবে শুরু না হলে কাজটি যেন না করা অবস্থায় থেকে গেলো। তার কাজটি যেন আল্লাহর নামেই বাস্তবায়ন হলো যেমনিভাবে লিখার কাজটি কলমের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়"[১]

আল্লামা যামাখশারী - إياك نعبد وإياك نستعين আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন-

فان قلت : فلم قدمت العبادة على الاستعانة قلت : الان تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة - ليستوجبوا الاجابة إليها - فان قلت : لم إطلقت الاستعانة؟ قلت ليتناول كل مسعان فيه -

"যদি তুমি প্রশ্ন কর? ইবাদতকে কেন সাহায্য প্রার্থনার পূর্বে আনা হয়েছে? এর জবাবে আমি বলব, কেননা সাহায্য প্রার্থনার পূর্বে কিছু ওয়াছিলা পেশ করা উচিৎ। এজন্য যে, যাতে বান্দাগণ তাদের চাওয়া বা প্রার্থনা কবুল হওয়া আবশ্যক মনে করে। যদি তুমি প্রশ্ন কর; সাহায্য প্রার্থনাকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হলো কেন? আমি বলব, সকল প্রার্থিত বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য।"[২]

আল্লামা যামাখশারী غير المغضوب عليهم ولا الضالين আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

فان قلت : ما معنى غضب الله؟ قلت : هو ارادة الانتقام من العصاة - وانزال العقوبة بهم - وان يفعل بهم ما يفعله الملك اذا غضب على من تحت يده نعوذ بالله من غضبه -

অর্থাৎ, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর আল্লাহর গযব এর অর্থ কী? আমি জবাবে বলব : আল্লাহর গযব অর্থ পাপী ও অবাধ্যদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান এবং তাদের

১. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম, পৃ. ৩।

২. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি ঐরকম ব্যবহার করা উদ্দেশ্য যেমন কোন মালিক তার অধীনস্থদের উপর রাগান্বিত অবস্থায় করে থাকেন। আমরা আল্লাহর নিকট তার গযব হতে আশ্রয় চাই।[১]

فان قلت من حق حروف المعانى التى جاءت على حرف واحد ان تبنى على الفتحة التى هى اخت السكون نحو كاف التشبيه ولام الابتداء و واو العطف وفائه وغير ذلك فما بال لام الاضافة وبائها بنيتا على الكسر؟ قلت أما اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء وأما الباء فلكونها الازمة للحرفية والجر

যদি তুমি প্রশ্ন কর, যে حروف المعانى গুলো এক حرف আকারে ব্যবহৃত হয়, নিয়ম অনুযায়ী তা مبنى على الفتحة হওয়া উচিত, যা সাকিনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন- ولام الابتداء فاء العطف كاف التشبيه এবং واو العطف ইত্যাদি। তাহলে কিভাবে لام اضافت এবং ياء اضافت - كسرة এর উপর مبنى হ'ল? আমি তার উত্তরে বলব لام اضافت কে لام ابتداء থেকে পৃথক করার জন্য যের দেয়া হয়েছে। আর ياء কে এর জন্য যের দেয়া হয়েছে যে, এটি حرفية এবং جر এর জন্য নির্ধারিত।[২]

فان قلت قد شرط فى امتناع صرف فعلان ان يكون فعلان فعلى واختصاصه بالله يحطر أن يكون فعلان فعلى فلم تمنعه الصرف ؟ قلت كما حظر ذلك ان يكون له مؤنث على فعلى كعطشى فقد حظر ان يكون له مؤنث على فعلانة كندمانة فإذا لا عبرة بامتناع التانيث للاخصاص العارض فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص وهو القياس على نظائره - فان قلت مامعنى وصف الله تعالى بالرحمة ومعناها العطف والحنق ومنها الرحم لا نعطافها على ما فيها -

যদি তুমি প্রশ্ন কর, فعلان এর ওজনের কোন শব্দকে غير منصرف **পড়ার জন্য শর্ত হ'ল এ** যে, শব্দটি তার স্ত্রী লিংগের শব্দ فعلى এর وزن এ ব্যবহৃত হবে। আর এ সিফাতটি আল্লাহর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এর স্ত্রী লিংঙ্গ। فعلى এর وزن এ হওয়া নিষিদ্ধ। তাই তুমি একে কিভাবে غير منصرف বলবে?। আমি তার উত্তরে বলব, এ শব্দটির স্ত্রী লিংগ عطشى এর অনুরূপ فعلى ওযনে হওয়া যেমন নিষিদ্ধ, তেমন ندمانة এর মত فعلانة

১. যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

২. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম, পৃ. ৪। ড. বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

এর ওজনেও এর مؤنث হওয়া নিষিদ্ধ। এখন উদ্ভূত নির্দিষ্টতার (ختصاص عارضى) । কারণে مؤنث হওয়া যে নিষিদ্ধ, তা ধর্তব্য হবে না। তাই উচিৎ হবে যে, নির্দিষ্ট হওয়ার পূর্বে এর আসল রূপের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর তা হচ্ছে এর সমজাতীয় শব্দগুলি উপরে কিয়াস করা। যদি তুমি প্রশ্ন কর الرحمن শব্দ দ্বারা আল্লাহর صفت বর্ণনার অর্থ কি, আর الرحمن শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুরাগ ও স্নেহ, তাই الرحم শব্দটি الرحمة থেকেই নির্গত, কেননা এর অন্তর্নিহিত বস্তুর প্রতি মায়ের স্নেহ মমতা বেশী জন্মে।[১]

তের. আরবী কবিতার উদ্বৃতি প্রদান :

আল্লামা যামাখশারী তার গ্রন্থে বিভিন্ন আয়াত ও সূরার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শব্দের বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে কবিতার উদ্বৃতি ব্যবহার করেছেন । তিনি শব্দটির ব্যবহার বুঝাতে গিয়ে কবিতার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে তাই আরবী শব্দটি তৎকালিন সময়ে আরবগণ কোন অর্থে ব্যবহার করতেন তার প্রমাণ হিসেবে তিনি আরবী কবিতার উদ্বৃতি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আরবের প্রাচীন কবি সাহিত্যকগণের উদ্বৃতি ব্যবহার করেছেন। যেমন :

এক. بسم الله শব্দের মধ্যে ب অক্ষরটি একটি উহ্য ফে‘ল এর সাথে متعلق হয়েছে। উহ্য ফে‘লটি হচ্ছে আমি পড়ছি বা আমি তেলাওয়াত করছি। আলোচ্য আয়াতে ب এর متعلق কে বিলুপ্ত বা উহ্য করা হয়েছে। আরবগণ অনেক ক্ষেত্রেই এরকম বিলুপ্ত বা উহ্য করে থাকেন। এর প্রমাণ হিসেবে আল্লামা যামাখশারী নিম্নোক্ত কবিতাটি উল্লেখ করেছেন :

قلت إلى الطعام فقال منهم فريق نحسد الإنس الطعاماً

আমি তাদেরকে নিমন্ত্রণ করলাম। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, আপনার যে ভাবে খাদ্য গ্রহণ করেন আমরা সেভাবে করি না। একদল লোক খাদ্যের ব্যাপারে মানুষের চেয়ে ব্যতিক্রম।[২] কবিতার বাকি অংশ হলো لقد فضلتم فى الا كل فينا ولكن ذلك يعقبكم سقاما অর্থাৎ খাদ্যের ব্যাপারে তোমরা আমাদের চেয়ে অগ্রগ্রামী । কিন্তু খাদ্য গ্রহণের পর তোমাদেরকে রোগে আক্রন্ত করেছে।

১. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম, পৃ. ৮। ড. মো. বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

২. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. আল্লামা যামাখশারী الله শব্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, الله শব্দটি মূলত الاله ছিল। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি একটি কবিতা উদ্বৃতি করেন :

معاذ الاله ان تكون كظبية

উক্ত কবিতাটিতে الاله শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় الله শব্দটি মূলত الاله ছিল। এ বক্তবটির সমর্থনে আল্লামা যামাখশারী বলেন, এর দৃষ্টান্ত হলো الناس শব্দটি। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি الاناس ছিল। যেমন- কবি বলেন :

ان المنايا يطلعن على الاناس الامنينا

"অর্থাৎ মৃত্যু এমন লোকদের নিকট উপস্থিত হয় যারা মৃত্যু সম্পর্কে নির্ভিক।"

উক্ত কবিতায় الاناس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় الناس শব্দটি প্রকৃতপক্ষে الاناس ছিল। অতঃপর হামযাকে বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে আলিফ লাম নিয়ে হয়েছে।[১]

তিন. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ইহুদিরা বলে, "ইহুদি হয়ে যাও, তাহলে সঠিক পথ পেয়ে যাবে।" খৃষ্টানরা বলে, "খৃষ্টান হয়ে যাও, তা হলে হিদায়াত লাভ করতে পারবে। " ওদেরকে বলে দাও, "না, তা নয়; বরং এ সবকিছু ছেড়ে একমাত্র ইবরাহীমের পদ্ধতি অবলম্বন করো। আর ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না।[২]

উক্ত আয়াতে حنيفا শব্দটির অর্থ হলো, ঝুকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া। বলা হয় تحنف اذا مال আল্লামা যামাখশারী এ অর্থের সমর্থনে কবিতা উদ্বৃতি করেন :[৩]

حنيفا ديننا عن كل دين * ولكنا خلقنا إذ خلقنا

উক্ত কবিতায় حنيفا শব্দটি দ্বারা বাতিল থেকে সত্যের দিকে ঝুকে পড়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা সৃষ্টির সময়ে যে দ্বীনের উপর ছিলাম তার থেকে দ্বীনে ইবরাহীমের প্রতি ঝুকে পড়েছি। কেননা আরবগণ দ্বীনে ইবরাহীম এর সত্যতার ব্যাপারে একমত ছিলেন।

১. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।

২. আল কুরআন, সুরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ১৩৫।

৩. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল-কাশশাফ' গ্রন্থের মূল্যায়ন :

আল্লামা যামাখশারী রচিত আল কাশশাফ গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনের একটি অনন্য তাফসীর গ্রন্থ। এর প্রণেতা অল্লামা যামাখশারী (রহ:) অপূর্ব শব্দ চয়ন, ভাষার প্রাঞ্জল ব্যবহার, উপমার যথাযথ উপস্থাপন এবং অলংকার পূর্ণ বাক্যের ব্যবহারের মাধ্যমে আল কুরআনের প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ, শব্দের উৎস বিশ্লেষণ ও ভাষাগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। ফলে এটি শুধু তাফসীরের ক্ষেত্রেই নয়, আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি নতুন সংযোজন ঘটিয়েছে। তাই এ গ্রন্থখানির পরিচিতি শুধু ষষ্ট হিজরী শতাব্দীতে সীমিত হয়নি বরং যুগযুগ ধরে এটি সুধী মহলে সমাদৃত হয়ে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আলিম ও দার্শনিকগণ এর সাহিত্যিক মর্যাদা স্বীকার করেছেন। আল্লামা আস সাম'আনী বলেন :

كان يضرب به المثل فى علم الأدب والنحو ، لقى الأفاضل والكبار، وصنف تصانيف فى التفسير ، وشرح الأحاديث، وفى اللغة -

তিনি আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের উদাহরণ পেশ করেছেন। অনেক বড় ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাফসীর গ্রন্থ, হাদীসের ব্যাখ্যা ও ভাষা বিজ্ঞানের ওপর প্রণয়ন করেছেন।[১]

আল্লামা যামাখশারী (রহ:) আল-কাশশাফ গ্রন্থে ই'জায এর ভিত্তিতে আর্দশিক মাপকাঠির আলোকে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। ফলে পূর্ববর্তী সকল তাফসীরকারকে অতিক্রম করে তিনি তাফসীর জগতে ভাষা অলংকার ও ই'জায নামে নতুন দু'টি অভিনব ধারার প্রবর্তনকারী হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আয়াতের ব্যাখ্যায় 'ইলমুল বদী', বয়ান, ইস্তে'আরা, মাজায, ই'জায, ইতনাব এবং আয়াতের ব্যাকরণ ও শব্দগত বিশ্লেষণে প্রাচীন আরবী কবিতার প্রয়োগ বিধি এ গ্রন্থকে অভিনব সাজে সাজিয়েছে। তাই এটি যুগ শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও দার্শনিকদের অভিষ্ট লক্ষস্থলে পরিণত হয়।[২]

মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন আল-যাহাবী এ গ্রন্থটির বিজ্ঞান ভিত্তিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, তাফসীর আল কাশশাফের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সর্ব প্রথমেই যা দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল আল-কুরআনের অন্তর্নিহিত অলংকার সম্পদ আবিষ্কারে আল্লামা যামাখশারী (রহ:) কুরআনের প্রকাশ ভঙ্গি এবং অনবদ্য রচনা শৈলীতে অভিনব আবরণে প্রকাশ করার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন।

১. আবু সাঈয়াদ আব্দুল করিম ইবন মুহাম্মদ ইবন আবিল মুজাফফর আস সাম'আনী আল খুরাসানী, আল আনসাব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৭

২. ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য এ তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হয় যে, আল-কুরআনের অন্তর্নিহিত ইলমুল মা'আনী ও 'ইলমুল বায়ান এর অলংকারপূর্ণ সম্পদ আবিষ্কারে তাফসীরকারগণ যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা যামাখশারীর (রহ:) আল কাশশাফের তুলনায় অতি নগন্য।[১]

তাফসীর আল-কাশশাফের সাহিত্যিক দিক পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, এটি নিঃসন্দেহে আরবী সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাই এটি অনারব দেশগুলোর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসভূক্ত। কিন্তু মু'তাযিলা আকীদার ভিত্তিতে রচিত হওয়ায় এর পঠন পাঠন 'আরব বিশ্বে সীমিত।[২]

কেননা আল-কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এর রচয়িতা আল্লামা যামাখশারী এ গ্রন্থে মু'তাযিলী মতবাদ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে মুক্ত চিন্তাধারা এবং বিবেকপ্রসূত যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। মু'তাযিলাদের পঞ্চ মূলনীতির আলোকে তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাদের এ নীতিমালা অনুযায়ী তারা আল্লাহর গুণাবলীকে চিরন্তন মনে করেন না। পঞ্চ মূলনীতি হলোঃ ক. আত তাওহীদ, খ. আল' আদল, গ. আল ওয়াদ ওয়া আল ওয়ীদ, ঘ. আল আমার বিল মারুফ ওয়া আল নাহী আন আল মুনকার, ঙ. আল মানযিলাতু বাইনা আল মানযিলাতাইন।

এছাড়া তিনি আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকার করেছেন। এ উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ:) এর আল্লাহর দর্শন লাভের ঘটনা সম্বলিত আয়াতের ব্যাখায় তিনি লিখেছেন যে, এখানে দর্শন বলতে অনুভব কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর দর্শন লাভ মূলতঃ মূসা (আ:) এর উদ্দেশ্য ছিল না বরং তিনি স্বীয় সহচরদের প্রচণ্ড দাবীর মুখে আল্লাহর দর্শন লাভের প্রবণতা ব্যক্ত করেছিলেন। কেননা আল্লাহর দর্শন লাভ অসম্ভব। আল্লাহর দর্শন লাভ সম্পর্কে আল কাশশাফ গ্রন্থে বেশ কিছু স্থানে আল্লামা যাশাখশারীর এ ধরনের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর এ 'আকীদা ভ্রান্ত এবং আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আকীদার পরিপন্থি। এ ভ্রান্ত 'আকীদা আল কাশশাফের যত্রে তত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যাতে পরবর্তীকালে এ গ্রন্থটির যথেষ্ট সাহিত্যিক মূল্য থাকা সত্ত্বেও তা ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

এ গ্রন্থের প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেন আল কুরআন 'সৃষ্ট'। এরূপ মু'তাযিলী চিন্তাধারা থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থখানি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণের নিকট সমাদৃত।

১. ড. মুহাম্মদ হোসাইন আয যাহাবী, *আল তাফসীর ওয়া আল মুফাসসিরুন*, (দার আল কুতুব আল হাদীসাহ, ১৯৮৬) পৃ. ৪২৩।

২. কাসিম আল কাইসী, *তারীখ আল তাফসীর*, (ইরাক : মাতবাআহ আল মাজমা আল ইরাকী, তা: বি:) পৃ. ৫৯; ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি হাদীসের প্রতি তেমন একটা মনোযোগ প্রদান করেননি বরং নিজস্ব 'আকীদা ভিত্তিক দার্শনিক প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রদানে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যাকরণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা সমূহ ছাড়াও তিনি ভাষার সাবলিলতা, প্রাঞ্জলতা ও অলংকারিক সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেছেন। এভাবে তিনি আল-কুরআনের ই'জায বা অলৌলিকত্ব প্রমাণ করেন। এ গ্রন্থে তিনি আভিধানিক বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন এবং প্রাচীন কাব্য হতে অগণিত কবিতাংশ উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ব্যাখ্যার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেন।[১]

তাঁর মতে ই'জায শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক তাৎপর্য এবং ব্যবহারের ধরন থেকে। আল-কুরআনের ই'জাযকে সম্যক অনুধাবন করাই হলো অলংকার শাস্ত্রের একটি অবশ্যম্ভাবী দিক। তাই একজন তাফসীরকারের প্রতিটি পদক্ষেপেই যে এ শাস্ত্রের প্রয়োজন তা সর্বজনবিদিত। অতীতের তাফসীরকারগণ আল কুর'আনের যে সকল ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তারা অধিকাংশই এ অলংকারশাস্ত্রকে ততটা গুরুত্বপ্রদান করেননি। কিন্তু যামাখশারী কুর'আনের প্রতিটি আয়াতকেই ই'জাযের দৃষ্টান্ত দিয়ে পেশ করেছেন। এ দৃষ্টিকোনের মাপকাঠিতে তিনি প্রতিটি আয়াতকে যাচাই করেছেন এবং অলংকার শাস্ত্রের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এদিক থেকে প্রকৃতই তিনি প্রশংসার দাবীদার।

'আল্লামা যামাখশারী তাঁর তাফসীরে Rationalism বা যুক্তিবাদিতার মতবাদকে খুব জোর দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে অলংকার শাস্ত্রে সুগভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করা ব্যতীত রাসূল (সা.) এর পক্ষে এ চিরন্তন মু'জিযাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তিনি প্রমাণ করেন যে, কুরআনের এ অমর মু'জিযা সকল যুগে, সকল সময়ে, সকল স্থানের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই এর চিরন্তন চ্যালেঞ্জের জবাব যেমনভাবে ইসলাম পূর্বযুগের আরবগণ দিতে পারেননি, তেমনি সুদূর ভবিষ্যতেও কেউ কোনদিন দিতে পারবে না।

১. ড. মুজিবুর রহমান, *কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০ খৃ:) পৃ. ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : তাফসীরুল কাশশাফ ও মু‘তাযিলা আকীদা

১. মু‘তাযিলা আকীদার উৎপত্তি ও বিকাশ

২. মু‘তাযিলা আকীদার মূলনীতি

৩. আশায়েরা ও মু‘তাযিলা আকীদা

৪. মু‘তাযিলা মতবাদের ব্যর্থতার কারণ

৫. মু‘তাযিলা চিন্তাবিদ

৬. মু‘তাযিলা মতবাদের আকীদাসমূহ

৭. তাফসীরুল কাশশাফে মু‘তাযিলা আকীদার প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

মু'তাযিলী আকীদার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

ইলমে কালাম শাস্ত্রে স্বাধীন চিন্তাধারা, যুক্তিবাদ ও কুরআন, হাদীস ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়েছে তার একটি মতবাদ হলো মু'তাযিলা। মু'তাযিলা শব্দটি ই'তিযাল থেকে এসছে যার অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা দল থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। পবিত্র কুরআনে একটি আয়াত এসেছে :

وان لم تؤمنوا لى فاعتزلون -

অতপর মূসা তার জাতিকে বললেন, আর যদি তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর তাহলে আমার নিকট হতে পৃথক হয়ে যাও।[১]

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও যুক্তির ভিত্তিতে সব কিছু বিশ্লেষণ করার কারণে তারা আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং ইসলামের অন্যান্য দল ও সম্প্রাদায় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক একটি মতবাদের জন্ম দিয়েছেন। এইজন্যই মু'তাযিলাগণ কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ ও ব্যাখ্যা সরাসরি গ্রহণ করার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে যুক্তি ভিত্তিক ব্যাখ্যা গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। মু'তাযিলা মতবাদের উৎপত্তি আশায়েরা মতবাদ অথবা বিশেষ কোন মতবাদের প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। বিশেষ কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ঘটনা থেকে এ মতবাদের সৃষ্টি হয়নি। অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের মত মু'তাযিলাদের চিন্তাধারা এবং মতবাদ সমূহ এর উৎস কুরআন ও হাদীসের থেকে এসেছে। এমনিভাবে মু'তাযিলা মতবাদের বিকাশও কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

মু'তাযিলাগণ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মুক্ত চিন্তা এবং স্বাধীন মতামতের মাধ্যমে একটি পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। যেমন ব্যক্তির ইচ্ছা ও স্বাধীনতা, আল্লাহর গুণাবলি চিরন্তন নয়, পবিত্র কুরআন সৃষ্ট, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়, ব্যক্তি তার কর্মের স্রষ্টা, পাপী মুসলমান ঈমান ও কুফরের মধ্যে অবস্থান করে, পরকালে শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান আল্লাহ তায়ালার জন্য ওয়াজিব, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি বিষয়ে মু'তাযিলাগণ কুরআন ও হাদীসের যুক্তি ভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে থাকেন।

ইলমুল কালাম এর সাথে সম্পর্কিত আলিমগণ মু'তাযিলা সম্প্রদায়কে মু'তাযিলা নামে অভিহিত করলেও তারা নিজেদেরকে 'আহলুল আদল ওয়াত তাওহীদ' দাবি করে থাকেন। তারা মনে করেন তারা তাওহীদের মূল শিক্ষার ওপর রয়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদকে তারা

১. আল কুরআন, সূরা ৪৪ আদ দুখান, আয়াত, ২১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্যই আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে তারা চিরন্তন মনে করেন না কেননা তাহলে আল্লাহ তায়ালা সাথে অন্য সত্তাকে স্বীকার করে নেয়া হয়। মু'তাযিলাগণ নিজেরদেরকে একনিষ্ঠ একত্ববাদী বলে মনে করে থাকেন। মু'তাযিলাগণ তাদের চিন্তাধারাগুলো কিছু মূলনীতির আলোকে আলোচনা করে থাকেন। তাদের পাঁচটি মূলনীতি রয়েছে। মূলনীতিগুলো হলো : ১. আল তাওহীদ, ২. আল' আদল, ৩. আল ওয়াদ ওয়া আল ওয়ীদ, ৪. আল আমার বিল মারুফ ওয়া আল নাহী আনিল মুনকার এবং ৫. আল মানযিলাতু বাইনা আল মানযিলাতাইন।[১]

মু'তাযিলা সম্প্রদায়কে কেন এ নামে সম্বোধন করা হয়েছে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মত এ যে, খ্রিস্টীয় ৭ম ও ৮ম শতকের মাঝামাঝি সময়ের একজন বড় ইসলামি চিন্তাবিদ ইমাম হাসান আল বসরী (৬৪২-৭২৮ খ্রি) এর সাথে তার ছাত্র ওয়াসিল ইবন আতা এর মতপার্থক্য প্রেক্ষিতে এ নামের উদ্ভব ঘটে। একদিন ইমাম হাসান বসরী তার ছাত্রদেরকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি সাধারণত তার ছাত্রদের উদেশ্যে বিভিন্ন ইসলামিক বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা, দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদেশ্যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করতেন।

একদিন এরকম একটি আলোচনার মাহফিলে ওয়াসিল ইবন আতা দাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ে সৃষ্টি হয়েছে যারা খারেজি নামে খ্যাত এবং বিশ্বাস হচ্ছে এ যে, কোন ব্যক্তি কবিরাহ গুনাহ করলে সে কাফের হয়ে যাবে। আবার অন্য আরকটি সম্প্রদায় যারা মুরযিয়া নামে পরিচিত, তাদের আকীদা হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি কবিরা গুনাহ করলে সে কাফের হয়ে যাবে না এবং তার গুনাহ এবং পাপের কারণে তার পরকালীন কোন ক্ষতি হবে না এবং তার ঈমানও নষ্ট হবে না। উপরিউক্ত অবস্থায় এ দুই সম্প্রদায়ের তথা খারিজি এবং মুরজিয়া এর মধ্য হতে কারা হকের ওপরে আছেন।

ইমাম হাসান বসরী প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বললেন যে, কবিরা গুনাহকারী মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে না, তবে সে মুনাফিক বা ফাজীর তথা পাপাচারী মুসলীম । উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে ইমাম হাসান বসরীর ছাত্র ওয়াসিল ইবন আতা উল্লিখিত মতামতের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং তিনি উক্ত মতটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ওয়াসিল ইবন আতা নতুন একটি চিন্তাধারা বা মতবাদ পেশ করলেন তা এই যে, কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি মুসলিম থাকবে না এবং কাফিরও হয়ে যাবে না বরং সে এ দুটির মাঝখানে বা মধ্যবতি স্থানে অবস্থান

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

করবেন। তা হচ্ছে আল মানযিলাতু বাইনা আল মানজিলাতাইনি। অর্থাৎ সে ঈমান ও কুফুরির মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে।

ইমাম হাসান বসরী তার ছাত্র ওয়াসিল ইবন আতা এর ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলেন না। এতে ওয়াসিল ইবন আতা উক্ত মাহফিল ত্যাগ করলেন এবং তিনি তার নিজের মতকে স্বাধীনভাবে প্রচার করতে থাকেন এবং তিনি মসজিদের এক কোণে অবস্থান নিয়ে তার সাথীদের মধ্যে তার নতুন চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকেন। সে প্রেক্ষিতে ইমাম হাসান বসরী বললেন,هذا الرجل

اعتزل عنا। অর্থাৎ এ লোকটি (ওয়াসিল ইবন আতা) আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন। ইমাম হাসান বসরীর উক্ত মন্তব্য থেকেই পরর্বতী সময়ে মু'তাযিলা শব্দটি এসেছে। ওয়াসিল ইবন আতা ইমাম হাসান বসরী থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তি, মতামতের প্রেক্ষিতে যে নতুন একটি মতবাদ তৈরি হয়েছে তাই মু'তাযিলা সম্প্রদায় নামে খ্যাতি লাভ করেছে।

ইবনে মানযুর তার লিসানুল আরব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করত যে, তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী পথভ্রান্ত দুটি সম্প্রদায় হতে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হয়েছে । উক্ত পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বলতে তারা আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এবং খারিজিদেরকে বুঝিয়েছেন"[১] মুতাযিলা সম্প্রদায়ের নাম করনের কারণ সম্পর্কিত ইবন মানজুর এর মতামতটিকে বিশ্লেষণ করে বুঝা যায় যে, মু'তাযিলাগণ তারা নিজেরাই এ নামকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায় যে, হিজরী ৩য় শতকে একজন বিখ্যাত মু'তাযিলা দার্শনিক তাদের মতবাদকে ই'তিযাল নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন : কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ৫টি বিষয়কে হক হিসাবে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ই'তিযালের অনুসারী বিবেচিত হবে না : মূলনীতিগুলো হলো : ১. আল তাওহীদ বা একত্ববাদ, ২. আল' আদল বা ন্যায়পরায়ণতা, ৩. আল ওয়াদ ওয়া আল ওয়ীদ বা আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস, ৪. আল আমর বিল মারুফ ওয়া আল নাহী আনিল মুনকার বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ এবং ৫. আল মানযিলাতু বাইনা আল মানযিলাতাইন বা ঈমান ও কুফুরি এর মধ্যবর্তী অবস্থান। যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে উপরিউক্ত পাঁচটি মূলনীতি পাওয়া যাবে তখন তাকে মু'তাযিলা হিসাবে আখ্যায়িত করা যাবে।[২]

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৪।

২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মু‘তাযিলা নামের উৎপত্তি সংক্রান্ত উপরিউক্ত ব্যাখ্যাগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকেই নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা যায় না। প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল্লামা যামাখশারী নিজেকে ম‘তাযিলী হিসেবে পরিচয় দিতে তিনি গর্ববোধ করতেন। ইবনু খাল্লিকান বলেন :

انه كان إذا قصد صاحبا له واستأذنا عليه فى الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن : قل له : أبو القاسم المعتزلى بالباب -

তিনি যখন তাঁর কোন সহপাঠীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইতেন, তখন তিনি ভেতরে প্রবেশের জন্য অনুমতি বাহককে বলতেন, বল যে, আবুল কাসিম আল-মু‘তাযিলী দরজায় এসেছে।[১]

মু‘তাযিলা নামটি উক্ত সম্প্রদায়ের লোকজন নিজের জন্য গ্রহণ করলেও তারা নিজেদেরকে আহলুল আদলী ওয়াত তাওহীদ তথা ন্যায়পরায়ণ ও একাত্ববাদের অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। কিন্তু বাস্তবে সমাজে তারা মু‘তাযিলা নামেই খ্যাতি লাভ করেছেন। অনেকেই মনে করেন যে, খারিজি এবং মুরজিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীতমুখী মতবাদের প্রেক্ষিতে মধ্যপন্থি মতাবাদ হিসেবে মু‘তাযিলা মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। কেননা খারিজীগণ পাপী মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিত এবং তাদেরকে কাফের মনে করত। অপর দিকে মুরজিয়াগণ পাপী মুসলমানদেরকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত মনে করত এবং তাদেরকে পাপের জন্য পরকালে পাকড়াও করা হবে না বলে মনে করত। উক্ত কঠিন ও সহজ মতবাদের মধ্যমপন্থি মতাবাদ হিসেবে মুতাযিলাগণ পাপী মুসলমানদেরকে কুফুরী ও ইসলাম এর মধ্যবর্তী তথা আল মানযিলু বাইনাল মানযিলা তাইনি মতবাদে বিশ্বাসী ছিল।

মু‘তাযিলা সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা, মূলনীতি, যুক্তিবাদীতা এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণের কারণে সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করলে বোঝা যায় যে, মুক্তচিন্তা এবং স্বাধীন মতামতসহ ইসলামের মূল শিক্ষা থেকেই এ মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। তবে পবিত্র কুরআনের মূলনীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেও মু‘তাযিলাগণ অনেক ক্ষেত্রে কুরাআনের সরাসরি বক্তব্য গ্রহণ না করে বরং যুক্তিপুর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা কুরআনের আয়াতকে মূল্যায়ন করতেন।

তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে আবেগবর্জিতভাবে এবং বাস্তব সম্মতভাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি, আল্লাহ তায়ালাকে দর্শন এর অসম্ভাব্যতা, ভাল মন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা, কুরআনের মাখলুক হওয়া, বান্দার ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে মু‘তাযিলগণ যুক্তিবাদী মতামত উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে দলীল উপস্থাপন করে তাদের মতামতের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

১. ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আল আ’ইয়ান, প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

মু'তাযিলা মতবাদের উৎস, উত্থান এবং বিকাশ কুরআনের শিক্ষার উপর-ই ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এর সাথে তাদের পার্থক্য মূলত ব্যাখ্যা গ্রহণের পদ্ধতির কারণে হয়েছে। সৈয়েদ আমীর আলী বলেন :

The chief doctors of the Mutazelite school were educatd under the Fatimides and ther can hardly be anydoubt that the moderate Mutazelism represented the views of Caliph Ali and the most liberal of his early descendants and probably of Muhammed himself."

"মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান আলিমগণ ফাতেমীয়দের অধীনেই শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, উদার পন্থি মু'তাযিলা মতবাদ খলিফা আলী (রা:) ও তার নিকটবর্তী বংশধরগণ এবং মুহাম্মদ (সা:) এর চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করছিল "[১]

মু'তাযিলা মতবাদের উৎপত্তি হিজরী ১ম শতক থেকেই শুরু হয়েছে। ইমাম হাসান আল বাসরী (মৃ. ১১০ হি:) এর যুক্তিপুর্ণ চিন্তাধারা এবং মতবাদ থেকে তা সূচনা হয়েছিল। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে মু'তাযিলা মতবাদ প্রসার ও উন্নতি লাভ করেছিল। হিজরী ২২৫ সন পর্যন্ত মু'তাযিলা মতবাদ ব্যাপকতা লাভ করেছে। আব্বাসীয় খলীফা মামুন, মু'তাসীম এবং ওয়াসিক বিল্লাহ উক্ত মতবাদের প্রচার এবং প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। যার ফলে তা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল।[২]

মু'তাযিলা মতবাদ এর প্রশংসায় বিখ্যাত মু'তাযিলি কবি সাফওয়ান আল আনসারী কবিতা রচনা করেন। কবি সাফওয়ান আল আনসারী বলেন :

"সকল জনপদে মু'তাযিলা মতবাদের প্রচারক ও আহবানকারীগণ অবস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, সে সকল জনপদ তাদের জ্ঞান ও মহিমার কারণে সকল মানুষের আগমন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে ফাতওয়া ও তর্কশাস্ত্রের তত্ত্ব ও নিয়মাবলীর ক্ষেত্রে লোকেরা তাদের নিকট হতেই সঠিক দিক-নির্দেশনা লাভ করত।"[৩]

১. Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, (London : Chatto and windus, 1922), p.415.

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

মু'তাযিলাগণ যুক্তিপূর্ণ তর্ক এবং আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্ধী ছিলেন। তাদের যুক্তিপূর্ণ বির্তক আলোচনার কারণে সাধারণ মুসলমানগণ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হত। অপর পক্ষে নাস্তিক, খ্রিস্টান, অগ্নিউপাসকগণ তাদের যক্তিপূর্ণ আক্রমনের লক্ষ্যস্থল হতো।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের দুটি শাখা ছিল। **এক.** বাসরী ও **দুই.** বাগদাদী শাখা। তবে বাসরী শাখা ঐতিহাসিকভাবে অগ্রগামি ছিল এবং এ শাখায় মূলনীতি এবং বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা হতো। বাগদাদী শাখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাসরী শাখাকে অনুসরণ করত। বাসরী শাখার মু'তাযিলিগণের মধ্য হতে অন্যতম হলেন : ওয়াসিল ইবন আতা (মৃ. ১৩৩১/৭৪৮), 'আমর ইবন 'উবায়দ (মৃ. ১৪২/৫৫৯ সন),নাজ্জাম, জাহিজ, ও আল জুব্বাঈ। বাগদাদী শাখার বিখ্যাত মু'তাযিলিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আহমাদ ইবন আবি দাউদ, বিশর ইবন মু'তামার, ছুমামা ইবন আশরাস, আবুল হাসান আল খাইয়্যাত এবং আবু মূসা আল মারদার।[১]

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশের ধারা উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসনকাল থেকে শুরু করে প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তৎকালীন সময়ে শাসক গোষ্ঠী থেকে শুরু করে আলিম, মুহাদ্দীস, মুফাসসীর, ফকীহসহ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে মু'তাযিলা আকীদার প্রভাব লক্ষণীয়। গ্রীক ও খ্রিস্টীয় দর্শনের মুকাবেলায় মুসলমাদের জন্য মু'তাযিলাদের বিকল্প যুক্তিবাদী কোন গোষ্ঠী মুসলানদের নিকট অনুপস্থিত ছিল। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বিকাশের প্রথম দিকে কিছুটা প্রতিকূল পরিবেশ থাকলেও উমাইয়া খিলাফতের শেষ দিক থেকে তারা একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসেবে আবির্ভূত হয়। উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের পুত্র তৃতীয় ইয়াজিদ মু'তাযিলা মতবাদকে সমর্থন করায় তারা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এতে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও সর্বস্তরের সাধারণ মুসলমানদের কাছ থেকে মু'তাযিলাগণ গ্রহণযোগ্যতা আদায় করতে পারেননি। আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আলিম এবং মু'তাযিলা আলিমগণের মধ্যে তখন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাহাস চলতে থাকে। তবে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে মু'তাযিলাগণ সুবিধাজনক অবস্থান থেকে তাদের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

আব্বাসীয় শাসকগণ পারস্যনীতি অনুসরণ করলে মু'তাযিলাদের ক্রমবিকাশের পথ আরো গতি লাভ করেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মানসুর (৭৭৫ খি:) কর্তৃক মু'তাযিলাদের রাজকীয়

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কারণে তারা একটি গ্রহণযোগ্য সম্প্রদায়ে পরিণত হন। আব্বাসীয় খলিফা হারুন আর রশিদ এর শাসন আমলে তিনিও মু'তাযিলাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। তার সময়কালে বার্মাকি সম্প্রদায় মু'তাযিলাদের পক্ষে কাজ করে। এ সময়কালে মু'তাযিলাদের বড় আলিম আবুল হোযাইল আল আল্লাফ এবং ইব্রাহীম ইবন সাইয়ার মু'তাযিলা মতবাদের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১]

আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) এর সময়কাল ছিল মু'তাযিলা মতবাদের স্বর্ণযুগ। তার সময়কালে তারা রাষ্টীয় মতবাদে পরিণত হন এবং রাষ্ট্রীয় সকল ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার মাধ্যমের সুযোগ তারা ব্যবহার করেন। এতে অতি দ্রুত সময়ে মু'তাযিলা মতবাদ আব্বসীয় খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। খলিফা মামুন আবুল হোযাইল আল আল্লাফ, আবু ইসহাক এবং নাজ্জাম এর মত বড় মু'তাযিলা আলিমদেরকে সভাসদরূপে গ্রহণ করেন। তিনি অনেক দূর থেকে আলিম, ফকিহ এবং সাহিত্যিকদেরকে ডেকে তার রাজকীয় সভায় স্থান করে দিতেন এবং তাদের জন্য সম্মানজনক বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করতেন। এতে তার সময়কালে আলিম ও চিন্তাবিদদের মধ্যে বাহাসের প্রেরণা জন্মে এবং যুক্তি বিজ্ঞানের প্রসার লাভ করে।

খলিফা মানুনের রাজসভায় মু'তাযিলা এবং অন্যান্য মতবাদের সকল আলিমদেরকে স্থান দেয়া হতো। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদের সমর্থনে গ্রন্থ রচনা করতেন। প্রত্যেক মঙ্গলবার রাজদরবারের একটি কক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হত এবং সর্বস্তরের আলিমদের তার দরবারে আমন্ত্রণ করা হত এবং সেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হত এবং খাওয়া দাওয়ার পর বাহাসের আয়োজন করা হত।[২]

খলিফা মামুন আর রশিদ মৃত্যুর পর আব্বাসীয় খলিফা আল মু'তাসিম (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) এবং আল ওয়াসিক বিল্লাহ (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাজকীয় আনুকূল্য অব্যাহত রাখেন। খলিফা আল মু'তাসিম খুব শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু তার পুত্র ওয়াসিক বিল্লাহ্ ইলমুল কালাম চর্চা ভালোবাসতেন। তিনি কোন অনুকরণ মোটেই পছন্দ করতেন না। তার সময়কালে আধুনিক ও প্রাচীন দার্শনিক মোতাকাল্লিমদের নিয়ে তার রাজসভায় বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হতো। তিনি মুতাকাল্লিম ও ফকিহদের বাহাস এর জন্য একটি সমিতি গঠন করেন।

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

২. আল্লামা শিবলী নু'মানী, ইসলামি দর্শন, (অনু : মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১) পৃ. ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের আহূতসভায় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় নিয়ে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হত। বার্মাকি সম্প্রদায় ও তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং তারাও মু'তাযিলা মতবাদ প্রসারে ভূমিকা রাখেন।[১]

মু'তাযিলা মতবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পিছনে কিছু কারণ ছিল। এক. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইখতিলাফ। রাসুল (সা:) পর হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান (রা:) পর্যন্ত সাহাবাগণের মধ্যে বড় কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়নি। হযরত উসমান (রা:) এর সমকালের শেষ দিক থেকে শুরু করে হযরত আলী (রা:) এর সময়কাল পর্যন্ত সাহাবাগণের মধ্যে বড় ধরণের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। হযরত আলী (রা:), হযরত আয়েশা (রা:) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা:) এর মধ্যে সংগঠিত উষ্টীর যুদ্ধ এবং সিফফীনের যুদ্ধে সাহাবাগণের মধ্যে বড় ধরণের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ অংশ গ্রহণকারী উভয় দলের অধিকাংশই সাহাবি হওয়ায় পরবর্তীকালে এ বিষয়টি নিয়ে তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণদের মধ্যেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তারা এ পশ্নের অবতারণা করলেন যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী উভয় দলই কি হকের উপর ছিলেন? না কি একটি দল হকের উপরে ছিলেন। তাহলে কোনো একটি পক্ষকে অবশ্যই অন্যায়পন্থি বলে ধরে নিতে হয়। এর ফলে আরমা দেখতে পাই খারিজি এবং অন্যান্য দলের সৃষ্টি হয়েছিল।[২]

দুই. গ্রীক ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির আরবী অনুবাদ এবং এর প্রচার। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান তৎকালীন সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনার কারণে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের নিকট একটি গ্রহণ যোগ্যতা তৈরি হয়েছিল। উমাইয়া শাসক ও আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দর্শনশাস্ত্রের অনেক গ্রীক ভাষায় লিখিত গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছিল। তার ফলে দার্শনিকদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের অনেক বিষয়ে গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে। দার্শনিক এবং আলিমদের মধ্যে বস্তু, উপাদান, সত্তা, পরমানু, বস্তু ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে।[৩]

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের সূচনা লগ্নে মুরজিয়া এবং কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে, ঈমান, কুফর, জাবর বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল। কাদরিয়াদের মতে মানুষ তার কর্মে পূর্ণ স্বাধীন। তারা তাকদীরের উপর

১. আল্লামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস করত না। অপর দিকে জাবরিয়াগণের মতে মানুষের কোন ক্ষমতাই নাই সে সৃষ্টিকর্তার আজ্ঞাবহমাত্র। এমন একটি পরিস্থিতিতে যুক্তিবাদ দ্বারা পরিচালিত গ্রীকদর্শন মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করায় তাদের মধ্যে মতপার্থক্যগুলো আরো চরম আকার লাভ করে। তাকদীর এর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাকদীরের ভাল-মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকলে মানুষকে কিভাবে তার পাপের জন্য শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়টি নিয়ে বির্তক শুরু হলে আলিমদের জ্ঞান চর্চার মজলিস সমূহে তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার চেয়েও কালাম শাস্ত্রে সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা গুরুত্ব লাভ করে।

এ প্রেক্ষিতে আলিমদের দুটি দলের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। একটি দল ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা কুরআন ও হাদীসের আলোকে সকল বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে থাকেন এবং অপর দলটি কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যুক্তি ও বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। দার্শনিক প্রশ্নাবলির ক্ষেত্রে প্রথম দল যুক্তি ও বুদ্ধির পরিবর্তে বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। অপর দিকে অন্যদল বিশ্বাসের চেয়েও যুক্তি ও বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। দ্বিতীয় দলটির সাথে মু'তাযিলাদের পদ্ধতিগত মিল থাকায় মু'তাযিলাগণ তাদেরকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হন।

মু'তাযিলাগণ যুক্তি ও বুদ্ধিকে প্রাধ্যান্য দেয়ার কারণ হলো, তৎকালীন সময়ের গ্রীক দার্শনিক চিন্তার বিকাশ এবং খ্রিষ্টীয় দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ এর মুকাবেলায় শির্ক মুক্ত তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এটাকে তারা প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। কেননা তখন খ্রিস্টানদের বিশ্বাস এর মুকাবেলায় একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি ও বুদ্ধিকে প্রধান্য দেয়া ব্যতীত শুধু বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তা সম্ভব ছিল না এবং মুসলমানদের মধ্যে বিকল্প কোন সম্প্রদায় ছিল না যারা তাদের মুকাবেলা করতে পারে। এজন্যই মু'তাযিলাগণ আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে চিরন্তন মনে করেন না। তাদের মতে আল্লাহ তালায়ার গুনাবলিকে চিরন্তন ধরে নেওয়া হলে পৃথক পৃথক সত্ত্বার অস্তিত্বের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

তিন. অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের মিলামেশা ও মতবিনিময়ের সুযোগ।[১] মু'তাযিলিগণ তাদের আকীদাসমূহ প্রচারের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি তাদেরকে সর্বাধিক সহায়তা করে ছিল তা হলো, অমুলিমগণের সাথে মুসলমানদের সম্পৃক্ততা। কেননা ঐ সমাজের অনেক নওমুসলিম তাদের পূর্বের ধর্মের ঐতিহ্য, কৃষ্টিকালচার এবং চিন্তাধারার উত্তরাধিকার সহ ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার সত্বেও তাদের মন মানসিকতা থেকে তাদের পূর্ব ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়নি। কেননা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামী শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদী পর্ণাঙ্গ অনুশীলন ব্যতীত পরিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হওয়া যায় না। খুবই কম সময়ের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন করা সহজতর নয়। এর মধ্যে ছিল অগ্নিউপাসক, খ্রিস্টান, ও বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী লোকজন। তাদের মধ্যে দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী এবং নাস্তিকরাও ছিল। উপরিউক্ত অবস্থায় যুক্তি নির্ভর ও মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী মুতাযিলাদের মতবাদের বীজ বপনের উপাদান সমূহ সমাজে প্রস্তুত ছিল। মুতাযিলাদের ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাবে এই সম্প্রদায়কে খুব সহজেই প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল।

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

মু‘তাযিলা আকীদার মূলনীতি :

মু‘তাযিলাগণ নিজেদেরকে আহলুল আ‘দলি ওয়াত তাওহীদ (اهل العدل والتوحيد) মনে করেন থাকেন। তাদের আকীদা সমূহের ৫টি মূলনীতি রয়েছে। যথা :

১. আততাওহীদ (التوحيد)।

২. আল আদল (العدل) ।

৩. আল ওয়া‘দ ওয়াল ওয়া‘য়ীদ (الوعد والوعيد) ।

৪. আল মানযিলাতু বাইনাল মানযিলা তাইনি (المنزلة بين المنزلتين) ।

৫. আল আমর বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার (الامر با المعروف والنهى عن المنكر) ।

১. আততাওহীদ (التوحيد) :

মু‘তাযিলাগণ আল্লাহ তায়ালার তাওহীদের উপর একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। মু‘তাযিলাদের আকীদার প্রথম মূলনীতি হচ্ছে আততাওহীদ (التوحيد) এজন্যই তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করেন না এবং আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিগুলোকেও স্বীকার করেন না। কেননা গুণাবলিগুলোকে স্বীকার করে নিলে ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব লাভ করে বলে তারা মনে করেন। তাদের তাওহীদের ভিত্তি হচ্ছে ليس كمثله شئ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ কেউ নন। আল্লাহ তায়ালার কোন শারীরিক অস্তিত্ব নেই এবং সৃষ্টির সাথে কোন বিষয়ে তিনি তুলনার উর্ধ্বে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী : الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

তিনি পরম দয়াবান।(বিশ্ব-জাহানের) শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন।[১]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় الاستواء على العرش এর অর্থকে তারা রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। যেমন বলা হয়, অমুক রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি রাজত্বের মালিক হয়েছেন। বাস্তবে সিংহাসেনের (চেয়ারে) তিনি না বসলেও তিনি রাজত্বের মালিক।

১. আল কুরআন, সূরা ২০ ত্বাহা আয়াত, ৫।

Dhaka University Institutional Repository

কখনো কখনো তার খ্যাতি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই মু'তাযিলীগণ মনে করেন আল্লাহ তায়ালার আরশে সমাসীন এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বোঝানো।

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র তাঁর সত্ত্বা ছাড়া। শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।[1]

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।[২]

উক্ত আয়াতে الوجه শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। الوجه শব্দটি দ্বারা মু'তাযিলাগণ আল্লাহ তায়ালার সত্বাকে বুঝিয়েছেন। এখানে الوجه শব্দটির শাব্দিক অর্থ তারা গ্রহণ করেননি। কেননা এতে আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বা তুলনা করা হয়।

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

হে নবী যারা তোমার হাতে বাইয়াত করছিলো প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করছিলো।তাদের হাতের ওপর ছিল আল্লাহর হাত। যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অশুভ পরিণাম তার নিজের ওপরেই বর্তাবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত এ প্রতিশ্রুতি পালন করবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ২৮ কাসাস, আয়াত,৮৮।

২. আল কুরআন, সূরা ৫৫ আর রহমান, আয়াত,২৭।

৩. আল কুরআন, সূরা ৪৮ ফাতাহ, আয়াত, ১০।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা يد বা হাত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মুতাযিলাগণ এ আয়াতের হাত শব্দটিকে ভাবার্থে, কাল্পনিক ও রূপকার্থে ব্যবহার করেছের। কেননা আল্লাহ তায়ালা শারীরিক আকার-আকৃতি থেকে মুক্ত এবং মানুষের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। উক্ত আয়াতে যে হাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হলো এ যে, রাসূল (সা:) এর সাথে কৃত ওয়াদা পালনই আল্লাহ তায়ালার সাথে ওয়াদা পালনের সমতুল্য এবং রাসুলের আনুগত্যই আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিলো, যাই হোক, তাদের ওপর তো আমি তোমাকে পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।[১]

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহকে যে মর্যাদা ও মূল্য দেয়া দরকার এসব লোক তা দেয়নি। (তাঁর অসীম ক্ষমতার অবস্থা এই যে,) কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠোর মধ্যে থাকবে আর আসমান তাঁর ডান হাতে পেঁচানো থাকবে। এবং লোক যে শিরক করছে তিনি তা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে।[২]

উক্ত আয়াতে হাত শব্দটি مجاز বা রূপকার্থে ব্যবহার হয়েছে বলে মুতাযিলাগণ মনে করেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার আকার ও আকৃতি থেকে মুক্ত।

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

স্মরণ করো, যখন তোমরা মূসাকে বলেছিলে, “আমরা কখনো তোমার কথায় বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না আমরা স্বচক্ষে আল্লাহকে তোমার সাথে প্রকাশ্যে (কথা বলতে) দেখবো।” সে সময় তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ওপর একটি ভয়াবহ বজ্রপাত হলো , তোমরা নিস্প্রাণ হয়ে পড়ে গেলে ।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ৩ নিসা, আয়াত, ৮০।

২. আর কুরআন, সূরা ৩৯ জুমার, আয়াত, ৬৭।৩. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে মু'তাযিলাগণ মনে করে থাকেন আল্লাহ তায়ালাকে ইহকাল বা পরকালে দেখা সম্ভব নয়। তারা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন :

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

দৃষ্টিশক্তি তাঁকে দেখতে অক্ষম কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ব করে নেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।[১]

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চারপাশে হাজির থাকে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং ঈমানদারদের জন্য দোয়া করে। তারা বলেঃ হে আমাদের রব , তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো। তাই মাফ করে দাও এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করছে তাদেরকে।[২]

উক্ত আয়াতকে মু'তাযিলাগণ দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে বলেন, আল্লাহ তায়ালার আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। ফেরেশতাগণ স্বচক্ষে আল্লাহ তায়াকে দেখে থাকলে আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের বিশ্বাসের বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তো। কেননা ঈমান হলো অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস। উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার আরশ বহন করার সত্বেও আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে পাননি বরং ফেরেশতারা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান এনেছেন। এর দ্বারা আরও প্রমাণ হয় আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার আকার ও আকৃতির উর্ধ্বে।

মু'তাযিলাগণ আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে অস্বীকার করেন। তারা মনে করেন আল্লাহ তায়ালা একক সত্তা। তার পৃথক কোন গুণাবলি নেই। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতগণ যে বিষয়গুলোকে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি মনে করেন মুতাযিলাগণ সেই বিষয়গুলোকে তার সত্বার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তারা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন :

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

১. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত-১০৩।

২.আল কুরআন, সূরা মু'মিন, আয়াত-৭।

রাসূল বললো, আমার রব এমন প্রত্যেকটি কথা জানেন যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বলা হয় , তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।[১]

Dhaka University Institutional Repository

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

তুমি কি জানো না , আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ জানেন? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়।[২]

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

তাদের অবস্থা ছিল এই যে , পৃথিবীতে তারা অন্যায়ভাবে নিজেদেরকে বড় মনে করে বসেছিলো এবং বলতে শুরু করেছিল : আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে ? তারা একথা বুঝলোনা যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকারই করে চললো।[৩]

উক্ত আয়াতগুলোর প্রেক্ষিতে মু'তাযিলাগণ বলে থাকেন, আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের সাথে মানুষের জ্ঞানের তুলনা করা জায়েয নেই। কেননা মানুষের জ্ঞান মূর্খতার পর অর্জিত হয়েছে। মানুষ প্রথমে অজ্ঞ ছিল। তারপর তার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে সে জ্ঞানী হয়েছে। অপর দিকে আল্লাহ তায়ালা পরিবর্তন থেকে মুক্ত এবং তিনি সত্তাগতভাবেই জ্ঞানী। জ্ঞান তার সিফাত নয়।

মু'তাযিলাগণ মনে করে থাকেন কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট। আল কুরআন চিরন্তন নয় এবং আল্লাহ তায়ালার সিফাতও নয়। কেননা পবিত্র কুরআন অনেকগুলো আদেশ, নিষেধ, সংবাদ, উপদেশ এর সমষ্টি। তারা মনে করেন পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং এটি একটি মু'জিযা। কেননা মানুষ এর অনুরূপ তৈরি করতে অক্ষম। এই বক্তব্যের সমার্থনে কুরআনের একটি আয়াতকে তারা দলিল হিসেবে পেশ করেন :

১. আল কুরআন, সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াত, ৪।

২. আল কুরআন, সুরা ২২ আল হজ্ব, আয়াত, ৭০।

৩. আল কুরআন, সূরা ৪১ হা-মীম আস সাজদাহ, আয়াত, ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন সবাই মিলে কুরআনের মতো কোনো একটি জিনিস আনার চেষ্টা করে তাহলে তারা আনতে পারবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে গেলেও।[১]

২. আল আদল (العدل)

আল আদল (العدل) শব্দের অর্থ হচ্ছে ন্যায় বিচার। তারা মনে করেন আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারক তিনি জুলুম করতে পারে না এবং তিনি বান্দার কল্যাণের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার অকল্যাণ করতে পারেন না। কাফেরগণ পরকালে শাস্তি ভোগ করবে তাদের কর্ম ফলের কারণে। এর দলিল হিসেবে তারা নিম্নোক্ত আয়াত উপস্থাপন করেন :

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

মূসা জবাব দিল, "আমার রব তার অবস্থা ভালো জানেন, যে তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনা নিয়ে এসেছে এবং কার শেষ পরিণতি ভালো হবে তাও তিনিই ভালো জানেন, আসলে জালেম কখনো সফলকাম হয় না।[২]

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ

তাদের অবস্থা হয় এই যে, নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস।তারা নিজেরা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদারা ও স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা সব দিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে।[৩]

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ

এদের আগে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তারাও বড় বড় চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আসল সিদ্ধান্তকর

১. আল কুরআন, সূরা ১৭ বানী ইসরাঈল আয়াত, ৮৮।

২. আল কুরআন, সূরা ২৮ আল কাসাস, আয়াত, ৩৭।

৩. আল কুরআন, সূরা ১৩ আর রা'আদ, আয়াত, ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

কৌশল তো পুরোপুরি আল্লাহর হাতে রয়েছে। তিনি জানেন কে কি উপার্জন করছে এবং শীঘ্রই এ সত্য অস্বীকারকারীরা দেখে নেবে কার পরিণাম ভালো হয়।[১]

আল্লাহ তায়ালার সকল কাজই প্রজ্ঞাময় এবং বান্দার জন্য কল্যাণকর। এর দলিল হিসেবে মুতাযিলাগণ বলেন যে, যে সকল বিষয় মানুষের জন্য অকল্যাণকর আল্লাহ তায়ালা ঐ সকল বিষয় থেকে মানুষকে নিষেধ করেছেন। মানুষের উপর যা কিছু অকল্যাণ পতিত হয় তা তার নিজের কর্মফলের কারণে।

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

এবং আমার তত্ত্বাবধানে আমার অহী অনুযায়ী একটি নৌকা বানানো শুরু করে দাও। আর দেখো যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য আমার কাছে কোন সুপারিশ করো না , এরা সবাই এখন ডুবে যাবে।[২]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আ:) কে তার জাতির অমান্যকারী লোকদের ব্যাপারে কোন সুপারিশ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের নাজাতের জন্য দুয়া করতে আল্লাহ তায়ালা কেন নিষেধ করলেন এবং তাদের বন্যার পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করার মধ্যে কি হেকমত রয়েছে? তিনি বলেন, তাদের ডুবে যাওয়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। কেননা তারা সীমালংঘন করছিল। যার প্রমাণ অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে :

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

আর নূহ বললোঃ হে আমার রব , এ কাফেরদের কাউকে পৃথিবীর বুকে বসবাসের জন্য রেখো না।তুমি যদি এদের ছেড়ে দাও তাহলে এরা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং এদের বংশে যারাই জন্মলাভ করবে তারাই হবে দুষ্কৃতকারী ও কাফের।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ১৩ আর রা'আদ, আয়াত, ৪২।

২. আল কুরআন, সূরা ১১ হুদ, আয়াত, ৩৭।

৩. আল কুরআন, সূরা ৭১ নূহ, আয়াত, ২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ - وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ - وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারি হয়ে যাবে যদি এ আশংকা না থাকত তাহলে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরি করে আমি তাদের ঘরের ছাদ, যে সিঁড়ি দিয়ে তারা তাদের বালাখানায় ওঠে সেই সিঁড়ি, দরজাসমূহ এবং যে সিংহাসনের ওপর তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে তা সবই রৌপ্য এবং স্বর্ণের বানিয়ে দিতাম। এগুলে তো শুধু পার্থিব জীবনের উপকরণ , তোমার রবের দরবারে আখেরাতে শুধু মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট।[১]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্য দুনিয়ার সামগ্রী প্রশস্ত করে দেয়ার কারণ কি? অথচ তা কাফেরদের জন্য ফেৎনা বৃদ্ধি করবে। অপর দিকে আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের জন্য তাদের নেকআমল করা সত্বেও দুনিয়ার সামগ্রী প্রশস্ত করে দেয়ার কথা বলেনি। এর হেকমত হচ্ছে এ যে, আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে দুটি দল তৈরী করতে চান, ধনী ও গরিব এবং আল্লাহ তায়ালা গরিবদেরকে ধনীদের ওপর বিজয় দান করবেন। এর মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী প্রমাণ করতে চান যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার জন্য অকল্যাণ কিছু করেন না।

মু'তাযিলাগণের মতে আল্লাহ তায়ালা অকল্যাণের স্রষ্টা নন। এর দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

লোকদেরকে হেদায়াত দান করার পর আবার গোমরাহীতে লিপ্ত করা আল্লাহর রীতি নয়, যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে কোন জিনিস থেকে সংযত হয়ে চলতে হবে তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেন। আসলে আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের জ্ঞান রাখেন।[২]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

১. আল কুরআন, সূরা ৪৩ যুখরুফ, আয়াত,৩৩-৩৫।

২. আল কুরআন, সূরা ৯ তওবা, আয়াত,১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

না, হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম , এরা কখনো মুনিন হতে পারে না যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে এরা তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে , তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্য যে কোন প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।[১]

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

হে নবী, এসব লোককে বলে দাও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো আমাকে সেসব সত্তার দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে (আমি কি করে এ কাজ করতে পারি) আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এসেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে , আমি যেন গোটা বিশ্ব-জাহানের রবের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করি।[২]

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ - وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

সে বললো , "তোমরা কি নিজেদেরই খোদাই করা জিনিসের পূজা করো ? অথচ আল্লাহই তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যে জিনিসগুলো তৈরি করো তাদেরকেও।"[৩]

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন । তারপর ওপরের দিকে লক্ষ করলেন এবং সাত আকাশ বিন্যস্ত করলেন, তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন ।[৪]

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

আর হে আমার সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা! যথাযথ ইনসাফ সহকারে মাপো ও ওজন করো এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য সামগ্রী কম দিয়ো না। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়িয়ো না।[৫]

১. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত, ৬৫।

২. আল কুরআন, সূরা ৪০ মু'মিন, আয়াত,৬৬।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩৭ সাফফাত, আয়াত, ৯৫-৯৬।

৪. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত, ২৯।

৫. আল কুরআন, সূরা ১১ হুদ, আয়াত, ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

তারা পরস্পর বললো "আল্লাহর কসম খেয়ে শপথ করে নাও , আমরা সালেহ ও তার পরিবার পরিজনদের ওপর নৈশ আক্রমণ চালাবো এবং তারপর তার অভিভাবককে বলে দেবো আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় উপস্থিত ছিলাম না, আমরা একদম সত্য কথা বলছি।"[১]

মু'তাযিলাগণের মতে হারাম রিযিক নয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণ চান, অকল্যাণ চান না। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হারাম রিযিক দান করেন না। মানুষ যা কিছু হারাম অর্জন করে তা নিজের কর্মের ফল। তিনি দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতকে পেশ করেন :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

তোমার রবের রহমত কি এরা বন্টন করে ? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন যাপনের উপায় উপকরণ আমি বন্টন করেছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের ওপর অনেক বেশী মর্যাদা দিয়েছি , যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে। (এদের নেতারা) যে সম্পদ অর্জন করছে তোমার রবের রহমত তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।[২]

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

তাদের অবস্থা হয় এ যে , নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খচর করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস।[৩]

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটি হিদায়াত সেই 'মুত্তাকী'দের জন্য[৪]

১. আল কুরআন,সূরা ২৭ নামল, আয়াত, ৪৯।

২. আল কুরআন, সূরা ৪৩ যুখরুফ, আয়াত,৩২।

৩ আল কুরআন, সূরা ১৩ রা'দ, আয়াত,২২।

৪. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত,২।

মু‘তাযিলাদের আকীদা হলো, বান্দা তার ভাল ও মন্দ কর্মের স্রষ্টা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভাল ও মন্দ উভয় পথকে দেখিয়েছেন। তার ভাল কর্মের ফলে সে পুরস্কার পাবে এবং মন্দ কর্মের ফলে সে শাস্তি পাবে। এর দলিল হিসেবে তারা নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন :

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

সে বললো, "হে আমার রব! তুমি যেমন আমাকে বিপথগামী করলে ঠিক তেমনিভাবে আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো, [১]

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আমি তাদেরকে একের পর এক এমন সব নিদর্শন দেখাতে থাকলাম যা আগেরটার চেয়ে বড় হতো। আমি তাদেরকে আযাবের মধ্যে লিপ্ত করলাম যাতে তারা তাদের আচরণ থেকে বিরত থাকে।[২]

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

অবশ্য তোমার রব চাইলে সমগ্র মানব জাতিকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারতেন , কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে।[৩]

মু‘তাযিলগণ মনে করেন বান্দা তার ইচ্ছা ও কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন। আল্লাহ তায়ালা তার ওপর কোন কিছু জোর করে চাপিয়ে দেন না। ভাল-মন্দ কাজের ফলাফল তার কর্মের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। এর দলিল হলো :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

আর সেইদিনই (তোমার রব) তাদেরও ঘিরে আনবেন এবং তাদের উপাস্যদেরও আল্লাহকে বাদ দিয়ে আজ তারা যাদের পূজা করছে। তারপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছিলে ? অথবা এরা নিজেরাই সহজ সরল সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল?" তারা বলবে, "পাক পবিত্র আপনার সত্তা! আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করার ক্ষমতাও তো আমাদের ছিল না কিন্তু আপনি এদের এবং

১. আল কুরআন,সূরা ১৫ আল হিজর, আয়াত,৩৯।

২. আর কুরআন, সূরা ৪৩ যুখরুফ, আয়াত, ৪৮।

৩. আল কুরআন, সুরা ১১ হুদ, আয়াত,১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

এদের বাপ - দাদাদের খুব বেশী জীবনোপকরণ দিয়েছেন , এমনকি এরা শিক্ষা ভুলে গিয়েছে এবং দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়েছে।[১]

মু'তাযিলাদের আরেকটি আকীদা হলো, শয়তান মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। শয়তান মানুষের নিকট মন্দকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করে মাত্র। অতঃপর মানুষই তার স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমে নিজের জন্য ভাল বা মন্দকে গ্রহণ করে। মু'তাযিলাগণ মনে করেন মানুষ তার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যের নির্মাতা। সে তার কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন। আল্লামা যামাখশারী দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতে পেশ করেন :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

আর যখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে , "সত্যি বলতে কি আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করে ছিলেন তা সব সত্যি ছিল এবং আমি যেসব ওয়াদা করেছিলাম তার মধ্য থেকে একটিও পুরা করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোন জোর ছিল না , আমি তোমাদের আমার পথের দিকে আহ্বান জানানো ছাড়া আর কিছুই করিনি এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে।এখন আমার নিন্দাবাদ করো না, নিজেরাই নিজেদের নিন্দাবাদ করো। এখানে না আমি তোমাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারি আর না তোমরা আমার। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কতৃত্বের শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এ ধরনের জালেমদের জন্য তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।[২]

মু'তাযিলাগণ মনে করেন যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার ওপর তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণ এবং বান্দার প্রতি অনুগ্রহকারী। তিনি যুগে যুগে মানুষের কল্যাণের জন্য দ্বীন ও শরীয়তসহ নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। অতপর মানুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী হেদায়ের পথ অথবা কুফুরীর পথ গ্রহণ করেছে। এর দলিল হিসেবে পেশ করেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

১. আল কুরআন, সূরা ২৫ ফুরকান, আয়াত, ১৭-১৮।

২. আল কুরআন, সূরা ১৪ ইব্রাহীম, আয়াত,২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, "আল্লাহ্র বন্দেগী করো এবং তাগূতের বন্দেগী পরিহার করো। " এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং কারোর ওপর পথভ্রষ্টতা চেপে বসেছে। তারপর পৃথিবীর বুকে একটু ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।[১]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আমি নিজের বাণী পৌঁছাবার জন্য যখনই কোন রসূল পাঠিয়েছি, সে তার নিজের সম্প্রদায়েরই ভাষায় বাণী পৌছিয়েছে , যাতে সে তাদেরকে খুব ভালো করে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে। তারপর আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী।[২]

৩. আল ওয়া'দ ওয়াল ওয়া'য়ীদ(الوعد والوعيد) :

আল ওয়া'দ ওয়াল ওয়া'য়ীদ(الوعد والوعيد) । এর মধ্যে الوعد শব্দটির অর্থ হচ্ছে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি। আর الوعيد এর অর্থ হচ্ছে সতর্ক বানী। উক্ত মূলনীতির আলোকে মুতাযিলাগণ মনে করেন পাপী তাওবা না করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে এবং দুনিয়াতে যে ব্যক্তি তাওবা করবে তাকে ক্ষমা করা আল্লাহ তায়ালার জন্য ওয়াজিব। কাফের এবং পাপী তাওবা না করলে উভয়ই শাস্তির ক্ষেত্রে সমান। পাপীকে শাস্তি দেয়া এবং পূণ্যবানকে পুরস্কার দেয়া আল্লাহ তায়ালার জন্য ওয়াজিব এবং কিয়ামতের দিন শাফা'য়াত সাব্যস্ত হবে না।

ঈমানের সংজ্ঞা :

মু'তাযিলাগণের মতে ঈমান বলতে অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং সেই অনুযায়ী আমল করাকে বুঝায়। সুতরাং যে ব্যক্তি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমল করবে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করবে না সে হচ্ছে মুনাফিক। আর যে ব্যক্তি স্বীকৃতি দিবে না সে হলো কাফের। আর যে ব্যক্তি আমল করবে না সে হচ্ছে ফাসিক। তাদের মতে ঈমান এবং আনুগত্য উভয়ই ঈমানের অংশ। এর দলিল হিসেবে তারা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেন :

১. আল কুরআন, সূরা ১৬ নাহল, আয়াত,৩৬।

২. আল কুরআন, সূরা ১৪ ইব্রাহীম, আয়াত,৪।

Dhaka University Institutional Repository

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

এভাবেই (হে মুহাম্মাদ) , আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে এক রূহকে অহী করেছি। তুমি আদৌ জানতে না কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি।কিন্তু সেই রূহকে আমি একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ দেখিয়ে থাকি। নিশ্চিতভাবেই আমি তোমাকে সোজা পথের দিক নির্দেশনা দান করছি।[১]

وكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'মধ্যপন্থী' উম্মাতে পরিণত করেছি , যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী । প্রথমে যে দিকে মুখ করে তুমি নামায পড়তে , তাকে তো কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে উল্টো দিকে ফিরে যায়, আমি শুধু তা দেখার জন্য কিব্লাহ নির্দিষ্ট করেছিলাম। এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন বিষয়, তবে তাদের জন্য মোটেই কঠিন প্রমাণিত হয়নি যারা আল্লাহর হিদায়াত লাভ করেছিল। আল্লাহ তোমাদের এ ঈমানকে কখনো নষ্ট করবেন না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি মানুষের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল ও করুণাময় ।[২]

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আর তোমরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এতীমের সম্পদের ধারে কাছেও যেয়ো না , তবে উত্তম পদ্ধতিতে যেতে পারো। ওজন ও পরিমাপে পুরোপুরি ইনসাফ করো, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আমি ততটুকু দায়িত্বের বোঝা দিয়ে থাকি যতটুকু তার সামর্থের মধ্যে রয়েছে। যখন কথা বলো, ন্যায্য কথা বলো, চাই তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারই হোক না কেন। আল্লাহ অংগীকার পূর্ণ করো। এ বিষয়গুলোর নির্দেশ আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন , সম্ভবত তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ৪২ আশশুরা, আয়াত,৫২।

২. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ১৪৩।

৩. আল কুরআন, সূরা ৬ আনআম, আয়াত, ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

ঈমান বাড়ে ও কমে : মু'তাযিলাগণের মতে ঈমান বাড়ে ও কমে। কেননা বিশ্বাস এবং আমলের সমষ্টি হলো ঈমান। তাই ঈমান বাড়ে ও কমে। যেহেতু আনুগত্য ঈমানের অংশ তাই আমলের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ঈমানও হ্রাস বৃদ্ধি পায়। তাদের দলিল হলো :

(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)

লোকেরা বললোঃ তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনা সমাবেশ ঘটেছে। তাদেরকে ভয় করো , তা শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছেঃ আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কার্য উদ্ধারকারী।[১]

আল্লামা যামাখশারী কাশশাফ গ্রন্থে এ বিষয়ের দলিল হিসেবে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন :

وعن ابن عمر : قلنا يار رسول الله إن الإيمان يزيد و ينقص؟ قال نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة . وينقص حتى يدخل صاحبه النار -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা:) ঈমান কি বাড়ে ও কমে? তিনি বলনে হ্যাঁ, ঈমান বৃদ্ধি পায় এমন কি তা ঈমানদারকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং ঈমান হ্রাস পায় এমনকি তা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দেয়।[২]

وعن عمر رضى الله عنه : أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول : قم بنا نزدد إيمانا -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তির হাত ধরে বললেন, চল আমরা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করে নেই।[৩]

وعنه : لو وزن إيمان أبى بكر بايمان هذه الأمة لرجع به -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যদি আবু বকর (রা:) এর ঈমানকে এই উম্মতের ঈমানের সাথে ওজন করা হয় তাহলে তার পাল্লায় ভারী হবে।[৪]

১. আল কুআরন, সুরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত. ১৭৩।

২. আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২।

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কবীরা গুনাহকারী তাওবা ব্যতিত ক্ষমা পাবে না এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। তাওবা বিহীন পাপী এবং কাফের ক্ষমা না পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান। এর দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا

এভাবে যারা কুফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করে এবং জুলুম-নিপীড়ন চালায় , আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না।[১]

কাফের আল্লাহ তায়ালার ক্রোধে পতিত হবে। যেমনিভাবে তাওবা বিহীন পাপীও আল্লাহ তায়ালার ক্রোধে পতিত হবে এবং এরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। এর দলিল হলো :

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ

স্মরণ করো , যখন তোমরা বলেছিলে, “হে মূসা!আমরা একই ধরনের খাবারের ওপর সবর করতে পারি না , তোমার রবের কাছে দোয়া করো যেন তিনি আমাদের জন্য শাক-সব্জি , গম, রসুন, পেঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন করেন।” তখন মূসা বলেছিল, “তোমরা কি একটি উৎকৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস নিতে চাও ? তাহলে তোমরা কোন নগরে গিয়ে বসবাস করো, তোমরা যা কিছু চাও সেখানে পেয়ে যাবে। ”অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছলো যার ফলে লাঞ্ছনা , অধপতন, দুরবস্থা ও অনটন তাদের ওপর চেপে বসলো এবং আল্লাহর গযব তাদেরকে ঘিরে ফেললো। এ ছিল তাদের ওপর আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করার এবং পয়গম্বরদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার ফল। এটি ছিল তাদের নাফরমানির এবং শরীয়াতের সীমালংঘনের ফল।[২]

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

তাদের সুদ গ্রহণ করার জন্য যা গ্রহণ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, আমি এমন অনেক পাক-পবিত্র জিনিস

১. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত, ১৬৮।

২. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি , যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল। আর তাদের মধ্য থেকে যারা কাফের তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।[১]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় ঠিক সেই লোকটির মতো যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে। তাদের এই অবস্থায় উপনীত হবার কারণ হচ্ছে এ যে , তারা বলেঃ" ব্যবসা তো সুদেরই মতো। " অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এ নসীহত পৌছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে সে বিরত হয়, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়েছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই এবং এ ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সোপর্দ হয়ে গেছে। আর এ নির্দেশের পরও যে ব্যক্তি আবার এ কাজ করে , সে জাহান্নামের অধিবাসী । সেখানে সে থাকবে চিরকাল।[২]

مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا

নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদের নিমজ্জিত করা হয়েছিল তারপর আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অতপর তারা আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোন সাহায্যকারী পায়নি।[৩]

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে মুমিনকে হত্যা করে , তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে চিরকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও তাঁর লানত এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।□

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ - وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

১. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত, ১৬১।

২. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত, ২৭৫।

৩. আল কুরআনম, সূরা ৭১ নূহ, আয়াত, ২৫।

৪. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত, ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

(জওয়াবে বলা হলো) যারা বাছুরকে মাবুদ বানিয়েছে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের রবের ক্রোধের শিকার হবেই এবং দুনিয়ার জীবন লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এমনি ধরনের শাস্তিই দিয়ে থাকি।আর যারা খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে , এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এ তাওবা ও ঈমানের পর তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১]

কবীরা গুনাহ আমলকে ধ্বংস করে দেয় :

মু'তাযিলাগণের মতে কবীরা গুনাহ আমলকে ধ্বংস করে দেয়। যেমনিভাবে কবীরা গুনাহ কারী তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। এর দলিল হলো :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো , রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমল ধ্বংস করো না।[২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে ঈমানদারগণ!তোমরা অনুগ্রহের কথা বলে বেড়িয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাতকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করে দিয়ো না যে নিছক লোক দেখাবার জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে , অথচ সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না এবং পরকালেও বিশ্বাস করে না ।তার ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ একটি মসৃণ পাথরখন্ডের ওপর মাটির আস্তর জমেছিল। প্রবল বর্ষণের ফলে সমস্ত মাটি ধুয়ে গেলো । এখন সেখানে রয়ে গেলো শুধু পরিষ্কার পাথর খন্ডটি ।এই ধরনের লোকেরা দান - খয়রাত করে যে নেকী অর্জন করে বলে মনে করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না । আর কাফেরদের সোজা পথ দেখানো আল্লাহর নিয়ম নয়।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ৭ আ'রাফ, আয়াত, ১৫২-১৫৩।

২. আল কুরআন, সূরা ৪৭ মুহাম্মদ, আয়াত, ৩৩।

৩. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাওবাকারীকে ক্ষমা করা ওয়াজিব :

মুতাযিলাদের মতে যেমননিভাবে কাফের এবং তাওবা বিহীন পাপীগণকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন না। তেমনিভাবে তারা যদি তাওবা করেন তাহলে আল্লাহ তায়ালার জন্য তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া ওয়াজিব। কেননা এটা আল্লাহ তায়ালার ন্যায়পরাণতার দাবি। এর দলিল হলো :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

তবে একথা জেনে রাখো, আল্লাহর কাছে তাওবা কবুল হবার অধিকার এক মাত্র তারাই লাভ করে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন খারাপ কাজ করে বসে এবং তারপর অতি দ্রুত তাওবা করে। এ ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ আবার তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের খবর রাখেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।[১]

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর যারা খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে , এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এ তাওবা ও ঈমানের পর তোমার রব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[২]

পূণ্যবানকে প্রতিদান দেওয়া ওয়াজিব :

পূণ্যবানকে প্রতিদান দেওয়া আল্লাহ তায়ালার জন্য ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু ন্যায়পরায়ণ এবং ওয়াদা রক্ষাকারী। তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নেককার ব্যক্তিদেরকে পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। এ ওয়াদার প্রেক্ষিতে পরকালে পূণ্যবানদের প্রতিদান পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা খেলাফকারী নন। তাই পূণ্যবানকে তার আমলের জন্য প্রতিদান দেওয়া ওয়াজিব। এর দলিল হলো :

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ - لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

১. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত, ১৭।

২. আল কুরআন, সূরা ৭ আ'রাফ, আয়াত, ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

(তাঁর আলোর পথ অবলম্বনকারী)ঐ সব ঘরে পাওয়া যায়, যেগুলোকে উন্নত করার ও যেগুলোর মধ্যে নিজের নাম স্মরণ করার হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন ।সেগুলোতে এমন সব লোক সকাল সাঁঝে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে। (আর তারা এসব কিছু এ জন্য করে) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেন এবং তদুপরি নিজ অনুগ্রহ দান করেন । আল্লাহ যাকে চান বেহিসেব দান করেন।[১]

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো বেশী। - কলংক কালিম বা লাঞ্ছনা তাদের চেহারাকে আবৃত করবে না। তারা জান্নাতের হকদার , সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।[২]

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

আর যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করবে, সে পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তবে যদি সে মুমিন হয়, তাহলে এই ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের এক অণুপরিমাণ অধিকারও হরণ করা হবে না।[৩]

শাফায়াত সাব্যস্ত হবে না :

মু‘তাযিলাদের মতে কিয়ামতের দিন শাফায়াত সাব্যস্ত হবে না। কেননা তা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। কোন পাপীকে সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া আল্লাহ তায়ালার জন্য সমিচীন হবে না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে পাপীদের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। শাফায়াত প্রতিষ্ঠিত হলে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা খেলাফকারী বলে গণ্য হবেন যা অসম্ভব বিষয়। তাই শাফায়াত প্রতিষ্ঠিত হবে না। এর দলিল হলো :

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

১. আল কুরআন, সুরা ৩৪ নূর, আয়াত, ৩৬-৩৮।

২. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত, ২৬।

৩. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত, ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণ করো যখন মূসা(এই নিয়ামত নিয়ে ফিরে এসে) নিজের জাতিকে বললো , "হে লোকেরা! তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিজেদের ওপর বড়ই যুলুম করেছো, কাজেই তোমরা নিজেদের স্রষ্টার কাছে তাওবা করো এবং নিজেদেরকে হত্যা করো , এরি মধ্যে তোমাদের স্রষ্টার কাছে তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে সময় তোমাদের স্রষ্টা তোমাদের তাওবা কবুল করে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[১]

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

আর ভয় করো সেই দিনকে যেদিন কেউ কারো সামান্যতমও কাজে লাগবে না, কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ গৃহীত হবে না , বিনিময় নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে পারবে না ।[২]

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

যেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যে ঠিক কথা বলবে, সে ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না।[৩]

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

যাকিছু তাদের সামনে আছে এবং যাকিছু আছে তাদের অগোচরে সবই তিনি জানেন। যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ সম্মত তাদের পক্ষে ছাড়া আর কারো সুপারিশ তারা করে না এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত।[৪]

৪. আল মানযিলাতু বাইনাল মানযিলা তাইন (المنزلة بين المنزلتين):

আল মানযিলাতু বাইনাল মানযিলা তাইন (المنزلة بين المنزلتين)এর অর্থ হলো, দুইটি অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা অর্থাৎ, ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী অবস্থান। মু'তাযিলাগণ মনে করেন কোন মু'মিন পাপ কাজ করলে সে মু'মিন থেকে বের হয়ে যায়। আবার সে কাফেরও হয়ে যায় না। তার অবস্থান হলো ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী অবস্থান। তথা আল মানযিলাতু বাইনাল মানযিলা তাইন । দলিল হলো :

১. আল কুরআন, সুরা ২ আল বাকারা আয়াত, ৫৪ ।

২. আল কুরআন, সুরা ২আল বাকারা আয়াত, ৪৮ ।

৩. আল কুরআন, সুরা ৭৮ নাবা, আয়াত, ৩৮ ।

৪. আল কুরআন, সূরা ২১ আম্বিয়া, আয়াত,২৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ -

মুনাফিক পুরুষ ও নারী পরষ্পরের দোসর। খারাপ কাজের হুকুম দেয়, ভাল কাজের নিষেধ করে এবং কল্যাণ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভূলে গেছে ,ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।[১]

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا - وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

আসলে এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা একেবারেই সোজা। যারা একে নিয়ে ভাল কাজ করতে থাকে তাদেরকে সে সুখবর দেয় এ মর্মে যে , তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আর যারা আখেরাত মানে না তাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।[২]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মু'মিন এবং কাফেরদের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত আয়াতে ফাসিকদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তখন মু'মিন আর মুশরিক ছিল। তখনো কবীরা গুনাহকারী লোকদের ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। অতপর দুই অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাই হলো আল মানযিলাতু বাইনাল মানযিলা তাইনি।

৫. আল আমর বিল মা'রুফ ওয়ান নাহি 'আনিল মুনকার। (الامر با المعروف والنهى عن المنكر)

আল আমর বিল মা'রুফ ওয়ান নাহি 'আনিল মুনকার। (الامر با المعروف والنهى عن المنكر) এর অর্থ হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা। এটি মু'তাযিলা আকীদার পঞ্চম মূলনীতি। পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লামা যামাখশারী তার গ্রন্থে এটিকে ফরযে কেফায়া বলে অবহিত করেছেন। এর দলিল হলো :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যি থাকতে হবে , যারা নেকী ও সৎকর্মশীলতার দিকে আহবান

১. আল কুরআন, সূরা ৯ তাওবা, আয়াত, ৬৭।

২. আল কুরআন, সূরা ১৭ ইসরা, আয়াত, ৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে তারাই সফলকাম হবে ।[১]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন, ولتكن منكم أمة এর মধ্যে من শব্দটি التبعيض এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই কিছু সংখ্যকলোক আদেশ এবং নিষেধ বাস্তবায়ন করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। মারূফ এবং মুনকার বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এর বাস্তবায়নের পদ্ধতি জানা না থাকলে সে কীভাবে তা বাস্তবায়ন করবে?[২] এর দলিল হলো :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা নেকীর হুকুম দিয়ে থাকো , দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। এই আহলি কিতাবরা ঈমান আনলে তাদের জন্যই ভালো হতো। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদার পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।[২]

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে। সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণ ও নেকীর কাজে তৎপর থাকে। এরা সৎলোক।[৩]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, এরা সবাই পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা ভাল কাজের হুকুম দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবংআল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুত্যকরে । এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হবেই। অবশ্যি আল্লাহ সবার ওপর পরাক্রমশালি এবং জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।[৪]

১. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত, ১০৪ ।

২. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত, ১১০ ।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত, ১১৪ ।

৪. আল কুরআন, সূরা৯ তাওবা, আয়াত, ৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

হে পুত্র! নামায কায়েম করো , সৎকাজের হুকুম দাও, খারাপ কাজে নিষেধ করো এবং যা কিছু বিপদই আসুক সে জন্য সবর করো। একথাগুলোর জন্য বড়ই তাকিদ করা হয়েছে।[১]

আশায়েরা ও মু'তাযিলা আকীদা

ইলমে কালামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আশায়েরীদের মতে, যে সব নীতি আহলে সুন্নাত এবং মু'তাযিলীদের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, সেগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো :

১. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার শক্তি বহির্ভূত কাজের (تكليف بما لا يطاق) প্রতিও আদেশ দিতে পারেন। এটা তাঁর জন্য বৈধ। মুতাযিলিগণ মনে করেন আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণ তিনি এটা করতে পারেন না।

২. কোন গুনাহ ছাড়াই আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন বা পুণ্য ছাড়াই প্রতিদান দিতে পারেন-এ অধিকার তাঁর রয়েছে। মু'তাযিলাগণ মনে করেন পাপীকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহ তায়ালার জন্য ওয়াজিব এবং নেকআমলকারীকে পুরস্কার দেয়াও আল্লাহ তায়ালার জন্য ওয়াজিব। কেননা এটা না করলে আল্লাহ তায়ালা জালেম হিসেবে গণ্য হবেন।

৩. আল্লাহ আপন বান্দাদের প্রতি যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন। যা করা মানুষের জন্য আবশ্যক, তা করা আল্লাহর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়। কেননা তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং সকল আদেশ ও নিষেধের উর্ধ্বে। মু'তাযিলাগণ মনে করেন আল্লাহ তায়ালা অন্যায় আদেশ দিতে পারেন না। কেননা তা ইনসাফ এর পরিপন্থী।

৪. শরীয়তের বিধিবিধান এর মাধ্যমে আল্লাহকে চেনা কর্তব্য; বুদ্ধির মাধ্যমে নয়। মু'তাযিলীগণ জ্ঞান ও বুদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষে। তাদের মতে আল্লাহ তায়ালা কিতাব নাযিল ও রাসূল প্রেরণ না করলেও জ্ঞান ও বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়ন ফরয।

৫. মিযান অর্থাৎ দাড়ি পাল্লা সত্য। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের আমলনামায় লিখিত পাপ পূণ্যের ওজন করবেন।

৬. আশায়েরাগণের মতে, কুরআনের আয়াতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম এবং দুনিয়ার সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য আবশ্যক নয়।

১. আল কুরআন, সূরা ৩১ লুকমান, আয়াত, ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৭. জীবন সঞ্চারের জন্য শরীরের প্রয়োজন নেই। আগুনকেও আল্লাহ বুদ্ধি, জীবন এবং বাক শক্তি প্রদান করতে পারেন। যেমন ইব্রাহীম (আ:) কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পর আল্লাহ তায়ালা আগুনের প্রতি নির্দেশ জারি করেছিলেন, যেন ইব্রাহীম (আ:) এর জন্য তা ঠাণ্ডা ও শীতল হয়ে যায়। মু'তাযিলীগণ এ মতকে সমর্থন করেন না।

৮. এমনও সম্ভব হতে পারে, আমাদের সামনে উঁচু পাহাড় রয়েছে এবং প্রকট আওয়াজও সেদিক থেকে আসছে, অথচ আমরা কেউ দেখছি না এবং শুনছিও না। আবার এমনও সম্ভব যে, একজন অন্ধ প্রাচ্যে উপবিষ্ট রয়েছে এবং পশ্চিমা দেশে সে একটি মশা দেখতে পাচ্ছে। সংক্ষিপ্ত কথা হলো, ইমাম আশায়েরী প্রকৃতি এবং ইন্দ্রিয়ের ধরাবাঁধা নিয়ম ও ক্ষমতা মেনে নিতে অস্বীকার করোন। মু'তাযিলীগণ এই মতের বিরোধী।

এ আকীদাগুলো আশায়েরাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া তাদের আরো অনেক বিশেষ বিশেষ আকীদা রয়েছে। ইমাম গাযালী 'ইহইয়াউল উলুম' গন্থের প্রারম্ভে একবার সেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন।[১]

আল্লাহর সত্তা : আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধীয় দশটি মৌলিক নীতি : (১) আল্লাহ বিদ্যমান (২) একক (৩) চিরন্তন (৪) মূর্ত নন (৫) শরীরী নন (৬) পরমূর্ত নন (৭) সর্বদিকের উর্ধ্বে (৮) পাত্রের উর্ধ্বে (৯) দর্শনীয় (১০) চিরস্থায়ী।[২]

আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কীয় দশটি মৌলিক নীতি : ১. আল্লাহ জীবিত, ২. জ্ঞাত, ৩. ক্ষমতাশীল, ৪. ইচ্ছার অধিকারী, ৫. শ্রবণকারী, ৬. চক্ষুষ্মান, ৭. বাকশীল, ৮. অবিনশ্বর, ৯. তাঁর বাণী চিরন্তন এবং ১০. জ্ঞানী ও ইচ্ছাময়।[৩]

আল্লাহর কর্ম সম্পর্কীয় দশটি মৌলিক নীতি : ১. আল্লাহ মানুষের সমস্ত কর্মের স্রষ্টা, ২. মানুষের কর্ম-ফল নিজেদেরই অর্জিত, ৩. আল্লাহর ইচ্ছানুসারে মানুষ সব কর্ম সম্পন্ন করে, ৪. যে কোন সৃষ্টি আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভরশীল, ৫. মানুষকে তার শক্তি বহির্ভূত কর্মের প্রতি আদেশ করা আল্লাহর পক্ষে বৈধ, ৬. নিষ্পাপকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর পক্ষে বৈধ, ৭. সৃষ্টিকুলের সুবিধা-

১. আল্লামা শিবলী নু'মানী, ইসলামী দর্শন, (অনু : মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১) পৃ. ৫৭।

২. আল্লামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৩. আল্লামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য জরুরী নয়, ৮. কেবল সে আদেশই অবশ্য করণীয়, যা শরীয়তের পক্ষ থেকে তদরূপ বলে সাব্যস্ত, ৯. নবীদের প্রেরণ আল্লাহর জন্য অসম্ভব কিছু নয় এবং ১০. মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর নুবুওয়াত ও মুজিযা প্রতিষ্ঠিত।[১]

ওহীভিত্তিক প্রমাণে বিশ্বাস্য বিষয় সম্পর্কীয় দশটি মৌলিক নীতি : ১. কিয়ামত, ২. মুনকির নকীর, ৩. কবরের শাস্তি, ৪. রোজকিয়ামতের দাড়িপাল্লা, ৫. পুলসিরাত, ৬. বেহেশত-দোযখের অস্তিত্ব, ৭. ইমামত সম্বন্ধীয় নির্দেশ, ৮. খেলাফতের ক্রমানুসারে সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব, ৯. ইমামতের শর্তাবলী এবং ১০. নির্ধারিত ইমামের অনুপস্থিতিতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুলতানের নির্দেশ।[২]

ইমাম আশয়ারীর পূর্বে মুতাকাল্লিমদের দুটি সম্প্রদায় ছিল : ওহীবাদী (আরবাব-ইনক্ল) এবং বুদ্ধিবাদী (আরবাব-ই-আকল)। ইমাম আশয়ারী মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি যে সব আকীদা অবলম্বন করেন, তা ছিল বুদ্ধি এবং ওহীভিত্তিক মতবাদের এক সুসামঞ্জসরূপ। তিনি ওহীভিত্তিক চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে তাঁর বিশেষ মতবাদে কি ভাবে উত্তীর্ণ হলেন, তার দু'একটি উদাহরণ হলো :

ওহীবাদিগণ আল্লাহর সাক্ষাত লাভে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক ও মু'তাযিলাগণ তা অস্বীকার করেন। ওহীবাদিগণ কেবল আল্লাহর সাক্ষাত লাভেই বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁরা এটাও মনে করতেন যে, আল্লাহ তাঁর আরশে আসীন রয়েছেন। তিনি কোন একটি দিক জুড়ে রয়েছেন। তাঁর প্রতি ইঙ্গিতও করা যায়। ইমাম আশয়ারী দার্শনিক এবং মু'তাযিলাদের মতবাদ সমর্থন না করে ওহীবাদীদের আকীদাই অবলম্বন করেন। কিন্তু আল্লাহ কোন একটি স্থান জুড়ে রয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ইঙ্গিতও করা যায়– এসবের প্রতি তিনি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না। কারণ, বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার ফলে তিনি এতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, আল্লাহ কোন নিদিষ্ট স্থানে অবস্থিত নন এবং তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করাও সম্ভব নয়। কেননা, এসব হলো নশ্বরতার বৈশিষ্ট্য। অথচ আল্লাহর নশ্বর নন।

এ মতবাদ অবলম্বনের ফলে ইমাম আশায়েরার জন্য অন্য একটি সমস্যার উদ্ভব হয়। তা হলো, আল্লাহ যদি কোন বিশেষ স্থান জুড়ে না থাকেন, তবে তিনি দর্শনযোগাও হতে পারেন না। কারণ, যা

১. আল্লামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

২. আল্লামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

স্থান অধিকার করে না, তা দেখাও যায় না। বাধ্য হয়ে ইমাম আশায়েরাকে মানতে হলো যে, কোন বস্তুর দৃষ্টিগোচর হবার জন্য তার কোন স্থানে অবস্থান করা বা ইঙ্গিতযোগ্য হবার প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে ইমাম আশায়েরাকে বিতর্ক বিদ্যার সমস্ত নীতি বিসর্জন করতে হলো। আশায়েরার মতে, কোন বস্তু সমক্ষে না থাকলেও তা গোচরীভূত হতে পারে।

তৃতীয় সমস্যা হলো এই যে, আল্লাহ যদি দর্শনীয় হন, তবে সর্বক্ষণ তাঁর গোচরীভূত হওয়া উচিত। কারণ, তাঁর বিদ্যমানতাই যদি দর্শনের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত কেনইবা এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে? তাই বাধ্য হয়ে ইমাম আশায়েরাকে এটাও বলতে হলো যে, কোন বস্তুও গোচরীভূত হওয়ার সমস্ত শর্ত পাওয়া গেলেও তার অদৃশ্য হবার সম্ভাবনা থাকে।

ওহীবাদিগণ সাধারণভাবে মুজিযার সমর্থক ছিলেন। তাঁরা হেতুবাদ অস্বীকার করতেন না, তবে বলতেন, মুজিযার বেলায় আল্লাহ 'কার্য-কারণ, সম্বন্ধ শিথিল করে দেন। ইমাম আশায়েরা এতটুকু নিশ্চয়ই জানতেন যে, কারণ যা হয়, কার্য তার বিপরীত হতে পারে না। তাই তিনি 'কার্য কারণ, সম্বন্ধকেই অস্বীকার করলেন। মোট কথা, এভাবে ধীরে ধীরে উপরিউক্ত সমস্ত আকাইদের সৃষ্টি হয়। ইমাম গাযালীর পূর্বেই ইলমে কালামের কাঠামো পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়।[১]

মু'তাযিলা মতবাদ এর ব্যর্থতার কারণ

মু'তাযিলা মতবাদ মুক্ত বুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অতিঅল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম বিশ্বে প্রসার লাভ করলেও পরবর্তী সময়ে মুতাযিলা মতবাদ স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারেনি। তবে শতাব্দীকাল ব্যাপী মুসলিম বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ এর মৃত্যুর পর মুতাযিলীগণ রাষ্টীয় পৃষ্ঠপোষকতা হতে বঞ্চিত হন এবং ইতোমধ্যে আশায়েরা মতবাদ মুসলমানদের মধ্যে স্থান করে নেয়। মু'তাযিলাদের বেশি বেশি যুক্তি প্রদর্শনের মানষিকতার বিপরীতে আশায়েরাদের মধ্যম পন্থা অবলম্বনের কারণে মুসলমানদের মধ্যে তা তুলনামূলক অধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে আল গাযালী সুফীবাদকে মুসলিম দর্শনের সাথে একীভূত করে উস্থাপনের ফলে মু'তাযিলা মতবাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। মু'তাযিলা মতবাদের ব্যর্থতার কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো :

১. আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ এর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হওয়া। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে মু'তাযিলা মতবাদে প্রচার ও প্রসারে বিঘ্ন ঘটে এবং রাষ্টীয় ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধা কাজে না লাগতে পারা এবং অর্থনৈতিক সুবিধা থেকেও

১. আল্লামা শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

তারা বঞ্চিত হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য মু‘তাযিলগণ তাদের অবস্থানকে ধরে রাখতে পারেনি।

২. মু‘তাযিলার আন্দলনের ব্যর্থতার আরকটি কারণ হলো. তাদের বিরোধী পক্ষ তথা আশায়েরা আলিম, মুহাদ্দীস, মুফাসসীর, ফকীহগণ আমল আখলাক, তাকওয়া ও দ্বীনদারীর দিক থেকে তাদের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং তাদের নৈতিক প্রভাবও জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল।

৩. মু‘তাযিলাগণ তাদের মতবাদকে যুক্তির ভিত্তিতে উপস্থাপন করেছিলেন এবং রাজকীয় ক্ষমতার জোরে তা দীর্ঘস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন এবং তাদের বিরোধী আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দীস এবং বড় বড় ইমামগণকে নির্যাতন ও নিপিড়নের লক্ষ বস্তু বানিয়েছিলেন।

৪. মু‘তাযিলাগণ তাদের আকীদাকে প্রমাণ করার জন্য বুদ্ধি ভিত্তিক যুক্তি প্রমাণকে কুরআন ও সুন্নাহ এর উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সাধারণ মুসলমানগণ তা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি।

৫. মু‘তাযিলাদের সাথে আশায়েরা মতবাদের পার্থক্যগুলো ছিল মূলত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এবং ব্যাখ্যা প্রদানগত পার্থক্য। কিন্তু তারা এই মতবাদগুলোকে কুফুরী ও ইসলাম এবং তাওহীদ ও শিরক এর পার্থক্য বলে মনে করতেন।

৬. মু‘তাযিলা মতবাদের তত্ত্ব এবং ব্যাখ্যা সমূহ খুবই সুক্ষ ও কঠিন ছিল যা মুসলিম আলিম ও দার্শনিকগণের নিকট পেশ করা গেলেও সাধারণ মুসলমানগণ এর নিকট তাদের তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৭. মু‘তাযিলাগণ তাদের বিরোধী আলিম, ফকহী ও মুহাদ্দীসগণকে নিয়ে উপহাস করতেন এবং তাদের গ্রহণযোগ্য দলীল প্রমাণকে অস্বীকার করতেন। যদিও কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে তা সঠিক ছিল।

৮. মু‘তাযিলাগণ আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভকে অস্বীকার করতেন। এমনকি জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা এবং তারাবীহ এর নামায এর ন্যায় বিষয়সমূহকে নিয়ে তারা এরকম আকীদা পোষণ করতেন যে, তা আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এর বিরোধী ছিল।

৯. মু‘তাযিলা আন্দোলন ব্যর্থতার কারণ ছিল যে, আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এর দুটিদল আশায়েরা এবং মাতুরীদিয়াগণ তাদের মতবাদকে সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ দলীলের ভিত্তিতে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মধ্যে ইমাম গাযালী, ইমাম রাজী এবং ইমাম ইবনে তাইমীয়া উল্লেখযোগ্য।[১]

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

মু'তাযিলা চিন্তাবিদ

১. ওয়াসিল ইবন আতা : ওয়াসিল ইবন আতা আবু হুজাইফা আল গাযযাল ছিলেন মু'তাযিলা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ৮০হি:/৬৯৯ সনে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১ হিজরী/৭৪৮ সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি মদীনা থেকে স্বদেশ ত্যাগ করে বসরায় গমণ করেন এবং হাসান আল বাসরীর সাহচার্য লাভ করেন এবং বসরায় বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন জাহম ইবন সাফওয়ান এবং বাশশার ইবন বূরদ তবে তাদের সাথে তার সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ওয়ালি ইবন আতা এর স্ত্রী আমর ইবন উবাইদ এর বোন ছিলেন। মু'তাযিলা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাগণ এর মধ্যে ওয়াসিল ইবন আতা এর পরেই আমর ইবন উবায়েদ এর স্থান ছিল।[১]

হাসান আল বাসরী এর সাথে ওয়াসিল ইবন আতা এর মতপার্থক্যের ফলেই মু'তাযিলা নামটির উদ্ভব হয়েছে বলে বেশ প্রচলিত। ওয়াসিল ইবন আতা একদিন হাসান বাসরীর মজলিসে বসা ছিলেন। তখন ইমাম হাসান বসরী তার ছাত্রদেরকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মাহফিলে ওয়াসিল ইবন আতা দাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে যারা খারেজি নামে খ্যাত এবং তাদের বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি কবিরাহ গুনাহকরলে সে কাফের হয়ে যাবে। আবার অন্য আরকটি সম্প্রদায় আছে যারা মুরযিয়া নামে পরিচিত, তাদের আকীদে হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি কবিরা গুনাহ করলে সে কাফের হয়ে যাবে না এবং তার গুনাহ এবং পাপের কারণে তার পরকালীন কোন ক্ষতি হবে না এবং তার ঈমানও নষ্ট হবে না। উপরিউক্ত অবস্থায় এই দুই সম্প্রদায়ের তথা খারিজি এবং মুরজিয়াদের মধ্যে কারা হকের উপরে আছেন।

ইমাম হাসান বসরী প্রশ্নের প্রেক্ষিতে বললেন যে, কবিরা গুনাহকারী মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে না, তবে সে মুনাফিক বা ফাজীর তথা পাপাচারী মুসলিম । উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে ইমাম হাসান বসরীর ছাত্র ওয়াসিল ইবন আতা উল্লেখিত মতামতের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং তিনি উক্ত মতটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ওয়াসিল ইবন আতা নতুন একটি চিন্তাধারা বা মতবাদ পেশ করলেন তা এই যে, কবীরা গুনাহকারী মুসলিম ব্যক্তি মু'মিন ও থাকবে না এবং কাফিরও হয়ে যাবে না বরং সে এই দুটির মাঝখানে বা মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবেন।

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৬ষ খণ্ড, পৃ. ২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম হাসান বসরী তার ছাত্র ওয়াসিল ইবন আতা এর ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলেন না। এতে ওয়াসিল ইবন আতা উক্ত মাহফিল ত্যাগ করলেন এবং তিনি তার নিজের মতকে স্বাধীনভাবে প্রচার করতে থাকেন। এমনকি তিনি মসজিদের এক কোণে অবস্থান নিয়ে তার সাথীদের মধ্যে তার নতুন চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকেন। সে প্রেক্ষিতে ইমাম হাসান বসরী বললেন, هذا الرجل

اعتزل عنا - অর্থাৎ এই লোকটি (ওয়াসিল ইবন আতা) আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন। ইমাম হাসান বসরীর উক্ত মন্তব্য থেকেই পরর্বতী সময়ে ম'তাযিলা শব্দটি এসছে।

ওয়াসিল ইবেন আতা চারটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন :[১]

১. আল্লাহ তায়ালার সিফাত বা গুনাবলি সমূহ চিরন্তন নয়।

২. মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে এ বিষয়ে তিনি কাদরিয়াগণের সাথে একমত পোষণ করেন।

৩. কোন মুসলিম কবিরা গুনাহ করলে সে ইসলাম ও কুফরীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে (আল মানযিলাতু বাইনাল মানযিলা তাইন)।

৪. হযরত ওসমান (রা:)-এর হত্যাকাণ্ডে ও উষ্ট্রীর যুদ্ধে এবং সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উভয় দলের মধ্যে একটি দল নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। যেমনিভাবে লি'আন এর শপথে অংশগ্রহণকারী একজন অবশ্যই মিথ্যা শপথ করে থাকে।

এছাড়াও তিনি কুরআনের চিরন্তনতায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন কুরআন চিরন্তন নয় বরং পবিত্র কুরআন মাখলুক বা সৃষ্টি।

২. আবুল হুযায়েল আল আল্লাফ : আবুল হুযায়েল আল আল্লাফ মু'তাযিলা চিন্তাবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। তার পুরা নাম মুহাম্মদ ইবন হুযায়েল ইবন উবাইদুল্লাহ। তিনি বসরায় জন্মগ্রহন করেন তার জন্মস্থান নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে জন্ম সময়কাল নিয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। কারো কারো মতে ১৩৫ হিজরী/৭৫২ সাল এবং কারো কারো মতে, ১৩১ হিজরী/৭৪৮ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাগদাদে বসবাস করতে থাকেন এবং সেখানেই ২২৬ হিজরী/৮৪০ সনে ইন্তেকাল করেন। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী তিনি খলিফা আল মুতাওয়াককিল এর সময় ২৩৫ হিজরী/৮৪৯ সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি ওয়াসিল ইবন আতার পরোক্ষ ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন এবং আরবী ভাষায় পণ্ডিত ও মুহাদ্দীস ছিলেন।[২]

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৬ষ খণ্ড, পৃ. ২৮১।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হুযায়েল আল আল্লাফ মু'তাযিলার চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন। তিনি তার নিজস্ব প্রতিভা ও বিচক্ষণতার ফলে দার্শনিক, সাধারণ মুসলমান ও মুহাদ্দীসদের মধ্যে প্রচলিত আল্লাহর উপর বিশ্বাস, তাক্বীদার প্রতি বিশ্বাস, শিয়াদের প্রচারিত আলী (রা:) এর খোদাই বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বির্তকের সূচনা করেন। তিনি অন্যান্য ধর্ম এবং পূর্ব যুগের বিভিন্ন আকীদা যথা জুরথুষ্ট্রদের দ্বৈতবাদ, গ্রীক প্রভাবিত দর্শন ও নাস্তিকতার বিরূদ্ধে ইসলামের মুখপাত্রে পরিনত হন। তিনি দার্শনিক বিষয়ের প্রতি, বিভিন্ন চিন্তামূলক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অত্যান্ত দৃঢ়তার সাথে আলোচন করেন।

আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ এর ক্ষেত্রে তিনি সিফাত বা গুণাবলি সমূহকে আল্লাহ তায়াআলা থেকে পৃথক মনে করতেন। আল্লাহ তায়ালা মাখলুকের মত নন। তিনি অসীম তার কোন শরীক নেই তিনি নিরাকার। তিনি চিরস্থায়ী ও সর্বত্র তার নিয়ন্ত্রনের মাধ্যে বিরাজমান। পরকালেও আল্লাহ তায়াআলাকে দেখা যাবে না তবে মুমিনগণ তাকে অন্তরদৃষ্টি দ্বারা অনুভব করবেন। বিশ্বজগত অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত লাভের কুরআনী ব্যাখ্যা এবং এরিস্ট্রটলের দার্শনিক চিন্তার মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধণ করেছেন। এরিস্ট্রটল দর্শন অনুযায়ী আল্লাহ তায়াআলা বিশ্বকে গতিবেগের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং এগতি চিরন্তন। আবুল হুযায়েল গতিকে বিশ্ব পরিচালনার মূল উৎস মনে করেন।

তিনি মনে করেন কিয়ামতের পর পরকালে গতি বন্ধ করে দেওয়ার ফলে জান্নাত জাহান্নাম চিরন্তন হবে। তিনি আরো মনে করেন আল্লাহ তায়ালা ন্যায় বিচারক এবং সুবিজ্ঞ তিনি মানুষের মন্দ কাজের স্রষ্টা নন। আল কুরআনকে তিনি সৃষ্ট বা মাখলুক মনে করতেন। কেননা যখন কুরআন তেলাওয়াত বা হিফজ করা হয় তখন একই সময়ে তা বিভিন্ন স্থানে অস্তিত লাভ করে। আলী (রা:) খিলাফতের সময় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন দলকেই তিনি ধর্মচ্যুত মনে করেন না।

আবুল হুযায়েল আল আল্লাফ ধর্ম দর্শনের উন্নয়েন একনিষ্ঠভাবে কাজ করেন এবং এর উপর প্রভাব বিস্তার করেন। তার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম হলেন আন নাজ্জাম, ইহইয়া ইবন বিশর ও আল শাহহাম এবং আল জুব্বাই অন্যতম। তারমতে মানুষ পৃথিবীতে স্বাধীন কিন্তু পরকালে স্বাধীন নয়। কেননা পরকালে সবকিছু আল্লাহ তায়াআলা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৩. নাযযাম

আবুল হোযাইলের পর তাঁরা শিষ্য ইবরাহীম ইবন সাইয়ার আন নাযযাম ইলমে কালামের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি ছিলেন খলিফা মামুনুর রশিদের শিক্ষক । তিনি বসরায় ৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ৮৪৫ সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও মধ্যযুগের একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তিনি মু'তাযিলা

Dhaka University Institutional Repository

আকীদার বড় একজন চিন্তাবিদ ছিলেন। তবে শাহরিস্তানী ‘মিলাল ও নিহাল’ নামক গ্রন্থে তাঁর দর্শনজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, “তিনি অনেক দর্শন গ্রন্থ পাঠ করেন এবং মু‘তাযিলাপন্থী ইলমে কালামকে দর্শনের সাথে মিলিয়ে ফেলেন।[১]

নাযযাম স্বাধীন মুক্ত চিন্তার অধিকারী ছিলেন তবে তিনি ইজমা ও কিয়াসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি আরো মনে করতেন যে, আল্লাহ তায়ালা অন্যায় করতে পারেন না এবং মানুষের মন্দ ও অকল্যাণ এর জন্য মানুষ নিজেই দায়ী।

ইউরোপের প্রখ্যাত গবেষকদের ধারণা হলো, যে সব পদার্থকে লোকেরা দ্রব্য বলে মনে করে, সেগুলো দ্রব্য নয়, বরং কতগুলো গুণের যৌগিক। আবার যেগুলোকে লোকেরা গুণ বলে ধারণা করে, সেগুলো মূলত দ্রব্য। যেমন- সুগন্ধ বা আলোকে সাধারণত গুণ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এসবর দ্রব্য। সুগন্ধ হলো ফুল থেকে নির্গত কতগুলো বিশেষ পরিমাণের পরমাণুর যৌগিক। বস্তুত নাযযামই উভয় ধারণার স্রষ্টা। তিনিই সর্বপ্রথম ধারণা দুটি পেশ করেন।

জড় পদার্থ কতগুলো গুণের যৌগিক। হিশাম ইবনুল হাকামের ন্যায় তিনিও এমত পোষণ করেন যে, রং-স্বাদ-সুগন্ধ সবই পদার্থ। ধারণা দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু নাযযামের মতে, পদার্থ মাত্রই রং, গন্ধ ইত্যাদির যৌগিক। এ হিসেবে নাযযামের অভিমত হলো, “পদার্থ কতগুলো গুণের যৌগিক।” এর মানে হলো- পদার্থ সে সব বস্তু নিয়েই গঠিত, যেগুলোকে গুণ বলে মনে করা হয়ে থাকে, বস্তুত তা গুণ নয়। নাযযাম অভিভাজ্য পরমানকেও অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি-তর্ক-দর্শনের প্রত্যেকটি গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।[২]

ছুমামা ইবন আশরাস

ছুমামা ইবন আশরাস একজন ধর্মতত্ত্ববিদ এবং মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা ছিলেন। তার জ্ঞান ও মেধার কারণে খলিফা হারুনুর রশিদ ও মামুনুর রশিদ তাকে রাজদরবারে স্থান দিতেন। রক্ষণশীলদের প্রতি তিনি তার সমালোচনার কারণে তাদের শত্রুতে পরিণত হন।[৩] তিনি মু‘তাযিলা সম্প্রদায়ের বাগদাদ শাখার একজন পণ্ডিত ছিলেন। দার্শনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র

১. আল্লামা শিবলী নু’মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; শাহরিস্তানী, *‘আল মিলাল ও নিহাল’* (লন্ডন, ১৮৪২ পৃ. ৪৯)।

২. আল্লামা শিবলী নু’মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; আল্লামা তাফতাযানী, ‘শরহে মাকাসিদ’, পৃ. ২৯৮ ।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

মতামত প্রকাশ করতেন। যেমন তার মতে আল্লাহ তায়ালা জগতকে স্বভাবতই সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বজাহান সৃষ্টির প্রেরণা আল্লাহ তায়ালার সত্বাগত, এটা তার ইচ্ছার প্রতিফলন নয়।

ছুমামা ইবন আশরাস এর মতে মানুষের জ্ঞান হলো কর্তাবিহীন কর্ম এবং কারণ বিহীন কর্ম, যার সূচনা হয় কালের কোন বিন্দুতে। কিন্তু তার কোন আদি কারণ বা স্রষ্টা নেই-যে কালে সে ঐ কাজ করে। মানুষ নিজের ক্ষমতায় তা সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা ঐ অবস্থায় সে এমন একটি কাজ করে যা মূলত আল্লাহ তায়ালার কাজ। তার মতে আমাদের নিকট যা কিছু আছে এবং যা কিছুর উপর আমাদের অধিকার আছে তা কেবল আমাদের ইচ্ছা শক্তির অন্তর্নিহিত কর্ম। কর্মের ফলাফল এর অন্তর্ভূক্ত নয়। তিনি মনে করেন আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি এবং উপলব্ধি অনিবার্য। তা আকস্মিক নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধি নিষেধ পালন করবে না সে পশুর সমতুল্য এবং পশুর ন্যায় পরবর্তী জগতে সে মাটির সাথে মিশে যাবে। তাদের রুহ অবিনশ্বর হবে না। কাফের, মুশরিক, ইহুদী, নাসারা, নাস্তিক এবং অগ্নি উপাসগদের ক্ষেত্রে এটি প্রজোয্য হবে।[১]

মু'তাযিলা মতবাদের আকীদাসমূহ

মু'তাযিলাগণ ছিলেন যুক্তিবাদী এবং মুক্ত চিন্তার অধীকারী। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করলেও তারা প্রত্যেকটি বিষয়কে যুক্তির কষ্ঠি পাথরে যাচাই করেছেন। তারা কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি বক্তব্য ও শাব্দিক অর্থকে মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তারা নিজেদেরকে আহলুল 'আদল ওয়াত তাওহীদ মনে করতেন। নিম্নে তাদের আকীদাসমূহ আলোচনা করা হলো

১. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি : তারা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যধিক কঠোর ছিলেন। এজন্যই তারা আল্লাহর সাথে কাওকে শরীক করতেন না এবং এমন বিষয়ে কিছু বিশ্বাস করতেন না যাতে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই তারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে চিরন্তন মনে করতেন না। তারা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের এবং চিরন্তন অস্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা মনে করতেন চিরন্তন সত্তার সাথে তার গুণাবলি সমূহকে মিলানো সম্ভব নয়। তাতে আল্লাহ তায়ালার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের সম্ভাবনা তৈরি হবে যা একত্ববাদ বিরোধী। আল্লাহ তায়ালার সাথে তার গুণাবলিগুলোকে মেনে নেওয়া হলে আরো অসংখ্য চিরন্তন সত্তার অস্তিতকে মেনে নেওয়া হবে।

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নেই। তার সাথে তুলনীয় কিছু নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইখলাসে বলেন :

قل هوالله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له, كفوا أحد -

"আপনি বলুন তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাওকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণও করেননি। তার সমকক্ষ কেউ নেই।[১]

মু'তাযিলাগণ মনে করেন, আল্লাহ তায়ালা চিরন্তন এবং তার স্বত্ত্বার বাইরে অন্য কোন গুণাবলির অস্তিত্ব নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা দয়ালু, ক্ষমাশীল, রিযিকদাতা. শাস্তিদাতা, মৃত্যু দানকারী ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। এই গুণবাচক নামগুলোকে চিরন্তন ধরা হলে, অসংখ্যক চিরন্তন স্বত্ত্বার অস্তিত লাভ করবে। যা আল্লাহ তায়ালার একত্বাবদের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার স্বত্ত্বার বাইরে চিরন্তন কোন গুণাবলির অস্তিত নেই।

মু'তাযিলাদের বিশ্বাস হলো আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিগুলো চিরন্তন বিশ্বাস করলে তার চিরন্তন স্বত্বাও পরিবর্তনশীল মেনে নিত হয়। যেমন, তিনি কখনো দয়ালু আবার কখনো কঠোর, কখনো শাস্তিদাতা, কখনো রিযিকদাতা, কখনো ক্ষমকারী ইত্যাদি অনেক পরিবর্তনশীল গুণে গুনান্বিত। কোন পরিবর্তনশীল স্বত্ত্বা কখনো চিরন্তন হতে পারে না। চিরন্তন আল্লাহ তায়ালার জন্য পরিবর্তনশীলতা অসম্ভব।

২. কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট : আল কুরআন মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী, যা জিব্রাইল (আ:) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এই উপর অবতীর্ণ হয়। মু'তাযিলা চিন্তা উদ্ভবের পূর্বে সকলেই পবিত্র কুরআনকে চিরন্তন মনে করতেন। মু'তাযিলা মতবাদ উদ্ভবের পর তারাই সর্বপ্রথম কুরআনের চিরন্তনতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মু'তাযিলা চিন্তবিদগণ যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের সাথে তার গুণাবলিকে অস্বীকার করেন তেনমনিভাবে একই যুক্তিতে পবিত্র কুরআনের চিরন্তনতাকে অস্বীকার করেন।

পবিত্র কুরআনকে চিরন্তন ধরে নেওয়া হলে, দুটি চিরন্তন সত্ত্বার আবিভার্ব মেনে নেওয়া হয়। একটি আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন সত্ত্বা অপরটি আল কুরআন। দুটি চিরন্তন সত্ত্বা পাশাপাশি অবস্থান করলে আল্লাহ তায়ালা একত্ববাদকে অস্বীকার করা হয়। সুতরাং কুরআন সৃষ্ট বা মাখলুক।

পবিত্র কুরআন রাসুল (সা:) এর উপরে ২৩ বছর ব্যাপী বিভিন্ন স্থান, কাল ও ঘটনার প্রেক্ষিতে

১. আল কুরাআন, সূরা ১১২ ইখলাস, আয়াত, ১-৩।

Dhaka University Institutional Repository

নাযিল হয়েছে। পবিত্র কুরাআন নির্দিষ্ট এলাকায় তথা আরব ভূমিতে আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনকে চিরন্তন সত্ত্বা হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তি যুক্ত নয়। আরবী ভাষা পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর ভাষা। শব্দ, ভাষারীতিসহ বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গির কারণে আরবী ভাষা একটি পরিবর্তনশীল ভাষা, কেননা যুগের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন নতুন অনারবী শব্দ আরবী ভাষায় আত্মীকরণ হয়েছে। উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মু'তাযিলাগণ আল কুরআনকে চিরন্তন মনে করেন না বরং এটাকে মাখলুক বা সৃষ্ট মনে করেন এবং এ মতবাদকে তারা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ রক্ষার স্বার্থে সঠিক ও যথার্থ মনে করেন।

৩. আল্লাহর দর্শন : মু'তাযিলাগণ মনে করেন পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব নয়। এমনকি পরকালেও আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ কখনোই সম্ভব নয়। কারণ তারা মনে করেন কোন কিছুকে দর্শন করার জন্য তার শরীর বা আকার আকৃতি থাকা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তায়ালা এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে বিধায় তাকে দর্শন সম্ভব নয়। তাদের যুক্তি ও দলিল হলো : ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী -

لاتدركه الابصر وهو يدرك الابصر وهو اللطيف الخبير -

"কোন দৃষ্টি তাকে বেষ্টন করতে পারে না এবং তিনি সকল দৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি সকল কিছু জানেন।"[১] ২. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

ولما جاء موسى لميقتنا وكلمه, ربه, قال رب أرنى أنظر إليك قال لن ترنى
ولكن أنظر إلى ألجبل فإن أستقر مكانه, فسوف ترنى فلما تجلى ربه,للجبل
جعله, دكا وخرموسى صعقا فلما أفاق قال سبحنك تبت إليك وأنا أول المؤمنين

"তারপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে এসে হাজির হল এবং তার সাথে তার রব কথা বললেন, তখন সে বলল : হে আমার রব! আমাকে আপনার দর্শন দিন, যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন : তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না। তবে তুমি এ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর জ্যোতির বিকাশ ঘটালেন তখন পাহাড়টিকে চুর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল : আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার কাছে তাওবা করছি এবং মু'মিনদের প্রথম।"[২]

১. আল কুরআন, সূরা আল ৬ আন'আম, আয়াত নং, ১০৩।

২. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াত, ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে মু'তাযিলাগণ বলেন যে, আল্লাহ তায়ালাকে কখনোও দেখা সম্ভব নয়। কোন বস্তুকে দেখতে হলে তাকে চোখের সিমানায় বেষ্টন করা আবশ্যক। বেষ্টন করা সম্ভব না হলে অসম্পূর্ণ দর্শন অর্থহীন। কুরাআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালাকে কখনোও বেষ্টন করা সম্ভব নয়।

মূসা (আ:) কর্তৃক আল্লাহ তায়ালাকে দর্শনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা জবাব দিলেন যে, 'তুমি আমাকে কখনোও দেখতে পারবে না।' আয়াতটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রেক্ষিতে মু'তাযিলাগণ মনে করেন আল্লাহ তায়ালা দর্শন যোগ্য নন। ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানের ক্ষেত্রে বক্তব্যটি প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা আয়াতের মধ্যে ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ ভবিষ্যতেও আল্লাহ তায়ালা দর্শন যোগ্য নন।

কোন বস্তুকে দেখার জন্য আকার, আকৃতি ও শারীরিক গঠন প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা এসব কিছুর ঊর্ধ্বে বলেই তিনি চিরন্তন এবং অসীম। কেননা আকৃতি বিশিষ্ট কোন বস্তু অসীম হতে পারে না। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালাকে দর্শন সম্ভব নয়। এছাড়া কোন কিছুকে দেখার জন্য তার সুনির্দিষ্ট অবস্থান প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা এর ঊর্ধ্বে বিদায় তা সম্ভব নয়।

৪. ইচ্ছার স্বাধীনতা : মুতাযিলাগণ মনে করেন মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত। কেননা তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া না হলে তাকে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদানের যৌক্তিকতা থাকে না। এই মতবাদটি মু'তাযিলাদের প্রধান একটি মতবাদ। জাবরিয়াগণদের এর মতবাদ হলো মানুষের কোন ইচ্ছা শক্তি নেই তাই মানুষকে ভাল বা মন্দ কর্মের জন্য দায়ী করা যায় না। অপর দিকে কাদরিয়াগণ মনে করতেন মানুষ তার স্বাধীন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ তার ইচ্ছা ও কর্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কাদরিয়াগণের এই মতবাদ মু'তাযিলাগণের সাথে সামঞ্জ্যপূর্ণ।

মু'তাযিলাদের যুক্তি হল মানুষকে তার কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া না হলে তার উপর আদেশ এবং নিষেধ আরোপ করা অর্থহীন এবং তাকে শাস্তি এবং পুরস্কার দেওয়া যুক্তি যুক্ত নয়। মানুষকে স্বাধীনতা না দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হলে এটা জুলুমের নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর জুলুম করেন না। তারা কুরআনের কিছু আয়াতকে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন।

১. আল্লাহ তায়ালার বাণী : إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم -

"নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে।"[১]

১. আল কুরআন, সূরা ১৩ রাদ, আয়াত, ১১।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وإذا فعلو فحشة قالوا وجدنا عليها أباء نا والله أمرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ـ

"যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে : আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপ দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এ আদেশই দিয়েছেন। বলুন : আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ। যা তোমরা জান না?[১]

৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وماأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير ـ

"আর যেসব বিপদ-আপদ তোমাদের উপর পতিত হয়- তা তো তোমাদের স্বহস্তেঅর্জিত এবং অনেক পাপ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।"[২]

৪. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ـ

"তাই এই যে, কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। এবং মানুষ শুধু তাই পায়, যা সে অর্জন করে।"[৩]

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করে মুতাযিলাগণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেছেন। কর্মের স্বাধীনতা না থাকলে নির্দেশ অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার কর্মের জন্য দায়ি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথিবীতে তার কর্ম অনুযায়ী পরকালে কর্মফল ভোগ করবে। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল ও পাপ কাজের নির্দেশ প্রদান করেননি। মানুষকে কর্ম স্বাধীনতা না দেওয়া হলে তার পাপ কাজের দায়ভার আল্লাহর উপর বর্তাবে। অথচ আল্লাহ তায়ালা সেই নির্দেশ প্রদান করেননি।

১. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াত, ২৮।

২. আল কুরআন, সূরা ৪২ আশশুরা, আয়ত, ৩০।

৩. আল কুরআন, সূরা ৫৩ আন নাযম, আয়াত, ৩৮-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে পরকালে আল্লাহ তায়ালা তার কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। কর্ম ভাল-মন্দ উভয় হতে পারে। ভাল কর্মের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করবেন। মানুষের কর্মের স্বাধীনতা না থাকলে বিচার দিবসের আবশ্যকতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। ইচ্ছার কোন মূল্যায়ণ না থাকলে ভাল কাজের জন্য সে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। আবার পাপ কাজের জন্য তাকে দোষারোপ করা যায় না।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অশ্লীল ও পাপ কাজের নির্দেশ প্রদান করেন না। তিনি কারো উপর জুলুম করেন না। তিনি ন্যায়পরায়ণ। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা না থাকলে আল্লাহ তায়ালার ন্যায়পরায়ণতা বাস্তাবায়ন করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি ভাল কাজের বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং পাপ কাজের জন্য তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এটা না করলে আল্লাহর ন্যায়রায়ণতায় বিঘ্ন ঘটবে এবং আল্লাহ তায়ালা জালেম হিসেবে সাব্যস্ত হবেন যা অসম্ভব বিষয়।

৫. কবীরাহ গুনাহকারী মুসলমান কাফিরও নয় মুসলিমও নয় :

মু'তাযিলাগণ মনে করে থাকেন কবীরাহ গুনাহকারী মুসলমান ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না। আবার তার মধ্যে ঈমানও থাকে না। অর্থাৎ সে কবীরা গুনাহ করা অবস্থায় কাফের নয় এবং মুসলমানও নয়। কেননা সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এইজন্য সে কাফের নয়। আবার সে কবীরা গুনাহ করায় মুমিনও নয়। তার অবস্থান হলো মানযিলাতু বাইনাল মানযিলাতাইন। তাদের দলিল হলো :

قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن -

আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন : কোন ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন থাকা অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না । ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মু'মিন থাকে না। কোন ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় চুরিতে লিপ্ত হতে পরে না। কোন ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় মদ পান করতে পারে না।[১]

১. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯২, অনু. মাওনালা আফলাতুন কায়সার), কিতবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ২৪, গুনাহের দরুন ঈমানের ত্রুটি হয়, পরিপূর্ণ মু'মিন থাকে না; ১ম খণ্ড, হাদীস নং, ১১০, পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إن هذا القرأن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون
الصلحت أن لهم أجراكبيرا ـ

"নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথের সন্ধান দেয় যা সর্বাধিক সরল এবং ঐসব মু'মিনদের যারা নেক কাজ করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।"[১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وأن الذين لا يؤمنون باللأخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ـ

"এবং যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"[২]

উপরোক্ত হাদীসে রাসুল (সা:) এর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি চুরি করা অবস্থায়, যেনা করা অবস্থায় এবং মদপানরত অবস্থায় মু'মিন থাকে না। রাসুল (সা:) তাকে ইসলাম থেকেও খারিজ করে দেননি। সুতরাং তার অবস্থান হচ্ছে ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী অবস্থান তথা আল মানযিলতু বাইনাল মানযিলাতাইন।

৬.আল্লাহ তায়ালা অকল্যানকর কাজের স্রষ্টা নন :

মু'তাযিলাদের আকীদা হলো আল্লাহ মানুষকে সৎকাজে আদেশ দেন এবং অসৎকাজে থেকে নিষেধ করেন। তিনি মানুষকে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাকে সৎ ও কল্যাকর কাজে আদেশ দিয়েছেন। অকল্যাণ ও পাপ কাজ থেকে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وإذا فعلو فحشة قالوا وجدنا عليها أباء نا والله أمرنا بها قل إن الله لا
يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ـ

"যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে : আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপ দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এ আদেশই দিয়েছেন। বলুন : আল্লাহ কখনও অশ্লীল

১. আল কুরআন, সূরা ১৭ আল ইসরা, আয়ত, ৯।

২. আল কুরআন, সূরা ১৯ আল ইসরা, আয়ত, ১০।

Dhaka University Institutional Repository

কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ। যা তোমরা জান না?[১] উপরিউক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অশ্লীল, অন্যায়, অকল্যাকর ও পাপ কাজের নির্দেশ প্রদান করেন না। সুতরাং ঐসকল পাপ কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা নন। আল্লাহ তায়ালাকে পাপ কাজের স্রষ্টা ধরে নিলে পাপ কাজের দায়িভার আল্লাহ তায়ালার উপরই বর্তাবে। অবশ্য আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এর মত হলো, আল্লাহ তায়ালা সকল কাজের স্রষ্টা এবং বান্দা তার অর্জনকারী মাত্র।

৭. পরকালীন প্রতিদান দেওয়া ওয়াজিব :

মু'তাযিলাগণের মতে পরকালীন প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর জন্য ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক। কেননা তিনি ন্যায়পরায়ণ এবং ওয়াদা পূর্ণকারী। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার ন্যায়পরায়ণতার এবং ওয়াদা পূর্ণ করার বিষয়টি প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন এবং এজন্য পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন এবং অন্যায় কাজের থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যায় ও পাপ কাজের শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। পরকালীন প্রতিদান দেওয়া ওয়াজিব না হলে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণ থাকেন না এবং তিনি ওয়াদা খেলাফকারী সাব্যস্ত হবেন। আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অসম্ভব।

আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক তিনি কোন সৎ আমলকারীকে শাস্তি দিবেন না এবং কোন পাপীকে ক্ষমা করবেন না এবং পুরস্কৃত করবেন না। কেননা এটি ন্যায়বিচারের পরিপন্থি। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

"যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, এবং সে ঈমানদার হবে, এরূপ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।[২]

৮. পাপীদের জন্য কোন শাফা'য়াত নেই :

মু'তাযিলাদের মতে, কবীরা গুনাহকারী পাপীদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন শাফা'য়াতের ব্যবস্থা থাকবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন এবং এরজন্য পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন এবং অন্যায় কাজের থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যায় ও পাপ কাজের শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। পরকালীন প্রতিদান দেওয়া ওয়াজিব না হলে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণ থাকেন না এবং তিনি ওয়াদা খেলাফকারী সাব্যস্ত হবেন। পাপীর জন্য সুপারিশের ব্যবস্থা থাকলে এটা তাকে পুরস্কৃত করার নামান্তর।

১. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াত, ২৮।

২. আল কুরআন সূরা ৪ নিসা, আয়াত, ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

واتقوا يوما لا تجرى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون -

"আর ভয় কর সে দিনকে যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল করা হবে না এবং কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও গৃহীত হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وأنذربه الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ، ولى ولا شفيع لعلهم يتقون -

"আপনি সতর্ক করুন এ কুরআন দিয়ে তাদেরকে যারা ভয় করে যে, তাদের একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে এমন অবস্থায় যে, তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে।[২]

উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে মু'তাযিলাগণ শাফা'আতের সাব্যস্ত হওয়াকে অস্বীকার করেন। শাফা'য়াত সাব্যস্ত হলে অনেক পাপীকেও পুরস্কৃত করার সম্ভাবনা তৈরি হবে। যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক এবং তিনি কারো উপর জুলুম করবেন না।

৯. কবরের আযাব : মু'তাযিলাগণের মতে কবরের আযাব হবে না। তারা কবেরর আযাব এবং মুনকার ও নাকির এর প্রশ্ন এবং উত্তরকে অস্বীকার করেন। কবরের আযাব সাব্যস্ত হলে বিচারের পূর্বেই শাস্তিদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন। হাশরের ময়দানে সকলের হিসাব নেওয়া হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের আমলের ভিত্তিতে তারেদকে পুরস্কৃত বা শাস্তি দান করবেন। কুরআন ও হাদীসে বিষয়টি প্রমাণিত।

মু'তাযিলারা মনে করেন যে, হিসাব দিবসের পূর্বে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি যুক্তি সংগত নয়। তাই কবরের আযাব সাব্যস্ত হলে হিসাব গ্রহণ ও বিচারের পূর্বেই শাস্তি প্রদান আবশ্যক হয়ে যায়। মু'তাযিলাগণ কবরের আযাব সংক্রান্ত হাদীস সমূহকে অস্বীকার করেছেন। তারা মনে করেন যে সকল হাদীসে কবরের আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলত ধমক ও সর্তক করণের জন্য বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ৪৮।

২. আল কুরআন, সূরা ৬ আন'আম, আয়াত, ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحيوة الدنيا إلا متع الغرور ـ

"নিশ্চয় প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাধ গ্রহণ করবে। অবশ্যই কেয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল তোমরা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দুরে রাখা হবে এবং বেহশতে প্রবেশ করানো হবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ক্ষণিকের ভোগ-সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।[১]

১০. হারাম বস্তু রিযিক নয় : মু'তাযিলাদের মতে হারাম বস্তু রিযিক নয়। তাদের মতে হালালই একমাত্র রিযিক। তাদের যুক্তি হলো হারাম বস্তু রিযিক হলে, বান্দা যা হারাম রিযিক উপার্জন করবে তা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। এই মতটি তাদের পূর্ব আকীদা আল্লাহ তায়ালা বান্দার অমঙ্গল জনক কাজের স্রষ্টা নন এবং বান্দার ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হালাল উপাযর্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং হারাম উপার্জন বর্জন করতে বলেছেন। হারামকে রিযিক ধরা হলে আল্লাহ তায়ালা যে রিযিকদাতা তা অসম্মান করা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

ومما رزقنهم ينفقون ـ

"এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা তা ব্যয় করে।"[২]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রিযিক প্রদানকে তার নিজের দিকে সম্ভোধন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা হারামকে রিযিক হিসেবে উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله أن كنتم أياه تعبدون ـ

"তোমরা খাও সেসব জিনিস থেকে যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন হালাল ও পবিত্ররূপে এবং আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগুজারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।"[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ৩ আল ইমরান, আয়ত, ১৮৫।

২. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত, ৩।

৩. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত, ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন :

يأيها الذين أمنو كلوا من طيبت ما رزقنكم واشكرو لله إن كنتم إياه تعبدون -

"হে ঈমানদারগণ, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আহার কর পবিত্র বস্তু, যা থেকে আমি তোমাদের দান করেছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যদি শুধু তাঁরই বন্দেগী করে থাক।[১]

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে মু'তাযিলাগণ এ মর্মে দলিল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা শুধু হালাল খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং হালালকেই রিযিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই হালাল রিযিক কিন্তু হারাম রিযিক নয়।

তাফসীরুল কাশশাফে মু'তাযিলা আকীদার প্রভাব :

আল্লামা যামাখশারী তাফসীরুল কাশশাফ গ্রন্থটি মু'তাযিলী আকীদার ভিত্তিতেই প্রণয়ন করেছেন। তাফসীরুল কাশশাফ এর অন্যন্য রচনা শৈলী, প্রাঞ্জল ভাষার ব্যবহার এবং পবিত্র কুরআনকে প্রকৃত পক্ষে মু'জিযা হিসেবে উপস্থাপন সত্ত্বেও এর বিভিন্ন স্থানে মু'তাযিলী আকীদার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি অতিসুক্ষ্মভাবে মু'তাযিলী আকীদাকে তার তাফসীরে সন্নিবেশিত করেছেন। যা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কেবল অতি বিজ্ঞ আলেমদের পক্ষে তা খুঁজে বের করা সম্ভব। এজন্যই সাধারণ মানুষের নিকট তাফসীরে কাশশাফের ব্যপক খ্যাতি থাকলেও আলেমগণ সমালোচনা করেছেন।

তাফসীরে কাশশাফ এর বিভিন্ন আয়াত ও সূরার ব্যাখ্যার পাশাপাশি আল্লামা যামাখশারী অতান্ত কৌশলে মু'তাযিলী আকীদাকে কোন কোন স্থানে প্রত্যক্ষভাবে এবং কোন কোন স্থানে পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। আরবী ব্যাকরণের বিন্যাস ও ক্বিরাত এর পার্থক্য বর্ণনার পাশাপাশি মু'তাযিলী আকীদাকে বর্ণনা করেছেন। যেন মনে হবে আল্লামা যামাখশারী মু'তাযিলী আকীদাকে প্রবেশ করানোর জন্য কোন সুযোগকেই হাত ছাড়া করেননি। তাফসীরে কাশশাফ অধ্যয়নকালে একজন পাঠক তার অজান্তেই মু'তাযিলী আকীদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন এবং এটাকেই সঠিক বলে ধরে নিবেন। তাফসীরে কাশশাফে মু'তাযিলী আকীদার প্রভাব বর্ণনার জন্য নিম্নে সূরা ফাতিহার তাফসীর থেকে কিছু উল্লেখ করা হলো। যা থেকে পুরো কাশশাফ গ্রন্থে মু'তাযিলী আকীদার প্রভাব অনুমান করা সম্ভব।

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত, ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আয়াত - بسم الله الرحمن الرحيم

মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু, আল্লামা যামাখশারী -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

فان قلت ما معنى تعلق إسم الله تعالى بالقرأة؟ قلت فيه و جهان أحدهما ان يتعلق بها تعلق القلم با لكتابة فى قولك كتبت با لقلم على معنى ان المؤمن لما اعتقد ان فعله لا يجئ معتدا به فى الشرع و اقعا على السنة حتى يصدر بذكر اسم الله لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمرذى بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر وإلا كان فعلا كلا فعل جعل فعله مفعولا باسم الله كما يفعل الكتب بالقلم -

অর্থাৎ, যদি তুমি প্রশ্ন কর, ক্বিরাআতের সাথে اسم الله বা আল্লাহর নাম এর تعلق বা সম্পর্ক এর অর্থ কি? এর জবাবে আমি বলব, এর দুটি দিক রয়েছে। প্রথম দিকটি হলো : কিরাআতের সাথে আল্লাহর নামের সম্পর্ক হলো কলমের সাথে যেমন লিখার সম্পর্ক। যেমন তুমি বল, كتبت بالقلم 'আমি কলম দ্বারা লিখি'। এর মর্ম হলো, মুমিন সর্বদা এ বিশ্বাস রাখবে যে, তার যাবতীয় কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহর নামের মাধ্যমে প্রকাশ না পায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহর নামে শুরু করা না হয় তা অসম্পূর্ণ। আর তা এভাবে শুরু না হলে কাজটি যেন না করা অবস্থায় থেকে গেলো। তার কাজটি যেন আল্লাহর নামেই বাস্তবায়ন হলো যেমনিভাবে লিখার কাজটি কলমের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়”[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যায় আল্লাহ তায়ালার সিফাতকে অস্বীকার করেছেন। মু'তাযিলা ও কাররামিয়াদের মতানুযায়ী যারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করেন তাদের মতে الاسم টি غير المسمى। আহলি সুন্নাত ওয়াল জায়াআত এর আলিমদের মতে الاسم هوالمسمى। যেমন যদি কেহ বলে الله خالق তাহলে এর অর্থ হবে যে, মহান স ত্তা আল্লাহ নামে অভিহিত তিনি সৃষ্টিকর্তা। তাহলে বুঝা যাচ্ছে الاسم ও المسمى একই তথা الاسم هو المسمى টি যথার্থ। এ প্রসঙ্গে আহমাদ ইবন মুনীর বলেন, আলোচ্য স্থানে দুটি কায়েদা রয়েছে, তথা ১. الاسم هو المسمى এবং ২.- ان فعل العبد موجود بقدرة الله تعالى

১. মাহমূদ ইবন উমর আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ আন হাকাইকি গাওয়ামিদিত তানযীল ওয়া উয়ূনুল আকাবীল ফী ওজুহীত তাবীল, (বৈরুত, দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৬৬৬ হি./১৯৩৭ খ্রী) ১ম খণ্ড, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ الاسم টি হলো المسمى এবং বান্দার কাজ আল্লাহর কুদরতে বিরাজমান রয়েছে। অথচ আল্লামা যামাখশারী এদুটি বিষয়কে এড়িয়ে গিয়েছেন। কেননা মু'তাযিলাগণ আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করেন এবং তাদের মতে বান্দার কর্মের সৃষ্টিকর্তা বান্দা নিজেই। আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাজের সৃষ্টিকর্তা নন।[১]

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলিমগণের মতে الاسم هو المسمى এর দলিল হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী :

والله الاسماء الحسنى فادعوه بها -

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। তোমরা সে নামে তাকে ডাক।[২] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন : الله لا إله الا هو له الاسماء الحسنى

আল্লাহ তায়ালা সেই সত্তা যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই তার সুন্দর নাম রয়েছে।[৩] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى

তিনি সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, আকৃতিদানকারী তার অনেক সুন্দুর নাম রয়েছে।[৪]আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الاسماء الحسنى

হে রাসূল আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহকে ডাক অথবা আর রাহমানকে ডাক। তোমরা যে নামেই ডাকোনা কেন আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে।[৫]

১. আহমাদ ইবন মুনীর আল ইসকান্দারী, *আল ইনতিসাফু ফীমা তাদাম্মা নাহুল কাশশাফু মিনাল ই'তিযাল*, (মিশর : আলবাবী আল হালাবী, ১৩৯২ হিজরী), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।

২. আল কুরআন সূরা আল আরাফ ৭ : ১৮০।

৩. আল কুরআন, সূরা ২০ ত্বাহা, ৮।

৪. আল কুরআন সূরা ৫৯ আল হাশর, ২৪।

৫. আল কুরআন সূরা ১৭ আল ইসরা, ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত আয়াতগুলো হতে বোঝা যাচ্ছে যে, ان الاسم للمسمى । এ প্রসঙ্গে আবূ জাফর আত তাবারী বলেন, الاسم هو المسمى এর বিষয় পূর্ববর্তীদের মধ্যে কোন বিতর্ক ছিল না, না সাহাবাগণের মধ্যে, না তাবেয়ীগণের মধ্যে। ইমাম আহমাদ (রা.) এটাকে জাহমিয়্যাহদের কথা হিসেবে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় মাসআলা ان فعل العبد موجود بقدرة الله تعالى অর্থাৎ বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর কুদরতে বিরাজমান রয়েছে। এ বিষয়ে কাদরীয়াদের মত হলো- ان العبد هو الذى يخلق فعل نفسه استقلا لا অর্থাৎ বান্দা স্বতন্ত্রভাবে তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা। আর আল্লামা যামাখশারী উক্ত মতেরই সমর্থক, যা মু'তাযিলাদেরও অভিমত। অপরদিকে জাবরীয়াদের মত হলো এর বিপরীত তথা : فالعبد عندهم انما هو محل لفعل الله وليس له فعل على الحقيقة অর্থাৎ বান্দার কোন কর্মের ক্ষমতা নেই। আল্লাহ যা করান বান্দা তাই করে। এ উভয় মতবাদই ভ্রান্ত। সঠিক মত হলো আল্লাহ বান্দার কর্মের সৃষ্টিকর্তা তবে বান্দার ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। সে তার ভালো আমলের জন্য পুরস্কৃত হবে এবং তার মন্দ আমলের জন্য শাস্তি পাবে। এ মতটি উপরে উল্লিখিত কাদরীয়া ও জাবরীয়াদের মতের মধ্যবর্তী পন্থা ও সঠিকমত, যা আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এরও অভিমত।

বান্দার ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা থাকা মানে এ নয় যে, সে তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা বরং আল্লাহ তায়ালাই কর্মের সৃষ্টিকর্তা। বান্দার ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহ তাকে কর্মের ক্ষমতা দান করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لمن شاء منكم ان يستقيم ـ وماتشاؤن الإ ان يشاء الله رب العالمين ـ

"যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছা করে সে যেন সঠিক পথে চলে, তোমাদের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা ইচ্ছা করেন।"[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وتلك الجنت التى اورثتموها بماكنتم تعملون ـ

১. আল কুরআন, সূরা ৮১ তাকবীর, ২৮-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

"অর্থাৎ এ বেহেশত তুমি যার উত্তরাধিকারী হয়েছ, তা তোমার আমলের প্রতিদান।"[১] আল্লাহ আরো বলেন : ذوقوا عذاب الخلد بماكنتم تعملون -

"অর্থাৎ চিরস্থায়ী আযাব ভোগ কর, যা তোমার আমলের ফল।"[২]

উপরোক্ত আয়াত সমূহে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, বান্দার আমলের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা রয়েছে। আর বান্দার আমলের ফলে বেহেশতে বা দোযখে তার স্থান হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর একটি বাণী থেকে আমরা এর প্রমাণ পেতে পারি :

عن البراء بن عازب رضى الله عنها قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يوم الخندق - ينقل معنا التراب وهو يقول : والله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا" -

হযরত বারা ইবন আযেব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে খন্দকের যুদ্ধের দিন দেখেছি, তিনি আমাদের সাথে খন্দক খনন করছিলেন এবং বলছিলেন আল্লাহ শপথ, আল্লাহর অনুগ্রহ যদি না হতো, আমরা হেদায়েত পেতাম না, সদকা করতাম না এবং নামাজ আদায় করতাম না।[৩]

উক্ত হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, ان كل شيئ بقدر الله وأمره بما فى ذلك الاهتداء এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন : من يهد الله فهو المهتد

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন সেই প্রকৃত হেদায়েত প্রাপ্ত।[৪]

উপরোক্ত হাদীস ও কুরআন থেকে এটা প্রতিয়মান হয় যে, হেদায়েত, নামাজ, রোজা, ইবাদত বান্দা পালন করে ও আমল করে এবং তা অর্জন করে আল্লাহর তাওফীক এর মাধ্যমে। বান্দা এসকল আমলের সৃষ্টিকর্তা নয়।

১. আল কুরআন ,সূরা ৪৩ যুখরুফ, ৭২।

২. আল কুরআন, সূরা ৩২ আস সাজদাহ, ১৪

৩. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, *আস সহীহ*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াল সিয়ার, বাবু হাফরিল খান্দাক, ৩/২১৩; মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, আস সহীহ, কিতাবুল জিহাদ ওয়াল সিয়ার, বাবু গাযওয়াতুল আহযাব খন্দক, ৩/১৪৩০।

৪. আল কুরআন, সূরা ১৮ আল কাহাফ, ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আয়াত, ৫ إياك نعبد وإياك نستعين - ১

আল্লামা যামাখশারী এ আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন :

فان قلت : فلم قدمت العبادة على الاستعانة قلت : لان تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة - ليستوجبوا الاجابة إليها - فان قلت : لم إطلقت الاستعانة؟ قلت ليتناول كل مستعان فيه -

"যদি তুমি প্রশ্ন কর? ইবাদতকে কেন সাহায্য প্রার্থনার পূর্বে আনা হয়েছে? এর জবাবে আমি বলব, কেননা সাহায্য প্রার্থনার পূর্বে কিছু ওয়াছিলা পেশ করা এ জন্য যে, যাতে বান্দাগণ তাদের চাওয়া বা প্রার্থনা কবুল হওয়া আবশ্যক মনে করে। যদি তুমি প্রশ্ন কর; সাহায্য প্রার্থনাকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হলো কেন? আমি বলব, সকল প্রার্থিত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।"[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যায় : ليتوجبوا الاجابة إليهما এর মাধ্যমে মু'তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। কেননা মু'তাযিলাদের মতে, বান্দাকে প্রতিদান দেয়া আল্লাহর জন্য ওয়াজিব।

اهل السنة والجماعة এর মতে বান্দাকে ثواب প্রদান করা বা جزاء বা প্রতিদান দেয়া আল্লাহর ওপর ওয়াজিব নয়। তাদের মতে : والثواب عندنا من الاعانة فى الدنياعلى العبادة و من صنوف النعيم فى الاخرة - ليس بواجب على الله تعالى بل فضل منه وإحسان - এর মর্ম হলো, বান্দাকে সাওয়াব দেয়া, তাকে দুনিয়াতে তার ইবাদতে সাহায্য করা এবং পরকালের নিয়ামত এর একটি অংশ, যা আল্লাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব নয় বরং এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া মাত্র।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এর বাণী হতে আমরা এর প্রমাণ পেতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

عن عائشة أم المؤمين رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا انا إلا ان يتغمد نى الله برحمته -

১. আল কুরআন, সূরা আল ফাতিহা, ৫

২. যামাখশারী প্রাগুক্ত : পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন কেউ তার আমল দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হল আপনিও নয়? হে আল্লাহর রাসূল (সা:)? তিনি বললেন : না, আমিও নয়। তবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার রহমতের চাদরে আবৃত করে রাখবেন।[১]

এ বিষয়ে কাদরীয়াদের মত হলো :

ان الثواب على الاعمال واجب على الله تعالى و ليس له فى ذلك فضل منة -

অর্থাৎ আমল সমূহের প্রতিদান দেয়া আল্লাহ তায়ালার ওপর ওয়াজিব এবং এর মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কোন দয়া ও অনুগ্রহের স্থান নেই। কেননা তারা মনে করে থাকেন বান্দা তার ভাল বা খারাপ আমলের কর্তা। অপরদিকে জাবরিয়াগণ মনে করেন, শাস্তি বা প্রতিদানের ক্ষেত্রে আমলের কোন ভূমিকা বা প্রভাব নেই। কেননা তাদের মতে আল্লাহ তায়ালাই বান্দার আমলের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং এর মধ্যে বান্দার করণীয় কিছু নেই।

আল্লামা যামাখশারী এ বিষয়ে কাদরীয়াদের মতকে সমর্থন করেছেন। তথা বান্দাকে প্রতিদান দেয়া আল্লাহর ওপর ওয়াজিব। কিন্তু اهل السنة والجماعة এর মতে ان العبد لا يستوجب على ربه الجزاء অর্থাৎ আল্লাহর উপর বান্দাকে প্রতিদান দেয়া ওয়াজিব নয় বরং إن الله قد جعل الأعمال سببا فى حصول الثواب والعقاب - আল্লাহ তায়ালা বান্দার আমলকে ছাওয়াব ও শাস্তি অর্জনের কারণ বানিয়েছেন মাত্র। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون -

“কোন জন্তুই জানেনা তার জন্য চোখ জুড়ানো কি জিনিস গোপন রাখা হয়েছে। এটা তাদের আমলের প্রতিদান।”[২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, আস সহীহ, কিতাবর রিকাক, বাবুল কাসদি ওয়াল মুদাওয়ামাতি আলাল ‘আমাল, ৭/১৮২; মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, আস সহীহ, কিতাবুল সিতাফতিল মুনাফিক্বীনা ওয়া আহক্বামুহুম, বাবু লান ইয়াদখুলাল জান্নাতা আহাদুন বি‘আমালিহী, ৪/২১৭১।

২. আল কুরআন, সূরা ৩২ সাজদা, আয়াত, ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

"এ দোযখের আগুন আল্লাহর শত্রুদের জন্য প্রতিদান যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো, এটা এরই প্রতিদান।"[১]

من جاء بالحسنة فله خيرمنها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا لسيأت إلا ما كانوا يعملون -

"যে ব্যক্তি উত্তম আমল নিয়ে আসবে তার জন্য তার আমলের চাইতেও উত্তম প্রতিদান রয়েছে আর যে ব্যক্তি খারাপ ও নিকৃষ্ট আমল নিয়ে আসবে তাহলে, যারা খারাপ আমল করেছে তাদেরকে তাদের কর্ম পরিমাণই প্রতিফল দেয়া হবে।"[২]

উপরোক্ত আয়াত সমূহ হতে আমরা বুঝতে পারি আমলসমূহ ثواب বা عقاب অর্জনের সবব سبب মাত্র। এটাই اهل السنة والجماعة এর আকীদা। এ আকীদাই সঠিক আকীদা। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার আমলের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। অপরদিকে বান্দা আমল করার ক্ষেত্রে অনেক ত্র টি বিচ্যুতি করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে অনুগ্রহ ও ক্ষমা না করলে সে সাওয়াবের অধীকারী হতে পারতো না। বান্দার আমলের কারণেই আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم -

"আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এরূপ লোকদের যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[৩] আল্লাহ তায়ালা বলেন :

ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بأيمانهم تجرى من تحتهم الانهر فى جنت النعيم -

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদেরকে তাদের রব হেদায়াত দান করবেন তাদের ঈমানের বদৌলতে, তাদের (বাসস্থান) সুখময় জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।"[৪]

১. আল কুরআন, সূরা ৪১ হা-মীম আস্ সাজদা, আয়াত, ২৮।

২. আল কুরআন, সূরা ২৮ আল কাসাস, আয়াত, ৮৪।

৩. আল কুরআন, সূরা ৫ আল মায়েদাহ, আয়াত, ৯।

৪. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত, ৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا -

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, আমি তো নষ্ট করি না শ্রমফল এমন লোকদের যে ভাল কাজ করে।"[১]

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

"আর তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; আর স্বীয় অনুগ্রহে তিনি তাদেরকে আরও অধিক দান করেন। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।"[২]

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

"অতএব যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তাদেরকে তাদের রব দাখিল করাবেন আপন রহমতের মধ্যে। এটাই মহাসাফল্য।"[৩]

আয়াত : ৭ : غير المغضوب عليهم ولا الضالين

ঐ সকল লোকদের পথ নয়, যাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে আর তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট।[৪]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

فان قلت : ما معنى غضب الله؟ قلت : هو ارادة الانتقام من العصاة -
وانزال العقوبة بهم - وان يفعل بهم ما يفعله الملك اذا غضب على من
تحت يده نعوذ بالله من غضبه -

১. আল কুরআন : সূরা ১৮ আল কাহাফ, আয়াত, ৩০।

২. আল কুরআন, সূরা ৪২ আল আশ শুরা, আয়াত, ২৬।

৩. আল কুরআন, সূরা ৪৫ জাছিয়া, আয়াত, ৩০।

৪. আল কুরআন, সূরা আল ফাতিহা, আয়াত, ৭।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যদি তুমি জিজ্ঞাস কর; আল্লাহর গযব এর অর্থ কী? আমি জবাবে বলব : আল্লাহর গযব অর্থ পাপী ও অবাধ্যদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান এবং তাদের প্রতি ঐরকম ব্যবহার করা উদ্দেশ্য যেমন কোন মালিক তার অধীনস্থদের ওপর রাগান্বিত অবস্থায় করে থাকেন। আমরা আল্লাহর নিকট তার গযব হতে আশ্রয় চাই।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে মু'তাযিলাদের একটি মত যথা : পাপীদের শাস্তি দেয়া আল্লাহর ওপর ওয়াজিব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তার মতে পাপীদের শাস্তি প্রদান না করলে ন্যায়বিচার ক্ষুন্ন হবে, যা আল্লাহ তায়ালার জন্য শোভনীয় নয় বা তিনি তা করতে পারেন না। কেননা তাতে আল্লাহর ওয়াদা খেলাপ হবে। এটি اهل السنة والجماعة এর মতের বিরোধী। তাদের মতে পাপীদের শাস্তি প্রদান করা আল্লাহর ওপর ওয়াজিব নয় বরং আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে পাপীদের ক্ষমা করে দিতে পারেন।

اهل السنة والجماعة এর দলিল হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী :

ان اللـه لا يغفر ان يشرك بـه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء -

নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শরীক সাব্যস্ত করাকে ক্ষমা করেন না এবং তিনি এছাড়া সবকিছু যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করেন।[২] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللـه ان اللـه
يغفر الذنوب جميعا انـه هوا لغفور الرحيم -

আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ বলেন : হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন সকল গুনাহ। বস্তুত : তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وان تبدوا ما فى انفسكم أو تخفوة يحاسبكم بـه للـه فيغفر لمن يشاء و يعذب
من يشاء - واللـه على كل شيئ قدير -

১. যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

২. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা আয়াত, ১১৬।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩৯ আয যুমার আয়াত, ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মনে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ আল্লাহ তোমাদেও কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১]

ولله ما فى السموت وما فى الارض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء والله غفور رحيم -

আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২]

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা শিরক ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। অবশ্য শিরক করার পরও যে তাওবা করবে, আল্লাহ তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ তার রহমত হবে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং পাপীদের শাস্তি দেয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয় বরং মু'তাযিলাদের এ ধারণা একটি ভ্রান্ত চিন্তার রপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লামা যামাখশারী সূরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের তাফসীর নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন :[৩]

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ -

তিনিই তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবে দুই ধরনের আয়াত আছেঃ এক হচ্ছে,

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন :

"(محكمات) احكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه (متشابهات) محتملات (هذ أم الكتاب) أى أصل الكتاب تحمل المتشابهات و ترد إليها و مثال ذلك (لا تدركه الابصار)، (إلى ، بها ناظرة)،(لا يامر بالفحشاء) (أمرنا مترفيها) "-

অর্থ : (محكمات) মুহকামাত আয়াতসমূহ হল : যে সকল আয়াত সমূহকে সন্দেহ ও সংশয় থেকে হেফাজত করা হয়েছে। আর متشابهات সে যে সকল আয়াতে اشتباهএর সম্ভাবনা

১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা : ২৮৪।

২. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান আয়াত, ১২৯।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াত, ৭

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। মুহকাম আয়াতগুলো হলো কিতাবের মূল বা আসল। যা মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রতুত্তর প্রদান করে। উদাহরণ হলো[১] :

(لا تدركه الابصار)، (إلى ر بها ناظرة)،(لا يامر بالفحشاء) (أمرنا مترفيها)

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মু'তাযিলা মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন সম্ভব নয় এবং আল্লাহ তায়ালা বান্দার সকল কর্মের স্রষ্টা নন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার ভাল কর্মের স্রষ্টা কিন্তু মন্দ কর্মের স্রস্টা বান্দা নিজেই। এজন্যই তিনি মুহকাম ও মুতাশাবিহ এর উদাহরণ দিতে গিয়ে এখানে ৪টি আয়াতের অংশকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار অর্থাৎ "কোন চক্ষু তাকে বেষ্টন করতে পারে না এবং তিনিই দৃষ্টিসমূহকে বেষ্টন করে আছেন"[২] আয়াতটি মুহকামাত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অপর আয়াত :

وجوه يو مئذ ناضرة إلى ربها ناظرة -

"সে দিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে"[৩] আয়াতটিকে মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং পূর্বে উল্লিখিত মুহকাম আয়াত দ্বারা মুতাশাবিহ এর ব্যাখ্যা ও প্রতুত্তর প্রদান করছে বলে মনে করেন। কেননা মু'তাযিলাদের মতে আল্লাহ তায়ালাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে কখনও দেখা সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে আল্লামা যামাখশারী : "ان الله لا يامر بالفحشاء"

১. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

২. আল কুরআন,সূরা ৬ আল আন'আম, আয়াত, ১০২।

৩. আর কুরআন, সূরা ৩৫ আল কিয়ামাহ, আয়াত, ২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ তায়ালা ফাহেশা বা অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না"[১] আয়াতটিকে মুহকাম হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং অন্য আয়ত :

واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنها تدميرا ـ

"আর যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন তার বিত্তশালী লোকদেরকে নেক কাজ করতে আদেশ করি। কিন্তু সেথায় সে পাপাচারে লিপ্ত হয়, ফলে আমি সে জনপদকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই"[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতটিকে মুতাশাবিহ বলে মনে করেন এবং এর ব্যাখ্যা ও প্রতুত্তরে পূর্বের আয়াতটিকে উল্লেখ করেছেন (إن الله لا يأمر بالفحشاء) কেননা মু'তাযিলাদের মতে আল্লাহ তায়ালা শুধু ভাল কর্মের স্রষ্টা এবং বান্দাহ তার মন্দ কর্মের স্রষ্টা। আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এর মত হলো আল্লাহ তায়ালা সকল কর্মের স্রষ্টা আর বান্দাহ এর অর্জনকারী মাত্র।(كاسب) ।

১. আল কুরআন, সূরা ৯ আল আরাফ, আয়াত, ২৮।

২. আল কুরআন, সূরা ১৭ আল ইসরা, আয়াত, ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : আল-কাশশাফ গ্রন্থে বিধৃত-উল্লেখযোগ্য মু‘তাযিলী আকীদাহ্ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

১. আত তাওহীদ ও সিফাত
২. বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা
৩. শাফা‘য়াত
৪. হারাম রিযিক নয়
৫. আল্লাহর দর্শন
৬. আহ্লুল কাবাইর
৭. আল্লাহ্ অমঙ্গলের স্রষ্টা নন
৮. নবীগণের ওপর ফেরেশতাদের মর্যাদা
৯. কুরআন মাখলুক
১০. কবরের আযাব

Dhaka University Institutional Repository

আত তাওহীদ ওয়াস সিফাত :

মু'তাযিলাগণ আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যধিক কঠোর ছিলেন। এজন্যই তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতেন না এবং এমন বিষয়ে কিছু বিশ্বাস করতেন না যাতে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই তারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে চিরন্তন মনে করতেন না। তারা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের এবং চিরন্তন অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা মনে করতেন চিরন্তন সত্তার সাথে তার গুণাবলি সমূহকে মিলানো সম্ভব নয়। তাতে আল্লাহ তায়ালার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের সম্ভাবনা তৈরি হবে যা একত্ববাদের বিরোধী। আল্লাহ তায়ালার সাথে তার গুণাবলিগুলোকে মেনে নেয়া হলে আরো অসংখ্যক চিরন্তন সত্তার অস্তিত্বকে মেনে নেয়া হবে।

আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নেই। তার সাথে তুলনীয় কিছু নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইখলাসে বলেন :

قل هوالله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له, كفوا أحد -

"আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। তার সমকক্ষ কেউ নেই।[১]

মু'তাযিলাগণ মনে করেন, আল্লাহ তায়ালা চিরন্তন এবং তার সত্তার বাইরে অন্য কোন গুণাবলির অস্তিত্ব নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা দয়ালু, ক্ষমাশীল, রিযিকদাতা. শাস্তিদাতা, মৃত্যু দানকারী ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। এ গুণবাচক নামগুলোকে চিরন্তন ধরা হলে, অসংখ্যক চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব লাভ করবে। যা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার সত্তার বাইরে চিরন্তন কোন গুণাবলির অস্তিত্ব নেই।

মু'তাযিলাদের বিশ্বাস হলো আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিগুলো চিরন্তন বিশ্বাস করলে তার চিরন্তন সত্তাও পরিবর্তনশীল মেনে নিত হয়। যেমন, তিনি কখনো দয়ালু আবার কখনো কঠোর, কখনো শাস্তিদাতা, কখনো রিযিকদাতা, কখনো ক্ষমাকারী ইত্যাদি অনেক পরিবর্তনশীল গুণে গুণান্বিত। কোন পরিবর্তনশীল সত্তা কখনো চিরন্তন হতে পারে না। চিরন্তন আল্লাহ তায়ালার জন্য পরিবর্তনশীলতা অসম্ভব। আল্লামা যামাখশারী কাশশাফ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে আয়াতের ব্যাখ্যায় বিষয়টিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো :

১. আর কুরআন, সূরা ১১২ ইখলাস, আয়াত, ১-৪।

Dhaka University Institutional Repository

এক. আল্লাহর তায়ালার বাণী-

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

আমরা বললাম, "তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত তোমাদের কাছে পৌছুবে তখন যারা আমার সেই হিদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্য থাকবে না কোন ভয় দুঃখ বেদনা ।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : لم جيء بكلمة الشك وإتيان الهدى كائن لا محلة لوجوبه؟ قلت : للإيذان بأن الإيمان بالله والتوحيد لا يشترط فيه بعثة الرسل وإنزال الكتب ، وأنه ان لم يبعث رسولا ولم ينزل كتابا، كان الإيمان به وتوحيده واجبا، لما ركب فيهم من العقول ونصب لهم من الأدلة ومكنهم من النظر والاستدلال -

যদি তুমি প্রশ্ন কর, এখানে সন্দেহ যুক্ত শব্দ কেন আনা হয়েছে? এবং হেদায়েতের বিষয়টিকে আনা হয়েছে। আমি বলব এটা জানানোর জন্য যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান এবং তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব নাযিল শর্ত নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা যদি কোন রাসূল প্রেরণ না করতেন এবং কোন কিতাব নাযিল না করতেন তাহলেও আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাওহীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং বিচার বিশ্লেষণ এর ক্ষমতা দিয়েছেন।[২]

আল্লামা যামাখশারী অত্র ব্যাখ্যার দ্বারা প্রমাণ করা চেষ্টা করেছেন যে, রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব নাযিল ছাড়াই জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং তিনি এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বান্দাকে হেদায়েত দেয়া আল্লাহ তায়ালার জন্য ওয়াজিব। কেননা তাদের বান্দার কল্যাণ ছাড়াই অকল্যাণ করা আল্লাহ তায়ালার জন্য শোভনীয় নয়। তাদের মতে শরয়ী বিধান সমূহ প্রত্তাদেশ ব্যতিত জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে।

১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ৩৮।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. আল্লাহর তায়ালার বাণী-

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ এমন এক চিরঞ্জীব ও চিরন্তন সত্তা যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের দায়িত্বভার বহন করছেন , তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি ঘুমান না এবং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না ।পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের অগোচরে আছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত। তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান সেটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষন তাঁকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করে না। মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

وفى قوله (وسع كرسيه) أربعة أوجه : أحدها أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته ، وماهو إلاتصوير لعظمته وتخييل فقط ، ولا كرسى ثمة ولا قعود ولا قاعد ، كقوله (وما قدروا الله حق قدره ولأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات يمينه) من غير تصور قبضة وطى ويمين ، وإنما هو تخييل لعظمة شأنه و تمثيل حسى . ألا ترى إلى قوله (وما قدروا الله حق قدره) . والثانى : وسع علمه وسمى العلم كرسيا تسمية بمكانه الذى هو كرسى العالم . والثالث : وسع ملكه تسمية بمكانه الذى هو كرسى الملك والرابع : ماروى أنه خلق كرسيا هو بين يدى العرش دونه السموات والأرض ، هو إلى العرش كأصغر شئ -

وسع كرسيه এর চারটি ব্যাখ্যা হতে পারে :

১. আল্লাহ তায়ালার কুরসী এত প্রশস্ত এবং বিস্তৃত যে, আসমান এবং জমিনে এর স্থান সংকুলান হবে না। বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার বড়ত্বের একটি কাল্পনিক চিত্র মাত্র।[২]

১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ২৫৫।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কোন কুরসী নেই এবং বসার স্থানও নেই বসার কর্তাও নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- وما قدروا الله حق قدره ولأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات يمينه আয়াতের উল্লিখিত কাবদাহ, মুষ্টি ও ডান হাত ইত্যাদি কাল্পনিক এবং আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব এবং মহত্বের প্রতিচ্ছবি। তুমি কি লক্ষ করনি আল্লাহ তায়ালার বাণী-وما قدروا الله حق قدره ।

২. কুরসী বলতে আল্লাহ তায়ালার ইলম বা জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সর্বব্যাপী বিস্তৃত।

৩. কুরসী বলতে আল্লাহ তায়ালার রাজত্ব ও কতৃত্বকে বুঝানো হয়েছে এবং

৪. আল্লাহ তায়ালা কুরসীকে তৈরি করেছেন যা আরশের সম্মুখে রয়েছে, যেন তা আরশের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে অস্বীকার করেছেন। তিনি এখানে চারটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনটিকেই অগ্রাধিকার দেননি। তবে তার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি কুরসীকে স্বীকার করতে চান না এবং এটাকে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব এবং মহত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান।

তিন. আল্লাহর তায়ালার বাণী-

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

তিনি পরম দয়াবান। (বিশ্ব-জাহানের) শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يردف الملك ، جعلوه كناية عن الملك فقالوا : استوى فلان على العرش يريدون ملك وإن لم يقعد على السرير البتة ، وقالوه أيضا لشهر ته فى ذلك المعنى ومساواته ملك فى مؤداه وإن كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر ، ونحوه قولك : يد فلان مبسوطة ،

১. আল কুরআন, সূরা ২০ ত্বহা, আয়াত, ৫।

Dhaka University Institutional Repository

ويد فلان مغلولة ، بمعنى أنه جواد أو بخيل ، لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت ، حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال أولم تكن له يد رأسا قيل فيه يده مبسوطة لمساواته عندهم قولهم : هو جواد . ومنه قول الله عز وجل (وقالت اليهود يد الله مغلولة) أى هو بخيل ، (بل يداه مبسوطتان) أى هو جواد ، من غير تصور يد ولا غل ولا بسط ـ

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় الاستواء على العرش এর অর্থ তারা রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। যেমন বলা হয়, অমুক রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি রাজত্বের মালিক হয়েছেন। বাস্তবে সিংহাসেনের (চেয়ারে) তিনি না বসলেও তিনি রাজত্বের মালিক। কখনো কখনো তার খ্যাতি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয় থাকে। অনুরূপভাবে তোমার কথা অমুক ব্যক্তির দুই হাত প্রশস্ত এবং অমুক ব্যক্তির দুই হাত গুটানো এর অর্থ হলো তারা দানশীল অথবা কৃপণ। এর সরাসরি অর্থ গ্রহণযোগ্য নয় এমন কি কোন ব্যক্তির হাত ছড়ানো না থাকলেও অথবা কোন ব্যক্তির হাত তার মাথার কাছে গুটানো না থাকলেও বলা হবে তার হাত ছড়ানো বা গুটানো। এর অর্থ হচ্ছে সে দানশীল অথবা কৃপণ। এ অর্থেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইহুদীরা বলে আল্লাহ তায়ালার হাত গুটানো অর্থাৎ তিনি কৃপণ। বরং আল্লাহ তায়ালার হাত হচ্ছে প্রশস্ত অর্থাৎ তিনি দানশীল। এখানে হাত প্রশস্ত বা গুটানো রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

তাই মু'তাযিলীগণ মনে করেন আল্লাহ তায়ালার আরশে সমাসীন এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বোঝানো এবং আল্লাহ তায়ালার হাত শব্দটিকে তারা রূপক অর্থে বোঝিয়ে থাকেন।

চার. আল্লাহর তায়ালার বাণী-

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র তাঁর সত্ত্বা ছাড়া। শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।[২]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল ২৮ কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২।

২. আল কুরআন, সূরা আল কাসাস, আয়াত, ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(إلا وجه) إلا إياه . والوجه يعبر به عن الذات -

إلا وجه তিনি ব্যতীত। অর্থাৎ সবকিছুই ধ্বংসশীল তিনি ব্যতীত। وجه বলতে এখানে আল্লাহ তায়ালার সত্তাকে বুঝানো হয়েছে।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে মু'তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করা চেষ্টা করেছেন। কেননা তাদের মতে الوجه ، اليد ، العين ، الاستواء على العرش، الساق ، القدم বিষয়গুলো রূপকঅর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঁচ. আল্লাহর তায়ালার বাণী-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

এ ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(وجه ربك) ذاته ، والوجه يعبر به عن الجملة والذات ، ومساكين مكة يقولون : أين وجه عربى كريم ينقذ نى من الهوان -

وجه ربك বলতে এখানে আল্লাহ তায়ালার সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন মক্কার মিসকীনগণ বলে থাকেন أين وجه عربى كريم ينقذ نى من الهوان কোথায় সে আরবীয় অনুগ্রহশীল সত্তা আমাকে যে অপদস্থ থেকে রক্ষা করে। এখানে وجه শব্দর দ্বারা ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।[৩]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৭।

২. আল কুরআন, সূরা আর রহমান, আয়াত, ২৬-২৭।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. আল্লাহর তায়ালার বাণী-

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

হে নবী যারা তোমার হাতে বাইয়াত করছিলো প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করছিলো। তাদের হাতের ওপর ছিল আল্লাহর হাত। যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অশুভ পরিণাম তার নিজের ওপরেই বর্তাবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত এ প্রতিশ্রুতি পালন করবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

لما قال (إنما يبا يعون الله) أكده تأكيدا على طريق التخييل ، فقال (يد الله فوق أيديهم) يريد أن يد رسول الله التى تعلو أيدى المبا يعين : هى يدالله ، والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام ، وإنما المعنى : تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما ، كقوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله) والمراد : بيعة الرضوان -

নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ তায়ালারই সাথে বায়াত করেছেন। রূপক অর্থে বিষয়টিকে তাকীদ হিসেবে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, তাদের হাতের ওপর আল্লাহর হাত ছিল। এর উদ্দেশ্য হলো রাসূল এর হাত ধরে যে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন তার ওপর আল্লাহ তায়ালার হাত ছিল। আল্লাহ তায়ালা শারীরিক গঠন এবং আকার আকৃতি থেকে মুক্ত। এর প্রকৃত অর্থ হলো রাসূল (সা:) এর সাথে তারা যে ওয়াদা করেছিলেন তা আল্লাহ তায়ালার সাথে ওয়াদা হিসেবে গণ্য হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী : যে ব্যক্তি রাসুল (সা:) এর আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করল। এর দ্বারা বায়াতে রিদওয়ানকে বুঝানো হয়েছে।[২]

১. আল কুরআন, সূরা ৪৮ আল ফাতহ, আয়াত, ১০।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাত. আল্লাহর তায়ালার বাণী :

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহকে যে মর্যাদা ও মূল্য দেয়া দরকার এসব লোক তা দেয়নি। (তাঁর অসীম ক্ষমার অবস্থা এ যে,) কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠির মধ্যে থাকবে আর আসমান তাঁর ডান হাতে পেঁচানো থাকবে।এবং লোক যে শিরক করছে তিনি তা থেকে পবিত্র ও অনেক ঊর্ধ্বে ।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير ، من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين ، إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز -

এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালাকে সত্তাগতভাবে ধরে নেয়া এবং আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব এবং মহত্ত্বের চিত্র তুলে ধরা এবং মহিমার প্রতি ইঙ্গিত করা। এখানে কবজা অথবা ডান হাতকে কে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা নয়। আল্লামা যামাখশারী এর দ্বারা মু'তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করেছেন।[২]

আট. আল্লাহর তায়ালার বাণী-

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

রসূল বললো, আমার রব এমন প্রত্যেকটি কথা জানেন যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বলা হয় , তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।[৩]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : هلا قيل يعلم السر لقوله (واسروا النجوى) قلت : القول عام

১. আল কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার, আয়াত, ৬৮ ।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪২।

৩. আল কুরআন, সূরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াত, ৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

يشمل السر والجهر ، فكان فى العلم به العلم بالسر وزيادة ، فكان أكد فى بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول : يعلم السر، ثم بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته ـ

যদি তুমি বল, আল্লাহ তায়ালা কেন বললেন না, তিনি গোপন বিষয় জানেন? যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে واسروا النجوى আমি বলব, القول শব্দটি তার চেয়েও ব্যাপক। এটি গোপন এবং প্রকাশ্য উভয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেন আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানে গোপন এবং প্রকাশ্য উভয়ই বিদ্যমান। অতপর তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি সকল কিছু শুনেন এবং জানেন যা তার সত্তাগত।[১]

উক্ত বক্তব্যের দ্বারা আল্লামা যামাখশারী আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি السميع العليم কে অস্বীকার করেছেন এবং মুতাযিলাদের মতকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

নয়. আল্লাহর তায়ালার বাণী :

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ভাল নামগুলো আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং ভাল নামেই তাঁকে ডাকো এবং তাঁর নাম রাখার ব্যাপারে যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদেরকে বর্জন কর তারা যা কিছু করে এসেছে। তার ফল অবশ্যি পাবে।[২]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৩।

২. আল কুরআন, সূরা আল আরাফ, আয়াত, ১৮০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه ، كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم يا أباالمكارم ، يا أبيض الوجه و يجوز أن يراد : ولله الأوصاف الحسنى، هى الوصف بالعدل والخير والإحسان وانتفاء شبه الخلق فصفوه بها

এটা এইজন্য যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে এমন নামে আখ্যায়িত করত যা তার জন্য বৈধ্য নয়। যেমন আমরা বেদুইনদের বলতে শুনি, তারা তাদের মূর্খতার কারণে বলে থাকে, يا أباالمكارم ، يا أبيض الوجه। এ অর্থ গ্রহণ করাও বৈধ যে, ولله الأوصاف الحسنى আর এ গুণগুলো হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণ, ইহসান এবং আল্লাহ তায়ালাকেসৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করা থেকে বিরত থাকা।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা মুতাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে অস্বীকার করেছেন।

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০।

আত তাওহীদ ওয়াস সিফাত এর বিষয়ে আল্লামা যামাখশারী কর্তৃক উত্থাপিত দলিলের জবাব এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর দলিল :

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, আল্লাহ তায়ালা অবিনশ্বর সত্তা এবং তার গুণাবলিও অবিনশ্বর। এসব গুণাবলি আল্লাহ তায়ালার সত্তার সাথে অভিন্ন নয় বরং চিরন্তন। এসব চিরন্তন গুণাবলি আল্লাহ তায়ালার তাওহীদকে ক্ষণ করে না। এক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের বক্তব্য সঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালার সিফাতগুলো শাশ্বত এবং চিরন্তন। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র করআনে তার কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন : الوجه ، اليد ، العين ، الاستواء على العرش ، الساق ، القدم বিষয়গুলো কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবেই আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতগণ তা বিশ্বাস করেন। তবে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ কেউ নেই । আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নেই। তার সাথে তুলনীয় কিছু নেই। এই বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইখলাসে বলেন :

قل هوالله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له, كفوا أحد -

"আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। তা সমকক্ষ কেউ নেই।[১]

দুই. পবিত্র কুরআনে الوجه শব্দটি নিম্নোক্ত স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে :

আল্লাহর তায়ালা বলেন-

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহর। তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান। আল্লাহ বড়ই ব্যাপকতার অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জ্ঞাত।২

১. আল কুরআন, সূরা ১১২ ইখলাস, আয়াত, ১-৩।

১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র তাঁর সত্তা ছাড়া। শাসন কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।[২]

তিন. পবিত্র কুরআনে اليد শব্দটি নিম্নোক্ত স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে :

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

হে নবী যারা তোমার হাতে বাইয়াত করছিলো প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করছিলো। তাদের হাতের ওপর ছিল আল্লাহর হাত। যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অশুভ পরিণাম তার নিজের ওপরেই বর্তাবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত এ প্রতিশ্রুতি পালন করবে, আল্লাহ অচিরেই তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন।[৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

(তোমাদের এ নীতি অবলম্বন করা উচিত) যাতে কিতাবধারীরা জানতে পারে যে , আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার নেই, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ

১. আল কুরআন, সূরা ৫৫ আর রহমান, আয়াত, ২৭।

২. আল কুরআন, সূরা৪৮ আল কাসাস, আয়াত, ৮৮।

৩. আল কুরআন, সূরা ২৮ ফাতাহ, আয়াত, ১০।

Dhaka University Institutional Repository

নিরংকুশভাবে আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে চান তা দেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বলোঃ হে আল্লাহ! বিশ্ব জাহানের মালিক! তুমি যাকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও মর্যাদা ও ইজ্জত দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেয় করো। কল্যাণ তোমরা হাতেই নিহিত। নিঃসন্দেহে তুমি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।[২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো , বলো যদি তোমরা জেনে থাকো , কার কর্তৃত্ব – চলছে প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর? আর কে তিনি যিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না?[৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।[৪]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১. আল কুরআন, সূরা ৫৭ আল হাদীদ, আয়াত, ২৯।

২. আল কুরআন, সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াত, ২৬।

৩. আল কুরআন, সূরা ২৩ আল মুমিনূন, আয়াত, ৮৮।

৪. আল কুরআন, সূরা ২৩ ইয়া-সীন, আয়াত, ৮৩

অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য।[1]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা, আসলে তো বাঁধা হয়েছে ওদেরই হাত এবং তারা যে বাজে কথা বলছে সে জন্য তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহর হাত তো দরাজ , যেভাবে চান তিনি খরচ করে যান। আসলে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তা উল্টা তাদের অধিকাংশের বিদ্রোহ ও বাতিলের পূজা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর (এ অপরাধে) আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি। যতবার তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় ততবারই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কখনোই পছন্দ করেন না।[2]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ

রব বললেন, “হে ইবলিস! আমি আমার দু ’হাত দিয়ে যাকে তৈরি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? তুমি কি বড়াই করছো, না তুমি কিছু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?”[3]

১. আল কুরআন, সূরা ৬৭ মুলক, আয়াত, ১।

২. আল কুরআন, সূরা ৫ মায়েদা, আয়াত, ৬৪।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াত, ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

চার. পবিত্র কুরআনে الساق শব্দটি নিম্নোক্ত স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে :

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

যেদিন কঠিন সময় এসে পড়বে এবং সিজদা করার জন্য লোকদেরকে ডাকা হবে। কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না।1

পাঁচ. পবিত্র কুরআনে العين শব্দটি নিম্নোক্ত স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে :

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي

আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

এবং আমার তত্ত্বাবধানে আমার অহী অনুযায়ী একটি নৌকা বানানো শুরু করে দাও। আর দেখো যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য আমার কাছে কোন সুপারিশ করো না , এরা সবাই এখন ডুবে যাবে।[3]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

আমি তার কাছে অহী করলাম , ‘‘আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার অহী মোতাবেক নৌকা তৈরী করো। তারপর যখন আমার হুকুম এসে যাবে এবং চুলা উথলে উঠবে- তখন তুমি সব

১. আল কুরআন, সূরা ৬৮ আল কলম, আয়াত, ৪২।

২. আল কুরআন, সূরা ২০ ত্বহা, আয়াত, ৩৯।

৩. আল কুরআন, সূরা ১১ হুদ, আয়াত, ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের প্রাণীদের এক একটি জোড়া নিয়ে এতে আরোহণ করো এবং পরিবার পরিজনদেরকেও সংগে নাও, তাদের ছাড়া যাদের বিরুদ্ধে আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে এবং জালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলো না, তারা এখন ডুবতে যাচ্ছে।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

হে নবী! তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। তুমি আমার চোখে চোখেই আছ। তুমি যখন ওঠবে তখন তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করো[২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ - تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ

আর নূহকে (আ) আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত বাহনে আরোহন করিয়ে দিলাম যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিলো। এ ছিলো সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার ও অবমাননা করা হয়েছিলো।[৩]

ছয়. হাদীসে القدم শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে :

عن ابى هريرة(رض) رفعه واكثر ما كان يوقفه أبوسفيان يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمة عليها فتقول قط قط -

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) কর্তৃক মারফূ’ হাদীসে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান একে প্রায়ই মওকূফ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সেদিন দোযখকে প্রশ্ন করা হবে, তোমার উদর কি পূর্ণ হয়েছে? সে বলল, আরও অধিক আছে কি? তখন আল্লাহ তা‘আলা নিজের পা তাতে স্থাপন করবেন। এবার সে বলবে, যথেষ্ট হয়েছে।[৪]

১. আল কুরআন, সূরা আল ২৩ মুমিনুন, আয়াত, ২৭।

২. আল কুরআন, সূরা ৫২ আত তুর, আয়াত, ৪৮।

৩. আল কুরআন, সূরা ৫৪ আল কামার, আয়াত, ১৩-১৪।

৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বোখারী, *সহীহ আল বোখারী*, কিতাবুত তাফসীর, বাবু সূরা ক্বাফ, হাদীস নং, ২৭৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাত. পবিত্র কুরআনে الاستواء على العرش নিম্নোক্ত স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে :

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব , যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি নিজের কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হন। তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন তারপর রাতের পেছনে দিন দৌঁড়িয়ে চলে আসে। তিনি সূর্য , চন্দ্র ও তারকারাজী সৃষ্টি করেন। সবাই তাঁর নির্দেশের আনুগত । জেনে রাখো , সৃষ্টি তারই এবং নির্দেশও তাঁরই। আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী তিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রতিপালক।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

আসলে তোমাদের রব সেই আল্লাহই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে তারপর শাসন কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠ ত হয়েছেন এবং বিশ্ব জগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছেন।কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) এমন নেই , যে তার অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করতে পারে। এ আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব। কাজেই তোমরা তারই ইবাদত করো। এরপরও কি তোমাদের চৈতন্য হবে না?[২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

আল্লাহই আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন এমন কোন স্তম্ভ ছাড়াই যা তোমরা দেখতে পাও। তারপর তিনি নিজের শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছে। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটি আইনের অধীন করেছেন। এ সমগ্র ব্যবস্থার প্রত্যেকটি জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে।

১. আল কুরআন, সূরা ৯ আল আরাফ, আয়াত, ৫৪ ।

২. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত, ৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহই এ সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করছেন। তিনি নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করেন, সম্ভবত তোমরা নিজের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

তিনি পরম দয়াবান। (বিশ্ব-জাহানের) শাসন কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন।[২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

তিনিই ছয়দিনে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব তৈরি করে রেখে দিয়েছেন, তারপর তিনিই (বিশ্ব-জাহানের সিংহাসন) আরশে সমাসীন হয়েছেন, তিনিই রহমান, যে জানে তাকে জিজ্ঞেস করো তাঁর আবস্থা সম্পর্কে।[৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তিনিই আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে ওঠে যায় তা তিনি জানেন।[৪]

১. আল কুরআন, সূরা ১৩ আর রাদ, আয়াত, ২।

২. আল কুরআন, সূরা ২০ আত ত্বহা, আয়াত, ৫।

৩. আল কুরআন, সূরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াত, ৫৯।

৪. আল কুরআন, সূরা ৫৭ আল হাদীদ, আয়াত, ৪।

Dhaka University Institutional Repository

আট. পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা আল্লাহ তায়ালার যে বৈশিষ্ট্যের কথা পেয়েছি। যেমন : الوجه ، اليد ، العين ، الاستواء على العرش ، الساق ، القدم বিষয়গুলো কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তালায়া যেভাবে উল্লেখ করেছেন সেভাবেই আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতগণ তা বিশ্বাস করেন। তবে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ কেউ নেই । আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় তার কোন শরীক নেই। এ বিষয়ে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর আকীদা হলো :

إن جميع ما ورد فى كتاب الله عز وجل من صفات الله تعالى كالوجه والعين واليد والساق والمجيء ، والاستواءو غيرها من الصفات ، أو مما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت فى الأحاديث النبوية الصحيحة كالنزول ، والضحك ، وغيرها فإن العلماء بالكتاب والسنة يؤمنون بهذه الصفات ، ويثبتونها لله تعالى من غير تأويل أو تشبيه أو تعطيل ، وهى صفات تليق بالله تعالى لا تشبه صفات أحد من المخلوقين لقوله تعالى (ليس كمثله شيء) وقوله تعالى (ولم يكن له, كفوا أحد)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালার যে সকল গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে যথা : চেহারা, চোখ, হাত, পায়ের গোছা, আগমন এবং আরশে সমাসীন হওয়া এবং হাদীসে যে সমস্ত গুণাবলি রাসূল (সা:) উল্লেখ করেছেন এবং যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যেমন নাযিল হওয়া এবং হাসি দেয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহের ব্যাপারে আলিমগণ কিতাব এবং সুন্নাহ অনুযায়ী সে গুণাবলীর ওপর কোন রকম ব্যাখ্যা, সাদৃশ্য বা তুলনা করা এবং কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ব্যতীত বিশ্বাস স্থাপন করেন। এ সমস্ত গুণাবলী আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টির কারো সাথে এর কোন তুলনা নেই।[১] যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কোন বস্তুই তাঁর সদৃশ নয় (সূরা শুরা, ৪২) এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই (সূরা ইখলাস, ৪)।

নয়. উপরিউক্ত বিষয়ে হাদীস এর দলিল পেশ করা হলো :

عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالخَلاَئِقَ عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ. «فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১. ড. মুহাম্মদ তাকিউদ্দীন আল হিলালী ও ড. মুহাম্মদ মহসীন খান, *দ্যা নোবেল কুরআন*, (আল মদীনা আল মুনাওয়ারাহ, ১৩৩৫ হি.) পৃ. ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91]، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ

হযরত আবদুল্লাহ (রা:) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী নবী করীম (সা:) এর নিকট এসে বলল, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ আসমানসূহকে এক আঙ্গুলে, যমীনসমূহকে এক আঙ্গুলে, পানি ও কাদামাটিকে এক আঙ্গুলে এবং (অন্যান্য) যাবতীয় সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে ওঠিয়ে সেগুলোকে সজোরে ঝাকুনি দিবেন এবং বলবেন, আমিই একমাত্র শাহানশাহ, আমিই একমাত্র শাহানশাহ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, আমি দেখলাম, নবী করীম (সা:) তার কথার সত্যতায় সবিস্ময়ে হাসলেন। অতঃপর নবী করীম (সা:) কোরআনের আয়াত "এসব লোক আল্লাহকে মোটই যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ সারাজগত তাঁরই মুঠোর মধ্যে রয়েছে আর কিয়ামত দিবসে নভোমণ্ডলও তাঁরই ডান হাতের মধ্যে গুটানো থাকবে। তারা যে সব শরীক স্থাপন করেছে তিনি সে সব হতে পবিত্র ও উন্নত" পাঠ করলেন।[১]

দশ. আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী السميع العليم সম্পর্কে দলিল :

আল্লামা যামাখশারী সূরা আম্বিয়া এর ৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত السميع العليم কে অস্বীকার করেছেন। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর মতে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীসমূহ তার সত্তার মতোই চিরন্তন। এই গুণাবলীসমূহ আদি ও অবিনশ্বর। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আমরা এর প্রমাণ দেখতে পাই। নিম্নে পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল পেশ করা হলো :

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যদি কখনো শয়তান তোমাকে উত্তেজিত করে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।[২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বোখারী, সহীহ আল বোখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাবু লামা খালাকতু বিয়াদাইয়্যাহ, হাদীস নং, ৭৭১৪।

২. আল কুরআন, সূরা আল আরাফ, আয়াত, ২০০।

Dhaka University Institutional Repository

আর যদি তারা তালাক দেবার সংকল্প করে তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

আল্লাহ অবশ্যই সে মহিলার কথা শুনছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে কাকুতি মিনতি করেছে, এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনের কথা শুনছেন তিনি সবকিছু শুনে ও দেখে থাকেন।[২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে , আল্লাহ গরীব এবং আমরা ধনী। এদের কথাও আমি লিখে নেবো এবং এর আগে যে পয়গাম্বরদেরকে এরা অন্যায়ভাবে হত্যা করে এসেছে তাও এদের আমলনামায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। (যখন ফায়সালার সময় আসবে তখন) আমি তাদেরকে বলবোঃ এ নাও, এবার জাহান্নামের আযাবের মজা দেখো ![৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

বললেন, "ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি।৪

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ এরা কি মনে করেছে, আমি এদের গোপন এবং এদের চুপিসারে বলা কথা শুনতে পাই না![৫]

১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ২২৭।

২. আল কুরআন, সূরা ৫৮ মুজাদালাহ, আয়াত, ১।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩ আল ইমরান, আয়াত, ১৮১।

৪. আল কুরআন, সূরা ২০ আত ত্বহা, আয়াত, ৪৬।

৫. আল কুরআন, সূরা ৮০ আয যুখরুফ, আয়াত, ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

হে মুসলমানরা! আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো এবং ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।[২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(তিনি তখন শুনছিলেন) যখন ইমরানের মহিলা বলছিলঃ ‘‘হে আমার রব! আমার পেটে এ যে সন্তানটি আছে এটি আমি তোমাদের জন্য নজরনা দিলাম , সে তোমার জন্য উৎসর্গ হবে। আমার এ নজরানা কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শোনো ও জানো।’’ [৩]

হাদীস এর দলিল :

عن عائشة رضى الله عنها : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول ، فأنزل الله عز وجل : (قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها)

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা অবিনশ্বর এবং তার গুণাবলিও অবিনশ্বর। এসব গুণাবলি আল্লাহ তায়ালার সত্তার সাথে অভিন্ন নয় বরং চিরন্তন। এসব চিরন্তন গুণাবলি আল্লাহ তায়ালার তাওহীদকে ক্ষুণ করে না। এক্ষেত্রে মু‘তাযিলাদের বক্তব্য সঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালার সিফাতগুলো শাশ্বত এবং

চিরন্তন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র করআনে যা কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা ওল্লেখ করেছেন, যথা : الوجه ، اليد ، العين ، الاستواء على العرش ، الساق ، القدم বিষয়গুলো সবই সত্য এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অংশ। যারা এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না তারা ভ্রান্ত।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ২৪৪ আল বাকারা, আয়াত, ২৪৪।

২. আল কুরআন, সূরা ৩৫ আল ইমরান, আয়াত, ৩৫।

৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বোখারী, *সহীহ আল বোখারী*, কিতাবুত তাওহীদ, : باب قول الله تعالى (وكان الله سميعا بصيرا), হাদীস নং, ৭৩৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা (خلق افعال العباد)

মু‘তাযিলাদের মতে বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা। তার কর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী আল্লাহ তায়ালা দায়ী নন। এই বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়ে তারা বান্দার কর্মের স্রষ্টায় বিশ্বাসী। বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা না হলে তাকে এর জন্য দায়ী করা যায় না এবং তার ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। তাদের মতে বান্দা তার স্বাধীন ইচ্ছায় পরিচালিত হন। এই মু‘লনীতির সাথে তিনটি বিষয় সংশ্লিষ্ট যথা বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা ও বান্দার ইচ্ছায় স্বাধীনতা রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা বান্দার অকল্যাণকর কাজের স্রষ্টা নন।

মু‘তাযিলাগণ মনে করেন মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত। কেননা তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেয়া না হলে তাকে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদানের যৌক্তিকতা থাকে না। এই মতবাদটি মু‘তাযিলাদের প্রধান একটি মতবাদ। জাবরিয়াগণ এর মতবাদ হলো মানুষের কোন ইচ্ছা শক্তি নেই তাই মানুষকে ভাল বা মন্দ কর্মের জন্য দায়ী করা যায় না। অপর দিকে কাদরিয়াগণ মনে করতেন মানুষ তার স্বাধীন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষ তার ইচ্ছা ও কর্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কাদরিয়াগণের এই মতবাদ মুতাযিলাগণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মু‘তাযিলাদের যুক্তি হল মানুষকে তার কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া না হলে তার উপর আদেশ এবং নিষেধ আরোপ করা অর্থহীন এবং তাকে শাস্তি এবং পুরস্কার দেয়া যুক্তি যুক্ত নয়। মানুষকে স্বাধীনতা না দিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া হলে এটা জুলুমের নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর জুলুম করেন না। তারা কুরআনের কিছু আয়াতকে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন।

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم -

“নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে।”[১] আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباء نا والله أمرنا بها قل إن الله لا
يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون -

১. আল কুরআন, সূরা ১৩ আল রাদ, আয়াত, ১১।

Dhaka University Institutional Repository

"যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে : আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপ দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এ আদেশই দিয়েছেন। বলুন : আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ। যা তোমরা জান না?[১]

আল্লাহ তায়ালার বাণী :

ومـاأصـابكـم مـن مـصـيـبـة فبمـا كـسـبـت أيـديكـم ويـعـفـوا عـن كـثـيـر-

"আর যেসব বিপদ-আপদ তোমাদের উপর পতিত হয়- তা তো তোমাদের স্বহস্তার্জিত কারণে এবং অনেক পাপ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।"[২]

আল্লাহ তায়ালার বাণী : ألا تـزر وازرة وزر أخـرى * وأن لـيـس لـلإنـسـان إلا مـا سـعـى

"তাই এই যে, কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না*। এবং মানুষ শুধু তাই পায়, যা সে অর্জন করে।"[৩]

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করে মু'তাযিলাগণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিয়েছে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেছেন। কর্মের স্বাধীনতা না থাকলে নির্দেশ অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার কর্মের জন্য দায়ী করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথিবীতে তার কর্ম অনুযায়ী পরকালে কর্মফল ভোগ করবে। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল ও পাপ কাজে নির্দেশ প্রদান করেননি। মানুষকে কর্মে স্বাধীনতা না দেয়া হলে তার পাপ কাজের দায়ভার আল্লাহর ওপর বর্তাবে। অথচ আল্লাহ তায়ালা সেই নির্দেশ প্রদান করেননি।

পরকালে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তার কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। কর্ম ভাল-মন্দ উভয়ই হতে পারে। ভাল কর্মের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করবেন। মানুষের কর্মের স্বাধীনতা না থাকলে বিচার দিবসের আবশ্যকতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। ইচ্ছার কোন মূল্যায়ন না থাকলে ভাল কাজের জন্য সে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। আবার পাপ কাজের জন্য তাকে দোষারোপ করা যায় না।

১. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াত, ২৮।

২. আল কুরআন, সূরা ৪২ আশ শুরা, আয়াত, ৩০।

৩. আল কুরআন, সূরা ৫৩ আন নাজম, আয়াত, ৩৮-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অশ্লীল ও পাপ কাজের নির্দেশ প্রদান করেন না। তিনি কারো উপর জুলুম করেন না। তিনি ন্যায়পরায়ণ। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীনতা না থাকলে আল্লাহ তায়ালার ন্যায়পরায়ণতা বাস্তাবায়ন করা সম্ভব নয়। কেননা তিনি ভাল কাজের বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করারবেন এবং পাপ কাজের জন্য তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এটা না করলে আল্লাহর ন্যায়রায়ণতার বিঘ্ন ঘটবে এবং আল্লাহ তায়ালা জালেম হিসেবে সাব্যস্ত হবেন যা অসম্ভব বিষয়।

আল্লামা যামাখশারী বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য তাফসীর কাশশাফে বিভিন্ন স্থানে আয়াতের ব্যাখ্যায় তা উল্লেখ করেছেন।

এক. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন। এবং তাদের চোখের ওপর আবরণ পড়ে গেছে। তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : فلم أسند الختم إلى الله تعالى ، وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق ، والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح ، والله يتعالى عن فعل القبيح ...؟ قلت

: القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها ـ وأما إسناد الختم إلى الله عز

وجل ، فلينبه على أن هذه الصفة فى فرط تمكنها وثبات قدمها كالشيء الخلقى غير العرضى

অর্থা, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর الختم বিষয়টিতে আল্লাহর প্রতি সম্বোধন করার কারণ কী? অথচ এটা সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। যা একটি মন্দ এবং নিন্দনীয় কাজ। মহান আল্লাহ তায়ালা মন্দ কাজ থেকে পবিত্র। আমি বলব এর উদ্দেশ্য হলো অন্তরের বৈশিষ্ট্যরে প্রতি নির্দেশ করা যে, যেন অন্তরটি المختوم عليها মোহরাংকৃত। কাফেরদের অন্তর মোহরাংকৃত করার বিষয়টি

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত, ৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্বোধন করার কারণ হলো, এটা সুস্পষ্ট করার জন্য যে, এই সিফাতটি স্বভাবগত কর্মের ফল এবং তা কাফেরদের উপর আরোপিত নয়।[১]

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী পরোক্ষভাবে বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা হিসেবে কে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি الخلقى غير العرضى তিনি খতম শব্দটিতে আরেজি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা এবং আল্লাহ তায়ালা অমঙ্গলজনক কাজের স্রষ্টা নন।

দুই. আল্লাহ তায়ালার বাণী- اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ এদের সাথে তামাশা করছেন , এদের রশি দীর্ঘায়িত বা ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন এবং এরা নিজেদের আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যে অন্ধের মতো পথ হাতড়ে মরছে।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : أى نكتة فى إضافة إليهم ، قلت : فيها أن الطغيان والتمادى فى الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته أيديهم

অর্থাৎ, যদি তুমি বল, طغيان বা অবাধ্যতা শব্দিটি আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্বোধন করার তাৎপর্য কী? আমি বলল, কেননা অবাধ্যতা যা তাকে পথভষ্টতার মধ্যে দিকে নিয়ে গিয়িছে এবং সে নিজের জন্য তা সম্পাদন করেছে এবং নিজের হাতে কামাই করেছে।[৩]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে বান্দাকে কর্মের সৃষ্টিকর্তা এবং তার ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন যা মু'তাযিলাদের আকীদা। কেননা উক্ত ব্যাখ্যায় তিনি উল্লেখ করেছেন। অবাধ্যতা এবং পথভ্রষ্টতা কাফেরদের নিজের হাতের কামাই। তথা তারাই এ কাজের স্রষ্টা এবং এ ক্ষেত্রে স্বাধীন।

তিন. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৫০।

২. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-১৫।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জন্য নারী, সন্তান, সোনারুপার স্তূপ, সেরা ঘোড়া, গবাদী পশু ও কৃষি ক্ষেতের প্রতি আসক্তিকে বড়ই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে আল্লাহর কাছে। [১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

زين للناس المزين هو الله سبحانه وتعالى للابتلاء كقوله (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم) وعن الحسن : الشيطان. والله زينها لهم، لأنا لا نعلم أحدا أذم لها من خالقها -

অর্থাৎ, (زين للناس) মানুষের জন্য সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। সুশোভিতকারী হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহানাহু তায়ালা তিনি তা পরীক্ষার জন্য করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- আমি এই জমিনের উপর যা কিছু সুশোভিত করে রেখেছি তা তাদের পরীক্ষার জন্য। হাসান থেকে বর্ণিত, সুশোভিতকারী হচ্ছে শয়তান। কেননা আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির মধ্যে তার চেয়ে নিকৃষ্ট কারো বিষয়ে আমাদের জানা নেই।[২]

মু'তাযিলাদের মতে বান্দার তার কর্মের স্রষ্টা এবং বান্দার কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। উক্ত আয়াতে তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

চার. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

তারা যখনই কোন সন্তোষজনক বা ভীতিপ্রদ খবর শুনতে পায় তখনই তা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। অথচ তারা যদি এটা রসূল ও তাদের জামায়াতের দায়িত্বশীল লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তাহলে তা এমন লোকদের গোচরীভূত হয়, যারা তাদের মধ্যে কথা বলার যোগ্যতা রাখে এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হতো তাহলে (তোমাদের এমন সব দুর্বলতা ছিল যে) মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের পেছনে চলতে থাকতে। [৩]

১. আল কুরআন, সূরা আলে ৩ ইমরান, আয়াত-১৪।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৪২।

৩. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত-৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

ولولا فضل الله عليكم ورحمته) و هو إرسال الرسول، وإنزال الكتاب والتوفيق (لاتبعتم الشيطان) لبقيتم على الكفر (إلاقليلا) منكم . أوإلا اتباعا قليلا -

যদি তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকতো। আর তা হলো রাসূল প্রেরণ এবং কিতাব অবতীর্ণ করন এবং তাওফীক দেয়া। তাহলে তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে। অর্থাৎ তোমরা কুফরির উপরে বহাল থাকতে। তোমাদের মধ্যে থেকে সামান্য সংখ্যক ব্যতিত। অথবা খুব কমই আনুগত্য করতে।[১]

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লামা যামাখশারী মু‘তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। কেননা তাদের মতে বান্দা তা কর্মের স্রষ্টা, তার ঈমানের ক্ষেত্রে এবং তার আনুগত্যের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করবে নাকি শয়তানের আনুগত্য করবে এ ক্ষেত্রে সে স্বাধীন।

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

তারপর তোমাদের কী হয়েছে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে দ্বিমত পাওয়া যাচ্ছে? অথচ যে দুষ্কৃতি তারা উপার্জন করেছে তার বদৌলতে আল্লাহ তাদেরকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা কি চাও, আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেননি তোমরা তাকে হিদায়াত করবে? অথচ আল্লাহ যাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তার জন্য তুমি কোন পথ পাবে না।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(من أضل الله) من جعله من جملة الضلال، وحكم عليه بذلك أو خذله حتى ضل...

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৫৪২।

২. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত-৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। আয়াতে সামগ্রীকভাবে পথভ্রষ্টতাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদেরকে নিরাশ ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এরপর তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।[১]

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী মুতাযিলাদের আকীদা "বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা" বিষয়টিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

ছয়. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

শেষ পর্যন্ত তাদের অংগীকার ভংগের জন্য , আল্লাহর আয়াতের ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং "আমাদের দিল আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত" তাদের এই উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল)। অথচ মূলত তাদের বাতিল পরস্তির জন্য আল্লাহ তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এ জন্য তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : هل زعمت أن المحذوف الذى تعلقت به الباء مادل عليه قوله : (بل طبع الله عليها) فيكون التقدير : فبما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم؟ قلت : لم يصح هذا التقدير لأن قوله : (بل طبع الله عليها بكفرهم) رد وإنكار لقولهم : (قلوبنا غلفا) فكان متعلقا به، وذلك أنهم أرادوا بقولهم : (قلوبنا غلف) أن الله خلق قلوبنا غلقا ـ أى فى أكنة لا يتوصل إليها شىء من، الذكر والموعظة ، كما حكى الله عن المشركين (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) ـ

যদি তুমি বল, الباء এর সাথে সংশ্লিষ্ট মাহফুযটি بل طبع الله عليها উক্ত আয়াতের প্রতি দালালত করবে না কেন? তাহলে পুরো বাক্যটি হবে فبما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم অর্থাৎ, তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারণেই তাদের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা মহর মেরেদিয়েছেন।

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৫৪৬।

২. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত-১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমি বলবো এরকম উহ্য ধরে নেয়া সঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালার বাণী- (بل طبع الله عليها بكفرهم) আয়াতটি তাদের বক্তব্য (قلوبنا غلف) এর জবাবে বলা হয়েছে। সুতরাং এটি الباء এর সাথে মুতাআল্লাক হবে। কেননা তারা (قلوبنا غلف) দ্বারা বুঝাতে চেয়েছিল আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে আবরণ দিয়েই তৈরি করেছেন এ জন্যই এর মধ্যে উপদেশ পৌছে না। যেমন মুশরেকরা বলে থাকে (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم)।[১]

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী মুতাযিলা আকীদা তথা বান্দাই কর্মের সৃষ্টিকর্তা বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। আয়াতের মধ্যে طبع শব্দটিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরের মধ্যে মোহর মেরে দিয়েছেন। আল্লামা যামাখশারী এর অর্থ করেছেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিরাশ ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এমন কি তা মোহরাংকৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন : بل خذلها الله ومنعها الألطاف بسبب كفرهم فصارت كالمطبوع عليها ।

সাত. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। তাতে সে তার সম্প্রদায়কে বললোঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছো ? অথচ তিনি আমাকে সত্য-সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছো তাদেরকে আমি ভয় করি না , তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে অব্যশই তা হতে পারে। আমার রবের জ্ঞান সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত। এরপরও কি তোমাদের চেতনার উদয় হবে না?[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(إلا أن يشاء ربى شيئا) إلا وقت مشيئة ربى شيئا يخاف، فحذف الوقت ، يعنى لا أخاف معبوداتكم فى وقت قط ، لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرة ، إلا إذا شاء ربى أن يصيبنى بمخوف من جهتها ، إن أصبت ذنبا استوجب به إنزال المكروه أو يجعلها قادرة على مضرتى...

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৫-৫৮৬।

২. আল কুরআন, সূরা ৬ আল আনআম, আয়াত-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ(إلا أن يشاء ربى شيئا) আমার রব যদি কিছু চান তাহলে অবশ্যি তা হতে পারে। অর্থাৎ আমার রব যখন ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। এখানে الوقت শব্দটি উহ্য আছে। আয়াতের অর্থ হলো আমি তোমাদের মা'বুদদেরকে কোন সময়ই ভয় করবো না। কেননা তারা ক্ষতি বা উপকার করার কোন ক্ষমতা রাখে না। তবে যদি আমার রব চান তা ভিন্ন কথা। আমি যদি পাপ কাজে পতিত হই বা জড়িয়ে পড়ি তবে সেই বিষয়ে আমি ভয় করি।[১]

উক্ত ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে গ্রহণ না করে আয়াতটিকে ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এখানে বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা বিষয়টিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

আট. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

তারা যখন কোন অশ্লিল কাজ করে তখন বলে , আমাদের বাপ-দাদারদেকে আমরা এভাবেই করতে দেখেছি এবং আল্লাহই আমাদের এমনটি করার হুকুম দিয়েছেন। তাদেরকে বলে দাও আল্লাহ কখনো নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার হুকুম দেন না। তোমরা কি আল্লাহর নাম নিয়ে এমন কথা বলো যাকে তোমরা আল্লাহর কথা বলে জানো না?[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

أى إذا فعلوها اعتذروا بأن اباءهم كانوا يفعلونها فاقتدوا بهم وبأن الله تعالى أمرهم بأن يفعلوها ، وكلاهما باطل من العذر ... ، لأن الفعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعى -

অর্থাৎ, তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন তার জন্য তারা এই মর্মে ওজর পেশ করে যে, তাদের বাপ-দাদারাও অনুরূপ কাজ করেছেন। সুতরাং তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করছে মাত্র। এবং তারা আরোও ওজর পেশ করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এইরূপ করতে বলেছেন। অথচ উভয় বক্তব্যটি বাতিল। কেননা মন্দ কর্ম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অসম্ভব।

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৪২।

২. আল কুরআন, সূরা ৯ আরাফ, আয়াত, ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মন্দ কাজের স্রষ্টা নন। এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং তার পাশাপাশি বান্দা তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা এই বিষয়টি প্রমাণ করতে চেয়েছেন।[১]

নয়. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী বিবেচিত হবো। আমাদের রব আল্লাহ যদি না চান , তাহলে আমাদের পক্ষে সে দিকে ফিরে যাওয়া আর কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আমাদের রবের জ্ঞান সমস্ত জিনিসকে ঘিরে আছে। আমরা তাঁরই ওপর নির্ভর করি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাযথভাবে ফায়সালা করে দাও এবং তুমি সবচেয়ে ভাল ফায়সালাকারী।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإ قلت : معنى قوله : (وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء) والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم فى الكفر؟ قلت : معناه إلا أن يشاء خذلاننا ومنعنا الألطاف، لعلمه أنها لا تنفع فينا وتكون عبثا، والعبث قبيح لا يفعله الحكيم والدليل عليه قوله : (وسع ربنا كل شىء علما) أى هو عالم بكل شىء مما كان وما يكون ...

যদি তুমি বল, আল্লাহ তায়ালার বাণী (وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء)এর অর্থ কি? অথচ আল্লাহ তায়ালার জন্য মু'মিনদেরকে ঈমান থেকে কুফরীর দিকে ফিরে নিয়া আসার ইচ্ছা প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি বললাম, এর অর্থ হলো আল্লাহ না চাইলে আমরা হতাশ এবং ব্যর্থ হয়ে যেতাম। এ বিষয়টি জানা আছে যে, এটা আমাদের কোন উপকার করবে না এবং অনর্থক হবে। আর অনর্থক কাজ হলো মন্দ কাজ যা আল্লাহ তায়ালা করবেন না। এর দলিল হলো- (وسع ربنا كل شىء علما)। তিনি সকল বিষয়ে জানেন যা হয়েছে এবং যা হবে।[৩]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

২. আল কুরআন, সূরা ৭ আরাফ, আয়াত-৮৯।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মু'তাযিলাদের আকীদা হলো, আল্লাহ তায়ালা বান্দার মন্দ কাজের সৃষ্টিকর্তা নন। বিষয়টি আল্লামা যামাখশারী এখানে প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা এটাই তিনি বুঝাতে চেয়েছেন।

দশ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

কাজেই সত্য বলতে কি, তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তোমরা নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন। (আর এ কাজে মুমিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছিল)এ জন্য যে আল্লাহ মুমিনদেরকে একটি চমৎকার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সফলতার সাথে পার করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শুনেনে ও জানেন।[১]

উপরিউক্ত আয়াতটি বদর যুদ্ধের ঘটনা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

ولما طلعت قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسلك اللهم إنى أسألك ما وعدتنى، فأتاه جبريل عليه السلام فقال : خذ قبضة من تراب فارمهم بها ، فقال لما التقى الجمعان لعلى - رضى الله عنه - أعطنى قبضة من حصباء الوادى ، فرمى بها فى وجوههم وقال : شاهت الوجوه ، فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه فانهزموا، وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم .... (وما رميت) أنت يا محمد (إذ رميت ولكن الله رمى) يعنى أن الرمية التى رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة ، لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشر، ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم، فأثبت الرمية لرسول الله صله الله عليه وسلم لأن صورتها وجدت منه، ونفاها عنه ، لأن أثرها الذى لا تطيقه البشر فعل الله عز وجل، فكأن الله هو فاعل الرمية على الحقيقة ، وكأنها لم توجد من الرسول عليه الصلاة السلام أصلاً ...

আল্লামা যামাখশারী বলেন, কুরাইশরা যখন অভিযানে বের হলো তখন রাসূল (সা:) বললেন : এই যে কুরাইশগণ অহংকার এবং দম্ভসহকারে এসেছে। আপনার রাসূল(সা:) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যা আপনি আমাকে ওয়াদা করেছেন।

১. আল কুরআন, সূরা ৮ আনফাল, আয়াত-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

তখন জিব্রাঈল (আ:) এসে বললেন, আপনি এক মুষ্টি মাটি হাতে নেন অতপর তা তাদের দিকে নিক্ষেপ করুন। তারপর যখন দুটি দল একত্র হলো তখন রাসূল (সা:) তাদের দিকে তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন : شاهت الوجوه তখন মুশরেকদের সকলের চোখে তা পৌঁছল এবং তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়েগেল। মু'মিনগণ তাদের পিছন থেকে এসে তাদের হত্যা করল এবং বন্দী করল। আল্লাহ তায়ালার বাণী- (وما رميت) হে মুহাম্মদ! আপনি নিক্ষেপ করেননি (إذ رميت ولكن الله رمى) যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন বরং আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপ করেছিলেন। এর অর্থ হলো আপনি যা নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে আপনি এর নিক্ষেপ কারী ছিলেন না। কেননা আপিন নিক্ষেপ করলে সকল মানুষের উপর পৌঁছত না। বরং আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপকারী ছিলেন যার প্রভাব সকলের উপর বিস্তার লাভ করেছে। সুতরাং নিক্ষেপটি একদিক থেকে রাসূল (সা:) এর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অপর দিকে এটি নফী হয়েছে এর প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে। যেন আল্লাহ তায়ালাই এর প্রকৃত নিক্ষেপকারী এবং রাসুল (সা:) এর নিকট থেকে নিক্ষেপ পাওয়া যায়নি।[১]

এগার. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ

যদি আল্লাহ জানতেন এদের মধ্যে সামান্য পরিমানও কল্যাণ আছে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে শুনতে উদ্বুদ্ধ করতেন।(কিন্তু কল্যাণ ছাড়া) যদি তিনি তাদের শুনাতেন তাহলে তারা নির্লিপ্ততার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিতো।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(ولو علم الله) فى هؤلاء الصم البكم (خيرا) أى انتفاعا باللطف،) (لأسمعهم) للطف بهم ... (ولو اسمعهم لتولوا) عنه يعنى : ولو لطف بهم لما نفع فيهم اللطف ، فلذلك منعهم ألطافه ـ أو ولو لطف بهم فصدقوا لا رتدوا بعد ذلك وكذبوا ولم يستقيموا ، وقيل : هم بنو عبد الدار بن قصى لم يسلم منهم إلا رجلان : مصعب بن عمير ، وسويد بن حرملة ـ وعن ابن جريج : هم المنافقون ، وعن الحسن : أهل الكتاب ـ

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭।

২. আল কুরআন, সূরা ৮ আনফাল, আয়াত-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা যদি এই অন্ধ ও বধিরদের ব্যাপারে কল্যাণের কথা জানতেন অর্থাৎ তারা অনুগ্রহ দ্বারা উপরকার লাভ করবে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে শুনাতেন। যদি তাদেরকে শুনাতেন তারা সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো। অর্থাৎ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেও তারা তা থেকে উপকার লাভ করতেন। এটাই হচ্ছে তাদের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করা। অথবা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলে তারা সত্যায়ণ করত এবং এর পরই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং তার উপর দৃঢ় থাকতো না। কেউ কেউ বলেন, তারা হলেন বনু আব্দুদ্দার ইবনে কুসাই। তাদের মধ্য থেকে দু'জন ছাড়া কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি। তারা হলেন, মুস'য়াব ইবনে উমাইর এবং সোয়াইদ ইবনে হারমালাহ। ইবনে জুরাইজ বলেন তারা হলেন মুনাফিক এবং হাসান বলেন তা আহলে কিতাব।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত বক্তব্য এর মাধ্যমে মু'তাযিলা আকীদাকে সূক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা তাদের মতে বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা এবং হক এবং বাতিল গ্রহণের ক্ষমতা তার অধীনে। যাতে আল্লাহ তায়ালা হস্তক্ষেপ করেন না।

বার. আল্লাহ তায়ালার বাণী- أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

তাহলে ভেবে দেখতো যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান? তোমরা কি সজাগ হবে না?[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : هو إلزام للذين عبدوا الأوثان وسموها ألهة تشبيها با الله ، فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق ، فكان حق الإلزام أن يقال لهم : أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ قلت : حين جعلوا غيرا الله مثل الله فى تسميته باسمه والعبادة له وسووا بينه وبينه ، فقد جعلوا الله تعالى من جنس المخلوقات وشبيها بها ، فأنكر عليهم ذلك بقوله (أفمن يخلق كمن لا يخلق) -

যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, যারা মূর্তিপূজা করে তারাই এ বিষয়টি আরোপ করেছে এবং তারা তাদের মূর্তিগুলোকে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাদৃশ্য করে ইলাহ বানিয়েছে।

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৯-২১০।

২. আল কুরআন, সূরা ১৬ নাহল, আয়াত-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

তারা যিনি সৃষ্টিকর্তা নন তাকে সৃষ্টিকর্তার স্থানে বসিয়েছেন। তাদের জন্য বলা যথার্থ যে, যিনি সৃষ্টি করেন এবং যিনি কিছুই সৃষ্টি করেন না তারা উভয়ই কি সমান? আমি বলব তারা গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালার নামে নাম করণ করছে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে তাকে সমান বানিয়েছেন। সুতরাং তারা আল্লাহ তায়ালাকে মাখলুকাত এর পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন- (أفمن يخلق كمن لا يخلق)।[১]

তের. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا - إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا

আর দেখো, কোনো জিনিসের ব্যাপারে কখনো একথা বলো না, আমি কাল এ কাজটি করবো। (তোমরা কিছুই করতে পারো না) তবে যদি আল্লাহ চান। যদি ভুলে এমন কথা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে সাথে সাথেই নিজের রবকে স্মরণ করো এবং বলো, আশা করা যায়, আমার রব এ ব্যাপারে সত্যের নিকটতর কথার দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(إلا ان يشاء الله) متعلق بالنهى لا بقوله : إنى فاعل ، لأنه لو قال كان معناه : إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله ، وذلك لا مدخل له فيه للنهى ، وتعلقه بالنهى على وجهين ، أحدهما : ولا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله، بأن يأذن لك فيه ، والثانى : ولا تقولنه إلا بأن أن شاء الله ، أى : إلا بمشيئة الله ، وهو فى موضع الحال يعنى : إلا متلبسا بمشيئة الله قائلا : إن شاء الله -

إلا ان يشاء الله নিষেধাজ্ঞার সাথে সম্পৃক্ত إنى فاعل এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা যদি বলে إنى فاعل كذا إلا أن يشاء الله এর অর্থ হয় আল্লাহ তায়ালা হস্তক্ষেপ ব্যতীত সে তা করতে পারে না। এটি নিষেধাজ্ঞা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। নিষেধাজ্ঞা এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়টি দুই ভাবে হতে পারে। যথা- ১. আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতীত এ কথা বিলবে না। যেন কথাটি

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৯।

২. আল কুরআন, সূরা ১৮ কাহাফ, আয়াত,২৩-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

বলার জন্য তার থেকে অনুমতি লাগবে এবং ২. আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া এই কথাটি বলবে না। এটা الحال এর অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ, أن شاء الله এর সাথে না মিলিয়ে কথাটি বলবে না।[১]

আল্লামা যামাখশারী উপরিউক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা থেকে মুতাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তা হলো বান্দা তার কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং সে কর্মের স্রষ্টা।

চৌদ্দ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

আর নিজের অন্তরকে তাদের সংগ লাভে নিশ্চিন্ত করো যারা নিজেদের রবের সন্তুষ্টির সন্ধানে সকাল-ঝাঁঝে তাঁকে ডাকে এবং কখনো তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরাবে না। তুমি কি পার্থিব সৌন্দর্য পছন্দ করো? এমন কোনো লোকের আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি কখনো উগ্র, কখনো উদাসীন।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(من أغفلنا قلبه) من جعلنا قلبه غافلا عن الذكر بالخذلان ، أو وجدناه غافلا عنه -

যাদের অন্তরকে আমি গাফেল করে দিয়েছি আমার স্মরণ থেকে তাদের ব্যর্থতার কারণে। অথবা আমি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে গাফেল অবস্থায়ই পেয়েছি।[৩]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের মাধ্যমে মু'তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করা চেষ্টা করেছেন। তা হলো এই যে, বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা। এ আয়াতে বান্দার কর্মকে ক্বালব বা অন্তরের প্রতি اسناد করা হয়েছে। এর অর্থ হলো তার অন্তরকে যখন আমি গাফেল অবস্থায় পেয়েছি তখন তার অন্তরকে গাফেল করার জন্য এটাই যথেষ্ট।

পনের. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৪।

২. আল কুরআন, সূরা১৮ কাহাফ, আয়াত-২৮।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আর সেদিনই (তোমার রব) তাদের কে ও ঘিরে আনবেন এবং তাদের উপাস্যদেরও আল্লাহকে বাদ দিয়ে আজ তারা যাদের পূজা করছে। তারপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন, "তোমরা কি আমার এ বান্দাদের গোমরাহ করেছিলে ? অথবা এরা নিজেরাই সহজ সরল সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল?" [১]

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

তারা বলবে, "পাক - পবিত্র আপনার সত্তা! আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের প্রভুরুপে গ্রহণ করার ক্ষমতাও তো আমাদের ছিল না কিন্তু আপনি এদের এবং এদের বাপ - দাদাদের খুব বেশী জীবনোপকরণ দিয়েছেন, এমকি এরা শিক্ষা ভুলে গিয়েছে এবং দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়েছে।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

و فيه كسر بين لقول من يزعم أن الله يضل عباده على الحقيقة ، حيث يقول للمعبودين من دونه : أأنتم أضللتموهم ، أم هم ضلوا بأنفسهم ؟ فيتبرءون من إضلالهم ويتسعيذون به أن يكونوا مضلين ، ويقولون : بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وأبائهم تفضل جواد كريم ، فجعلوا النعمة التى حقها أن تكون سبب الشكر ، سبب الكفر ونسيان الذكر ، وكان ذلك سبب هلاكهم ، فإذا برأت الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذى هو عمل الشياطين إليهم ، واستعاذوا منه ، فهم لربهم الغنى العدل أشد تبرئة وتنزيها منه ، ولقد نزهوه حين أضافوا إليه ألتفضل بالنعمة والتمتيع بها ، وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة ، فشرحوا الإضلال المجازى الذى أسنده الله تعالى إلى ذاته فى قوله ، (يضل من يشاء) ولو كان هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا : بل أنت أضللتهم -

যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে প্রকৃতপক্ষে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য এ আয়াতটি দাতভাঙ্গা জবাব। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপাস্যদেরকে যেন বলেন- তোমরা কি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে না কি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। তখন তারা নিজেদেরকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করবে এবং পথভ্রষ্ট করার থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তারা বলবে বরং তোমরাই তো তোমাদের পূর্বপুরুষদের অগ্রাধিকার দিয়েছিলে।

১. আল কুরআন, সূরা ২৫ ফোরকান, আয়াত, ১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং তাদের যে নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা উঁচিত ছিল তার পরিবর্তে কুফরীকে গ্রহণ করল এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেল এবং এটাই তাদের ধ্বংসের কারণ। যখন ফেরেশতা ও রাসূলগণ তাদেরকে পথভ্রষ্টকরার দূষ থেকে নিজেদেরকে নির্দোষ ও মুক্ত ঘোষণা করবেন এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তখন ন্যায়পরায়ণ ও অমূখাপেক্ষী আল্লাহ তায়ালাতো আরো কঠিনভাবে এই দোষ থেকে মুক্ত থাকবেন। তারা পরোক্ষ পথভ্রষ্টতাকে আল্লাহ তায়ালার জাতের দিকে সম্পর্কিত করে يضل من يشاء এই আয়াতের দ্বারা। যদি আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত পথভষ্টকারী হতেন তাহলে জবাব হতো بل أنت أضللتهم অর্থাৎ তোমরাই তাদের পথভ্রষ্ট করেছ।[১]

আল্লামা যামাখশারী এই বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা অমঙ্গল বা মন্দ কর্মের স্রষ্টা নন। বান্দাই তার কর্মের স্রষ্টা।

ষোল. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

এরা বলে: "দয়াময় আল্লাহ যদি চাইতেন (যে আমরা তাদের ইবাদত না করি) তাহলে আমরা কখনো পূজা করতাম না। এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এরা আদৌ জানে না , কেবলই অনুমানে কথা বলে।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

هما كفرتان أيضا مضمومتان إلى الكفرات الثلاث ، هما ، عبادتهم الملائكة من دون الله ، وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة الله ، كما يقول إخوانهم المجبرة -

আল্লামা যামাখশারী বলেন, এ দুটি তাদের কুফরী কথা। যা তৃতীয় কুফরীর সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হলো আল্লাহ বাদ দিয়ে ফেরেশতাদের ইবাদত করা এবং অপরটি হলো তাদের এই মর্মে ধারণা করা যে, তাদের ইবাদত সমূহ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। যেমনটি তাদের ভাই জাবরিয়াগণ মনে করেন।[৩]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭০।

২. আল কুরআন, সূরা যুখররুফ, আয়াত-২০।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরের মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

সতের. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

সমস্ত মানুষ একই পথের অনুসারি হয়ে যাবে যদি এই আশংকা না থাকত তাহলে যা

রা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরি করে আমি তাদের ঘরের ছাদ,[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التى كان يودى إليها التوسعة عليهم ، من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكم عليها ، فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام ؟ قلت : التوسعة عليهم مفسدة أيضا لما تؤدى إليه من الدخول فى الإسلام لأجل الدنيا ، والدخول فى الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين ، فكانت الحكمة فيما دبر ، حيث جعل فى الفريقين أغنياء، وفقرا على الغنى -

যদি তুমি বল যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কাফেরদের জন্য দুনিয়ার সামগ্রীক প্রসস্ত করে দিয়েছেন তাহলে কেন আল্লাহ তায়ালা মুসলমাদেরকে ইসলামের কারণে তাদের সামগ্রী প্রস্তস করে দেন না? আমি বলব, তাদের জন্য সরঞ্জাম বাড়িয়ে দেয়া তাদের ধ্বংস করা শামিল। কেননা এতে দুনিয়াবী কারণে তাদেরকে ইসলামে প্রবেশকরানোর দিকে ধাবিত হবে। দুনিয়াবী কারণে দ্বীনে প্রবশে করা একটি মুনাফেকী, এটাই হচ্ছে এর হেকমত। যেন আল্লাহ তায়ালা দুটি দলকে ধনী ও গরিব হিসেবে তৈরি করেন এবং গরিবকে ধনীর উপর বিজয় দান করেন।[২]

আঠার.আল্লাহ তায়ালার বাণী-

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

১. আল কুরআন, সূরা ২৩ যুখরুফ, আয়াত- ৩৩।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

তাদের পর আমি একের পর এক আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছি। তাদের সবার শেষে মারয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি , তাকে ইনজীল দিয়েছি এবং তার অনুসারীদের মনে দয়া ও করুণা সৃষ্টি করেছি। আর বৈরাগ্যবাদতো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমি এটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেইনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়ে নিয়েছে। তারপর সেটি যেভাবে মেনে চলা দরকার, সেভাবে মেনেও চলেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের প্রতিদান আমি দিয়েছি। তবে তাদের অধিকাংশই পাপী।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فاختاروا الرهبانية : ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان ... وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر : وابتدعوا رهبانية (ابتدعوها) يعنى : أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها -

তারা বৈরাগ্যকে নিজেদের জন্য পছন্দ করেছিল এবং তারা বৈরাগ্যকে নতুন পথ হিসেবে আবিষ্কার করেছিল। অর্থাৎ, তারা এটাকে নিজেদের মধ্য হতে উদ্ভাবন করেছিল।[২]

উল্লিখিত আয়াতে খ্রিষ্টান পাদ্রীদের কথা বলা হয়েছে। তারা বৈরাগ্যকে নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এর নির্দেশ দেননি। আল্লামা যামাখশারী উক্ত দলিল নিয়েছেন যে, মানুষর তার কাজের স্রষ্টা। যেমনটি খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ করেছিল।

উনিশ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই ফাসেক।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা হাদীদ, আয়াত-২৭।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮১।

৩. আল কুরআন, সূরা ৫৯ হাশর, আয়াত-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

نسوا حقه فجعلهم ناسين أنفسهم بالخذلان ، حتى لم يسعوا لها بما ينفعهم عنده أو فاراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهم - أو فأراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهم ، كقوله تعلى (لا يرتد إليهم طرفهم) .

তারা আল্লাহ তায়ালার হক্বকে ভুলে গিয়েছেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন করে দিলেন যে, তারা নিজেদেরই ভুলে গিয়েছে এমন কি তাদের জন্য যা উপকারী ঐরকম কাজের চেষ্টা করে না। অথবা তারা কিয়ামতের দিন তাদের নিজেদেরকে এমন দেখবে যে নিজেরাই নিজেদেরকে ভুলে যাবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- (لا يرتد إليهم طرفهم)[১]

বিশ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের এবং কেউ মু 'মিন। তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

يعنى فمنكم ات بالكفر وفاعل له ، ومنكم أت بالإيمان وفاعل له ... كقوله تعالى (و جعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب) ، (فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون) والدليل عليه قوله تعالى (والله بما تعلمون بصير) أى عالم بكفر كم وإيمانك الذين هما من عملكم -

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কুফরীকে গ্রহণ করবে এবং এর কর্তা হবে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমান গ্রহণ করেব এবং তার কর্তা হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- (و جعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب) ، (فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون) এর দলিল হলো- (والله بما تعلمون بصير) অর্থাৎ, তিনি তোমাদের ঈমান ও কুফরী সম্পর্কে জানেন যা তোমাদের আমলের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০৮।

২. আল কুরআন, সূরা ৬৩তাগাবুন, আয়াত-২।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উপরিউক্ত আয়াতের মাধ্যমে মু'তাযিলা আকীদা, 'বান্দা তার কাজের কর্তা' এ বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

একুশ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ- أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

তোমরা নীচু স্বরে চুপে চুপে কথা বলো কিংবা উচ্চাস্বরে কথা বলো (আল্লাহর কাছে দু"টো সমান) তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না ? অথচ তিনি সুক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় ভালভাবে অবগত।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(من خلق) الأشياء وحاله أنه اللطيف الخبير المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه ، وما بطن ، ويجوز أن يكون (من خلق) منصوبا بمعنى : ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله -

যিনি সৃষ্টি করেছেন সকল বস্তু এবং তার অবস্থাকে। তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছুর খবর রাখেন। তার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে বা গোপন আছে তা সবকিছু তার জ্ঞানে আছে। এরূপ অর্থ গ্রহণ করাও বৈধ যে, (من خلق) শব্দটি منصوب অবস্থায় আছে।[২]

বাইশ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا

আর আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না যে , পৃথিবীবাসীদের সাথে কোন খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে, নাকি তাদের প্রভু, তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চান?[৩]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

يقولون : لما حدث هذا الحادث من كثرة الرجم ومنع الاستراق ، قلنا : ما هذا إلا لأمر أراده الله بأهل الأرض ، ولا يخلو من أن يكون شرا أو رشدا أى خيرا من عذاب أو رحمة -

১. আল কুরআন, সূরা ৬৭মুলক, আয়াত-১৩-১৪।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৮০।

৩. আল কুরআন, সূরা ৭২ জ্বিন, আয়াত, ১০।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা আল্লামা যামাখশারী এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মন্দ কাজের সৃষ্টিকর্তা নন। যা মু'তাযিলাদের আকীদার অন্তর্ভুক্ত।[১]

তেইশ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ـ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ـ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا

মানুষ তার খাদ্যের দিকে একবার নজর দিক। আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি। তারপর যমীনকে অদ্ভুতভাবে বিদীর্ণ করেছি।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فلينظر الانسان كيف صببنا الماء وشققنا من شق الأرض بالنبات ، ويجوز أن يكون من شقها بلكراب على البقر، وأسند اشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب ـ

মানুষের দেখা উচিত যে, আমি কীভাবে পানিকে প্রবাহিত করেছি এবং উদ্ভিদে দ্বারা জমিনকে বিদীর্ণ করেছি, এটাও বলা যায় যে, জমিনকে চাষাবাদের মাধ্যমে বিদীর্ণ করেছি। আল্লাহ তায়ালা বিদীর্ণ শব্দটিকে নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন এ জন্য যে, কর্মকে তার কার্যকরণের দিকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে।[৩]

চব্বিশ. আল্লাহ তায়ালার বাণী- **فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ** অর্থাৎ এবং তিনি যা চান তাই করেন।[৪]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(فعال) خبر مبتدأ محذوف وإنما قيل فعال : لأن ما يريد ويفعل فى غاية الكثرة ـ

فعال শব্দটি উহ্য মুবতাদা এর খবর। যেন বলা হচ্ছে তিনি সকল কাজের কর্তা। কেননা যিনি

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬২৭।

২. আল কুরআন, সূরা ৮০ আবাছা, আয়াত, ২৪-২৬।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭০৪।

৪. আল কুরআন, সূরা ৮৫ বুরূজ, আয়াত, ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সকল কাজ সম্পাদন করেন যা তার ইচ্ছা। এর অর্থ হলো انه لا فاعل الا هو এখানে আল্লামা যামাখশারী আল্লাহ তায়ালাকে প্রকৃত কর্তা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।[১]

পঁচিশ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ـ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ـ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছে। নিসন্দেহে সফল হয়েছে সেই ব্যক্তির নফস যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে সে ব্যর্থ হয়েছে।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

ومنعى إلهام الفجور والتقوى : إفهامهما وإعقالهما ، وأن أحدهما حسن والاخر قبيح ، وتمكينه من اختيار ما شاء منهما ، بدليل قوله : (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) فجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما

তাকওয়া এবং পাপকে ইলহাম করার অর্থ হলো, এ বিষয়ে বুঝ দান করা ও জ্ঞানদান করা। এর একটি ভাল এবং অপরটি মন্দ। এর বাস্তবায়ন হবে ইচ্ছা অনুযায়ী। দলিল হলো- قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها সুতরাং তিনি তাকে পরিশুদ্ধ ও ধ্বংসের কর্তা বানিয়েছেন।[৩]

মু'তাযিলাদের আকীদা হলো বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা এবং সে তার ইচ্ছা ও কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন। ভাল ও মন্দ উভয় পথই আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে দেখিয়েছেন। সে তার স্বাধীন ইচ্ছায় নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে অথবা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লামা যামাখশারী এ আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৩৩।

২. আল কুরআন, সূরা ৯১ শামছ, আয়াত-৮-১০।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬০।

Dhaka University Institutional Repository

خلق افعال العباد এর জবাব

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা নন। আল্লাহ তায়ালাই সকল কর্মের স্রষ্টা। বান্দা এর كاسب বা উপার্জনকারী মাত্র। বান্দা যখন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করে আল্লাহ তায়ালা তখন তাকে ঐ কাজের ক্ষমতা প্রদান করেন বান্দা যেন এখানে كاسب বা উপার্জনকারী মাত্র।

এক. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক।[১]

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কোন কিছুকে এর থেকে বাদ দেয়া হয়নি। এখানে شَيْءٍ শব্দটি نكرة হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যা সাধারণত ব্যপকতা নির্দেশ করে। সকল সৃষ্টির ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য সংরক্ষিত।

দুই. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

হে লোকেরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর যেসব অনুগ্রহ রয়েছে সেগুলো স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন স্রষ্টা আছে , যে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয় ? তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা কোথা থেকে প্রতারিত হচ্ছো?[২]

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। এখানেও خَالِقٍ শব্দটি نكرة হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যা সাধারণত ব্যপকতা নির্দেশ করে। অর্থাৎ, অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা নেই।

তিন. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

১. আল কুরআন, সূরা ৩৯ আল যুমার, আয়াত-৬২।

২. আল কুরআন, সূরা ৩৫ ফাতির, আয়াত-৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন , তাঁরপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন। তাঁরপর তিনি তো তোমাদের মৃত্যু দান করেন , এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এ কাজও করে ? পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যে শিরক করে তাঁর বহু উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান।[১]

চার. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

কি ধরনের নির্বোধ লোক এরা! আল্লাহর শরীক গণ্য করে তাদেরকে , যা কোন জিনিস সৃষ্টি করেনি বরং নিজেরাই সৃষ্ট।[২]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়লা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। মানুষ কখনো সৃষ্টিকর্তার সমকক্ষ হতে পারে না।

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব উপাস্য তৈরি করে নিয়েছে যারা কোন জিনিস সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট , যারা নিজেদের জন্যও কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না, যারা না জীবন -মৃত্যু দান করতে পারে আর না মৃতদেরকে আবার জীবিত করতে পারে।[৩]

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কোন কিছুকে এর থেকে বাদ দেয়া হয়নি। এখানে شَيْئًا শব্দটি نكرة হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যা সাধারণত ব্যপকতা নির্দেশ করে। সকল সৃষ্টির ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য সংরক্ষিত।

১. আল কুরআন, সূরা ৩০ রুম, আয়াত-৪০।

২. আল কুরআন, সূরা ৭ আরাফ, আয়াত-১৯১।

৩. আল কুরআন, সূরা ২৫ ফুরকান, আয়াত-৩।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক।[১]

সাত. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

এ মুশরিকরা বলে , "আল্লাহ চাইলে তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত আমরাও করতাম না , আমাদের বাপ-দাদারাও করতো না এবং তাঁর হুকুম ছাড়া কোনো জিনিসকে হারামও গণ্য করতো না।" এদের আগের লোকেরাও এমনি ধরনের বাহানাবাজীই চালিয়ে গেছে। তাহলে কি রসূলদের ওপর সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব আছে?[২]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগূতের বন্দেগী পরিহার করো। " এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং কারোর ওপর পথভ্রষ্টতা চেপে বসেছে। তারপর পৃথিবীর বুকে একটু ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।[২]

আল্লাহ তায়ালা সকল কাজের স্রষ্টা এবং সকল ক্ষমতা উৎস। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার অন্য কোন শরীক নেই। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য উপাস্যদের সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতা নেই। সুতরাং তাদের উপাসনা পাবার কোন অধিকার নেই। আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন মানুষকে তাগুতের পথ থেকে আল্লাহ তায়ালার দিকে নিয়া আসার জন্য এবং গোমরাহী থেকে হেদায়েতের পথে নিয়া আসার জন্য। মানুষকে কর্মের সৃষ্টিকর্তা ধরলে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক করা হয়। তাই মুতাযিলাদের আকীদা সঠিক নয়।

১. আল কুরআন, সূরা ৩৯ আয যুমার, আয়াত-৬২।

২. আল কুরআন, সূরা ১৬ নাহল, আয়াত-৩৫-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

আট. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

এ তো আল্লাহ তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সবকিছুর তিনিই স্রষ্টা। কাজেই তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো। তিনি সবকিছুর তত্বাবধায়ক।[১]

নয়. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

প্রথম বারে যেমন তারা এর প্রতি ঈমান আনেনি ঠিক তেমনিভাবেই আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি এদেরকে এদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মধ্যে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।[২]

আল্লাহা তায়ালা কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন মুতাযিলাগণ বিষয়টিকে রুপকঅর্থে ব্যবহার করেছে। আমাদের মতে বিষয়টি حقيقة তবে আল্লাহ তায়ালা কারোর জুলুমকারী নন। আল্লাহ তায়ালা কাফেদের বার বার অবাধ্যতা ও কুফরীর কারণে তাদের অন্তরের উপরে আবরণ করে দিয়েছেন। এটাই ন্যায়পরায়নতা। উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এই বিষয়টি বোঝা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ তোমরা মূসার সেই কথাটি স্মরণ করো যা তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন। “হে আমার কাওমের লোক, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা ভাল করেই জানো যে, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল।এরপর যেই তারা বাঁকা পথ ধরলো অমনি আল্লাহও তাদের দিল বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ কাফেকদের হিদায়াত দান করেন না।

দশ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

১. আল কুরআন, সূরা ৬ আনআম, আয়াত-১০২।

২. আল কুরআন, সূরা ৬ আনআম, আয়াত-১১০।

Dhaka University Institutional Repository

এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশ ও পৃথিবীর রব কে ? বলো আল্লাহ! তারপর এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আসল ব্যাপার যখন এই তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন মাবুদদেরকে নিজেদের কার্যসম্পাদনকারী বানিয়ে নিয়েছো যারা তাদের নিজেদের জন্যও কোন লাভ ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না ? বলো অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান হয়ে থাকে ? আলো ও আঁধার কি এক রকম হয়? যদি এমন না হয়, তাহলে তাদের বানানো শরীকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তারাও সৃষ্টি ক্ষমতার অধিকারী বলে সন্দেহ হয়েছে? বলো, প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তিনি একক ও সবার ওপর পরাক্রমশালী।[১]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালাই কল্যাণ ও অকল্যাণের স্রষ্টা। কাফেরগণ এর উপাস্যরা আল্লাহ তায়ালার মতো কোন কিছুর সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

এগার. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন। তারপর ওপরের দিকে লক্ষ করলেন এবং সাত আকাশ বিন্যস্ত করলেন তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।[২]

বার. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

এতো হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি, এখন আমাকে একটু দেখাও তো দেখি অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে ? আসল কথা হচ্ছে এ জালেমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে।[৩]

তের. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

১. আল কুরআন, সূরা ১৩ আর রাদ, আয়াত-১৬।

২. আল কুরআন, সূরা ২আল বাকারা, আয়াত, ২৯।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩১ লোকমান, আয়াত, ১১।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ আল্লাহই তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যে জিনিসগুলো তৈরি করো তাদেরকেও।”১

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের আমলগুলোকেও সৃষ্টি করেছেন। আয়াতে وَمَا تَعْمَلُونَ বলে মানুষের সকল প্রকার আমলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল কর্মের সৃষ্টিকর্তা। ম‘তাযিলাগণ যা মনের করেন তা ভ্রান্ত। মু‘তাযিলাদের আকীদা উক্ত আয়াতের পরিপন্থী।

চৌদ্দ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ـ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ـ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। এরপরও কেন তোমরা মানছো না ? তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যে শুক্র তোমরা নিক্ষেপ করো তা দ্বারা সন্তান সৃষ্টি তোমরা করো, না তার স্রষ্টা আমি?[২]

আল্লাহ তায়ালা উপরিউক্ত আয়াতে মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আল্লাহ তায়ালাই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষের সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতা নেই, বিষয়টি উক্ত আয়াতে স্পষ্ট হয়েছে। কেননা মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ কোন কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। মানুষ শুধু চেষ্টা করতে পারে এবং আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার অধীনে সে কাসেব বা অর্জনকারী মাত্রা।

পনের. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

তাহলে ভেবে দেখতো যিনি সৃষ্টি করেন এবং যে কিছুই সৃষ্টি করে না তারা উভয় কি সমান? তোমরা কি সজাগ হবে না[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ৩৭ আস সফফাত, আয়াত, ৯৬।

২. আল কুরআন, সূরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া, আয়াত, ৫৭-৫৯।

৩. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ষোল. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব , যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি নিজের কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হন। তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন তারপর রাতের পেছনে দিন দৌড়িয়ে চলে আসে। তিনি সূর্য , চন্দ্র ও তারকারাজী সৃষ্টি করেন। সবাই তাঁর নির্দেশের আনুগত।জেনে রাখো , সৃষ্টি তারই এবং নির্দেশও তাঁরই। আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী তিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রতিপালক।[১]

সতের. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

সে আল্লাহই (যিনি তোমাদের জন্য এসব করেছেন) তোমাদের রব , সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তোমাদেরকে কোন্ দিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে? [২]

আল্লামা যামাখশারী সূরা বাকারার সাত নং আয়াতে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ، الختم ، الطبع এ শব্দগুলোর অর্থকে রূপকভাবে (مجازى) গ্রহণ করেছেন। তিনি বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন এগুলো স্বাভাবগত ভাবে আরোপিত নয়। আমাদের মতে এগুলো কাফেরদের সত্য পথকে গ্রহণ না করা, কুফরী এবং সীমালংঘন করার কারণে তার প্রতিদান স্বরূপ তাদের উপর আরোপিত হয়েছে। এটাই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ন্যায়পরায়নতা ও কল্যাণ।[৩]

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে আমরা পবিত্র কুরআনে দেখতে পাই, আল্লাহ তায়ালা বলেন : كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ না, কখনো এরূপ নয়, তারা বরং যা অর্জন করেছে, তা তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়েছে।[৪]

১. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আরাফ, আয়াত, ৫৪।

২. আল কুরআন, সূরা ৪০ (গাফের) আল মুমিন, আয়াত, ৬২।

৩. হাফেজ ইমাদুদ্দীন আবীল ফীদাহ ইসমাঈল ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনীল আযীম, (বৈরুত : মাকতাবাতু দারুসসালাম, ১৪১৩ হি./১৪৯২ খ্রি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯।
৪. আল কুরআন, সূরা ৮৩ আল মুতাফফীফিন, আয়াত-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

শেষ পর্যন্ত তাদের অংগীকার ভংগের জন্য , আল্লাহর আয়াতের ওপর মিথ্যা আরোপ করার জন্য , নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং "আমাদের দিল আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত " তাদের এই উক্তির জন্য (তারা অভিশপ্ত হয়েছিল) ফলে তারা খুব অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে।[২]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কুরতুবী বলেন- وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال : (بل طبع الله عليها بكفرهم) অর্থাৎ এই উম্মত এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা الختم والطبع শব্দগুলো তার নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন কাফেরদের কুফরীর প্রতিদান হিসেবে।[৩] যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-(بل طبع الله عليها بكفرهم)

আল্লামা ইবনে জারির বলেন : والحق فى ذلك عندى ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر ، صقل قلبه ، فإن زاد زادت. قلبه ن فذلك الران الذى ذكره الله فى كتابه : (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) অর্থাৎ, এই বিষয়ে প্রকৃত সত্য হচ্ছে যার দৃষ্টান্ত আমরা হাদীসের মাধ্যমে পাই। রাসূল (সা:) বলেছেন যখন কোন মু'মিন কোন পাপ কাজ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে সে যদি তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে

১. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত-১৫৫।

২. আল কুরআন, সূরা ৪৩ যুখররুফ, আয়াত-৭৬।

১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর আল আনসারী আল আনদুলুসী আল কুরতবী, *আল জামি' লি আহকাম আল কুরআন*, (বৈরুত : দারইহইয়া আল তুরাছ আল আরবী, তা: বি:), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে তার অন্তর পরিস্কার হয়ে যায়।[১] এটাই হলো অন্তরের মরিচা। যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-(كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) ।

উক্ত বিষয়য়ে প্রমাণ হিসেবে একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো :

قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ»

হযরত হুযাইফা (রা:) বলেন, আমি রাসূল্লাহ্ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মানুষের অন্তরে অবিরত একটির পর একটি ফিতনা আসতে থাকবে, যেভাবে চাটাই বুনার সময় এর পাতাগুলো একাধারে আসতে থাকে। ফলে যে অন্তর তা গ্রহণ করবে তার মধ্যে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর তা গ্রহণ করবে না তার মধ্যে একটি সাদা দাগ পড়ে যাবে। অবশেষে অন্তর দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একটি হবে মর্মর পাথরের মতো স্বচ্ছ ও সাদা। আসমান ও যমীন যতদিন টিকে থাকবে কোনো প্রকারের ফিতনাই তার ক্ষতি করতে পারবে না। আর কালো দাগ পড়া অন্তরটি হবে উপুড় হওয়া কলসীর মতো। ভালকে ভাল হিসেবে এবং মন্দকে মন্দ হিসেবে তারতম্য করার যোগ্যতা তার থাকবে না। ফলে যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করবে।[২]

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের প্রমাণের পেক্ষিতে বলা যায় যে, মুতাযিলাদের আকীদা সঠিক নয়। মানুষের কাজের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে মানুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করলে আল্লাহ তাকে সে অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করেন। এটাই আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা। কেননা তাদের মতে বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা নন। আল্লাহ তায়ালাই সকল কর্মের স্রষ্টা। বান্দার এর كاسب বা উপার্জনকারী মাত্র। বান্দা যখন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করে আল্লাহ তায়ালা তখন তাকে ঐ কাজের ক্ষমতা প্রদান করেন বান্দা যেন এখানে كاسب বা উপার্জনকারী মাত্র।

১. ইবন জারীর আল তাবারী, *জামি' আল-বায়ান ফী- তাফসীর আই আল করআন*, (মিসরঃইসা আল হালাবী, ১৩৭৩ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭।

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু রাফ'উল আমানাতি, হাদীস নং, ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

শাফা'য়াত সাব্যস্ত হবে না :

মু'তাযিলাদের মতে, কবীরা গুনাহকারী পাপীদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন শাফা'য়াতের ব্যবস্থা থাকবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন এবং এ জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন এবং অন্যায় কাজে থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যায় ও পাপ কাজের শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। পরকালীন প্রতিদান দেয়া ওয়াজিব না হলে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণ থাকেন না এবং তিনি ওয়াদা খেলাফ কারী সাবস্ত হবেন। পাপীর জন্য সুপারিশের ব্যবস্থা থাকলে এটা তাকে পুরস্কৃত করার নামান্তর।

আল্লামা যামাখশারী তার কাশশাফ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাফায়াতকে অস্বীকার করেছেন। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় শাফায়াত সাব্যস্ত হবে না মর্মে দলিল পেশ করেছেন।

এক. আল্লাহ তায়ালা বলেন :

واتقوا يوما لا تجرى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون -

"আর ভয় কর সে দিনকে যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল করা হবে না এবং কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও গৃহীত হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।"[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : هل فيه دليل على أن الشفاعة لاتقبل للعصاة؟ نعم لأ تقضى نفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أو ترك، ثم نفى أن يقبل منها شفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة - فإن قلت : الضمير فى (ولا يقبل منها) إلى أى النفسين يرجع؟ قلت إلى الثانية العاصية غير المجزى عنها ، وهى التى لا يؤخذ منها عدل . ومعنى لا يقبل منها شفاعة : إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منها. ويجوز أن يرجع إلى النفس الأولى ، على أنها لو شفعت لها لم تقبل شفاعتها ، كما لا تجزى عنها شيئا -

"অর্থাৎ, যদি তুমি বল, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে পাপীদের জন্য শাফায়াত সাব্যস্ত না হওয়ার কোন দলিল আছে কি? আমি বলবো, হ্যাঁ। কেননা উল্লিখিত আয়াতে নিষেধাজ্ঞাটির দাবি হলো একজন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উপকারে আসবে না। অতঃপর কোন সুপাশির কারীর সুপারিশ গ্রহণ হবে

১. আল কুরআন,সূরা ২ বাকারা, আয়াত- ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

করা হবে না মর্মে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় পাপীদের জন্য শাফায়াত গ্রহণ করা হবে না। যদি তুমি প্রশ্ন কর (ولا يقبل منها) উল্লিখিত আয়াতের জমীরটি দুইটি নফস نفس عن نفس এর কোন নফসটির প্রতি নির্দেশিত হয়েছে। আমি বলব দ্বিতীয় নফসের প্রতি নির্দেশিত হয়েছে অর্থাৎ যার পক্ষ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। এর অর্থ হলো তার পক্ষে কোন শাফায়াত গ্রহণ করা হবে না। যদি কোন সুপারিশকারী তার পক্ষে সুপারিশ করেন, তাহলেও তার সুপাশি গ্রহন করা হবে না। জমীরটি প্রথম নফস এর প্রতি নির্দেশি হওয়াও বৈধ। তথা তার জন্য সুপারিশ করা হলেও তার সুপারিশ কবুল করা হবে না। যেমনিভাবে তার পক্ষ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না।"[১]

দুই. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো , সেই দিনটি আসার আগে, যেদিন কেনাবেচা চলবে না, বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না এবং কারো কোন সুপারিশও কাজে আসবে না। আর জালেম আসলে সেই ব্যক্তি যে কুফরী নীতি অবলম্বন করে।[২]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন :

وإن أردتم أن يحط عنكم ما فى ذمتكم من الواجب - لم تجدوا شفيعا يشفع لكم فى حط الواجبات ، الأن الشفاعة ثمة فى زيادة الفضل لا غير -

অর্থাৎ যদি তুমি নিজের দায়িত্বে কারো জন্য শাস্তি কমিয়ে আনতে চাও তার কোন সুপারিশকারী পাবে না। কেননা শাফায়াতটা শুধুমাত্র অনুগ্রহ এর অতিরিক্ত বিষয়।[৩]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, পাপীদের জন্য কোন শাফায়াত সাব্যস্ত হবে না।

১. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

২. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত- ২৫৪।

৩. আল্লামা যামাখশারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

তাদের এ কর্মপদ্ধতির কারণ হচ্ছে এই যে , তারা বলেঃ ''জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শও করবে না। আর যদি জাহান্নামের শাস্তি আমরা পাই তাহলে তা হবে মাত্র কয়েক দিনের।'' তাদের মনগড়া বিশ্বাস নিজেদের দীনের ব্যাপারে তাদেরকে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

ذلك : التولى والإ عراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب ، وطمعهم فى الخروج من النار بعد أيام قلائل، كما طمعت المجبرة والحشوية -

অর্থাৎ আয়াতে ذلك দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা পরকালে শাস্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তারা শাস্তি থেকে পালাতে চাচ্ছে এবং তারা নির্দিষ্ট কোন দিন পর্যন্ত দোযখের আগুন ভোগ করার পর সেখান থেকে বের হওয়ার আশা পোষণ করছে। যেমনভাবে জাবরিয়া এবং হাশবিয়াগণ আশা পোষণ করে থাকে"[২]

উক্ত ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী জাবরিয়া এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে তাদের সাথে তুলনা করেছেন এবং শাফায়াতকে অস্বীকার করেছেন। এছাড়া তিনি পাপী মু'মিনদের পরকালে ক্ষমা না করার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন। হাশবিয়া বলতে তিনি আহলি সুন্নাত ওয়াল যামায়াতকে বুঝিয়েছেন, যারা পরকালে শাফায়াতকে সাব্যস্ত হওয়া বিশ্বাস করে থাকেন।

চার. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো। তাদেরকে আশার ছলনায় বিভ্রান্ত করবো। আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা পশুর কান ছিঁড়বেই। আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতিতে রদবদল করে ছাড়বেই। যে ব্যক্তি আল্লাহকে

১. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত- ২৪।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১/৩৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

বাদ দিয়ে এই শয়তানকে বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়েছে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

ولأمنينهم الأمانى الباطلة : من طول الأعمار، وبلوغ الأمال ، ورحمة الله للمجرمين بغير توبة ، والخروج من النار بعد دخلولها بالشفاعة، ونحو ذلك ـ

অর্থাৎ আমি তাদেরকে ভ্রান্ত ও বাতিল আশার ছলনায় বিভ্রান্ত করব। যেমন দীর্ঘজীবন লাভ করা, দীর্ঘ আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা, তাওবা ব্যতীত মৃত্যু বরণকারী পাপীদের জন্য আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করা এবং জাহান্নামে প্রবেশ করার পর শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার আশা পোষণ করা এবং অনুরূপ বিষয়াবলি।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের মাধ্যেমে শাফায়াতকে অস্বীকার করেছেন এবং শাফায়াতের আশা পোষণকারী দেরকে বিভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি শাফায়াতের উপর বিশ্বাসকে ভ্রান্ত আশার ছলনা বলে আখ্যা দিয়েছেন।

পাঁচ. আল্লাহ তায়ারা বাণী :

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

তুমি যাকে যাকে পারো তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে পদস্খলিত করো, তাদের ওপর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ চালাও, ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে আটকে ফেলো , আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়,[৩]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

وعدهم المواعيد الكاذبة من شفاعة الالهة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة ، وتسويف التوبة ومغفرة الذنوب بدونها والاتكال على الرحمة ، وشفاعة الرسول فى الكبائر والخروج من النار بعد أن بصيروا حمما ـ

১. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত- ১১৯।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৬।

৩. আল কুরআন, সূরা ১৭ বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, তাদেরকে মিথ্যার প্রতিশ্রুতি দাও যথা মহান আল্লাহ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ্য থেকে শাফায়াতের ব্যবস্থা থাকা, তাওবা ছাড়াই আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়া, আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে বসে থাকা এবং দোযখের আগুনে পুড়ে কয়লা হওয়ার পরও রাসূলের সুপারিশের ভিত্তিতে কবীরা গুনাহকারীদের দোযখ থেকে বের হওয়া।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লামা যামাখশারী শাফায়াতের আশা পোষণ করাকে শয়তানের মিথ্যার প্রতিশ্রুতি বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং কবীরা গুনাহকারী মু'মিন দোযখের আগুন থেকে বের হতে পারবে না বলে আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। রাসূল (সা:) এর শাফায়াতও কবীরা গুনাহকারীর পক্ষে কোন কাজে আসবে না। এটিই মু'তাযিলাদের আকীদা যা আল্লামা যামাখশারী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

ছয়. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

এ কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো এবং আমরা তোমাদের গুনাহখাতাগুলো নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেবো , অথচ তাদের গুনাহখাতার কিছুই তারা নিজের ওপর চাপিয়ে নেবে না, তারা ডাহা মিথ্যা বলছে।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

هذا قول صناديد قريش : كانوا يقولون لمن أمن منهم : لا نبعث نحن ولا أنتم ، فإن عسى كان ذلك فإنا تحمل عنكم الإثم ـ وترى فى المتسمين بالإسلام من يستن بأولئك (كفار قريش) فيقول لصاحبة إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم : افعل هذا إليه فى عنقى، ومنه ما حيكى أن أبا جعفر المنصمر ـ رفع إليه بعض أهل الحشو حوائجه، فلما قضاها قال : يا أمير المؤمنين ، بقيت الحاجة العظمى، قال : وما هى؟ قال شفاعتك يوم القيامة ، فقال له عمر بن عبيد رحمه الله : إياك وهؤلاء ، فإنهم قطاع الطريق فى المأمن ـ

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৮।

২. আল কুরআন, সূরা ২৯ আল আনকাবুত, আয়াত, ১২।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, আয়াতের ব্যক্তটি কুরাইশ নেতাদের বক্তব্য। তারা তাদের অনুসারীদের বলত আমরা পুনারায় জীবত হব না এবং তোমরাও হবে না। যদি এমন কিছু হয় তাহলে তোমাদের পাপগুলো আমরা বহন করে নিবো। অনুরূপ বক্তব্য আমরা ইসলাম নামদারি ব্যক্তিদের মধ্যে দেখতে পাই। যখন তারা তার সাথীদেরকে পাপ কাজে উদ্ধুদ্ধ করে বলে, এটা করে যাও এর পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে তথা এর দায়িত্ব আমি নিবো। এরকম অনেক ব্যক্তি তার মুর্খতার কারণে প্রতারিত হন। যেমন একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, আবু জাফর আল মুনসুর এর দরবারে কিছু আহলুল হাশবিয়া (আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত) লোক তাদের প্রয়োজনে গমণ করল। তাদের কাজ শেষ হওয়ার পর তারা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকী রয়েছে। তিনি বললেন, সেটা কি? তারা বলল কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত। তখন আমর ইবনে উবায়েদ (রঃ) বললেন এ সকল লোকদের থেকে দূরে থাকুন।[১]

উক্ত আয়াতে আল্লামা যামাখশারী কাফের নেতাদের কর্তৃক তাদের অনুসারীদের পাপের বোঝা বহনের প্রতিশ্রুতিকে কিয়ামতের দিন মুসলমানদের পক্ষে শাফায়াতের সমতুল্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ, কাফের নেতারা যেমনিভাবে তাদের অনুসারীদের পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন মুসলমানদের জন্য সুপারিশ সাবস্ত্য হবে না। উভয়টিই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।

সাত. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

وأنذربه الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ، ولى ولا شفيع لعلهم يتقون -

"আপনি সতর্ক করুন এ কুরআন দিয়ে তাদেরকে যারা ভয় করে যে, তাদের একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে এমন অবস্থায় যে, তারা ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। আশা করা যায় তারা সতর্ক হবে।[২]

উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে মুতাযিলাগণ শাফা'আত সাব্যস্ত হওয়াকে অস্বীকার করেন। শাফা'য়াত সাব্যস্ত হলে অনেক পাপীকেও পুরস্কৃত করার সম্ভাবনা তৈরি হবে। যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারক এবং তিনি কারো উপর জুলুম করবেন না।

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪।

২. আল কুরআন, সূরা ৬ আন'আম, আয়াত-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(وأنذربه الذين يخافون أن يحشروا) إما قوم داخلون فى الإسلام مقرون بالبعث إلا أنهم مفرطون فى العمل فيذرهم بما يوحى إليه - (ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع) فى موضع الحال من يحشروا ، بمنعى يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعا لهم -

অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে সর্তক করুন যারা ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং পুনরুত্থান বিশ্বাস করে কিন্তু তারা আমলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল তাদেরকে আপনি কুরআন দ্বারা সর্তক করুন। তাদের জন্য কোন অভিভাবক এবং সুপারিশকারী থাকবে না। الحال এর অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ হাশরের যখন তাদেরকে একত্রিত করা হবে তখন তাদের কোন সুপারিশ থাকবে না। এর অর্থ হলো তারা কিয়ামতের দিন তারা কোন সাহায্যকারী এবং সুপারিশকারী ছাড়া একত্রিত হওয়ার বিষয়ে ভয় করছে।[১]

উক্তরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা শাফায়াতকে অস্বীকার করেছেন। কেননা শাফায়াত হলো বেহেশতবাসীদের জন্য অতিরিক্ত পাওনা। কোন পাপী বা কোন জাহান্নামী ব্যক্তির জন্য কোন প্রকার সুপারিশ কাজে আসবে না।

আট. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

যেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যে ঠিক কথা বলবে, সে ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

هما شريطتان : أن يكون المتكلم مأذونا له فى الكلام، وأن يتكلم بالصواب فلا) يشفع لغير تضى ، لقوله - تعالى (لا يشفعون إلا لمن ارضى)

অর্থাৎ, এখানে দুটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্তটি হলো متكلم বা সুপারিশকারীকে অনুমতি প্রাপ্ত হতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি হলো সে সঠিক কথা বলবে।

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬।

২. আল কুরআন, সূরা নাবা, আয়াত, ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং তারা আল্লাহ তায়ালার নিকট অপছন্দনীয় লোকদের জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তারা সুপারিশ করতে পারবে না তাদের ছাড়া যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়েছেন।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াত দ্বারা কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তির জন্য সুপারিশ সাব্যস্ত হবে এ মর্মে দলিল পেশ করেছেন। কেননা কবীরা গুনাহকারীর উপর আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট। আল্লাহ তায়ালার অনুমতি এবং সন্তুষ্টি ছাড়া কারো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। পাপী ব্যক্তি যেহেতু আল্লাহ তায়ালার লা'নত প্রাপ্ত তাই তার জন্য কোন সুপারিশকারী থাকবে না এবং কেহ সুপারিশ করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এর পক্ষ থেকে জবাব :

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে কিয়ামতের দিন শাফায়াত সাব্যস্ত হবে। কুরআন ও হাদীসের দলিল দ্বারা তারা শাফায়াত সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, শাফাতায়াত সাব্যস্ত হবে। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতগণ আল্লাহ তায়ালার রহমতের জন্য আশাবাদী। তারা মনে করেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং ছালেহীনগণ কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার অধিকার পাবেন। আল্লাহ তায়ালা সুপারিশ করার অনুমতি দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করবেন। আমরা নিম্নে কুরআন ও হাদীসের দলিল উপস্থাপন করছি।

আল্লামা যামাখশারী যে সকল দলিল উপস্থাপন করেছেন তার মধ্যে শাফায়াত সাব্যস্ত হবে না মর্মে যে আয়াতগুলো পেশ করেছেন তার মুলত সর্তকতা এবং ধমক হিসেবে বলা হয়েছে। আমরা কুরআন ও অন্যান্য হাদীস থেকে দেখতে পাই যে, একত্ববাদী পাপী মু'মিনদের সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

আল্লামা যামাখশারী সূরা বাকারা ৪৮ নং আয়াত উল্লেখ করেছেন। আয়াতের মধ্যে واتقوا يوما শব্দটি রয়েছে। এখানে يوما শব্দটি نكره বা অনির্দিষ্টি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা কিয়ামতের দিন হিসাবের সময়কাল অনেক দীর্ঘ হবে। এর মধ্যে কিছু সময় বা কোন কোন সময় শাফায়াতের জন্য নির্ধারিত থাকবে। যে সময়টা হলো নবী রাসূলগণের জন্য প্রতিশ্রুত সময়। কেননা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী কিয়ামত এবং হিসাবের সময়কাল ৫০ হাজার বছর হবে। পবিত্র কুরআনের বাণী-

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ - لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ - مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ - تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ
وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

এক প্রার্থনাকারী আযাব প্রার্থনা করেছে যে আযাব কাফেরের জন্য অবধারিত। তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি উর্ধারোহণের সোপনসমূহের অধিকারী ফেরেশতারা এবং রূহ তার দিকে উঠে যায় এমন এক দিনে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।[১]

১. আল কুরআন. সূরা ৭০ আল মায়া'রিজ, আয়াত, ১-৪।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কিয়ামতের দিন হাশর, হিসাবানিকাশ, পুলসিরাত, মিজান, ডান বা বাম হাতে আমল নামা প্রদানের বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

তারপর যখনই শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে , তখন তাদের মধ্যে আর কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্কে থাকবে না এবং তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেসও করবে না।[১]

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

তারা একে অপরকে (পৃথিবীতে অতিবাহিত) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে।[২]

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ - وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ - وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

যখন প্রাণসমূয়হকে (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে। যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? যখন আমলনামাসহ খুলে ধরা হবে।[৩]

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ ওজন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো। ফলে কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্যতম জুলুম হবে না। যার তিল পরিমাণও কোনো কর্ম থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যথেষ্ট।[৪]

১. আল কুরআন, সূরা ২৩ মু'মিনুন, আয়াত, ১০১।

২. আল কুরআন. সূরা ৫২ তুর, আয়াত, ২৫।

৩. আল কুরআন, সূরা ৮১ তাকবীর, আয়াত, ৭-১০।

৪. আল কুরআন, সূরা ২১ আম্বিয়া, আয়াত,৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ـ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ـ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ـ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

সে দিন তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। ডান দিকের লোক। ডান দিকের লোকদের (সৌভাগ্যের) কথা আর কতটা বলা যাবে। ৯) বাম দিকের লোক বাম দিকের লোকদের (দুর্ভাগ্যের) পরিণতি আর কি বলা যাবে।১০) আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই।[১]

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

যেদিন তোমরা ঈমানদার নারী ও পুরুষদের দেখবে , তাদের ‘নূর’ তাদের সামনে ও ডান দিকে দৌড়াচ্ছে। (তাদেরকে বলা হবে) “আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ। ” জান্নাতসমূহ থাকবে যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই বড় সফলতা।[২]

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

সেদিন মুনাফিক নারী পুরুষের অবস্থা হবে এই যে , তারা মু’মিনদের বলবেঃ আমাদের প্রতি একটু লক্ষ কর যাতে তোমাদের ‘নূর’ থেকে আমরা কিছু উপকৃত হতে পারি। কিন্তু তাদের বলা হবেঃ পেছনে চলে যাও। অন্য কোথাও নিজেদের ‘নূর’ তালাশ কর। অতপর একটি প্রাচীর দিয়ে তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তাতে একটি দরজা থাকবে। সে দরজার ভেতরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে আযাব।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ৫৬ ওয়াকিয়াহ. আয়াত, ৭-১০।

২. আল কুরআন, সূরা ৫৭ হাদীদ, আয়াত, ১২।

৩. আল কুরআন, সূরা ৫৭হাদীদ, আয়াত, ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا - اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

প্রত্যেক মানুষের ভালমন্দ কাজের নিদর্শন আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি লিখন , যাকে সে খোলা কিতাবের আকারে পাবে। পড়ো, নিজের আমলনামা, আজ নিজের হিসেব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।[১]

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ - إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

সে সময় যাকে তার আমলনামা ডান হতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমি জানতাম, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।[২]

আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ

আর এদেরকে একটু থামাও, এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে।[৩]

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ - وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ -

আর যার আমলনামা তার বাঁ হাতে দেয়া হবে সে বলবেঃ হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়া না হতো এবং আমার হিসেব যদি আমি আদৌ না জানতাম তাহলে কতই না ভাল হত।[৪]

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ - ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ - ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ

১. আল কুরআন, সূরা ১৭ বানী ইসরাঈল, আয়াত, ১৩-১৪ ।

২. আল কুরআন, সূরা ৬৯ হাক্কাহ, আয়াত, ১৯-২০ ।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩৭ সাফ্ফাত, আয়াত, ২৪ ।

৪. আল কুরআন, সূরা ৬৯ হাক্কাহ, আয়াত, ২৫-২৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

(আদেশ দেয়া হবে) পাকড়াও করো ওকে আর ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো এবং সত্তর হাত লম্বা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো।[১]

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে আমরা হাশর, হিসাবনিকাশ, পুলসিরাত, মিজান, ডান অথবা বাম হাতে আমল নামা, জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণের বিষয়গুলো বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হবে বলে প্রমাণিত হয়। সুতরাং পুরো সময়কাল জুড়ে শাফায়াত সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয়। শাফায়াতের জন্য নির্ধারিত সময়েই আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে নবী-রাসূল, শহীদ, সিদ্দীক এবং ছালেহীনগণ সুপারিশ করার সুযোগ পাবেন। সুতরাং শাফায়াত সাব্যস্ত হবে না মর্মে আল্লামা যামাখশারীর বক্তব্য যথাযর্থ নয়।

পবিত্র কুরআনে শাফায়াতের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন। শাফায়াতের বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালার অনুমতি প্রার্থনা তথা আল্লাহ তায়ালার অনুমতি সাপেক্ষে শাফায়াত সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন তাদেরকে শাফায়াত করার অধিকার প্রদান করবেন। শাফায়াত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

এক. আল্লাহর তায়ালার বাণী :

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

আর হে মুহাম্মাদ ! তুমি এ অহীর জ্ঞানের সাহায্যে তাদেরকে নসিহত করো যারা ভয় করে যে , তাদেরকে তাদের রবের সামনে কখনো এমন অবস্থায় পেশ করা হবে যে , সেখানে তাদের সাহায্য-সমর্থন বা সুপারিশ করার জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বশালী) থাকবে না। হয়তো (এ নসিহতের কারণে সতর্ক হয়ে) তারা আল্লাহভীতির পথ অবলম্বন করবে।[২]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় শাফায়াতের মূল কর্তৃক ও ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার নিকট সংরক্ষিত থাকবে। শাফায়াতকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়নি। কাদের জন্য শাফায়াত করা হবে এবং কারা শাফায়াত করার অধিকার পাবেন তা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করবেন। শাফায়াত সাব্যস্ত হবে না এরকম বক্তব্য কুরআনের আয়াত থেকে বোধগম্য নয়।

দুই. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ

১. আল কুরআন, সূরা ৬৯ হাক্কাহ, আয়াত, ৩০-৩২

২. আল কুরআন, সূরা ৬ আনআম, আয়াত, ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

আসলে তোমাদের রব সেই আল্লাহই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে তারপর শাসন কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং বিশ্ব -জগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছেন। কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) এমন নেই, যে তার অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করতে পারে। এ আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব। কাজেই তোমরা তারই ইবাদত করো।- এরপরও কি তোমাদের চৈতন্য হবে না?[১]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে শাফায়াত করা যাবে। আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতিত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। কিন্তু শাফায়াতকে অস্বীকার করা হয়নি।

তিন. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

আল্লাহই আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই এবং নেই তার সামনে সুপারিশকারী, তারপরও কি তোমরা সচেতন হবে না?[২]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা হাতেই শাফায়াতের কর্তৃত থাকবে। তাঁর ইচ্ছাতেই শাফায়াতের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দেওয়া হবে। শাফায়তকে অস্বীকার করা হয়নি।

চার. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করছে তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না , উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। হে মুহাম্মাদ ! ওদেরকে বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমিনেও না! ” তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি পাক - পবিত্র এবং তার উর্ধে।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত-৩।

২. আল কুরআন, সূরা ৩২ সাজাদাহ, আয়াত-৪।

৩. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত-১৮।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মূর্তিপূজারীদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। মূর্তিপূজারীগণ তাদের মূর্তিগুলোকে আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশকারী মনে করত। অথচ মূর্তিগুলোর কারো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা নেই। এখানে আল্লাহ তায়ালা সুপারিশ করার বিষয়ে মূর্তিগুলোর অক্ষমতার কথা তুলে ধরেছেন।

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

আর সেই দিনকে ভয় করো , যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না , কারো থেকে ফিদিয়া (বিনিময়)গ্রহণ করা হবে না , কোন সুপারিশ মানুষের জন্য লাভজনক হবে না এবং অপরাধীরা কোথাও কোন সাহায্য পাবে না।[১]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিনের ভয়াভহ অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। সেদিন কারো পাপের বোঝা কেউ বহন করবে না। কারো পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। এবং কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশ কাজে আসবে না।

ছয়. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যা কিছু ধন-সম্পদ দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো ,- সেই দিনটি আসার আগে , যেদিন কেনাবেচা চলবে না , বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না এবং কারো কোন সুপারিশও কাজে আসবে না। আর জালেম আসলে সেই ব্যক্তি যে কুফরী নীতি অবলম্বন করে। [২]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদেরকে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় সম্পদ ব্যয়ের কথা বলেছেন। কেননা কিয়ামতের দিন এই সম্পদ পাপের প্রায়াশ্চিত্য অথবা শাস্তি লঘু করার জন্য কোন প্রকার কাজে আসবে না এবং কাফেরদের জন্য কোন সুপারিশ কাজে আসবে না। আয়াতের শেষে আল্লাহ তায়ালা কাফেরগণই যালিম কথাটি বলে এর প্রতি ইংঙ্গিত দিয়েছেন।

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত, ১২৩।

২. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত, ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সাত. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

যে ব্যক্তি কল্যাণ ও সৎকাজের সুপারিশ করবে , সে তা থেকে অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি অকল্যাণ ও অসৎকাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে অংশ পাবে। আর আল্লাহ সব জিনিসের প্রতি নজর রাখেন।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুপারিশ করাকে একটি উত্তম কাজ বলে অভিহিত করেছেন এবং শাফায়াতকে দুটি ভাগে উল্লেখ করেছেন। যথা, শাফায়াতে হাসানা তথা উত্তম শাফায়াত এবং শাফায়াতে সাইয়্যেয়াহ তথা মন্দ শাফায়াত। নবী, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ এবং ছালেহীনগণ যে সুপারিশ করবেন তা হলো উত্তম শাফায়াত। আর কাফেরগণের পক্ষে যে সুপাশির করা হবে তা হলো মন্দ শাফায়াত। আয়াতে উল্লেখিত দ্বিতীয় প্রকারের শাফায়ত কোন কাজে আসবে না।

আট. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

সে সময় রহমানের কাছ থেকে অনুমতি হাসিল করেছে তার ছাড়া আর কারো সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না।[২]

উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা শাফায়াতকে শাফায়াতকে সাব্যস্ত করেছেন। উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা নেককার বান্দাদেরকে সুপারিশ করার ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। পবিত্র কুরআনে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا - ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে তাদের সহযোগী হবে ,যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। মানুষ যাদের সংগ লাভ

১. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত, ৮৫।

২. আল কুরআন, সূরা ১৯ মরিয়ম, আয়াত,ও ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারে তাদের মধ্যে এরা কতই না চমৎকার সংগী। আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া এই হচ্ছে প্রকৃত অনুগ্রহ এবং যথার্থ সত্য জানার জন্য একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।[১]

নয়. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

সেদিন সুপারিশ কার্যকর হবে না, তবে যদি করুণাময় কাউকে অনুমতি দেন এবং তার কথা শুনতে পছন্দ করেন।[২]

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমেও শাফায়াত সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। শাফায়াত সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে উক্ত আয়াতে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমটি হলো আল্লাহ তায়ালা যাকে অনুমতি প্রদান করবেন, তিনিই সুপারিশ করতে পারবেন। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যার কথার উপর সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ তায়ালা সৎ বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন মর্মে বিভিন্ন আয়াতে দেখতে পাই।

قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

তখন আল্লাহ বলবেন , এটি এমন একটি দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকৃত করে।ত তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগান যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।[৩]

পবিত্র কুরআনে আরো অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে থেকে যারা সবার আগে ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে এবং যারা পরে নিষ্ঠা সহকারে তাদের অনুসরণ করছে আল্লাহ তাদের

১. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত, ৬৯-৭০।

২. আল কুরআন, সূরা ২০ তাহা, আয়াত, ১০৯।

৩. আল কুরআন, সূরা, আল ৫ মায়েদা, আয়াত, ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরী করে রেখেছেন যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা তার মধ্যে থাকবে চিরকাল। এটাই মহা সাফল্য।[১]

পবিত্র কুরআনে আরো অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমরা কখনো এমন দেখতে পারে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তারা এমন লোকদের ভাল বাসছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করেছে। তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র অথবা ভাই অথবা গোষ্ঠীভুক্ত হলেও তাতে কিছু এসে যায় না। আল্লাহ এসব লোকদের হৃদয়-মনে ঈমান বদ্ধমুল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' দান করে তাদের শক্তি যুগিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রেখো আল্লাহর দলের লোকেরাই সফলকাম।[২]

পবিত্র কুরআনে আরো অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

তাদের পুরষ্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব সে ব্যক্তির জন্য যে তার রবকে ভয় করে।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ৯ আত তাওবা, আয়াত, ১০০।

২. আল কুরআন, সূরা ৫৮ আল মুজাদালাহ, আয়াত, ২২।

৩. আল কুরআন, সূরা ৯৮ আল বাইয়্যেনা, আয়াত, ৮।

Dhaka University Institutional Repository

দশ. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

আর যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ শাফায়াত করার অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহর কাছে তার জন্য ছাড়া আর কার জন্য কোন শাফায়াত উপকারী হতে পারে না। এমনকি যখন মানুষের মন থেকে আশংকা দূর হয়ে যাবে তখন তারা (সুপারিশকারীদেরকে) জিজ্ঞেস করবে , তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, ঠিক জবাব পাওয়া গেছে এবং তিনি উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম।[১]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা শাফায়াতে বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং যাদের জন্য শাফায়াত করা হবে তাদের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, শাফায়াতের অধীকার লাভকারীগণ নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না। যাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে শুধু তাদের জন্যই শাফায়াত করা যাবে এবং তারাই শাফায়াত থেকে উপকার লাভ করবে।

এগার. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

বলো, সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইখতিয়ারাধীন। আসমান ও যমীনের বাদশাহীর মালিক তিনিই। তোমাদেরকে তারই দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।[২]

উপরোক্ত আয়াতে শাফায়াতকে আল্লাহ তায়ালার ইখতিয়ারাধীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শাফায়াতকে অস্বীকার করা হয়নি।

বার. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

এরা তাকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকে তারা শাফায়াতের কোন ইখতিয়ার রাখে না। তবে যদি কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দান করে।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ৩৪ সাবা, আয়াত, ২৩।

২. আল কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার, আয়াত- ৪৪।

১. আল কুরআন, সূরা ৪৩ যুখরুফ, আয়াত-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য উপাস্যদের শাফায়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। তবে জ্ঞানের ভিত্তিতে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দানকারীদেরকে তা থেকে পৃথক করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জ্ঞানের ভিত্তিতে ন্যায় ও সত্যের সাক্ষ্য দানকারীদের শাফায়াত গ্রহণ করা হবে। তারা হলেন, নবী রাসূল ও শহীদগণ।

তের. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ

তাঁকে বাদ দিয়ে কি আমি অন্য উপাস্য বানিয়ে নেবো ? অথচ যদি দয়াময় আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে লাগবে না এবং তারা আমাকে ছাড়িয়ে নিতেও পারবে না।[১]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত অন্য উপাস্যদের শাফায়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার নিকট তাদের সুপারিশ কোন প্রকার কাজের আসবে না বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং নেককার বান্দাদের শাফায়াত আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে সাব্যস্ত হবে।

চৌদ্দ. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ

আসমানে তো কত ফেরেশতা আছে যাদের সুপারিশও কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন।[২]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালার সৎ বান্দাগণ ছাড়াও ফেরেশতাগণ সুপারিশ করবেন। তবে ফেরেশতাগণের সুপারিশও আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তায়ালা যে বান্দার উপর সন্তুষ্ট হবেন ফেরেশতাগণের সুপারিশ তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

পনের. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

১. আল কুরআন, সূরা ৩৬ ইয়াসিন, আয়াত, ২৩।

২. আল কুরআন, সূরা ৫৩ নাজম, আয়াত, ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

যারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করেছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণায় নিক্ষেপ করেছে তাদেরকে পরিত্যাগ করো। তবে এ কুরআন শুনিয়ে উপদেশ দিতে ও সতর্ক করতে থাকো, যাতে কোন ব্যক্তি নিজের কর্মকাণ্ডের দরুন ধ্বংসের শিকার না হয়, যখন আল্লাহর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য কোন রক্ষাকারী , সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না , আর যদি সে সম্ভাব্য সকল জিনিসের বিনিময়ে নিষ্কৃতি লাভ করতে চায় তাহলে তাও গৃহীত হবে না। কারণ, এ ধরনের লোকেরা তো নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ধরা পড়ে যাবে। নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির বিনিময়ে তারা পান করার জন্য পাবে ফুটন্ত পানি আর ভোগ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১]

উপরোক্ত আয়াতে কাফেরদের কথা বুঝানো হয়েছে। যারা তাদের দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং পরকালকে অস্বীকার করে কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষে কোন সুপারিশকারী থাকবে না। সকল উপায় উপকরণের বিনিময়েও তারা জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ - وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي
تُؤْوِيهِ - وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ

অথচ তাদেরকে পরস্পরে দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখা হবে। অপরাধী সেদিনের আযাব থেকে মুক্তির বিনিময়ে তার সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রীকে, ভাইকে, এবং তাকে আশ্রয়দানকারী জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর আপনজনকে| এমনকি,পৃথিবীর সবকিছুই দিতে চাইবে।[২]

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, কিয়ামতের দিন শাফায়াত সাব্যস্ত হবে। শাফায়াতের মূল কর্তৃত্ব আল্লাহ তায়ালার হাতেই ন্যাস্ত থাকবে। তিনি যাদেরকে সুপারিশ করার অধিকার দিবেন এবং যাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন তারাই সুপারিশ করতে পারবে এবং সুপারিশ থেকে উপকার লাভ করতে পারব। শাফায়াত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মু'তাযিলাগণের আকীদা সঠিক এবং যথাযর্থ নয়। নিম্নে আমরা শাফায়াত সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে হাদিস থেকে দলিল উপস্থাপন করছি :

১. আল কুরআন, সূরা ৬ আনআম, আয়াত-৭০।

২. আল কুরআন, সূরা ৭০ মায়'আরিজ, আয়াত- ১১-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

শাফায়াত সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে হাদীস থেকে দলিল :

এক. কিয়ামতের দিন শাফাআ'তের ব্যবস্থা থাকার এবং তাওহীদ বিশ্বাসীগন জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবেন :

أبى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل ألجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار ألنار ثم يقول أنظروا من وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فأخرجوه فيخرجون منها حمماقد أمتحشوا فيلقون فى نهر الحياة أوالحيا فينبتون فيه كماتنبت الحبة الى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা:) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছায় তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতবাসীকে জান্নাতে প্রবেম করাবেন, এবং জাহান্নামীকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর বলবেন : তোমরা দেখো, যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে দোযখ থেকে বের করে আন। তারা এমন কিছু লোককে সেখান থেকে বের করে আনবে, যারা অগ্নিদগ্ধ হয়ে কালো কয়লার মত হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে 'নহরে হায়াত' নামে ঝর্ণায় ঠেলে দেয়া হবে। সেখান থেকে তারা তরুতাজা হয়ে অঙ্কুরিত হবে। তোমরা কি দেখনি স্যাঁৎস্যাতে স্থানে বীজ অংকুরিত হয়! এগুলো প্রথমে হলুদ বর্ণের এবং ঘুমন্ত অবস্থায় বের হয়ে আসে।১

দুই. عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فاماتهم أماتة حتى اذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجىءبهم ضبائر ضبابر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل ياأهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الجنة تكون فى حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية -

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসীরা (মুশরিক ও কাফির) সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেওনা। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যারা নিজেদের অপরাধের দরুন দোযখে যাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে মারবেন যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তারা কয়লার মতো হয়ে যাবে।

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, (অনু. মাওলানা আফলাতুন কায়সার, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯২ খ্রি.) ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর তাদের জন্যে সুফারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। এরপর তাদেরকে পৃথকভাবে দলে দলে আনা হবে এবং বেহেশতের নহরের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে। তারপর বলা হয়, যে জান্নাতবাসীগণ, এদের ওপর পানি বর্ষণ করো। অতঃপর তারা এমনভাবে তরতাজা ঘাসের মতো সজীব হয়ে ওঠবে, যেভাবে প্রবাহমান স্রোতের ধারে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এ সময় উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে এ ব্যক্তি বলে উঠলো, মনে হয় রাসূল (সা:) বনে-জঙ্গলেও অবস্থান করতেন।[১]

তিন. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى لأعلم أخر أهل النار خروجا منها وأخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له أذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل اليه أنها ملأى فيرجع فيقول يارب وجدتها ملأى فيقول الله تبارك وتعالى له أذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل اليه أنها ملأى فيرجع فيقول يارب وجدتها ملأى فيقول الله له أذهب فادخل الجنة فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو ان لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخربى أو أتضحك بى وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى لله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة -

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন : জাহান্নাম থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত সর্বশেষ ব্যক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তিকে আমি অবশ্যই জানি। সে এমন এক ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বা হেঁচড়িয়ে বের হয়ে আসবে। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন : যা, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। তিনি (নবী সা:) বলেছেন : এ ব্যক্তি জান্নাতের কাছে আসলে, তার ধারণা হবে যে, তাতো পূর্ণ হয়ে গেছে। সেখানে কোনো স্থান নেই তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রভু, আমিতো তা সম্পূর্ণ ভর্তি পেয়েছি। আল্লাহ তায়ালা আবার তাকে বলবেন : যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাকে দুনিয়ার মতো এবং তার দশগুণ দেওয়া হলো। অথবা তিনি বলেছেন, তোমাকে পৃথিবীর দশগুণ দেয়া হলো। অতঃপর সে বলবে, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? অথবা সে বলবে, আপনি কে আমার সাথে উপহাস করছেন? অথচ আপনি হচ্ছেন সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। বর্ণনাকারী বলেন, এসময় আমি রাসূল (সা:) কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেছেন : এ হবে সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী।১

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৬৬।

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

চার. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى لأعرف أخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له أنطلق فأدخل الجنة قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد اخذوا المنازل فيقال له أتذكر الرمان الذى كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمن فيتمنى فيقال له لك الذى تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فال فيقول أتسخر بى وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه -

আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে বের হয়ে আসা ব্যক্তিকে আমি চিনি। সে হামাগুড়ি দিয়ে দোযখ থেকে বের হয়ে আসবে। তাকে বলা হবে, যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। নবী (সা:) বলেন : সে গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে দেখবে, লোকেরা স্ব স্ব স্থান অধিকার করে আছে। (আ কোন খালি জায়গা নেই)। অতঃপর তাকে বলা হবে, আচ্ছা সে যুগের দোযখের শাস্তি) কথা তোমার স্মরণ আছে কি? সে বলবে, হ্যাঁ, মনে আছে। তাকে বলা হবে, তুমি কি পরিমাণ জায়গা চাও তা আকাঙ্খা করো। সে আকাঙ্খা করবে, তখন তাকে বলা হবে, তুমি যে পরিমাণ আকাঙ্খা করেছো তা এবং দুনিয়ার দশগুণ জায়গা তোমাকে দেয়া হলো। এ কথা শুনে সে বলবে, আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? অথচ আপনি হলেন সর্ব শক্তিমান'। বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, এ সময় আমি রাসূল (সা:) কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে।[১]

পাঁচ. عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أى رب قد منى الى هذه الشجرة أكون فى ظلها وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن ادم ما يصرينى منك الى أخر الحديث وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا فاذا انقطعت به الأمانى قال الله هو لك وعشرة أمثاله قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطى أحد مثل ما أعطيت -

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সবচেয়ে কম মর্যাদার বেহেশতী হবে তার মুখখানি আল্লাহ তা'আলা দোযখের দিক থেকে ফিরিয়ে বেহেতের দিকে করে দেবেন এবং তার জন্যে

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষ দাঁড় করাবেন। সে বলবে, হে আমার প্রভু, আমাকে ঐ গাছের নিকটে পৌছিয়ে দিন। আমি আর এ ছায়ায় আশ্রয় নেব। এ হাদীসের অবশিষ্ট অংশ, ইবনে মাসউদ (রা:) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে আল্লাহ তা'আলা যে বলবেন, "হে আদম সন্তান, আমার নিকট তোমার চাওয়া কবে নাগাদ শেষ হবে?" শেষ পর্যন্ত এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। অবশ্য এ বর্ণনায় আরো আছে : এটা ওটা চাওয়ার জন্যে আল্লাহ তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন আর যখন তার সমস্ত আকাঙ্খা শেষ হয়ে যাবে, তখন তাকে বলবেন: তুমি যা কামনা করেছো তা এবং আরো দশগুণ বেশী তোমাকে দেয়া হলো। অতঃপর সে ব্যক্তি তার জান্নাতের গৃহে প্রবেশ করবে এবং তার কাছ টানা টানা চোখ বিশিষ্ট দু'জন হুর তার স্ত্রী হিসাবে। তারা বলবে, সেই আল্লাহর জন্য সমস্থ প্রশংসা যিনি তোমাকে আমাদের জন্যে এবং আমাদেরকে তোমার জন্যে নির্ধারিত করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর সে ব্যক্তি বলবে, আমাকে যা কিছু দান করা হয়েছে, অনুরূপ আর কাউকে প্রদান করা হয়নি।[১]

ছয়. قال سأل موسى ربه مأدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجى بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أى رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخفوانهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال فى الخامسة رضيت رب فيقول هذالك عشرة أمثاله ولك ماشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه فى كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس مأخفى لهم من قرة أعين الاية

উল্লেখিত সনদগুলোতে মুগীরা ইবনে শো'বা (রা:) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন: মূসা (রা:) তার রবকে জিজ্ঞেস করলেন: একজন নিম্ন শ্রেণীর বেহেশতীর কিরূপ মর্যাদা হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন : সমস্ত জান্নাতবাসীকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তাকে বলা হবে, যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে, হে প্রভু, এখন ওখানে গিয়ে কি করবো? প্রত্যেক ব্যক্তিই তো স্ব স্ব স্থান ও যা যা নেওয়ার তা নিয়ে ফেলেছে। আমি ওখানে গিয়ে কিছুই তো পাবো না। তখন আল্লাহ

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৭১।

Dhaka University Institutional Repository

বলবেন: তুমি কি এত সন্তুষ্ট হবে যে, দুনিয়ার যেকোন বাদশার রাজ্যের সম পরিমাণ এক রাজত্ব তোমাকে দেয়া হবে? সে বলবে, আমি সন্তুষ্ট, হে আমার প্রভু, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তোমাকে তা দেয়া হল এবং তার দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ, তার দ্বিগুণ দেয়া হল। পঞ্চম বারে সে ব্যক্তি বলবে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, হে আমার পরওয়ারদিগার। অতঃপর তিনি বলবেন : তোমাকে তা দেয়া হলো এবং তার দশগুণ পরিমাণ দেয়া হলো। আর তোমাকে তাও দেয়া হলো, যা তোমার মন চায় ও চোখে ভাল লাগে। সে ব্যক্তি বলবে, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। মূসা (আ:) বলবেন : সর্বোচ্চ শ্রেণী বেহেশতীর মর্যাদার কিরূপ হবে? মহান আল্লাহ তায়ালা বললেন : এরা সেই সমস্ত লোক যাদেরকে আমি নিজের হাতে মার্যাদার স্থানে উন্নীত করেছি এবং এর ওপর মোহর করে দিয়েছে। তাদেরকে এমন কিছু প্রদান করা হবে যা কোন চোখে কখনো দেখনি, কোন কান কখনো শুনেনি, এমনকি কোনো অন্তর তা কল্পনাও করতে পারেনি। বর্ণনাকারী বলেন : এর প্রমাণে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কিতাবে রয়েছে ঃ “তাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নেই”[১] -সূরা সাজদা : ১৭।

সাত. عن أبى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى لأعلم أخر أهل الجنة دخولا الجنة واخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وأرفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكروهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فان لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه -

আবু যার (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন : জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি এবং জান্নাহাম থেকে বের হয়ে আসা সর্বশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি জানি। কিয়ামাতের দিন তাকে (আল্লাহর সম্মুখে। উপস্থিত করা হবে। বলা হবে, এ ব্যক্তির সমস্ত ছোট ছোট গুণাহগুলো তার সামনে উপস্থি করো। আর বড় বড় গুণাহ তুলে নাও (তা গোপন রাখো)। অতঃপর ছোট ছোট গুনাহগুলো তার সামনে উপস্থি করা হবে। তাকে

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৭২।

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি অমুক দিন এই এই এবং অমুক দিন এই এই (গুণাহের) কাজ করেছিলে? সে বলবে হাঁ। তার অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকবে না। বরং তার বড় বড় গুনাহগুলো উপস্থাপন করা হয় না কি সেজন্য ভীত সন্ত্রস্তহয়ে পড়বে। অতঃপর তাকে বলা হবে, যাও, তোমার প্রত্যেকটি গুণাহের স্থলে তোমাকে নেকী দেয়া হলো। (এ ব্যাপার দেখে তার অন্তরে বিরাট আশার সঞ্চার হবে)। তখন সে বলবে, হে পরোয়ারদিগার, আমি তো আরো কিছু কাজ (?) করেছিলাম সেগুলো তো আজ এখানে উপস্থিত দেখছিনা। আবু যার (রা:) বলেন, এ সময় আমি রাসুল (রা:) কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।[১]

আট. أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا أنظر أى ذلك فوق الناس قال فتد عى الأمم بأوثانها وما كانت تعيد فالأول ثم يأتين ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون تنظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى تنظر اليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل أنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضو أنجم فى السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا اله الاالله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشىء فى السيل ويذهب حراقه ثم يسال حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها ـ

আবু যুবাইর (রা:) বলেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) কে বলতে শুনেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল- কিয়ামাতের দিন লোকেরা কিভাবে আসবে। তিনি বলেছেন, কিয়ামাতের দিন আমরা এভাবে আসব (তিনি ঘাড় উঁচু করে দেখালেন)। অতপর অন্যান্য জাতির লোকদেরকে তাদের উপস্য সমেত ডাকা হবে। প্রথমে একদল আসবে অতঃপর আরেক দল আসবে। অতপর আমাদের প্রতিপালক এসে জিজ্ঞেস করবেন : তোমরা (উম্মাতে মুহাম্মাদী) কার অপেক্ষায় আছ? তারা বলবে, আমরা আমাদের প্রভুর অপেক্ষা করছি। তখন তিনি বলবেন : আমিই তোমাদেন রব। তারা বলবে, আমরা আপনাকে

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

দেখব। অতঃপর আল্লাহ এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন যে, তিনি হাসছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হবেন এবং তারাও তাঁর অনুগমণ করবে আর প্রত্যেকের সাথে দেয়া হবে নূর বা আলো, চাইসে মুনাফিক হোক কিংবা মু'মিন। অতঃপর তারা সে আলোর পেছনেই অনুগমন করবে। পুলসিরাতের ওপর রয়েছে লোহার আংটা এবং চওড়া বাঁকা কাঁটা। আল্লাহ যাকে চাইবেন তাতে তাকে আটঁকিয়ে রাখবেন। এরপর মুনাফিকদের আলো নিভে যাবে এবং মু'মিনরা মুক্তি পাবে। সর্বপ্রথম যে দলটি নাজাত পাবে, তাদের মুখমন্ডল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো। সংখ্যায় তারা হবে সত্তর হাজার। তাদের কোন হিসাব নিকাশ নেয়া হবে না। এদের পরপরই যে দল অতিক্রম করবে, তাদের চেহারা হবে, আকাশের তারার মত উজ্জ্বল। তারপর পর্যায়ক্রমে লোক মুক্তি পেতে থাকবে। অতঃপর আসবে সুপারিশ করার পালা। বরং তাদের জন্যে সুপারিশ করা হবে (যারা জাহান্নামে চলে গেছে নিজেদের খারাপ কাজের দরুন)। অবশেষে সে ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে অন্তত : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান রয়েছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখের রাখা হবে এবং বেহেশতবাসীগণ তাদের ওপর পানি ছিটাবেন। ফলে তারা প্রবাহমন পানির ধারে ঘাসের মতো সজীব হয়ে উঠবে। আর তাদের থেকে আগুণের পোড়া। দাগ সমূরে দূরীভূত হয়ে যাবে। পরে তারা আল্লাহর নিকট কিছু চাইবে, শেষ নাগাদ তাদেরকে দেয়া হবে এক পৃথিবী ও এর সাথে অনুরূপ দশগুণ।[১]

নয়. حدثنى يزيد الفقير قال كنت قد شغفنى رأى من رأى الخوارج فخرجنا فى عصابة ذوى عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فاذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس الى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له ياصاحب رسول الله ماهذا الذى تحدثون والله يقول انك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فماهذ الذى تقولون قال فقال أتقرأ القران قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام يعنى الذى يبعثه االله فيه قلت نعم قال فأنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود ألذى يخرج الله به من يخرج قال ثم نعم وضع الصراط ومر الناس عليه قال واخاف أن لا اكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعنى فيخرجون كأنهم عيدان

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

السماسم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ماخرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم -

ইয়াযীদুল ফকীর বলেন, খারেজীদের একটি কথা আমরা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। (কবীরা গুণাহকারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আর যে একবার দোযখে যাবে সে আর কখানো তা থেকে বের হতে পারবেনা। এ হল খারেজীদের আকীদা)। আমরা একদল লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। ইচ্ছা ছিল, হজ্জ শেষে উল্লেখিত আকীদা প্রচার করে বেড়াবো। আমরা মদীনায় পৌছেই দেখলাম জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (লা:) একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে বসে লোকদেরকে রাসুল (সা:) এর হাদীস শুনাচ্ছেন। তিনি (বর্ণনাকারী ইয়াযীদ) বলেন, জাবির (রা:) তাঁর বর্ণনায় দোযখ বাসীদের প্রসঙ্গও আলোচনা করলেন। তাঁকে বললাম, হে রাসূল (সা:) এর সাথী, আপনারা কি ধরণের হাদীস বর্ণনা করছেন, অথচ আল্লাহ তা'আলার বাণী : "হে মা'বুদ, 'তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছ, তাকে বাস্তবিকই বড় অপমান ও লজ্জায় নিক্ষেপ করেছ"- (সূরা আল ইমরান : ১৯২)। "তারা যখনই জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে চেষ্ট করবে, তখনই তাদেরকে ধাক্কাদিয়ে সেখানে ঠেলে দেয়া হবে- (সূরা সাজদাহ : ২০)। আর আপনি এটা কি কথা বলছেন? জাবির (রা:) বললেন, তুমি কি কুরআন মাজীদ পাঠ করো? আমি বললাম, হ্যাঁ, পাঠ করি। তিনি বললেন, তুমি কি মুহাম্মদ (সা:) এর মাকামে মাহমূদের কথা শুনেছ যেখানে যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে (কিয়ামাতের দিন) পৌঁছাবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি। তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা:) এর মাকামে মাহমূদ হচ্ছে সে স্থান ও মর্যদা, যার মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দোযখ থেকে বের করে আনবেন। ইয়াযীদ বরেন, অতঃপর তিনি (জাবির রা:) পুলসিরাত সংস্থাপনের বিবরণ ও তার ওপর দিয়ে মানুষের গমনাগমনের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমি এ সম্পর্কে সব কথা পুরোপুরি স্মরণ রাখতে পারিনি। তবে তিনি এ কথা বলেছেন যে, কিছু সংখ্যক লোক, যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল পরে তাদেরকে ওখান থেকে এমন অবস্থায় বের করে আনা হবে যেন তারা আবলুস কাঠ। অর্থাৎ তারা জ্বলে-পুড়ে অংগার হয়ে বের হবে। তিনি বলেন : অতঃপর তারা জান্নাতের এক নহরে দিকে চলে যাবে এবং তাতে গোসল করবে। অতঃপর তারা সেখান থেকে ধবধবে সাদা কাগজের ন্যায় হয়ে বের হবে। ইয়াযীদুল ফকীর বলেন, আমরা সেখান থেকে ফিরে আসলাম এবং বললাম, তোমরা (খারেজীরা) ধ্বংস হও। তুমি কি মনে করো এ বৃদ্ধ (বুজর্গ) লোকটি (অর্থাৎ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা:) রাসূল (সা:) এর ওপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেন? অতঃপর আমরা হজ্জ সমাপন করে বাড়ি ফিরে আসলাম, কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে শুধু মাত্র এক ব্যক্তি ছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

সবাই আমাদের পূর্ব আকীদা (খারেজী মতবাদ) পরিত্যাগ করলাম। 'আবু নূআঈম এরূপই বর্ণনা করেছেন।[১]

দশ. حدثنا أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله الا الله وكان فى قلبه من الخير مايزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله الا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة تخرج من النار من قال لا له الا الله وكان فى قلبه من الخير مايزن ذرة زاد أبن منهال فى روايته قال يزيد فلقت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم بالحديث الا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صحف فيها أبو بسطام

আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেন, নবী রাসূল (সা:) বলেছেন : দোযখ থেকে এমন ব্যক্তিকে বের করে আনা হবে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে বার্লি পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) রয়েছে। অতঃপর এমন ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে এক গম পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে। তারপর এমন ব্যক্তিকে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে, যে লা-ইলাহা -ইল্লাল্লা বলেছে এবং তার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে। ইবনে মিনহালের বর্ণনায় আরো আছে- "ইয়াযীদ বলেছে, আমি শো'বার সাতে সাক্ষাৎ করে হাদীসটি তাঁকে বর্ণনা করি। শো'বা বললেন, এ হাদীসটি কাতাদা আমাদেরকে আনাস ইবনে মালিক (রা:) এর সুত্রে নবী রাসূল (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে শো'বা 'যাররাতিন' এর স্থলে বলেছেন 'যুরাতিন' (চানা বুট)। ইয়াযীদ বলেছেন, এটা আবু বাসতাম অর্থাৎ শো'বার ভ্রান্তি।২২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৮৫।[২]

এগার. حدثنا معبد بن هلال العنزى قال انطالقنا الى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا اليه وهو يصلى الضحى فاستأذن لنا ثابت فد خلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له ياأبا حمزة إن اخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم الى بعض فيأتون أدم قيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم يابراهيم عليه السلام فانه خليل الله فيأتون ابراهيم فيقول لست لها ولكن

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৮০।

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৮৫।

عليكم بموسى عليه السلام فانه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن
عليكم بعيسى عليه السلام فانه روح الله وكلمته فيؤتى عيس فيقول لست لها ولكن
عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربى
فيؤذن لى فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الان يلهمنيه الله ثم أخرله
ساجدا فيقال لى يامحمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب
أمتى أمتى فيقال أنطاق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من ايمان
فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع الى ربى فأحمده بتلك المحامد ثم أخرله ساجدا
فيقال لى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أمتى
أمتى فيقال لى أنطلق فمن كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فأخرجه منها
فأنطلق فأفعل ثم أعود الى ربى فأحمد بتلك المحامد ثم أخرله ساجدا فيقال لى
يامحمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يارب أمتى أمتى
فياقال لى انطلق فمن كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان
فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل هذا حديث أنس الذى أنبأنابه فخرجنا من عنده فلما
كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا الى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف فى دار أبى
خليقة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يأبا سعيد جئنا من عند أخيك أبى
حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه فى الشفاعة قال هيه فحدثناه الحديث فقال هيه
قلنا مازادنا قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة هو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما
أدرى أنسى الشيخ أوكره أن يحدثكم فتتكلوا قلنالة حدثنا فضحك وقال خلق الانسان
من عجل ماذ كرت لكم هذا الا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع الى ربى فى الرابة
فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لى يامحمد ارفع رأسك وقل يسمع لك
وسل تعط واشفع تشفع فأقول يارب ائذن لى فيمن قال لا إله الا الله قال ليس ذاك لك أو
قال. ليس ذاك اليك ولكن وعزتى وكبريانى وعظمتى وجبريانى لأخرجن من قال لا إله
الا الله قال فأشهد على الجسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل
عشرين سنة وهو يومئذ جميع -

মা'বাদ ইবনে হিলাল আল আনাযী (রা:) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালিক (রা:) এর কাছে রওয়ানা হলাম এবং সাবিত (রা:) এর মাধ্যমে তাঁর সাক্ষাত প্রার্থনা করলাম। আমরা যখন তাঁর নিকট পৌছলাম, তিনি পূর্বাহ্নের (চাশতের) নামায পড়ছিলেন। সাবিত (রা:) আমাদের জন্যে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নিলেন। আমরা তাঁর (আনাসের) নিকট গেলাম এবং তিনি সাবিত (রা:) কে নিজের পাশে খাটের বসালেন। অতঃপর সাবিত তাকে বললেন, হে হামযার বাপ, আমাদের বসরার ভাইয়েরা চাচ্ছে আপনি তাদেরকে শাফআ'তের হাদীস বর্ণনা করে শুনান। অতঃপর তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা:) আমাদেরকে বলেছেন, কিয়ামতের দিন লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একে অপরের কাছে ছুটাছুটি করতে থাকবে। এরপর তারা আদম আলাইহিস

Dhaka University Institutional Repository

সালামের কাছে এসে বলবে, আপনি আপনার সন্তানদের জন্য সুফারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার বন্ধু। (খলীলুল্লাহ)। অতঃপর তারা ইবরাহীম (আঃ) এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন:আমি এ কাজের উপযুক্ত নয়। বরং তোমরা মূসা (আঃ) এর কাছে যাও। তিনি হচ্ছেন কালীমুল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। এবার তারা মূসা আলাইসিহস সালামের কাছে আসবে। তিনি বলবেন, এ কাজের উপযুক্ত নয় বরং তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। কেননা তিনি হচ্ছেন রূহুল্লাহ ও কলেমাতুল্লাহ। লোকেরা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন : আমি এ কাজের উপযুক্ত নয় বরং তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলবো, হ্যাঁ, আমিই এ কাজের উপযুক্ত অতঃপর আমি আমার রবের কাছে যাব। আমি তাঁর কাছে অনুমতি চাইবো এবং আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি গিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবো। আমি এমন সব বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো- এখন তা বর্ণনা করার সামর্থ আমার নেই। অবশ্য তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা শিখিয়ে দেবেন, অতঃপর আমি তার সামনে সিজদায় লুটে পড়বো। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ, মাথা উঠাও। তুমি বলো, যা বলবে তা শুনা হবে। তুমি প্রার্থনা কর, যা চাইবে তা দেয়া হবে। সুপারিশ করো কবুল করা হবে। তখন বলবো, হে আমার প্রভু, আমার উম্মাতকে বাঁচান, আমার উম্মাতকে মুক্তি দিন। এবার আমাকে বলা হবে : যাও, যার অন্তরে অনু পরিমানও ঈমান আছে তাকে দোযখ থেকে বের করে নাও। তখন গিয়ে তাই করবো। অতঃপর আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরে এসে সেই বিশেষ বাক্যে তাঁর প্রশংসা করবো এবং তাঁর সামনে সিজদায় লুটে পড়বো। আমাকে বলা হবে : হে মুহাম্মদ, মাথা উঠাও এবং বলো, যা বলবে, তা শুনা হবে, প্রর্থনা করো, যা চাইবে তা দেয়া হবে। সুপারিশ করো কবুল করা হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার প্রভু, আমার উম্মতকে রক্ষা করুন, আমার উম্মতকে বাঁচান। এবার আমাকে বলা হবে, যাও যার অন্তরে সরিষার পরিমাণও ঈমান আছে তাকে দোযখ থেকে বের করো। অতঃপর আমি যাবো এবং তাই করবো।

মা'বাদ ইবনে হিলাল (রাঃ) বলেন, এটি হচ্ছে আনাস (রাঃ) এর হাদীস যা তিনি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। মা'বদ (রাঃ) বলেন, এরপর আমরা আনাস (রাঃ) এর নিকট থেকে বিদায় হয়ে আসলাম। আমরা 'জাববান' নামক কবরস্থানে পৌঁছে বললামা, যতি আমরা হাসান (বসরীর) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সালাম দিয়ে যেতাম, তাহলে ভালই হতো। এ সময় তিনি (যালিম শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভয়ে) আবু খালীফার গৃহে আত্মগোপন করে ছিলেন। মা'বাদ বলেন, এরপর আমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললাম, হে সাঈদের বাপ, এই মাত্র আমরা আপনার ভাই আবু হামযা (আনাস) এর নিকট থেকে আসলাম। তিনি আমাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

শাফা'আত সংক্রান্ত যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ হাদীস আমরা আর কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, আচ্ছা তা আমাকে শুনাও। আমরা তাঁকে হাদীসটি শুনালাম। তিনি বললেন, আরো যা অবশিষ্ট রয়েছে, তা পেশ করো, আমরা বললাম, তিনি তো আমাদেরকে এ অধিক বর্ণনা করেননি। হাসান বসরী বললেন, এ হাদীসটি আমি বিশ বছর পূর্বে যখন তাঁর কাছে শুনেছি তখন তিনি ছিলেন পুর্ণ বয়স্ক এবং স্মৃতি শক্তির অধিকারী। কিন্তু এখন তিনি কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছিনা মুহতারাম বুজুর্গ (আনাস) তা কি ভুলে গেছেন না তোমাদের কাছে বর্ণনা করাটা উপযুক্ত মনে করেননি? কেননা তোমরা হয়ত তাওয়াক্কুল করে আমল বিহীন বসে থাকবে। এ কথা শুনে আমরা হাসান বসরীকে বললাম, অনুগ্রহ পূর্বক আপনি হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তখন তিনি হেসে বললেন, "মানুষকে তাড়াহুড়া করার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে"- (সূরা আল আম্বিয়া : ৩৭)। বস্তুত : আমি তোমাদেরকে তা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যেই তো এই আলোচনা করেছি। তিনি বলেছেন : "অতঃপর রাসূল (সা:) বলেন, চতুর্থবার আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরে আসবো এবং বিশেষ বাক্যে আমি তাঁর প্রশংসা করবো। এরপর আমি তার উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটে পড়বো। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ, মাথা তোলো, আর বলো, যা বলবে তা শুনা হবে। প্রার্থনা করো, যা চাইবে তা দেয়া হবে। সুপারিশ করো, তা কবুল করা হবে। এবার আমি বলবো, হে আমার প্রভু, এখন আমাকে যে ব্যক্তি শুধু মাত্র "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, (অন্য কোনো আমল করেনি), তাকে বের করে আনার অনুমতি দান করুন। তখন আল্লাহ বলবেন, 'এ কাজ তোমার নয়'। অথবা বলেছেন, 'একাজ তোমার অর্পিত হবেনা'। বরং আমার মহাশক্তি, আমার অহংকার, আমার বিশালতা ও আমার প্রভাব- প্রতিপত্তির শপথ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে (জাহান্নমে থাকে) বের করে আনবো যারা শুধুমাত্র 'লা ইলালাহ ইল্লাহল্লাহু' বলেছে। মা'বুদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হাসান বসরী যেটুকু হাদীস আমাদেরকে বলেছেন, তিনি অবশ্যই তা আনাস ইবনে মালিকের (রা:) কাছে শুনেছেন। আমার মনে হয়, হাসান বসরী এ কথাও বলেছেন, 'বিশ বছর পূর্বে তিনি যখন স্মরণ শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন তখন এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।'[১]

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

বার. عن حذيفة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون أدم فيقولون يأبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم أدم لست بصاحب ذلك أذهبوا إلى أبنى أبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك انما كنت خليلا من وراء وراء اعمد وا الى موسى صلى الله عليه وسلم الذى كلمه الله تكليما فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك أذهبوا الى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتى الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبى أنت وأمى شيء كمرالبرق قال الم تروا الى البرق كيف يمر ويرجع فى طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجرى بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا قال وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس فى النار والذى نفس أبى هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا ـ

আবু হুযাইফা ও আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা (কিয়ামাতের দিন) লোকদেরকে সমবেত করবেন। তখন ঈমানদারগণ উঠে দাঁড়াবে। এ সময় জান্নাত তাদের নিকটবর্তী করা হবে (এবং তা হবে সুসুজ্জিত)। এরপর তারা আদম আলাইহিস সালামের নিকট এসে বলবে, হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে জান্নাত খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি বলবেন, তোমাদের পিতা আদমের অপরাধের কারণেই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। অতএব আমি একাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা আমার পুত্র আল্লাহর বন্ধু (খলীলুল্লাহ) ইবরাহীমের কাছে যাও। তখন তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে আসলে তিনি বলবেন : আমি এ কাজের উপযুক্ত নয়। আমি অবশ্যই তাঁর বন্ধু ছিলাম, তবে তা ছিরো অনেক দূরে-দূরে। বরং তোমরা মূসা (আ:) এর কাছে যাও। তিনি হলেন সে ব্যক্তি, যাঁর সাথে আল্লাহ স্বয়ং কথা বলেছেন। এরপর তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি একাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। কেননা তিনি হলেন আল্লাহর কলেমা ও তাঁর রূহ। এবার তারা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি একাজের যোগ্য নই। অতঃপর তারা মুহাম্মাদ (সা:) এর কাছে আসবে। তখন তিনি উঠে দাঁড়াবেন এবং তাঁকে (জান্নাতের দরজা খোলার) অনুমতি দেয়া হবে। এবার 'আমানাত ও রেহম' (রক্ত সম্পর্ক) বস্তু দু'টি পুলসিরাতের ডানে ও বামে এসে দাঁড়াবে। অতঃপর তোমাদের সর্বপ্রথম দল, তা অতিক্রম

Dhaka University Institutional Repository

করবে বিদ্যুতের গতিতে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। বিদ্যুতের গতিতে কি জিনিস অতিক্রম করতে পারে? রাসূল (সা:) বললেন, তোমরা কি দেখোনি বিদ্যুত চোখের পলকের মধ্যে কিরূপ তৃড়িৎ গতিতে যায় ও ফিরে আসে? ঐ সমস্ত লোকেরাও অনুরূপভাবে তৃড়িৎ বেগে পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবে। তারপর যারা অতিক্রম করবে তাদের গতি হবে বাতাসের সমান। অতঃপর যারা অতিক্রম করবে তাদের গতি হবে পাখির গতির সমান। এরপর প্রত্যেকটি মানুষের গতিবেগ তাদের নিজ নিজ আমল অনুপাতে নির্ধারিত হবে। আর তোমাদের নবী পুলসিরাতের ওপর দন্ডায়মান অবস্থায় বলতে থাকবেন, হে আমার প্রভু, (আমার উম্মাতকে) নিরাপদে রাখুন, নিরাপদে পার করুন, শেষ পর্যন্ত যখন বান্দাহদের আমল অকেজো হয়ে যাবে। (অথাৎ আমল দ্বারা পার হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না) এ সময় এমন এক ব্যক্তি আসবে যার চলার শক্তি নেই। সে পার হবে হামা গুঁড়ি দিয়ে। রাসূল (সা:) এ কথাও বলেছেন যে, পুলসিরাতের দুই ধারে ঝুলানো থাকবে বৃহদাকারের আংটা। যাকে ধরার নির্দেশ করা হবে, তৎক্ষনাৎ তাকে পাকড়াও করবে। পরে কেউ কেউ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে। আবার কেউ কেউ ফেটে ফুটে দোযখে পতিত হবে। সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আবু হুরাইরা প্রাণ, নিশ্চইয় জাহান্নামের গভীরতা হবে সত্তর বছরের দূরত্বের পরিমান। [১]

তের. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع فى الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا -

আনাস ইবনে মালিক (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, লোকদের বেহেশতে প্রবেশের জন্যে আমিই তাদের সর্বপ্রথম সুপারিশকারী। আর আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সমস্ত নবীদের অনুসারীর চেয়ে অধিক।[২]

চৌদ্দ. عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبى دعوة يدعوها فأريد أن أختبىء دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة -

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৮৯।

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৯০।

Dhaka University Institutional Repository

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা:) বলেন : প্রত্যেক নবীর এক একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার রয়েছে (যা তাঁদের উম্মাতের জন্যে কবুল করা হবে)। কিন্তু তাঁরা সে দোয়া দুনিয়াতেই করে ফেলেছেন। আর আমি আশা রাখি যে, কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফায়া'তের উদ্দেশ্যেই আমি আমার সে বিশেষ দোয়াটি (দুনিয়াতে) গোপন করে রাখবো।[১]

পনের. أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبى دعوة يدعوها فأنا أريد أن شاء الله أن أختبىء دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فقال كعب لأبى هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة نعم -

আবু হুরাইরা (রা:) কা'ব আহবারকে (রা:) বললেন, নবী করীম (সা:) বলেছেন : প্রত্যেক নবীকে (তাঁর উম্মতের জন্যে) বিশেষ একটি দোয়া'র অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা দুনিয়াতেই তা করে ফেলেছেন। আর আমি আশা করি আল্লাহ চাহেতো কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফায়া'তের জন্যে আমি আমার সে দোয়াটি (দুনিয়াতে) গোপন করে রাখবো। কা'ব (রা:) আবু হুরাইরা (রা:) কে জিজ্ঞেসে করলেন, আপনি কি এ হাদীস সরাসরি রাসূল (সা:) এর থেকে শুনেছেন? আবু হুরাইরা (রা:) বললেন, হ্যাঁ।২

ষোল. عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وانى أختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة ان شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا -

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন : প্রত্যেক নবীর বিশেষ একটি দোয়ার অধিকার আছে যা কবুল করা হবে। প্রত্যেক নবীই তাঁর সে দোয়া আগে ভাগে (দুনিয়াতেই) করে ফেলেছেন। আর আমি আমার সে দোয়া কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফা'য়াতের জন্যে (দুনিয়াতে) মুলতবী রেখেছি। আমার উম্মাতের যে কেউ শিরক না করে মৃতুবরণ করবে, ইনশাআল্লাহ সে তা লাভ করবে।[৩]

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৯৪।

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৯৭।

৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

সতের. عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لكل نبى دعوة مستجابة يدعوبها فيستجاب له فيؤتاها وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন : প্রত্যেক নবীকে এমন একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। আর আমি আমার দোয়া কিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের শাফায়া'তের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে মুলতবী রেখেছি।[১]

আঠার. عن عبد الله بن عمر و بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل فى ابراهيم **رب أنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه منى** الاية وقال عيسى عليه السلام **إن تعذبهم فانهم عبادك وأن تغفرلهم فانك أنت العزيز الحكيم** فرفع يديه وقال اللهم أمتى أمتى وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل أذهب ألى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل إنا سنر ضيك فى أمتك ولا نسوءك -

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী রাসূল (সা:) এই আয়াত পাঠ করলেন যাতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ আছে : "হে আমার প্রতিপালক, এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, তবে কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"-(সূরা ইবরাহীম: ৩৬) এবং ঈসা (আ:) তাঁর উম্মাত সম্বন্ধে বলেছেন : "যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমরাই বান্দাহ, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো তাহলে তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়'- (সূরা মায়োদা : **১১৮**)। এ আয়াত দু'টি পাঠ করে নবী (সা:) নিজের দু'হাত তুলে বললেন: "হে আল্লাহ, আমার উম্মাতের প্রতি অনুগ্রহ করো! আমার উম্মাতর প্রতি দয়া করো"! এ বলে তিনি কেঁদে দিলেন। অত:পর মহান আল্লাহ বললেন : হে জিবরীল, মুহাম্মাদ (সা:) এর কাছে যাও এবং জিজ্ঞেস করো তিনি কেন কাঁদেন? 'অথচ আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন, তিনি কেন কাঁদছেন।'। জিবরীল (আ:) এতে তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা:) তাঁকে সবকিছু বললেন। অথচ আল্লাহ তায়া'লা নিজেই সব কিছু ভালোভাবেই জ্ঞান। অতঃপর আল্লাহতা'য়ালা বলবেন : হে জিবরীল, মুহাম্মাদ (সা:) এর নিকট যাও এবং বলো : "আমরাতো অচিরেই আপনার উম্মাতের ব্যাপাওে আপনাকে সন্তুষ্ট করবো এবং আপনাকে ব্যথা দেবো না,' অসন্তুষ্ট করব না।[২]

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৯৯।

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৪০৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ. عن أبى هريرة قال لما أنزلت هذة الاية **وأنذر عشيرتك الأقربين** دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يابنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار يابنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يابنى عبد شمش أنقذوا أنفسكم من النار يابنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يابنى هاشم أنقذوا أنفسكم يابنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذى نفسك من النار فانى لاأملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ـ

আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো : "আপনার নিকটাত্মীয়দেও সতর্ক করুন" তখন রাসূল (সা:) কুরাইশদেরকে ডেকে একস্থানে সমবেত করলেন। তিনি তাদেরকে সাধারণ ভাবে ও বিশেষ ভাবে সর্তক করলেন।অতঃপর তিনি বললেন : হে কাব ইবনে লুয়াইয়ের বংশধর, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও, হে মুররা ইবনে কা'বের বংশধর, তোমরা নিজেদেরেকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো! হে বনী আবদে শামস, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করো। হে বুন হাসেম, তোমরা নিজেদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতিমা, তুমি তোমার নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। মনে রেখো!ঈমান ব্যতিরেকে) আমি তোমাদের কোনো কাজে আসবোনা। তবে হ্যাঁ, তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা আমি অবশ্যই অটুট রাখবো।[১]

একুশ. عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فانه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو فى ضحضاح من نار ولو لا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار ـ

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আবু তালিবের কোনো উপকার করতে পারবেন কি? কেননা সে আপনাকে (শত্রু থেকে) হিফাজত করত এবং আপনার জন্যেই সে (কাফেরদের প্রতি) ক্ষুব্ধ ছিল। জবাবে রাসূল (সা:) বললেন : হাঁ, সে জাহান্নামের আগুনের উপরিভাগেই রয়েছে। আর যদি আমি না হতাম তা হলে সে জাহান্নামের গভীরতম ও নিকৃষ্টতম স্থানে অবস্থান করত।[২]

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৪০৮।

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৪১৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাইশ. عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه -

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূল (সা:) এর সামনে তাঁর চাচা আবু তালিবের প্রসংগ উত্থাপিত হল। তিনি বললেন : আশা করা যায় কিয়ামাতের দিন আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। তাকে আগুনের উপরিভাগে রাখা হবে। আগুন তার দুই পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছবে। এতে তার মস্তিস্ক টগবগ করতে থাকবে।[১]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, কিয়ামতের দিন শাফায়াত সাব্যস্ত হবে। আল্লামা নববী সহীহ মুসলিম এর ব্যাখ্যায় শাফায়াতের পাঁচটি প্রকার উল্লেখ করেছেন।[২] যথা : ১. তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণের জন্য শাফায়াত, ২. রাসূল (সা:) এর উম্মতগণের মধ্য হতে একটি দলকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের জন্য শাফায়াত, ৩. জান্নাতে মুমিনদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য শাফায়াত, ৪. পাপী মুসলমানদের জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য শাফায়াত এবং ৫. জাহান্নামের শাস্তি লঘু করার জন্য শাফায়াত। মু'তাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়ের আকীদা হলো, যে ব্যক্তি একবার দোযখে প্রবেশ করবে, তার জন্যে সুপারিশের কোন বিধান নেই। কিন্তু সহীহ হাদীস ও কুরআন থেকে প্রমাণিত, গুনাহগার মু'মিন গুনাহের দরুন দোযখে গেলেও সুপারিশের দ্বারা সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা।

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৪২০।

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম (করাচী : নূর মুহাম্মাদ আছহহুল মাতবি'য়, ১৩৭৫হি./১৯৫৬ খ্রী.), ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

হারাম রিযিক নয় (الحرام ليس برزق)

মুতাযিলাদের মতে হারাম রিযিক নয়। তাদের মতে হালাল-ই একমাত্র রিযিক। তাদের যুক্তি হলো হারাম রিযিক হলে, বান্দা যা হারাম রিযিক উপার্যন করবে তা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। এ মতটি তাদের পূর্ব আকীদা আল্লাহ তায়ালা বান্দার অমঙ্গলজনক কাজের স্রষ্টা নন এবং বান্দার ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হালাল উপার্যনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং হারাম উপার্যন বর্জন করতে নিষেধ করেছেন। হারামকে রিযিক ধরা হলে আল্লাহ তায়ালা যে রিযিকদাতা তা অসম্মান করা হয়।

পবিত্র কুরাআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন : ومما رزقنهم ينفقون -

“এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা তা ব্যয় করে।”[১]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রিযিক প্রদানকে তার নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা হারামকে রিযিক হিসেবে উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله أن كنتم أياه تعبون -

“তোমরা খাও সেসব জিনিস থেকে যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন হালাল ও পবিত্ররূপে এবং আল্লাহর নেয়ামতের শোকরগুজারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।”[২]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

يأيها الذين أمنو كلوا من طيبت ما رزفنكم واشكرو لله إن كنتم إياه تعبدون -

“হে ঈমানদারগণ, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আহার কর পবিত্র বস্তু, থেকে যা আমি তোমাদের দান করেছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যদি শুধু তাঁরই বন্দেগী করে থাক।[৩]

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে মুতাযিলাগণ এ মর্মে দলিল গ্রহণ করছেন যে, আল্লাহ তায়ালা শুধু হালাল খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং হালালকেই রিযিকি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই হালাল রিযিক কিন্তু হারাম রিযিক নয়।

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-৩।

২. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত-১১৪।

৩. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী কাশশাফ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে আয়াতের ব্যাখ্যায় বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

এক. আল্লাহ্ তায়ালার বাণী-

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে , নামায কায়েম করে এবং যে রিযিক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال الطلق، الذى يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقا منه ـ وقدم مفعول الفعل دلالة على كونه أهم ، كأنه قال : ويخصون بعض المال الحلال بالتصدق به . وجائز أن يراد به الزكاة المفروضة ـ

অর্থা, আল্লাহ তায়ালা রিযিককে তার দিকেও সম্বোধিত করেছেন এটা বুঝানো তারা শুধুমাত্র হালাল রিযিক ব্যয় করবে। যা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে এবং তাকে রিযিক নাম দেয়া হয়েছে। এখানে مفعول কে فعل এর পূর্বে আনা হয়েছে এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। যেন বলা হচ্ছে তারা তাদের হালাল মাল থেকে বিশেষভাবে দান করবে। এর দ্বারা যাকাতকে উদ্দেশ্য করাও বৈধ।[২]

উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লামা যামাখশারী বোঝাতে চেয়েছেন, হালালই একমাত্র রিযিক, হারাম রিযিক নয়। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাকে হালাল ব্যতিত রিযিক প্রদান করেন না। তিনি রিযিককে হালাল ও হারাম ও দুইভাগে করেছেন। উপরিউক্ত ব্যাখ্যায় তিনি রিযিককে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, হারাম রিযিক নয়। কেননা হারামকে আল্লাহ তায়ালার দিকে সম্বোধন করা হয়নি। এজন্যই হারাম রিযিকের দায়িত্ব বান্দার নিজের উপরেই বর্তাবে।

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-২।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো , "কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয় ? এ শুনার ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বে আছে? কে প্রাণহীন থেকে সজীবকে এবং সজীব থেকে প্রাণহীনকে বের করে? কে চালাচ্ছে এ বিশ্ব ব্যবস্থাপনা"? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, তবুও কি তোমরা (সত্যের বিরোধী পথে চলার ব্যাপারে।)সতর্ক হচ্ছো না?[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

قل من يرزقكم من السماء والأرض أى يرزقكم منها جميعا لم يقتصر برزقكم على جهة واحدة ليفيض عليكم نعمته ويوسع رحمته -

আপনি বলুন, তোমাদের আসমান জমিন থেকে কে রিযিক দেয়? অর্থাৎ, তোমাদেরকে আসমান ও জমিন উভয়ই থেকেই রিযিক দেন। একদিক থেকে রিযিক দিয়ে সংকীর্ণ করবেন না। তোমাদের উপর নিয়ামত কে প্রশান্ত করেন এবং রহমত বর্ষণ করে তোমাদের উভয়ই থেকে রিযিক দেন।[২]

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে আল্লামা যামাখশারী রিযিককে হালাল ও হারাম দুইভাগে ভাগ করেছেন এবং হালালকে রিযিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। কেননা উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রিযিককে নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন। তার মতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে যা রিযিক দেন তা হালাল আর বান্দা নিজে যা হারাম উপার্জন করে তা তার নিজ কর্মের ফল।

তিন. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর বর্তায় না এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সবকিছুই একটি পরিষ্কার কিতাবে লেখা আছে।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত- ৩১।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৫।

৩. আল কুরআন, সূরা ১১ হুদ, আয়াত-৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : كيف قال على الله رزقها بلفظ الوجوب وإنما هو تفضل؟ قلت : هو تفضل إلا أن يتفضل به عليهم ، رجع التفضل واجبا كنذور العباد ـ

যদি তুমি বল, আল্লাহ তায়ালা কীভাবে বললেন على الله رزقها আল্লাহ তায়ালার উপরই রিযিকের দায়িত্ব? আল্লাহ তায়ালা এমন শব্দ ব্যবহার করলেন যার দ্বারা রিযিক দেয়া আবশ্যক হওয়া বোঝায়। অথচ এটা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ। আমি বলব এটা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ বটে। কিন্তু যখন তিনি নিজের উপর দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন তখন অনুগ্রহ ওয়াজিবে পরিণত হয়। যেমন বান্দার মান্নত করা।[১]

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে আল্লামা যামাখশারী পরোক্ষভাবে হারামকে রিযিক থেকে বাদ দিয়েছেন। কেননা তাদের মতে হারাম রিযিক নয়। উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি কীভাবে হারাম দিয়ে বান্দাকে রিযিক দিবেন বা অনুগ্রহ করবেন। হারাম রিযিক দিয়ে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করা আল্লাহ তায়ালার জন্য সমীচীন নয়। হারাম রিযিক হলে এর দায়িত্বও আল্লাহ তায়ালারই উপর বর্তায়। কেননা তিনি বান্দার রিযিকের দায়িত্ব নিজের জন্য আবশ্যক নিয়েছেন।

চার. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

আল্লাহর দেয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। মোট কথা আমি তোমাদের ওপর কোন কর্ম তত্ত্বাবধানকারী নই[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

بقيت الله) ما يبقى لكم من الحلال بعد التنزه عما هو حرام عليكم ـ (خير لكم ان كنتم مؤمنين) بشرط أن تؤمنون ـ و يجوز أن يراد ما يبقى لكم عند الله من الطاعات خير لكم كقوله تعالى : والباقيات الصالحات خير عند ربك ـ وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذى يجوز أن يضاف إليه، وأما الحرام فلا يضاف إلى الله ولا يسمى رزقا ـ)

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।

২. আল কুরআন, সূরা ১১ হুদ, আয়াত- ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত উদ্বৃত্ত অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার তোমাদের জন্য যা হালাল অবশিষ্ট রেখেছেন, হারাম থেকে পবিত্র করার পর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। তথা মু'মিন হওয়া শর্তে। আয়াতের এ উদ্দেশ্য নেয়া বৈধ যে, আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের জন্য অবশিষ্ট রেখেছেন, তা হলো আল্লাহ তায়ালার অনুসরণ ও আনুগত্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন : والباقيات الصالحات خير عند ربك। অবশিষ্ট কল্যাণ আল্লাহ তায়ালার দিকে সম্বোধন করা হলো এ জন্য যে তা হলো হালাল রিযিক, যা আল্লাহ তায়ালার দিকে সম্বোধন করা বৈধ। অপর দিকে হারামকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্বোধন করা বৈধ নয় এবং হারামকে রিযিকও নাম দেয়া যায় না।[১]

উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী হালালকে রিযিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন এবং হারামকে তার থেকে বাদ দিয়েছেন। উক্ত আয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। হারামের মাধ্যমে কল্যাণ করা আল্লাহ তায়ালার জন্য বৈধ নয়। এজন্যই হারামকে আল্লাহর দিকে সম্বোধন করাও বৈধ নয়।

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

তাদের অবস্থা হয় এ যে , নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খচর করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(مما رزقناهم) من الحلال، لأن الحرام لا يكون رزقا ولا يسند إلى الله -)

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে হালাল থেকে যে রিযিক দান করি। কেননা হারাম রিযিক নয়। কেননা এটা আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্বোধন করা হয়নি।[৩]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯।

২. আল কুরআন, সূরা ১৩ রা'দ, আয়াত- ২২।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৬।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত ব্যাখায় আল্লামা যামাখশারী হামারকে সরাসরি রিযিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর দ্বারা তিনি তার মুতাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

ছয়. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

আর চোখ তুলেও তাকাবে না দুনিয়াবী জীবনের শান-শওকতের দিকে , যা আমি এদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের লোকদেরকে দিয়ে রেখেছি। এসব তো আমি এদেরকে পরীক্ষার মুখোমুখি করার জন্য দিয়েছি এবং তোমার রবের দেয়া হালাল রিযিকই উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

ورزق ربك هو ما ادخرله من ثواب الأخزة الذى هو خير منه فى نفسه أو ما رزقه من نعمة الاسلام والنبوة ، والحلال (خير وابقى) لأن الله لا ينسب إلى نفسه إلا ما حل وطاب دون ما حرم وخبث ، والحرام لا يسمى رزقا أصلا -

তোমার রবের রিযিক। তা হলো আল্লাহ তায়ালা পরকালে যা নিজের কাছে জমা রেখেছেন অথবা ইসলামকে কবুল করার যে নিয়ামত দিয়েছেন ও নবুওয়ত দিয়েছেন। উত্তম কল্যাণ, কেননা আল্লাহ তায়ালা হালাল এবং উত্তম ব্যতিত অন্য কোন বস্তুকে তার নিজের প্রতি সম্বোধন করেননি। যা হারাম এবং নিকৃষ্ট তা আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য সম্বোধন করেননি। মূলত হারামকে রিযিক বলাই যায় না।[২]

আল্লামা যামাখশারী কাশশাফ গ্রন্থে মুতাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করা চেষ্টা করেছেন। তার অংশ হিসেবে তিনি হারামকে রিযিক নয় মর্মে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তার আকীদাকে অন্তর্ভুক্ত, করেছেন। তাফসীরে কাশশাফে বিভিন্ন জায়গায় উক্ত আকীদাকে সন্নিবেশিত করেছেন। মু‘তাযিলাদের মতে হারাম রিযিক নয়। তাদের এ আকীদা অন্য একটি মৌলিক আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট। তা হলো আল্লাহ তায়ালা বান্দার অকল্যাণের স্রষ্টা নন। হারাম যেহেতু বান্দার জন্য অকল্যাণকর তাই হারামকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্বোধন করা যায় না।

১. আল কুরআন, সূরা ২০ ত্বাহা, আয়াত- ১৩১।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াত জামা'আত এর পক্ষ থেকে জবাব :

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে হালাল এবং হারাম উভয় রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রিযিক হলো الرزق ما ينتفع به العبد ولوكان حراما অর্থাৎ বান্দা যার থেকে উপকৃত হয় তাই রিযিক। যদিও তা হারাম হয়। রিযিকের সাথে দুটি বিষয় সম্পর্কিত ১. বান্দা যার দ্বারা উপকৃত হয় তথা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে বা অন্য কোন ভাবে উপকৃত হয় এবং ২. বান্দা যাহা কিছুর মালিকানা অর্জন করে। হারামকে রিযিক থেকে বাদ দেয়া হলে একথা মেনে নিতে হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হারাম ভক্ষণকারীর রিযিকদাতা নন। অথচ আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টির রিযিকদাতা।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে আল্লাহ ছাড়া কোন রিযিকদাতা নেই এবং সৃষ্টিকর্তা নেই। মহাবিশ্বের সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা এবং রিযিদাতা মহান আল্লাহ তায়ালা। রিযিকের মধ্যে হালাল ও হারাম উভয়ের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। বান্দাহ এর অর্জনকারী মাত্র। আল্লাহ তায়ালা হালাল রিযিক রোজগার করতে বলেছেন এবং হারাম থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এ মুলনীতি আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্য একটি মুলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। তা হলো আল্লাহ তায়ালা সকল কর্মের সৃষ্টিকর্তা এবং বান্দা তার অর্জনকারী মাত্র। যা মু'তাযিলাগণের আকীদার বিরোধী। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর পর্যালোচনা করা হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

হে লোকেরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর যেসব অনুগ্রহ রয়েছে সেগুলো স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া কি আর কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয় ? তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তোমরা কোথা থেকে প্রতারিত হচ্ছো?[১]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে সৃষ্টিকর্তা এবং রিযিকদাতা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আসমান ও জমিনের মধ্যে সকল সৃষ্টির তিনিই রিযিকদাতা। আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত।

১. আল কুরআন, সূরা ৩৫ ফাতির, আয়াত-৩।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর বর্তায় না এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সবকিছুই একটি পরিষ্কার কিতাবে লেখা আছে।[১]

উপরোক্ত আয়াত হতে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। রিযিককে হালাল ও হারাম দুইভাগে ভাগ করে এক ভাগের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালার উপর ন্যাস্ত করা কুরআনের অপব্যাখ্যার সামিল যা মুতাযিলাগণ করেছেন।

তিন. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় আসার পূর্বেই তা থেকে খরচ করো। সে সময় সে বলবে : হে আমার রব, তুমি আমাকে আরো কিছুটা অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান করতাম এবং নেককার লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। অথচ যখন কারো কাজের অবকাশ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় এসে যায় তখন আল্লাহ্‌[২]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রিযিককে নিজের দিকেই সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা রিযিককে নিজেরে দিকে সম্বোধন করলেই হারামকে রিযিকের অন্তর্ভুক্ত থেকে বাদ দেয়া যায় না। যা মুতাযিলাগণ করেছেন।

চার. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

আর এও স্মরণ করো যে, ইবরাহীম দোয়া করেছিলঃ "হে আমার রব! এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। আর এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতেকে মানবে তাদেরকে সব রকমের ফলের আহার্য দান করো।" জবাবে তার রব

১. আল কুরআন, সূরা ১১ হুদ, আয়াত-৬।

২. আল কুরআন, সূরা ৬৩ মুনাফিকুন, আয়াত-১০।

বললেনঃ "আর যে মানবে না , দুনিয়ার গুটিকয় দিনের জীবনের সামগ্রী আমি তাকেও দেবো।কিন্তু সব শেষে তাকে জাহান্নামের আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবো এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস [১]

উপরোক্ত আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আ:) কা'বা ঘর তৈরির পর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং পরকালের বিশ্বাস করবে তাদেরকে রিযিক দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করেছেন। জবাবে আল্লাহ তায়ালা অস্বীকার কারীদেরকেও কিছু দিনের জন্য পার্থিক সামগ্রী দেয়ার কথা বলেছেন। এ পার্থিক সামগ্রী রিযিক বর্হির্ভূত নয়। সুতরাং আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে হারাম ও হালাল উভয়ই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন , তাঁরপর তোমাদের রিযিক দিয়েছেন। তাঁরপর তিনি তো তোমাদের মৃত্যু দান করেন , এরপর তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এ কাজও করে? পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যে শিরক করে তাঁর বহু উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান।[২]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে সৃষ্টিকর্তা এবং রিযিকদাতা হিসেবে সমানভাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা এবং একই সাথে তাদের রিযিকদাতা। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত যেহেতু কোন সৃষ্টিকর্তা নেই তাই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন রিযিকদাতাও নেই। হালাল ও হারাম সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ছয়. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

এবং যখন এদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু আল্লাহর পথে খরচ করো তখন এসব কুফরীতে লিপ্ত লোক মু'মিনদেরকে জবাব দেয়

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-১২৬।

২. আল কুরআন, সূরা ৩০ রুম, আয়াত-৪০

"আমরা কি তাদেরকে খাওয়াবো , যাদেরকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন ? তোমরা তো পরিস্কার বিভ্রান্তির শিকার হয়েছো।[১]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা মুমিন ও কাফির উভয়ের রিযিকদাতা। কাফেরদের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের বিবেচনা অপ্রয়োজনীয়। কেননা ঈমান ব্যতীত অন্য কোন আমলই তাদের নিকট থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত আয়াতের মর্মাথ থেকে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকও রিযিক দান করেন। তাই হালাল ও হারাম উভয়ই রিযিক।

সাত. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

যারা তাদের রবের নির্দেশ মেনে চলে , নামায কায়েম করে এবং নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়, আমি তাদের যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে|[২]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রিযিককে নিজেরে দিকে সম্বোধন করেছেন এবং তা থেকে মুমিনদের খরচ করতে বলেছেন। এখানে রিযিকের মধ্যে সকল আয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা যা কিছু অর্জন করে সবই রিযিক এবং তা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেই অর্জন করে।

আট. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

নিসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকাকে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা ধারণাবশত হারাম গণ্য করেছে নিসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা কখনোই সত্য পথ লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[৩]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জীবিকাকে যারা মিথ্যা ধারণাবশত হারাম গণ্য করেছে তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলেছেন। মুতাযিলাগণ রিযিকে হারাম বলে গণ্য করে থাকেন। সুতরাং মু'তাযিলাদের আকীদা যে ভ্রান্ত তাতে সন্দেহ নেই।

১. আল কুরআন, সূরা ৩৬ ইয়াসীন, আয়াত-৪৭।

২. আল কুরআন, সূরা ৪২ শুরা, আয়াত-৩৮।

৩. আল কুরআন, সূরা ৬ আন'আম, আয়াত-১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

নয়. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর একটি নিয়ম ঠিক করে দিয়েছি , যাতে (সে উম্মতের) লোকেরা সে পশুদের ওপর আল্লাহর নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। (এ বিভিন্ন নিয়মের উদ্দেশ্য একই) কাজেই তোমাদের ইলাহও সে একজনই এবং তোমরা তাঁরই ফরমানের অনুগত হয়ে যাও। আর হে নবী! সুসংবাদ দিয়ে দাও বিনয়ের নীতি অবলম্বন কারীদেরকে,[১]

উপরোক্ত আয়াতে মর্ম থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সকল জাতিকেই রিযিক দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা শুধু বিশ্বাসীদের রিযিকদাতা নন। তিনি সমগ্র জাহানের রিযিকদাতা। যার মধ্যে হালাল হারামের কোন বিভেদ নেই।

দশ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

কত জীব- জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।[২]

আল্লাহ তায়ালা মানুষ পশু পাখি জীবজন্তু সকলের রিযিক প্রদান করেন। অনেক পশুপাখি নিজের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহই তাদের রিযিকদাতা। আয়াতে জীবজন্তু ও পশুপাখিসহ সকল প্রাণীর আহারকেও রিযিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং রিযিক এর পরিধি অনেক ব্যাপক। যাকে হালাল ও হারামে বিভক্ত করা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এগার. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

আর এও স্মরণ করো যে,ইবরাহীম দোয়া করেছিলঃ “হে আমার রব!এই শহরকে শান্তি ও

১. আল কুরআন, সূরা ২২ হজ্ব, আয়াত-৩৪।

২. আল কুরআন, সূরা ২৯ আল আনকাবূত, আয়াত-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। আর এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতেকে মানবে তাদেরকে সব রকমের ফলের আহার্য দান করো। ” জবাবে তার রব বললেনঃ “আর যে মানবে না, দুনিয়ার গুটিকয় দিনের জীবনের সামগ্রী আমি তাকেও দেবো। কিন্ত সব শেষে তাকে জাহান্নামের আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবো এবং সেটি নিকৃষ্টতম আবাস।[১]

উপরোক্ত আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আ:) কা’বা ঘর তৈরির পর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং পরকালের বিশ্বাস করবে তাদেরকে রিযিক দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করেছেন। জবাবে আল্লাহ তায়ালা অস্বীকার কারীদেরকেও কিছু দিনের জন্য পার্থিব সামগ্রী দেয়ার কথা বলেছেন। এ পার্থিব সামগ্রী রিযিক বহির্ভূত নয়। সুতরাং আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে হারাম ও হালাল উভয়ই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

বার. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

আর হে নবী , যারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুখবর দাও যে , তাদের জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সেই বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য , তারা বলে উঠবেঃ এ ধরনের ফলই ইতিপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক- পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।[২]

উপরোক্ত আয়াতের দ্বারা বেহেশতবাসীদের নিয়া’মত ও রিযিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বেহেশতের রিযিক লাভ করে তারা দুনিয়ার রিযিকের কথা মনে করবে এবং রিযিক হিসেবে প্রাপ্ত ফলমুলকে তারা দুনিয়ার রিযিকের সাথে তুলনা করবে এবং তারা বলবে এ ধরনের রিযিক আমরা পৃথিবীতেও পেয়েছিলাম। অর্থাৎ পৃথিবীতে অবস্থানকালীন নিয়ামতসমূহ সবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। হালাল ও হারাম বিভক্তি যা মুতাযিলাগণ করে থাকেন, তা সঠিক নয়।

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-১২৬

২. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তের. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

হে নবী! তাদেরকে বলো , তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে আল্লাহ তোমদের জন্য যে রিযিক অবতীর্ণ করেছিলেন তার মধ্য থেকে তোমরা নিজেরাই কোনটাকে হারাম ও কোনটাকে হালাল করে নিয়েছো? তাদেরকে জিজ্ঞেস করো , আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন? নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?[১]

হালাল ও হারাম উভয়ই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। হারামকে রিযিক থেকে বাদ দেয়া হলে এটা সাব্যস্ত হবে যে, আল্লাহ তায়ালা হারাম ভক্ষণকারীদের রিযিকদাতা নন। অথচ আল্লাহ তায়ালা সকলেরই রিযিকদাতা। হারাম রিযিক মনে করা আল্লাহ তায়ালার উপর মিথ্যা আরোপের সামিল।

চৌদ্দ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

আর দেখো , আল্লাহ তোমাদের একজনকে আর একজনের ওপর রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তারপর যাদেরকে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তারা এমন নয় যে নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলামদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে , যাতে উভয় এ রিযিকে সমান অংশীদার হয়ে যায়। তাহলে কি এরা শুধু আল্লাহরই অনুগ্রহ মেনে নিতে অস্বীকার করে? [২]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রিযিকের ব্যাপকতার কথা বলেছেন এবং কাউকে রিযিকের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কাউকে কম রিযিক দিয়েছেন আবার কাউকে বেশি রিযিক দিয়েছেন। সাধারণভাবে সকল রিযিকই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী সকলেই এক্ষেত্রে সমান।

১. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত-৫৯।

২. আল কুরআন, সূরা ১৬ নাহল, আয়াত-৭১।

পনের. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে পূজা করছো তারাতো নিছক মূর্তি আর তোমরা একটি মিথ্যা তৈরি করছো। আসলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা পূজা করো তারা তোমাদের কোন রিযিকও দেবার ক্ষমতা রাখে না , আল্লাহর কাছে রিযিক চাও , তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।[১]

আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য যে সকল উপাস্যের ইবাদত করা হয় তারা কেউ রিযিকের মালিক নন। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রিযিকের মালিক। সারা বিশ্বের সকল সৃষ্টি জীবের রিযিকের মালিক আল্লাহ তায়ালা। হালাল ও হারাম বিবেচ্য নয়।

ষোল. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

‘সাবা’র জন্য তাদের নিজেদের আবাসেই ছিল একটি নিদর্শন। দুটি বাগান ডাইনে ও বাঁমে। খাও তোমাদের রবের দেয়া রিযিক থেকে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম ও পরিচ্ছন্ন দেশ এবং ক্ষমাশীল রব।[২]

আল্লাহ তায়ালাই সারা বিশ্বের সকল সৃষ্টিজীবের লালন ও পালন কর্তা এবং রিযিকদাতা। আল্লাহ তায়ালাকে কেউ স্বীকার না করলেও তিনি তার সৃষ্টিকর্তা এবং রিযিকদাতা।

সতের. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দাদেরকে অঢেল রিযিক দান করতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহের তুফান সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি একটি হিসাব অনুসারে যতটা ইচ্ছ নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ২৯ আনকাবূত, আয়াত-১৭।

২. আল কুরআন, সূরা ৩৪ সাবা, আয়াত-১৫।

৩. আল কুরআন, সূরা ৪২ শুরা, আয়াত-২৭।

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে তার সৃষ্টিজীবের প্রয়োজনীয় অনুযায়ী রিযিকের ব্যবস্থা করেন। প্রয়োজন অতিরিক্ত রিযিক প্রদান করলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এর মাধ্যমে বোঝা যায় রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই।

আঠার. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

তাছাড়া রাত ও দিনের পার্থক্য ও ভিন্নতার মধ্যে, আল্লাহ আসমান থেকে যে রিযিক নাযিল করেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে যে জীবিত করে তোলেন তার মধ্যে এবং বায়ু প্রবাহের আবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগায়।[১]

আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে রিযিক নাযিল করেন এবং মৃত জমীনকে জীবত করেন এবং এর মধ্য থেকে মানুষের জন্য রিযিক উৎপন্ন করেন। এতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। রিযিকের পরিধি অনেক ব্যাপক এবং এর একমাত্র কর্তৃত্ব আল্লাহ তায়ালার নিকট সংরক্ষিত। পৃথিবীতে যত ফসল, শাকসবজি ও ফলমুল উৎপন্ন হয় সব কিছুই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

উনিশ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

তিনিই তোমাদের জন্য মাটির শয্যা বিছিয়েছেন , আকাশের ছাদ তৈরি করেছেন, ওপর থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে সব রকমের ফসলাদি উৎপন্ন করে তোমাদের আহার যুগিয়েছেন। কাজেই একথা জানার পর তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহর প্রতিপক্ষে পরিণত করো না।[২]

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তার মাধ্যমে রিযিক উৎপাদন করেন। এ রিযিকই বিশ্বের সকল সৃষ্টিজীব ভোগ করে।

১. আল কুরআন, সূরা ৪৫ আল জাসিয়াহ, আয়াত-৫।

২. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-২২।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

আল্লাহ তো তিনিই , যিনি এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ তেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর তার মাধ্যমে তোমাদের জীবিকা দান করার জন্য নানা প্রকার ফল উৎপন্ন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে তা সাগরে বিচরণ করে এবং নদী সমূহকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন।[১]

আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে রিযিক নাযিল করেন এবং মৃত জমীনকে জীবত করেন এবং এর মধ্য থেকে মানুষের জন্য রিযিক উৎপন্ন করেন। এতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। রিযিকের পরিধি অনেক ব্যপক এবং এর একমাত্র কর্তৃত্ব আল্লাহ তায়ালার নিকট সংরক্ষিত। পৃথিবীতে যত ফসল, শাকসবজি ও ফলমুল উৎপন্ন হয় সব কিছুই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

একুশ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং সে জিনিসও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে।[২]

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং সে পানির মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন হয়। তাই সৃষ্টিকুলের রিযিক অথবা আয়াতের অর্থ হচ্ছে আসমানেই রিযিকের ফয়সালা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাই রিযিক বণ্টনকারী।

বাইশ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

অথবা বলো,রহমান যদি তোমাদের রিযিক বন্ধ করে দেন তাহলে এমন কেউ আছে,যে তোমাদের রিযিক দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এসব লোক বিদ্রোহ ও সত্য বিমুখতায় বদ্ধপরিকর।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ১৪ ইব্রাহীম, আয়াত-৩২।

২. আল কুরআন, সূরা ৫১ যারিয়াত, আয়াত-২২।

৩. আল কুরআন, সূরা ৬৭ মুলক, আয়াত-২১।

আল্লাহ তায়ালা যদি রিযিক বন্ধ করে দেন তাহলে বিকল্প কোন রিযিকদাতা নেই। আল্লাহ তায়ালাই সকল জীবের রিযিকদাতা।

তেইশ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

যে পিতা তার সন্তানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু'বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে। এ অবস্থায় সন্তানদের পিতাকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মায়েদের খোরাক পোশাক দিতে হবে। কিন্তু কারোর ওপর তার সামর্থের বেশী বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিৎ নয়। কোন মা 'কে এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে সন্তানটি তার। আবার কোন বাপকেও এ জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না যে, এটি তারই সন্তান। দুধ দানকারিণীর এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার ওপর আছে তেমনি আছে তার ওয়ারিশের ওপরও। কিন্তু যদি উভয় পক্ষ পারস্পারিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চায় ,তাহলে এমনটি করায় কোন ক্ষতি নেই। আর যদি তোমার সন্তানদের অন্য কোন মহিলার দুধ পান করাবার কথা তুমি চিন্তা করে থাকো, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই , তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে , এ জন্য যা কিছু বিনিময় নির্ধারণ করবে তা প্রচলিত পদ্ধতিতে আদায় করবে। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করো না কেন সবই আল্লাহর নজরে আছে।[১]

মানুষ যা কষ্ট করে উপার্জন করে উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাকে রিযিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন সন্তানের পিতাকে তার কষ্টার্জিত উপার্জন সন্তানের জন্য ব্যয় করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ কষ্টার্জিত উপার্জন রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

চব্বিশ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।[২]

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-২৩৩।

২. আল কুরআন, সূরা ৫১ যারিয়াত, আয়াত-৫৮।

আল্লাহ তায়ালাই সকল সৃষ্টিজীবের রিযিকদাতা। হারাম রিযিক না হলে সৃষ্টির একটি অংশের রিযিকদাতা আল্লাহ তায়ালাকে সাব্যস্ত করা যায় না। যা শিরকের পর্যায়ে পড়ে।

পঁচিশ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ - إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো , তাহলে যে সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি সেগুলো নিশ্চিন্তে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যদি কোন নিষেধাজ্ঞা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে , মৃতদেহ খেয়ো না , রক্ত ও শূকরের গোশত থেকে দূরে থাকো। আর এমন কোন জিনিস খেয়ো না যার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়া হয়েছে।হবে যে ব্যক্তি অক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে এবং এ অবস্থায় আইন ভংগ করার কোন প্রেরণা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা না পেরিয়ে এর মধ্য থেকে কোনটা খায় , সে জন্য তার কোন গোনাহ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[১]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রিযিকসমূহ থেকে হালাল রিযিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন। হারাম রিযিকের অন্তর্ভুক্ত না হলে এ নির্দেশ অর্থহীন। সুতরাং হালাল ও হারাম উভয়ই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে :

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : يجمع خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين ويوما نطفة ثم يكون مثل ذالك ، ثم يكون مضغة مثل ذالك ، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب ، رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা:) এর থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা:) বলেছেন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত, ১৭৩-১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

নুতফা হিসেবে জমা করে রেখে ছিলেন। অতপর অনুরূপ সময় অর্থাৎ চল্লিশ দিন তোমাদেরক علقة (রক্ত পিণ্ড) হিসেবে রেখেছেন। অতপর অনুরূপ সময় মাংসখণ্ড হিসেবে রেখেছেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি ফেরেশতা প্রেরণ করেন চারটি বিষয় লিখার জন্য নির্দেশ দেন। তার রিযিক, তার আমল, তার সময়কাল এবং সে কি ভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা।[১]

উল্লিখিত হাদিসে মানুষের জন্মবৃত্তান্ত এবং তার তাকদীর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে তার রিযিকের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। সকল মানুষের ক্ষেত্রেই হাদীসটি প্রযোজ্য। সুতরাং হালাল ও হারাম উভয়ই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

মু'তাযিলাদের আকীদা হলো হারাম রিযিক নয়। রিযিক শুধুমাত্র হালালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিষয়টি সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা হালালকেই রিযিক হিসেবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং হারাম রিযিককে বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হারাম রিযিক এর অন্তর্ভুক্ত না হলে আল্লাহ তায়ালা এ নির্দেশ প্রদান অর্থহীন হয়ে পড়তো।

আল্লামা যামাখশারী যুক্তি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার প্রতি রিযিককে نسبة করলেই হারামকে রিযিকের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যুক্তি যুক্ত নয়। অন্যস্থানে আমরা দেখতে পাই انما التوبه على الله নিশ্চয়ই তাওবা আল্লাহ তায়ালার অধিকারে। এছাড়া ناقة الله ও بيت الله ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী সকলের সৃষ্টিকর্তা এবং সকল সৃষ্টিজীবের রিযিকদাতা।

আল্লাহ তায়ালা হালাল ও হারাম উভয়ইকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হারাম রিযিক থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মৃত প্রাণী, শুকর, প্রবাহমান রক্ত ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি নিরুপায় বা অপারগ হলে তার বেঁচে থাকার জন্য সাময়িক সময়ের জন্য হারাম ভক্ষণ করার অনুমতি রয়েছে। যা সূরা বাকারার ১৭৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অনাহারে জীবননাশের আশংকা থাকলে ঐ ব্যক্তির জন্য মৃত প্রাণীর গোস্ত ভক্ষণ করা বৈধ। অর্থাৎ হারাম রিযিকই ঐ সময় তার জন্য বৈধ বা হালাল। এটা ইসলামের বিধান এবং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। তার মানে এ নয় যে, সে ঐ সময় হারাম ভক্ষণ করছে বা সে রিযিক থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মান্য বা অমান্য করার মধ্যেই হালাল ও হারামের তাৎপর্য নিহিত। সুতরাং মুতাযিলাদের আকীদা সঠিক নয় বরং হারাম ও হালাল উভয়ই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ এর উপার্জনকারী মাত্র।

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ক্বদর, বাবু কায়ফিয়াতি খলকিল আদামি ফী বাতানি উম্মিহি, হাদীস নং, ২০৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর দর্শন :

মু'তাযিলাগণ মনে করেন পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব নয়। এমনকি পরকালেও আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ কখনোই সম্ভব নয়। কারণ তারা মনে করেন কোন কিছুকে দর্শন করার জন্য তার শরীর বা আকার আকৃতি থাকা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তায়ালা এ সবকিছুর উর্ধ্বে বিধায় তাকে দর্শন সম্ভব নয়। তাদের যুক্তি ও দলিল হলো :

১. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

لاتدركه الابصر وهو يدرك الابصر وهو اللطيف الخبير -

"কোন দৃষ্টি তাকে বেষ্টন করতে পারে না এবং তিনি সকল দৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি সকল কিছু জানেন।"[১]

২. আল্লাহ তায়ালার বাণী :

ولما جاء موسى لميقتنا وكلمه, ربه, قال رب أرنى أنظر إليك قال لن ترنى ولكن أنظر إلى ألجبل فإن أستقر مكانه, فسوف ترنى فلما تجلى ربه,للجبل جعله, دكا وخرموسى صعقا فلما أفاق قال سبحنك تبت إليك وأنا أول المؤمنين -

"তারপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে এসে হাজির হল এবং তার সাথে তার রব কথা বললেন, তখন সে বলল : হে আমার রব! আমাকে আপনার দর্শন দিন, যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন : তুমি আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না। তবে তুমি এ পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর জ্যোতির বিকাশ ঘটালেন তখন পাহাড়টিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন : আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং মু'মিনদের প্রথম।"[২]

১. আল কুরআন, সূরা ৬ আল আন'আম, আয়াত নং, ১০৩।

২. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াত- ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে মুতাযিলাগণ বলেন যে, আল্লাহ তায়ালাকে কখনোও দেখা সম্ভব নয়। কোন বস্তুকে দেখতে হলে তাকে চোখের সিমানায় বেষ্টন করা আবশ্যক। বেষ্টন করা সম্ভব না হলে অসম্পূর্ণ দর্শন অর্থহীন। কুরাআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহ তায়ালাকে কখনোও বেষ্টন করা সম্ভব নয়।

মূসা (আ:) কর্তৃক আল্লাহ তায়ালাকে দর্শন এর অনুরোধের প্রেক্ষীতে আল্লাহ তায়ালা জবাব দিলেন যে, 'তুমি আমাকে কখনোও দেখতে পারবে না।' আয়াতটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে মু'তাযিলাগণ মনে করেন আল্লাহ তায়ালা দর্শন যোগ্য নন। ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানের ক্ষেত্রে বক্তব্যটি প্রজোয্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা আয়াতের মধ্যে ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ ভবিষ্যতেও আল্লাহ তায়ালা দর্শন যোগ্য নন।

কোন বস্তুকে দেখার জন্য আকার, আকৃতি ও শারিরীক গঠন প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা এসব কিছুর উর্ধ্বে বলেই তিনি চিরন্তন এবং অসীম। কেননা আকৃতি বিশিষ্ট কোন বস্তু অসীম হতে পারে না। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালাকে দর্শন সম্ভব নয়। এছাড়া কোন কিছুকে দেখার জন্য তার সুনির্দিষ্ট অবস্থান প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা এর উর্ধ্বে বিধায় তা সম্ভব নয়। আল্লামা যামাখশারী তার কাশশাফ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুতাযিলাদের আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে এর কিছু প্রমাণ উল্লেখ করা হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

স্মরণ করো, যখন তোমরা মূসাকে বলেছিলে, "আমরা কখনো তোমার কথায় বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না আমরা স্বচক্ষে আল্লাহকে তোমার সাথে প্রকাশ্যে (কথা বলতে)দেখবো।" সে সময় তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের ওপর একটি ভয়াবহ বজ্রপাত হলো , তোমরা নিস্প্রাণ হয়ে পড়ে গেলে।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

وفى هذالكلام دليل على أن موسى عليه الصلاة السلام رادهم القول، وعرفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون فى جهة محال ، وأن من استجاز على الله الرؤية، فقد جعله من جملة الأجسام أو الاعراض ـ

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

এ কথার মধ্যে এ বিষয়টি প্রমাণ হয় যে, মুসা (আ:) তাদেরকে প্রতুত্তর দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে এ বিষয়টি বুঝিয়ে ছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালাকে সরাসরি দেখার অভিপ্রায় প্রকাশ করা বৈধ নয় কেননা বিষয়টি অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালাকে দেখা যে বৈধ মনে করবে তার জন্য আকার ও আকৃত্রি শারীরিক গঠন করে দেয়ার প্রয়োজন। যা সম্ভব নয় ।[১]

এখানে আল্লামা যামাখশারী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, মূসা (আ:) এর উম্মত বানী ইসরাঈলগণ আল্লাহ তায়ালাকে সরাসরি দেখার যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল তা মূলত বৈধ ছিলো না। তারা একটি অসম্ভব বিষয়কে উপস্থাপন করে মূসা (আ:) কে বিব্রত করার করতে চেয়েছিলো।

দুই. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

তিনিই তোমাদের প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবে দুই ধরনের আয়াত আছেঃ এক হচ্ছে, মুহকামাত, যেগুলো কিতাবের আসল বুনিয়াদ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে , মুতাশাবিহাত। যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময় মুতাশাবিহাতের পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ সেগুলোর আসল অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। বিপরীত পক্ষে পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলেঃ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি , এসব আমাদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে"। আর প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান লোকেরাই কোন বিষয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

"(محكمات) احكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه (متشابهات) محتملات (هن أم الكتاب) أى أصل الكتاب تحمل المتشابهات و ترد إليها و مثال ذلك (لا تدركه الابصار)، (إلى ربها ناظرة)،(لا يامر بالفحشاء) (أمرنا مترفيها) -"

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১।

২. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান , আয়াত, ৭।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, (محكمات) মুহকামাত আয়াতসমূহ হল : যে সকল আয়াত সমূহকে সন্দেহ ও সংশয় থেকে হেফাজত করা হয়েছে। আর متشابهات সে যে সকল আয়াতে اشتباه এর সম্ভাবনা রয়েছে। মুহকাম আয়াতগুলো হলো কিতাবের মূল বা আসল। যা মুতাশাবিহাত আয়াতের- প্রতুত্তর প্রদান করে। উদাহরণ হলো[১] :

(لا تدركه الابصار)، (إلى ربها ناظرة)،(لا يامر بالفحشاء) (أمرنا مترفيها)

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মু'তাযিলা মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন সম্ভব নয় এবং আল্লাহ তায়ালা বান্দার সকল কর্মের স্রষ্টা নন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার ভাল কর্মের স্রষ্টা কিন্তু মন্দ কর্মের স্রস্টা বান্দা নিজেই। এজন্যই তিনি মুহকাম ও মুতাশাবিহ এর উদাহরণ দিতে গিয়ে এখানে ৪টি আয়াত অংশকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار অর্থাৎ "কোন চক্ষু তাকে বেষ্টন করতে পারে না এবং তিনিই দৃষ্টিসমূহকে বেষ্টন করে আছেন"আয়াতটি মুহকামাত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অপর আয়াত :

وجوه يو مئذ ناضرة إلى ربها ناظرة -

"সে দিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে"[৪] আয়াতটিকে মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং পূর্বে উল্লিখিত মুহকাম আয়াত দ্বারা মুতাশাবিহ এর ব্যাখ্যা ও প্রতুত্তর প্রদান করছে বলে মনে করেন। কেননা মু'তাযিলাদের মতে আল্লাহ তায়ালাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে কখনও দেখা সম্ভব নয়।

তিন. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন -জীবনবিধান। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল , তারা এ দীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে , সেগুলো অবলম্বনের এ ছাড়া আর কোন কারণই ছিল না যে, প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্য এমনটি করেছে।আর যে কেউ আল্লাহর হেদায়াতের

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

আনুগত্য করতে অস্বীকার করে, তার কাছ থেকে হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(إن الدين عند الإسلام) فقد اذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد ، وهو الدين عند الله ، وما عداه فليس عنده فى شىء من الدين ، وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدى إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذى هو محض الجور، لم يكن على دين الله الذى هو الإسلام ـ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম। সুতরাং এ ঘোষণা দেয়া হলো যে, ইসলামই হচ্ছে আল আদল ওয়াততাওহীদ। তা হলো আল্লাহ তায়ালার কাছে মনোনীত দ্বীন। এ ছাড়া যা আছে তা কোন দ্বীনই নয়। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাদৃশ্য করেন (আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে স্বীকার করেন) অথবা আল্লাহ তায়ালাকে দেখা যাবে বলে বিশ্বাস করেন অথবা জাবরীয়া মতবাদে বিশ্বাস করেন। তারা কেউই দ্বীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই।[২]

উপরোক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী মু'তাযিলাদের আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। মু'তাযিলাগণ নিজেদেরকে আহলুল আদলি ওয়াততাওহীদ তথা ন্যায় ও একত্ববাদী সম্প্রদায় মনে করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালাকে দেখা যাবে বলে যারা বিশ্বাস করেন এবং যারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে বিশ্বাস করেন তারা দ্বীনের ওপর নেই মর্মে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। আল্লাহর গুণাবলীতে বিশ্বাসী বলতে তিনি আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতকে বুঝিয়েছেন।

চার. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا

এ আহ্‌লি কিতাবরা যদি আজ তোমার কাছে আকাশ থেকে তাদের জন্য কোন লিখন অবতীর্ণ করার দাবী করে থাকে, তাহলে ইতিপূর্বে তারা এর চাইতেও বড় ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দাবী মূসার কাছে করেছিল। তারা তো তাকে বলেছিল, আল্লাহকে প্রকাশ্যে আমাদের দেখিয়ে দাও।

১. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান, আয়াত-১৯।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের এ সীমালংঘনের কারণে অকস্মাৎ তাদের ওপর বিদ্যুত আপতিত হয়েছিল। তারপর সুস্পষ্ট নিশানীসমূহ দেখার পরও তারা বাছুরকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিল। এরপরও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি। আমি মূসাকে সুস্পষ্ট ফরমান দিয়েছি।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

بظلمهم بسبب سؤالهم الرؤية، ولو طلبوا أمرا جائزا لما سموا ظالمين ، ولما أخذتهم الصاعقة، كما سأل إبراهيم عليه السلام أن يريه إحياء الموتى، فلم يسمه الله ظالما ولا رماه بالصاعقة . فتبا للمشبهة ورميا بالصواعق -

তাদের জুলুমের কারণে তথা তারা আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে চাওয়ার কারণে। তারা যদি একটি বৈধ বিষয়কে দেখতে চাইতেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জালিম আখ্যায়িত করতেন না এবং আকাশ থেকে বজ্রপাত দিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করতে না। যেমনিভাবে ইব্রাহীম (আ:) দেখতে চেয়েছিলন কীভাবে মৃতকে জীবিত করেন। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে জালিম আখ্যায়িত করেননি এবং তার প্রতি বজ্রপাতও নিক্ষেপ করেননি। সুতরাং সাদৃশ্যবাদীগণ এর ধ্বংস অনিবার্য এবং বজ্রপাতও তাদের পাকড়াও করুক ।[২]

উপরোক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর প্রতি অশোভনীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালাকে দেখার বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেছেন।

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

কিন্তু তারা আবার সেই একই কথা বললোঃ হে মূসা! যতক্ষণ তারা সেখানে অবস্থান করবে আমরা ততক্ষণ কোনক্রমেই সেখানে যাবো না। কাজেই তুমি ও তোমার রব , তোমরা দুজনে সেখানে যাও এবং লড়াই করো, আমরা তো এখানে বসেই রইলাম।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত, ১৫৩।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৪।

৩. আল কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত, ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهاب ، ولكن كما تقول : كلمته فذهب يجيبنى. تريد معنى الإرادة والقصد للجواب والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله ... وقصدوا ذهابهما حقيقة بجهلهم وقسوة قلوبهم التى عبدوا بها العجل وسألوابها رؤية الله عز وجل جهرة -

আয়াতের ব্যাখ্যায় এটাও বলা যায় যে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালার গমনকে বুঝাতে চাননি। যেমন তোমরা বলে থাক كلمته فذهب يجيبنى (আমি তার সাথে কথা বলেছি সে এর জবাব দিতে চেয়েছে) এর দ্বারা তোমরা ইচ্ছা এবং সংকল্পকে বুঝিয়ে থাক। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তারা আল্লাহ এবং রাসূল এর প্রতি অপমান সূচক একথাটি বলেছিল এবং তারা তাদের উভয়ের (আল্লাহ তায়ালা এবং মূসা (আ:) গমনকে প্রকৃত অর্থেই বুঝিয়েছিল তাদের মূর্খতা এবং অন্তরের কাঠিন্যতার কারণে। যারা গোবৎস এর পূজা করেছিল এবং আল্লাহ তায়ালাকে সরাসরি দেখতে চেয়েছিল।[১]

এখানে আল্লামা যামাখশারী পরোক্ষভাবে মুতাযিলাদের আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার দর্শনকে অস্বীকার করেন এবং এ প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করেছেন। তার মতে যৌক্তিক এবং বাস্তবে কোনভাবেই এবং কখনোই তথা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব নয়।

ছয়. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

দৃষ্টিশক্তি তাঁকে দেখতে অক্ষম কিন্তু তিনি দৃষ্টিকে আয়ত্ব করে নেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه، لأنه متعال أن يكون مبصرا فى

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২১।

২. আল কুরআন, সূরা ৬ আনআম, আয়াত-১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

ذاته، لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان فى جهة أصلا أو تابعا ، كالأجسام والهيئات -

এর অর্থ হলো নিশ্চয়ই দৃষ্টি শক্তিসমূহ এর সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং তাকে বেশষ্টন করতে সক্ষম নয় কেননা আল্লাহ তায়ালা সত্তাগতভাবেই দৃশ্যমান হওয়া অসম্ভব। কেননা দৃষ্টিশক্তি সমূহ কোন দিক বা স্থানকাল বা অনুরূপ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যেমন শারীরিক গঠন এবং আকার আকৃতি।[১]

উপরোক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী আল্লাহ তায়ালার দর্শনকে অসম্ভব বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন আল্লাহ তায়ালা সত্তাগতভাবেই দৃশ্যমান হওয়া অসম্ভব।

সাত. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

অতপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন তখন সে আকূল আবেদন জানালো , হে প্রভু! আমাকে দর্শনের শক্তি দাও , আমি তোমাকে দেখবো।তিনি বললেনঃ তুমি আমাকে দেখতে পারো না। হ্যাঁ সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও। সেটি যদি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে অবশ্যি ই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। কাজেই তার রব যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মূসা বললোঃ পাক-পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মুমিন।[২]

আল্লামা যামাখশারী বলেন:

(أرنى أنظر إليك) ثانى مفعولى أرنى محذوف أى أرنى نفسك أنظر إليك. فإن قلت : الرؤية عين النظر، فكيف قيل : أرنى أنظر إليك؟ قلت : معنى أرنى نفسك - (لن ترانى) ولم يقل لن تنظر إلى ، لقوله (أنظر إليك)؟ قلت : لما قال (أرنى) بمنى اجعلنى متمكنا من الرؤية التى هى الإدراك ، علم أن الطلبة هى الرؤية لا النظر الذى لا إدراك معه ، فقيل : لن ترانى ، ولم يقل لن تنظر إلى -

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪।

২. আল কুরআন, সূরা ৭আরাফ, আয়াত-১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

أنظر إليك হলো أرنى এর দ্বিতীয় মাফ'উল প্রথম মাফ'উলটি হলো نفسك যা উহ্য আছে অর্থাৎ أرنى نفسك أنظر إليك আপনি আমাকে দেখা দিন আমি আপনার দিকে তাকাবো। যদি তুমি বল দেখা হলো চোখের দৃষ্টি তাহলে কীভাবে বলা হলো আমাকে দেখা দিন আপনার দিকে তাকাবো। আমি বলব এর অর্থ হলো আমি আপনাকে (সত্তাকে) দেখতে চাই। (أنظر إليك) এর উত্তরে আল্লাহ তায়ালা (لن ترانى) বললেন। আল্লাহ তায়ালা বলেননি, আমার দিকে তাকাতে পারবে না। আমি বলব, আমাকে দেখা দিন অর্থ হচ্ছে আমাকে দেখার শক্তি দান করুন। এটা জানা আছে যে, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন অনুভব করতে চাননি। এজন্যই তাকে বলা হলো (لن ترانى) আমাকে কখনো দেখতে পারবে না।এটা বলা হয়নি لن تنظر إلى আমার দিকে কখনো তাকাতে পারবে না।[১]

আল্লামা যামাখশারী আরো বলেন :

فإن استقر مكانه كما مستقرأ ثابتاذاهبا فى جهاته فسوف ترانى تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون من استقرار الجبل مكانه حين يدكه دكا ويسوية بالأرض -

فإن استقر مكانه যদি তুমি ঐ স্থানে দৃঢ় থাকতে পার তাহলে আমাকে দেখতে পারবে। দেখার সম্ভবনাকে এমন একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে যা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো।[২]

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে আল্লামা যামাখশারী বোঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালাকে দেখা কখনো সম্ভব নয়।

আট. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

এখন তাদের পরে আমি পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি , তোমরা কেমন আচরণ করো তা দেখার জন্য।[৩]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২-১৫২।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

৩. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত- ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : كيف جاز النظر على الله تعالى وفيه معنى المقابلة، قلت: هو مسعار للعلم المحقق الذى هو العلم بالشىء موجودا شبه بنظر الناظر، وعيان المعاين فى تحققه -

যদি তুমি বল, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কীভাবে তাকানো বৈধ হতে পারে অথচ নজরের জন্য মোকাবেলা হওয়া আবশ্যক। আমি বলব, এটাকে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের প্রতি ইংঙ্গিত সূচক বলা হয়েছে। যেন তা নজরের স্থলাভিষিক্ত।[১]

নয়. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো বেশী। কলংক কালিম বা লাঞ্ছনা তাদের চেহারাকে আবৃত করবে না। তারা জান্নাতের হকদার , সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى ، وجاءت بحديث مرقوع : إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل الجنة فكيشف الحجاب فينظرون إليه ، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليهم منه

সাদৃশ্যবাদী এবং জাবরিয়াগণ মনে করে থাকেন আয়াতে উল্লিখিত الزيادة শব্দের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার দিকে তাকানোর কথা বুঝানো হয়েছে। তারা একটি হাদীসে مرقوع দিয়ে দলিল দেন। যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদেরকে তখন বলা হবে হে জান্নাতে অধিবাসীগণ! তারপর পর্দা উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। অতপর তারা আল্লাহ তায়ালাকে দেখবেন। আল্লাহ তায়ালার কসম এর চাইতে অধিক পছন্দনীয় তাদেরকে কিছু দেয়া হবে না।[৩]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩।

২. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত-২৬।

৩ আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৪২।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত বক্তব্য দ্বারা আল্লামা যামাখশারী আল্লাহ তায়ালার দর্শনকে অস্বীকার করেছেন। তিনি মুশাব্বিহা বলতে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতকে বুঝিয়েছেন এবং এখানে হাদীসটিকে তিরস্কার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি حديث مرقوع শব্দটি উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ হলো বানোয়াট হাদীস। শব্দটি মারফু এর বিপরীত।

দশ. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

আজ যেসব লোক আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে তাদের মুখমণ্ডল হবে কাল। অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে যথেষ্ট জায়গা নেই?[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

وصفوه بما لا يجوز عليه تعالى، وهو متعال عنه، فأضافوا إليه الولد والشريك وقالوا : هؤلاء شفعاءنا ـ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ـ وقالوا : والله أمرنا بها ـ ولا يعبد عنهم قوم يسفهونه بفعل القبائح، وتجويز أن يخلق خلقا لا لغرض، ويؤلم لا لعوض، ويظلمونه بتكليف ما لا يطاق، ويجسمونه بكونه مرئيا معاينا مدركا بالحاسة، ويثبتون له يدا وقدما وجنبا متسترين بالبلكفه ـ ويجعلون له أندادا بإثباتهم معه قدماء ـ

তারা আল্লাহ তায়ালাকে এমন গুণে গুণান্বিত করেছে যা আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং তিনি তার উর্ধ্বে। তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সন্তান এবং শরীককে সম্পর্কিত করেছে।তারা বলে هؤلاء شفعاءنا ـ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ـ : والله أمرنا بها ـ এরা আমাদের সুপারিশকারী (সূরা ইউনুস, ১৮), এবং তারা বলে আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে আমরা মূর্তিদের পূজা করতে পারতাম না (যুখরুফ, ২০)। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন (আ'রাফ, ২৮)। তারা আল্লাহ তায়ালার জন্য আকার-আকৃতি ও শারীরিক ধারণা করে যাকে স্বচক্ষে দেখা যায়, যাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়, তারা আল্লাহ তায়ালার জন্য হাত, পা ও পার্শ্ব ইত্যাদি সাব্যস্ত করে এবং তারা আল্লাহ তায়ালার অনেক শরীকও সাব্যস্ত করে।[২]

১. আল কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার, আয়াত-৬০।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৯-১৪০।

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতকে অন্যান্য ভ্রান্ত ধারণাকারীদের সাথে সমভাবে তুলনা করেছেন এবং এর দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালাকে দেখা যাবে না। এছাড়া তিনি আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

এগার. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

আল্লাহর আরশের ধারক ফেরেশতাগণ এবং যারা আরশের চারপাশে হাজির থাকে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং ঈমানদারদের জন্য দোয়া করে। তারা বলেঃ হে আমাদের রব , তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো। তাই মাফ করে দাও এবং দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করছে তাদেরকে।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : ما فائدة قوله : ويؤمنون به - ولا يخفى على أحد أن حملة العرش، ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم مؤمنون؟ قلت : فائدته إظهار شرف الإيمان وفضله ... وفائدة أخرى : وهى التنبيه على أن الأمر لو كان كما تقول المجسمة، لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين معاينين، ولما وصفوا بالإيمان ، لأنه إنما يوصف بالإيمان: الغائب -

তুমি যদি বল তারা অর্থাৎ, ফেরেশতারা বিশ্বাস স্থাপন করে কথাটি বলার অর্থ কী? অথচ এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর আরশ বহনকারী এবং আরশের পাশে আল্লাহ তায়ালার প্রসংশাকারী ফেরেশতাগণও তার বিশ্বাস স্থাপন করে। আমি বলব এর ফায়দা হলো ঈমানের মর্যাদা ও ফযিলত প্রকাশ। এর আরেকটি ফায়েদা হলো একথার প্রতি সর্তক করা যে, আল্লাহ তায়ালার যদি নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি ও গঠন থাকতো তাহলে আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণই এর দর্শনকারী এবং সাক্ষ্যদাতা হতেন। তাদেরকে ঈমানের গুণে গুণান্বিত কর হতো না। কেননা ঈমান হলো গায়েব এর প্রতি বিশ্বাস।[২]

১. আল কুরআন, সূরা ৪০ গাফের, আয়াত-৭।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫২।

আল্লামা যামাখশারী এর দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালার আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের নিকটও আল্লাহ তায়ালা দৃশ্যমান নন। গায়েবের প্রতি বিশ্বাসের অংশ হিসেবেই ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। এজন্যই যে, আল্লাহ তায়ালা আকার-আকৃতি থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ তায়ালা সত্তাগতভাবেই কারো নিকট দৃশ্যমান হওয়া অসম্ভব।

বার. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই আদি তিনি অন্ত এবং তিনিই প্রকাশিত তিনিই গোপন। তিনি সব বিষয়ে অবহিত।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

الأول : هوالقديم الذى كان قبل كل شىء- والاخر : الذى يبقى بعد هلاك كلى شىء ، والظاهر : بالأدلة الدالة عليه، والباطن : لكونه غير مدرك بالحواس ....، وفى هذا حجة على من جوز إدراكه فى الاخرة بالحاسة -

الأول তিনি হলেন আদি যিনি সকল কিছুর পূর্বে ছিলেন। والاخر যিনি সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও থাকবেন। الظاهر প্রমাণ দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত। الباطن কেননা তিনি পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবযোগ্য নন। যারা আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার দর্শনকে বৈধ মনে করে এটি তাদের বিরুদ্ধে একটি দলিল ও প্রমাণ।[২]

তের. আল্লাহ তায়ালা বাণী-

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা হাস্যোজ্জল থাকবে। * নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ৫৭ হাদীদ, আয়াত-৩।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭২।

৩. আল কুরআন, সূরা ৭৫ কিয়ামাহ, আয়াত-২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

الوجه عبارة عن الجملة، والناضرة : من نضرة النعيم إلى ربها ناظرة : تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره، وهذا معنى تقديم المفعول، ألا ترى إلى قوله : **ألى ربك يومئذ المستقر - إلى الله تصير الأمور - إلى ربك يومئذ المساق - الى الله المصير - واليه ترجعون -** كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص، ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصرولا تدخل تحت العدد فى محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم ، فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم، لأنهم الأمنون الذين لا خوف عليه ولا هم يحزنون... فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص، والذى يصح معه أن يكون من قول الناس : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى ، تريد معنى التوقع والرجاء -

আয়াতে উল্লিখিত الوجه শব্দটি দ্বারা সমগ্র বিষয়কে বোঝানো হয়েছে। নাদিরাহ এর অর্থ হলো নিয়ামত প্রাপ্তির কারণে উজ্জ্বলতা এবং إلى ربها ناظرة এর অর্থ হলো তারা আল্লাহ তায়ালার দিকেই বিশেষভাবে মুখাপেক্ষী থাকবে অন্য কারো দিকে নয়। এখানে মাফ'উল কে আগে নিয়ে আসা হয়েছে। তুমি কী দেখ না কুরআনে বলা হয়েছে- ألى ربك يومئذ المستقر (ক্বিয়ামাহ,১২) এবং إلى الله تصير الأمور (সূরা, ৫৩) **إلى ربك يومئذ المساق - الى الله المصير - واليه ترجعون -** كيف । উক্ত আয়াতে কীভাবে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা কিয়ামতের দিন এমন সত্তার মুখাপেক্ষী থাকবে যাকে কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না এবং যিনি হাশরের ময়দানে সমস্ত সৃষ্টির একত্রিত হওয়ার সময় তাদের সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন না। মু'মিনগণ ঐদিন তার অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকবে। কেননা তাদের সেই দিন কোন ভয়ও নেই এবং কোন চিন্তাও থাকবে না। এখানে তাকিয়ে থাকার অর্থটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করা হবে। আর সঠিক অর্থ হলো তার মুখাপেক্ষী থাকবে এবং তার আশায় থাকবে। যেমন লোকেরা বলে থাকে أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى (আমি অমুকের দিকে তাকিয়ে আছি, সে আমার প্রতি কিরূপ আচরণ করে তা দেখার জন্য) এর দ্বারা তারা আশা ও ভরসার উদ্দেশ্য করে থাকে তাকিয়ে দেখা উদ্দেশ্য নয়।[১]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬২।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াত জামা'আত এর পক্ষ থেকে জবাব :

মু'মিনগণ পরকালে আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ করবেন এবং এটা তাদের জন্য আন্দদায়ক বিষয় হবে। তবে দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন সম্ভব নয়। এটা আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর মত। এ ক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের আকীদা সঠিক নয়। কারণ তারা মনে করেন আল্লাহ তায়ালাকে পরকালেও দেখা যাবে না। পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন সম্ভব নয় বিষয়টিতে সকলেই একমত হলেও পরকালে আল্লাহ তায়ালার দর্শন এর বিষয়ে মু'তাযিলাদের সাথে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব এটাই আমাদের বিশ্বাস। তাই কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালর বাণী-

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ - إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা উজ্জ্বল থাকবে। নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।[১]

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালাকে দেখা যাবে। মুমিনগণই সেদিন আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করবেন এবং কাফেরগণ বঞ্চিত হবেন। উল্লিখিত আয়াতে نَاظِرَةٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। النظر শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

ক. الإنتظار অর্থাৎ অপেক্ষা করার অর্থে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- انظرونا نقتبس من نوركم (আল হাদীদ,১৩)

খ. النظر শব্দটি যখন فى দ্বারা متعدى হয় তখন এর অর্থ হবে التفكر অর্থাৎ চিন্তা ও গবেষণা করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض (আ'রাফ, ১৮৫)।

গ. النظر শব্দটি যখন الى দ্বারা متعدى হয় তখন এর অর্থ হবে (المعاينة بالأبصار) দেখা বা তাকানো। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- انظروا الى ثمره إذا أثمر (আনআ'ম, ৯৯)।

১. আল কুরআন, সূরা ৭৫ আল কিয়ামাহ, আয়াত-২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত আয়াতে النظر শব্দটি الى দ্বারা متعدى করা হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হবে (المعاينة بالأبصار) স্বচক্ষে দেখা বা তাকানো। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি কিয়ামতের দিন মুমিনগণ আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করবেন।

দুই. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

সেখানে তাদের জন্য যা চাইবে তাই থাকবে। আর আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে।[১]

উপরোক্ত আয়াতের বাখ্যায় মুফতী শাফী তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে বলেন, لدينا مزيد দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আনাস ও জাবের (রা:) বলেন, এ বাড়তি নিয়ামত হলো আল্লাহ তায়ালার দীদার তথা সাক্ষাত, যা জান্নাতিগণ লাভ করবেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে জান্নাতিগণ প্রতি শুক্রবার আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত লাভ করবেন।[২] এর মাধ্যমে আমরা বোঝতে পারি আল্লাহ তায়ালাকে পরকালে দেখা সম্ভব। এক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের আকীদা সঠিক নয়।

তিন. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো বেশী। কলংক কালিম বা লাঞ্ছনা তাদের চেহারাকে আবৃত করবে না। তারা জান্নাতের হকদার , সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।[৩]

উপরোক্ত আয়াতে زِيَادَةٌ দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। আরো বেশি বলতে আল্লাহ তায়ালার দীদার তথা সাক্ষাতকে বুঝানো হয়েছে, যা জান্নাতিগণ লাভ করবেন।

১. আল কুরআন, সূরা ৫০ ক্বাফ, আয়াত-৩৫।

২. মুফতী মুহাম্মদ শাফী, তাফসীরে মাআরেফুল কুর্আন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯২।

৩. আল কুরআন, সূরা ১০ ইউনুস, আয়াত-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. আল্লামা যামাখশারী সূরা আনআম এর ১০৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব নয়। الادراك শব্দটিকে তিনি অনুভব অর্থে ব্যবহার করেছেন। الادراك শব্দটি الاحاطة অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে নিয়ে গেলাম। তারপর ফেরাউন ও তার সেনাদল জুলুম নির্যতন ও সীমালংঘন করার উদ্দেশ্য তাদের পেছনে চললো। অবশেষে যখন ফেরাউন ডুবতে থাকলো তখন বলে উঠলো , আমি মেনে নিলাম, নবী ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, এবং আমিও আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তরভুক্ত।[১]

আল্লাহ আরো বলেন-

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

দু'দল যখন পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার সাথীরা চিৎকার করে উঠলো, "আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম।"[২]

চার. আল্লামা যামাখশারী সূরা ইউনুস এর ১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তায়ালার দীদারকে অস্বীকার করেছেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার نظر কেও অস্বীকার করেছেন। কারণ তিনি আল্লাহ তায়ালার কোন গুণাবলিকেও অস্বীকার করেন। তাই তিনি মনে করেন দেখার জন্য মোকাবেলা প্রয়োজন। فإن قلت : كيف جاز النظر على الله تعالى وفيه معنى المقابلة، قلت: هو مستعار للعلم المحقق الذى هو العلم بالشىء موجودا شبه بنظر الناظر، وعيان المعاين فى تحققه -

যদি তুমি বল, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কীভাবে নজর দেয়া বৈধ হতে পারে অথচ নজরের জন্য মোকাবেলা হওয়া আবশ্যক। আমি বলব, এটাকে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানের প্রতি ইংঙ্গিত সূচক বলা হয়েছে। যেন তা নজরের স্থলাভিষিক্ত।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত-৯০।

২. আল কুরআন, সূরা শুয়ারা, আয়াত-৬১।

৩. আল্লামা যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩

আল্লামা যামাখশারীর উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালাকে দেখার জন্য কোন দিক, বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানে বা মোকাবেলা বা মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন নেই। এর দলিল হলো : আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي

আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

হে নবী! তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। তুমি আমার চোখে চোখেই আছ। তুমি যখন উঠবে তখন তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ্ পাঠ কর [২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ

যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিলো। এ ছিলো সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার ও অবমাননা করা হয়েছিলো।[৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-قَالَ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

বললেন, "ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি।[৪]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন?[৫]

১. আল কুরআন, সূরা ৩০ ত্বহা, আয়াত-৩৯।

২. আল কুরআন, সূরা ৫২ তুর, আয়াত-৪৮।

৩. আল কুরআন, সূরা ৫৪ কামার, আয়াত-১৪।

৪. আল কুরআন, সূরা ৩০ ত্বহা, আয়াত-৪৬।

৫. আল কুরআন, সূরা ৯৬ আলাক, আয়াত-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালার বাণী-

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

আমরা তোমাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি। নাও , এবার তাহলে সেই কিব্‌লার দিকে তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি , যাকে তুমি পছন্দ করো। মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এখন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন এদিকেই মুখ করে নামায পড়তে থাকো। এসব লোক, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল , খুব ভালো করেই জানে , (কিব্‌লাহ পরিবর্তনের) এ হুকুমটি এদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে এবং এটি একটি যথার্থ সত্য হুকুম। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা থেকে গাফেল নন।[১]

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

কখনো নয়, নিশ্চিতভাবেই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।[২]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, পরকালে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক এবং আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকারকারীগণ আল্লাহ তায়ালার দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে মুমিনগণ আল্লাহ তায়ালার দীদার লাভ করবে।

ছয়. মুনাফিকগণ আল্লাহ তায়ালার দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে এবং মুমিনগণ আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করবে। এই প্রসংঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

১. আল কুরআন, সূরা ২ বাকারা, আয়াত-১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল কুরআন, সূরা ৮৩ মুতাফফিফীন, আয়াত-১৫।

সেদিন মুনাফিক নারী পুরুষের অবস্থা হবে এ যে, তারা মু'মিনদের বলবেঃ আমাদের প্রতি একটু লক্ষ কর যাতে তোমাদের 'নূর' থেকে আমরা কিছু উপকৃত হতে পারি। কিন্তু তাদের বলা হবেঃ পেছনে চলে যাও। অন্য কোথাও নিজেদের 'নূর' তালাশ কর। অতপর একটি প্রাচীর দিয়ে তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তাতে একটি দরজা থাকবে। সে দরজার ভেতরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে আযাব।[১]

সাত. আল্লামা যামাখশারী সূরা আরাফের ১০৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ তায়ালার দর্শনকে অস্বীকার করেছেন। তিনি لن ترانى শব্দের দ্বারা ভবিষ্যতেও আল্লাহ তায়ালাকে দেখা যাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা যামাখশারী বলেন[২] : فإن قلت : ما معنى لن؟ قلت : تأكيد النفى الذى تعطيه ,لا, تنفى المستقبل - تقول : لا أفعل غدا ن فإذا أكدت نفيها قلت : لن أفعل غدا - والمعنى : أن فعله ينافى حالى -

আল্লামা যামাখরীর উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা আমরা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে لن শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাই যেখানে এর মাধ্যমে চিরস্থায়ী নিষেধজ্ঞা দেয়া হয়নি। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তারা কখনো এটা কামনা করবে না। কারণ তারা স্বহস্তে যা কিছু উপার্জন করে সেখানে পাঠিয়েছে তার স্বাভাবিক দাবী এটিই (অর্থাৎ তারা সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে না। আল্লাহ ঐ সব যালেমদের অবস্থা ভালোভাবেই জানেন।[৩]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মুশরিকগণ মৃত্যুকে কামনা করবে না। তবে পরকালে তারা তা কামনা করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ

১. আল কুরআন, সূরা ৫৭ হাদীদ, আয়াত-১৩।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

৩. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ৯৫।

তারা চিৎকার করে বলবে "হে মালেক। তোমার রব আমাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেন তাহলে সেটাই ভাল" সে জবাবে বলবে : "তোমাদের এভাবেই থাকতে হবে।[১]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

যদি আল্লাহ তাদের মধ্যে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আগামীতে তাদের মধ্য থেকে কোন দল জিহাদ করার জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় তাহলে পরিষ্কার বলে দেবে, "এখন আর তোমরা কখনো আমরা সাথে যেতে পারবে না এবং আমার সংগী হয়ে কোন দুশমনের সাথে লড়াইও করতে পারবে না। তোমরা তো প্রথমে বসে থাকাই পছন্দ করেছিলে, তাহলে এখন যারা ঘরে বসে আছে তাদের সাথে তোমারাও বসে থাকো"।[২]

আল্লাহ তায়ালার আরো বলেন-

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

নূহের প্রতি অহী নাযিল করা হলো এ মর্মে যে, তোমার কওমের মধ্য থেকে যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া এখন আর কেউ ঈমান আনবে না। তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করা পরিহার করো।[৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

তোমরা যখন গনীমাতের মাল লাভ করার জন্য যেতে থাকবে তখন এ পিছনে রেখে যাওয়া লোকেরা তোমাকে অবশ্যই বলবে যে, আমাদরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও। এরা আল্লাহর ফরমান পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দাওঃ 'তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারো না, আল্লাহ তো আগেই একথা বলে দিয়েছেন।" এর বলবেঃ "না, তোমরাই

১. আল কুরআন, সূরা৪৩ যুখরুফ, আয়াত, ৭৭।

২. আল কুরআন, সূরা ৯ তাওবা, আয়াত, ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আল কুরআন, সূরা ১১ হুদ, আয়াত, ৩৬।

বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ কর।" (অথচ এটা কোন হিংসার কথা নয়) আসলে সঠিক কথা খুব কমই বুঝে।[১]

আল্লাহ তায়ালার আরো বলেন-

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

যখন তারা ইউসুফের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেলো তখন একান্তে পরামর্শ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়সে বড় ছিল সে বললো : "তোমরা কি জান না, তোমাদের বাপ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে কি অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যেসব বাড়াবাড়ি করেছো তাও তোমরা জানো। এখন আমি তো এখান থেকে কখনোই যাবো না যে পর্যন্ত না আমার বাপ আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা করে দেন, কেননা তিনি সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।[২]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে لـن শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বুঝানো হয়নি।

১. আল কুরআন, সূরা ৪৮ আল ফাতাহ, আয়াত, ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

২. আল কুরআন, সূরা ১২ ইউসুফ, আয়াত, ৮০।

কিয়ামাতের দিন মু'মিনগণ তাঁদের মহান প্রভুকে সরাসরি দেখতে পাবে। এর দলিল হিসেবে আমরা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছি নিম্নে হাদীস থেকে এর কিছু দলিল উপস্থাপন করা হলো :

এক. عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة أنيتهما ومافيهما و جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما ومابين القوم, بين أن ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة فى جنة عدن -

আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস (রা:) থেকে তাঁর পিতার (আবু মূসা আশআরী) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুটি বেহেশত এমন রয়েছে যে, এর যাবতীয় পাত্রসমূহ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই রৌপ্য নির্মিত। আবার দুটি জান্নাত এমন আছে যে এর সমস্ত আসবাবপত্র এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণনির্মিত। আদন বেহেশতের অধিবাসীদের মধ্যে এবং তাদের প্রতিপালককে দর্শনের মধ্যে কেবল তাঁর বড়ত্ব ও মহানত্বেও চারখানা ব্যতীত আর কোন আড়াল থাকবে না।[১]

দুই. عن صهيب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل - عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد وزاد ثم تلا هذه الا ية للذين احسنوا الحسنى وزيادة -

সুহাইব (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন মহা কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তোমরা আরো অতিরিক্ত কিছু কামনা করো কি? তারা বলবে, আমরা এর চেয়ে অধিক আর কি কামনা করতে পারি? আমাদের মুখমণ্ডল কি হাস্যোজ্জল করা হয়নি? আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়নি এবং (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হয়নি? নবী (সা:) বলেন : অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আবরণ উন্মোচন করবেন। তখন বেহেশতের অধিবাসীদের কাছে আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় জিনিস আর কিছুই হবে না। ২

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু রু'ইয়াতুল মু'মিনিনা ফীল আখিরাতি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, হাদীস নং, ৩৫৬।
২. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং, ৩৫৭

Dhaka University Institutional Repository

হাম্মাদ ইবনে সালামা থেকে এই সনদে একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে এত আরো আছে, অতঃপর তিনি (মহানবী সা:) এ আয়াত পাঠ করলেন : "যারা ভাল কর্মনীতি গ্রহণ করে তারা ভাল ফল পাবে এবং অধিক অনুগ্রহও"- (সূরা ইউনুস :২৬) ।[১]

তিন. عن عطاء ابن يزيد الليثى أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل تزى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر قالو الا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا يارسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبه من كان يعبد . الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر و يتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الامة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى فى صورة غير صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا ربنا فاذا جتاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى فى صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم فأكون أنا وأمتى أول من يجيز ولا يتكلم - يومئد الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفى حهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فانها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها الا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقى بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى حتى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيئا من أراد الله تعالى أن يرحمه فمن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن أدم الا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب علهم ماء الحياة فينبتون منه كا تنبت الحبة فى السيل ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو أخر أهل الجنة دخلولا الجنة فقول أى رب أصرف وجهى عن النار فانه قد قد قشبنى ريحها وأخرقنى ذكاؤها فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت أن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره فيقول لا أسألك غيره و يعطى ربه من عهود ومواثويق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار فاذا أقبل على الجنة وراها سكت ماشاء الله أن يسكت ثم يقول أى رب قدمنى الى

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু রূ'ইয়াতুল মু'মিনিনা ফীল আখিরাতি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, হাদীস নং, ৩৫৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لاتسألنى غير الذى
أعطيتك ويلك يابن ادم ماأغدرك فتيقول أى رب ويدعو الله حتى يقول له فهل
عسيت أن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك فيعطى ربه ماشاء الله
من عهود ومواثيق فيقدمه الى باب الجنة فاذا قام على باب الجنة انفهقت له
الجنة فرأى مافيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أى
رب أدخلنى الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك
ومواثيقك أن لا تسأل غير ماأعطيت ويلك يابن أدم ماأغدرك فيقو أى رب لاأكون
أشتقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك أته تبارك وتعالى منه فاذا ضحك
الله منه قال ادخل الجنة فاذا دخلها قال الله له تمن،ه فيسأل ربه ويتمنى حتى ان
الله ليذكره من كذا وكذا حتى اذا انقطعت به الأمانى قال الله تعال ذالك لك ومثله
معه قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدرى مع أبى هريرة لا يرد عليك من حديثه
شيئا حتى اذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد
وعشرة أمثاله معه ياأبا هريرة قال أبوهريرة ماحفظت الا قوله ذلك لك ومثله
معه قال أبوسعيد أشهد أنى حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك
لك وعشرة أمثاله قال أبوهريرة وذلك الرجل أخر أهل الجنة دخولا الجنة ـ

আ'তা ইবনে ইয়াযীদ লাইসী থেকে বর্ণিত। আবু হুরাইরা (রা:) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদেও প্রভুকে দেখতে পাবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোনরূপ অসুবিধা হয়? তারা বললো, না, হে আল্লাহ রাসূল। তিনি আবার বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনরূপ অসুবিধা হয়? সবাই বললো, না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন : তোমরা ঐরূপ স্পষ্টভাবেই আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করে বলবেন : যারা (পৃথিবীতে) যে জিনিসের ইবাদাত করতে তারা সেই জিনিসের অনুসরণ করো। সুতরাং যারা সূর্যের পূজা করতো, তারা সূর্যের সাথে থাকবে। যারা চাঁদের পূজা করতো তারা চাঁদের সাথে থাকবে। আর যারা (তাগুতের) খোদাদ্রোহীদের পূজা করতো তারা খোদাদ্রোহীদের সাথে একত্রিত হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে শুধু আমার এ উম্মত। তাদের মধ্যে থাকবে মুনাফিকরাও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা, তাদের কাছে এমন আকৃতিতে আবির্ভূত হবেন যে, তারা তাকে চিনতে পারবে না। তিনি বলবেন : 'আমি তোমাদের প্রভু, তারা বলবে, 'নাউযুবিল্লাহ মিনকা তোমার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রব আমাদের কাছে না আসেন, ততক্ষণ আমরা এখানেই অবস্থান করবো। যখন আমাদের রব আসবেন, আমরা তাঁকে চিনতে পারবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন আকৃতিতে তাদের সামনে আবির্ভূত হবেন যে, তারা সহজেই তাঁকে চিনতে পারবে। তিনি বলবেন : আমি তোমাদের প্রভু। তারাও বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু। অতঃপর তারা সবাই তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণ করবে। এ সময় জাহান্নামামের ওপর পুল বা সাঁকো স্থাপন করা হবে। নবী (সা:) বলেন : আমি ও আমার উম্মতই সর্বপ্রথম তা অতিক্রম করবো। সে দিন রাসূলগণ ছাড়া অন্য কেউ কথা বলতে সাহস পাবে না। আর রাসূলগণের দোয়া হবে: "আল্লাহুম্মা সাল্লিম. সাল্লিম"। হে আল্লাহ. নিরাপদে রাখো, শান্তি দাও। আর জাহান্নামের মধ্যে সা'দান গাছের কাঁটার মতো আংটা রয়েছে। তোমরা কি সা'দান গাছ চিন? তারা বললো, হাঁ, আমরা সা'দান গাছ দেখেছি, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন : ঐ আংটাগুলো দেখতে সা'দান গাছের কাঁটার মতই, তবে এতা বড় যে, বিরাটত্ব সম্পর্কে আল্লাহই জানেন। ঐ আংটাগুলো দোযখের মধ্যে লোকদেরকে তাদের পাপ কাজের দরুন ছোবল দিতে থাকবে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমানদান (গুনাহগার) লোকও থাকবে। তারা অতঃপর এর ছোবল থেকে রক্ষা পাবে। অতপর মহান আল্লাহ যখন বান্দাদের বিচার ফায়সালা সমাপ্ত করবেন এবং নিজের রহমত ও অনুগ্রহে কিছু সংখ্যক লোককে দোযখ থেকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন এদের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করেনি তাদেরকে দোযখ থেকে বের করার জন্য তিনি ফিরিশতাদের আদেশ করবেন। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে এভাবে অনুগ্রহ করবেন এরা হচ্ছে এমন লোক, যারা এ সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।' ফিরিশতারা দোযখের মধ্যে তাদেরকে চিনতে পারবেন। তাঁরা তাদেরকে সিজদার চিহ্ন দেখেই সনাক্ত করবেন। একমাত্র সিজদার চিহ্ন বা স্থান ব্যতীত এসব বণী আদমের দেহের সবকিছুই দোযখের আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'য়ালা সিজদার চিহ্নসমূহ আগুনের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। অতএব তারা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় কালো কয়লার মতো হয়ে দোযখ থেকে বের হবে। অতঃপর তাদের দেহের ওপর 'আবে হায়াত' (জীবনদানকারী পানি) ঢালা হবে। এখান থেকে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে উঠবে, হে আমার প্রভু, যেমন বীজ ভেজা মাটিতে আপনা আপনি অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাহদের বিচার ফায়সালা শেষ করবেন। এর পর একটি মাত্র লোক অবশিষ্ট থাকবে। তার মুখ দোযখের দিকে ফেরানো থাকবে। সে হবে সর্বশেষে জান্নাত লাভকারী। সে বলবে, হে আমার প্রভু, দোযখের দিক থেকে আমার মুখটা ফিরিয়ে দিন। দোযখের দুর্গন্ধ আমাকে অসহ্য কষ্ট দিচ্ছে এবং এর অগ্নিশিখা আমাকে একেবারে দগ্ধ করে ফেলছে। সে এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার মর্জি মাফিক তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন: তুমি যা চাও তা যদি তোমাকে দিই, তাহলে আরো কিছু চাইবে কি? সে বলবে, না। আমি এ ছাড়া আর কিছুই তোমার কাছে চাইবোনা। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তখন তার মুখ দোযখের দিক থেকে ফিরিয়ে দেবেন। যখন সে বেহেশতের দিকে মুখ করবে, এবং বেহেশত দেখবে তখন আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুক্ষণ নীরব থাকবে। অতপর বলবে, যে আমার প্রতিপালক, আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিন। তার কথা শুনে আল্লাহ বলবেন : তুমি কি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হবে, তাছাড়া আর কিছুই চাই না? আফসোস হে আদম সন্তান! তুমি সাংঘাতিক ওয়াদা ভঙ্গকারী, বড়ই অকৃতজ্ঞ। সে আবার 'হে আমার প্রভু' বলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা কে

Dhaka University Institutional Repository

ডাকতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ তাকে বলবেন : এটা যদি তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে তুমি পুনরায় আর কিছু চাইবে কি? সে বলবে তোমার ইজ্জতের কসম, এছাড়া আমি আর কিছুই চাইবো না। তারপর সে এ মর্মে আল্লাহ তায়ালাাকে প্রতিশ্রুতি দতে থাকবে এবং আল্লাহও তাকে জান্নাতের দরজার কাছে এগিয়ে দেবেন। যখন সে জান্নাতের দরজায় দাঁড়াবে, তখন তার দরজা খুলে যাবে এবং সে তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে, আর আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন, সে ততক্ষণ নীরব থাকবে। তারপর বলবে হে আমার রব, আমাকে জান্নাত দান করো। আল্লাহ বলবেন : তুমি কি এ মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দাও নি যে, আমি যা দেবো তা ব্যতীত অন্য আর কিছুই চাইবে না? আফসোস হে আদম সন্তান, তুমি বড়ই ধোকাবাজ। সে বলবে, হে আমার প্রভু, আমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা হতে চাইনা। সে আবার আল্লাহ ডাকতে থাকবে। তার অবস্থা দেখে আল্লাহ হাসবেন। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ যখন হাসবেন, তখন বলবেন : যাও ঠিক আাছে জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতে প্রবেশ করলে, আল্লাহ তাকে বলবেন : এবার আমার কাছে চাও। সে তার রবের কাছে চাইবে ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। এমন কি আল্লাহ তাআলা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন : এটা ওটা চাও। যখন তার আকাঙ্ক্ষাও শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন : এ সবই তোমাকে দেয়া হলো এবং তার সাথে অনুরূপ আরো দেয়া হলো। বর্ণনাকারী আতা' ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন, আবু হুরাইরা (রা:) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন, আবু সাঈদ খুদরীও (রা:) তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আবু হুরাইরা (রা.) কতৃক বর্ণিত এ হাদীসের কোনো অংশের প্রতিবাদ করেননি। অবশেষে আবু হুরাইরা (রা:) যখন বর্ণনা করলেন যে, মহা ক্ষমতাবান আল্লাহ লোকটিকে বললেন, এ সবই তোমাকে দেয়া হলো এবং এর সাথে অনুরূপ পরিমাণও দেয়া হলো', তখন আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন, হে আবু হুরাইরা, 'এর সাথে আরো দিলাম' কথাটি রাসূলুল্লাহর (সা:) কথা, 'এ সবই তোমাকে দিলাম এবং এর সাথে আরো দিলাম এটা স্মরণ রেখেছি। তখন আবু সাইদ খুদরী (রা") বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসুল(সা:) নিকট থেকে, এসবই তোমাকে দিলাম এবং অনুরূপ আরো দশগুণ দিলাম, কথাটি মনে রেখেছি। অতঃপর আবু হুরাইরা (রা:) বললেন, ঐ লোকটি জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি।১

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু রূ'ইয়াতুল মু'মিনিনা ফীল আখিরাতি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, হাদীস নং, ৩৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

চার. عن أبى ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنى أراه -

আবু যার (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার প্রতিপালককে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন? তিনি বললেন : আমি নূর দেখেছি।[১]

পাঁচ. عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبى ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أى شىء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا -

আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা:) কে বললাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেতাম, তাহলে তাঁকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম। আবু যার (রা:) বললেন, তুমি কোন বিষয় তাঁকে জিজ্ঞস করতে? তিনি বললেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম, 'আপনি আপনার রবকে দেখেছেন কি'? আবু যার (রা:) বললেন, আমি অবশ্যই এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন : আমি দেখেছি 'নূর' উজ্জ্বল জ্যোতি।[২]

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের দলিল পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মু'মিনগণ পরকালে আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ করবেন এবং এটাই তাদের জন্য আনন্দদায়ক বিষয় হবে। তবে দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন সম্ভব নয়। এটাই আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর মত এবং এটিই সঠিক মত। এই ক্ষেত্রে মুতা'যিলাদের আকীদা সঠিক নয়। কারণ তারা মনে করেন আল্লাহ তায়ালাকে পরকালেও দেখা যাবে না।

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা'না কাওলুল্লাহি 'আযযা ওয়া জাল্লা 'ওয়ালাকাদ রাআ'হু নাযলাতান উখরা', হাদীস নং, ৩৫১।

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৫২।

Dhaka University Institutional Repository

আহলুল কাবাইর (কবীরা গুনাহকারী) চিরস্থায়ী জাহান্নামী

মু'তাযিলাগণের মতে কবীরা গুনাহকারী পাপী মুসলমান তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তাদের মতে, যে একবার জাহান্নামে প্রবেশ করবে সে আর বের হতে পারবে না। কেননা তাদের মতে পাপীদের জন্য কোন প্রকার শাফা'য়াত সাব্যস্ত হবে না। এছাড়া তাদের মতে পাপী মুসলমান ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকবে। তথা 'আল মানযিলাতু বায়নাল মানযিলাতাইন'। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে পাপী মুসলমান তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার উপর ন্যস্ত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করবেন। এই ক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের মত হলো আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন না। কেননা এটা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী।

আল্লামা যামাখশারী তার কাশশাফ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে মু'তাযিলাদের আকীদাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থাপন এবং তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে এই বিষয় উপস্থাপন করা হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে মুমিনকে হত্যা করে , তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে চিরকাল থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও তাঁর লানত এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

والعجب من قوم يقرؤن هذه الاية ويرون ما فيها .... ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم وهواهم وما يخيل إليهم مناهم ، أن يطمعوا فى العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة -

আশ্চর্য হলো এই যে, এক দল লোক এই আয়াতে পড়ে এবং যা আছে সে বিষয়টি তারা দেখে। অতপর তাদের গোষ্ঠিগত স্বার্থ এবং গোড়ামি, অন্তঃসারশূন্য আকাক্ষা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণকে ছাড়তে পারে না এবং তারা মুমিন ব্যক্তির হত্যাকারী যে তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য ক্ষমার আশা পোষণ করে।[২]

১. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত-৯৩।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫১।

আল্লামা যামাখশারী উক্ত বক্তব্যের মধ্যে এক দল বলতে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে বুঝিয়েছেন। তার মতে কবীরা গুনাহকারী মুমিন তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে তাঁর মুক্তিও অসম্ভব।

দুই. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো। তাদেরকে আশার ছলনায় বিভ্রান্ত করবো। আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা পশুর কান ছিঁড়বেই । আমি তাদেরকে হুকুম করবো এবং আমার হুকুমে তারা আল্লাহর সৃষ্টি আকৃতিতে রদবদল করে ছাড়বেই। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এই শয়তানকে বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়েছে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

ولأمنينهم) الأمانى الباطلة : من طول الأعمار ، بلوغ الأمال ، ورحمة الله للمجرمين بغير توبة ، والخروج من النار بعد دخولها بالشفاعة ، ونحو ذلك

আমি তাদের মিথ্যা আশায় বিভ্রান্ত করব যেমন দীর্ঘ হায়াত, দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা, তাওবা ছাড়া মৃত্যু বরণকারী পাপীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং দোযখের প্রবেশের পর শাফায়াতের মাধ্যমে সেখান থেকে বের হওয়া এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়।[২]

উক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লামা যামাখাশারী পাপীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং তাদেরকে দোযখ থেকে বের করার আশা পোষণকারীদেরকে মিথ্যা ছলনায় বিভ্রান্ত বলে মন্তব্য করেছেন। তাদের মতে পাপীদের তাওবা ছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই। আল্লাহ তায়ালার জন্য তাদেরকে ক্ষমা করা বৈধ নয়।

১. আল কুরআন, সূরা ৪ নিসা, আয়াত, ১১৯।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৬।

তিন. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ

লোকেরা কি এখন এ জন্য অপেক্ষা করছে যে , তাদের সামনে ফেরেশতারা এসে দাঁড়াবে অথবা তোমার রব নিজেই এসে যাবেন বা তোমার রবের কোন কোন সুস্পষ্ট নিশানী প্রকাশিত হবে? যে দিন তোমরা বিশেষ কোন কোন নিশানী প্রকাশিত হয়ে যাবে তখন এমন কোন ব্যক্তির ঈমান কোন কাজে লাগবে না যে প্রথমে ঈমান আনেনি অথবা যে তার ঈমানের সাহায্যে কোন কল্যাণ অর্জন করতে পারেনী। হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলে দাও , তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا أمنت فى غير وقت الإيمان وبين النفس التى امنت فى وقته ولم تكسب خيراً ، ليعلم أن قوله :(الذين أمنوا وعملوا الصالحات) جمع بين قرينتين لا ينبغى أن تنفك إحداهما عن الأخرى ، حتى يفوز صاحبهما ويسعد ، وإلا فالشقوة والهلاك ـ

তুমি দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না যথা : যে কাফের সময়মতো ঈমান আনেনি আর যে ব্যক্তি সময়মতো ঈমান এনেছে কিন্তু সেই ঈমান থেকে কোন প্রকার কল্যাণ লাভ করতে পারেননি। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে তুমি একজনকে অপরজন থেকে পৃথক করতে পারবে না। যতক্ষণ না তারা সৌভাগ্যবান ও সফল হয় অথবা দুর্ভাগা এবং ধ্বংস হয়।[২]

আল্লামা যামাখশারী এই বক্তব্যের মাধ্যমে কাফের এবং পাপী মুসলমান উভয়কে একইভাবে মূল্যায়ন করেছেন। অর্থাৎ তারা উভয়ই চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

চার. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

১. আল কুরআন, সূরা ৬ আনআম, আয়াত-১৫৮।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮২।

হে লোকেরা! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবেই সত্য কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সেই প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

لا يقولن لكم اعملوا ما شئتم فإن الله غفور يغفر كل كبيرة ويعفو عن كل خطيئة ، والغرور الشيطان لأن ذلك دينه -

তোমাদেরকে এই কথা বলা হবে না যে, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর। কেননা আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল তোমাদের সকল কবীরা গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদের সকল পাপ মোচন করে দিবেন। প্রতারণা হলো শয়তানের পক্ষ থেকে কেননা এটাই তার ধর্ম।[২]

আল্লামা যামাখশারী এই ব্যাখ্যার দ্বারা মু'তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন পাপী মুসলমান এর জন্য ক্ষমার আশা করা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

তিনি আসমান ও যমীনকে যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞোচিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনের প্রান্তসীমায় রাতকে এবং রাতের প্রান্তসীমায় দিনকে জড়িয়ে দেন। তিনি সুর্য ও চাঁদকে এমনভাবে অনুগত করেছেন যে, প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গতিশীল আছে। জেনে রাখো, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।[৩]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(الغفار) لذنوب التائبين أو الغالب الذى يقدر على أن يعاجلهم بالعقوبة وهو يحلم عنهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى ، فسمى الحلم عنهم مغفرة -

১. আল কুরআন, সূরা ৩৫ ফাতির, আয়াত-৫।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৯।

৩. আল কুরআন, সূরা ৩৯ যুমার, আয়াত-৫।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, তিনি তাওবাকারীদের পাপের ক্ষেত্রে ক্ষমাশীল অথবা খুব সম্ভবত পাপীদের শাস্তি প্রদানকারী। তাদের সাথে তিনি কৌশল অবলম্বন করেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করেন। তারা এই অবকাশকেই ক্ষমা মনে করে।[১]

আল্লামা যামাখশারী এর মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, পাপীরা ক্ষমার অযোগ্য তবে তাওবাকারী পাপীকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করবেন। যদি সে সময়ের মধ্যে তাওবা করে।

ছয়. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

(এ ব্যক্তির আচরণই সুন্দর না সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে? এদর জিজ্ঞেস করো যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে ? কেবল বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

عن الحسن أنه سئل عن رجل يتمادى فى المعاصى ويرجو، فقال : هذا تمن ، وإنما الرجاء قوله : وتلا هذه الاية -

হাসান থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে ব্যক্তি পাপের উপরেই চলতে থাকে এবং ক্ষমার আশা করে! (তার অবস্থা কি)। তিনি বলেন এটা অসম্ভব আশা। অতপর তিনি এ আয়াতটি তেওয়াত করলেন।[৩]

আল্লামা যামাখশারী এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সর্বদা পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষমার আশা করা নিরাশা মাত্র। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে, যারা জানে আর যারা জানে না তারা উভয়ই কি সমান?

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫১৩।

২. আল কুরআন, সূরা ৩৯ আয যুমার, আয়াত-৯।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সাত. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

যাদের ওপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি ।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

فان قلت : ما معنى غضب الله؟ قلت : هو ارادة الانتقام من العصاة - وانزال العقوبة بهم - وان يفعل بهم ما يفعله الملك اذا غضب على من تحت يده نعوذ بالله من غضبه -

অর্থাৎ, যদি তুমি জিজ্ঞাস কর; আল্লাহর গযব এর অর্থ কী? আমি জবাবে বলব : আল্লাহর গযব অর্থ পাপী ও অবাধ্যদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা এবং তাদের প্রতি ঐরকম ব্যবহার করা উদ্দেশ্য যেমন কোন মালিক তার অধীনস্থদের উপর রাগান্বিত অবস্থায় করে থাকেন। আমরা আল্লাহর নিকট তার গযব হতে আশ্রয় চাই।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে মু'তাযিলাদের একটি মত যথা : পাপীদের শাস্তি দেয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তার মতে পাপীদের শাস্তি প্রদান না করলে ন্যায়বিচার ক্ষুণ্ন হবে, যা আল্লাহ তায়ালার জন্য শোভনীয় নয় বা তিনি তা করতে পারেন না। কেননা তাতে আল্লাহর ওয়াদা খেলাপ হবে।

১. আল কুরআন, সূরা ১ আল ফাতিহা, আয়াত-৭।

২. যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

কবীরা গুনাহকারীদের বিষয়ে আল্লামা যামাখশারী কর্তৃক উত্থাপিত দলিলের জবাব এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর দলিল :

اهل السنة والجماعة এর মতে কবীরা গুনাহকারী মুমিনগণ তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তাদের বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার অধীনে সোপর্দ থাকবে। তাদের মতে পাপীদের শাস্তি প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয় বরং আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে পাপীদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। اهل السنة والجماعة এর দলিল হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

আল্লাহ কেবলমাত্র শিরকের গোনাহ মাফ করবে না। এ ছাড়া আর যাবতীয় গোনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে , সে গোমরাহীর মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।[১]

দুই. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(হে নবী,) বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[২]

তিন. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন

وان تبدوا ما فى انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء - والله على كل شيئ قدير -

১. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত-১১৬।

২. আল কুরআন, সূরা ৩৯ আয যুমার, আয়াত-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মনে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১]

চার. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

ولله ما فى السموت وما فى الارض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء والله غفور رحيم -

আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২]

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا - يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا - إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্যকে ডাকে না , আল্লাহ যে প্রানকে হারাম করেছেন কোন সংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাকে উপর্যুপরি শাস্তি দেয়া হবে এবং সেখানেই সে পড়ে থাকবে চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায়। তবে তারা ছাড়া যারা (ঐসব গোনাহের পর) তাওবা করেছে এবং ইমান এনে সৎকাজ করতে থেকেছে। এ ধরনের লোকদের পাপসমূহকে আল্লাহ সৎকাজের দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন এবং আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা আয়াত, ২৮৪।

২. আল কুরআন, সূরা ৩ আলে ইমরান আয়াত, ১২৯।

৩. আল কুরআন, সূরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াত, ৬৮-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে কিসাসের বিধান লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি হত্যা করে থাকলে তার বদলায় ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, দাস হত্যাকারী হলে ঐ দাসকেই হত্যা করা হবে, আর নারী এই অপরাধ সংঘটিত করলে সেই নারীকে হত্যা করেই এর কিসাস নেয়া হবে। তবে কোন হত্যাকারীর সাথে তার ভাই যদি কিছু কোমল ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী রক্তপণ দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সততার সঙ্গে রক্তপণ আদায় করা হত্যাকারীর জন্য অপরিহার্য। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে দন্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১]

সাত. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

আল্লাহ অবশ্যই শিরককে মাফ করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য যত গোনাহ হোক না কেন তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গোনাহের কাজ করেছে।[২]

১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ১৭৮।

২. আল কুরআন, সূরা ২ আন নিসা, আয়াত- ৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

আট. হাদীস দ্বারা দলিল :

একত্ববাদীগণ জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না :

حدثنا أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله الا الله وكان فى قلبه من الخير مايزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله الا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة زاد أبن منهال فى روايته قال يزيد فلقت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم بالحديث الا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد صحف فيها أبو بسطام

আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেন, নবী রাসূল (সা:) বলেছেন : দোযখ থেকে এমন ব্যক্তিকে বের করে আনা হবে, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে বার্লি পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) রয়েছে। অতঃপর এমন ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) আছে। তারপর এমন ব্যক্তিকে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে, যে লা-ইলাহা -ইল্লাল্লা বলেছে এবং তার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে। ইবনে মিনহালের বর্ণনায় আরো আছে- "ইয়াযীদ বলেছে, আমি শো'বার সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীসটি তাঁকে বর্ণনা করি। শো'বা বললেন, এ হাদীসটি কাতাদা আমাদেরকে আনাস ইবনে মালিক (রা:) এর সূত্রে রাসূল (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে শো'বা 'যাররাতিন' এর স্থলে বলেছেন 'যুরাতিন' (চানা বুট)। ইয়াযীদ বলেছেন, এটা আবূ বাসতাম অর্থাৎ শো'বার ভ্রান্তি।[১]

عن أبى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى لأعلم أخر أهل الجنة دخولا الجنة واخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وأرفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكروهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فان لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতুশ শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবু যার (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন : জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি এবং জান্নাহাম থেকে বের হয়ে আসা সর্বশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি জানি। কিয়ামাতের দিন তাকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং বলা হবে, এ ব্যক্তির সমস্ত ছোট ছোট গুনাহগুলো তার সামনে উপস্থিত করো। আর বড় বড় গুনাহ তুলে নাও (তা গোপন রাখো)। অতঃপর ছোট ছোট গুনাহগুলো তার সামনে উপস্থিত করা হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি অমুক দিন এই এই এবং অমুক দিন এই এই (গুণাহের) কাজ করেছিলে? সে বলবে হাঁ। তার অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকবে না। বরং তার বড় বড় গুনাহগুলো উপস্থাপন করা হয় না কি সেজন্য ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। অতঃপর তাকে বলা হবে, যাও, তোমার প্রত্যেকটি গুনাহের স্থলে তোমাকে নেকী দেয়া হলো। (এ ব্যাপার দেখে তার অন্তরে বিরাট আশার সঞ্চার হবে)। তখন সে বলবে, হে পরোয়ারদিগার, আমি তো আরো কিছু কাজ (?) করেছিলাম সেগুলো তো আজ এখানে উপস্থিত দেখছিনা। আবু যার (রা.) বলেন, এ সময় আমি রাসূল (সা.) কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।[১]

عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فاماتهم أماتة حتى اذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجىءبهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل ياأهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الجنة تكون فى حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية -

আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসীরা (মুশরিক ও কাফির) সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যারা নিজেদের অপরাধের দরুন দোযখে যাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে মারবেন যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তারা কয়লার মতো হয়ে যাবে। অতঃপর তাদের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। এরপর তাদেরকে পৃথকভাবে দলে দলে আনা হবে এবং বেহেশতের নহরের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ, এদের ওপর পানি বর্ষণ করো। অতঃপর তারা এমনভাবে তরতাজা ঘাসের মতো সজীব হয়ে ওঠবে, যেভাবে প্রবাহমান স্রোতের ধারে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এ সময়

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে এ ব্যক্তি বলে উঠলো, মনে হয় রাসূল (সা:) বনে-জঙ্গলেও অবস্থান করতেন।[১]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং হাদীস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা শিরক ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন। অবশ্য শিরক করার পরও যে তাওবা করবে, আল্লাহ তার বা কবুল করবেন। আল্লাহ তার রহমত হতে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং পাপীদের শাস্তি দেয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়। কোন পাপী মুমিন তাওবা ব্যতীত মৃত্যু বরণ করলে তার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার উপর ন্যাস্ত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা তাঁর রহমতের দ্বারা তাকে ক্ষমা করেবেন। এই বিষয়ে মু'তাযিলাদের আকীদাটি একটি ভ্রান্ত আকীদা।

১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইসবাতু শাফায়াত, হাদীস নং, ৩৬৬।

আল্লাহ তায়ালা অমঙ্গল এর স্রষ্টা নন

মু'তাযিলাদের আকীদা হলো আল্লাহ মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন। তিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাকে সৎ ও **কল্যাণকর** কাজের আদেশ দিয়েছেন। অকল্যাণ ও পাপ কাজ থেকে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وإذا فعلو فاحشة قالوا وجدنا عليها أباء نا والله أمرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون -

"যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে : আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপ দেখেছি এবং আল্লাহ্‌র আমাদেরকে এ আদেশই দিয়েছেন। বলুন : আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ। যা তোমরা জান না?[১]

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অশ্লীল, অন্যায়, অকল্যাকর ও পাপ কাজের নির্দেশ প্রদান করেন না। সুতরাং ঐসকল পাপ কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা নন। আল্লাহ তায়ালাকে পাপ কাজের স্রষ্টা ধরে নিলে পাপ কাজের দায়ভার আল্লার তায়ালার উপরই বর্তাবে। অবশ্য আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত এর মত হলো, আল্লাহ তায়ালা সকল কাজের স্রষ্টা এবং বান্দা তার অর্জনকারী মাত্র। আল্লামা যামাখশারী তাফসীরের বিভিন্ন স্থানে মুতাযিলাদের আকীদাকে সন্নিবেশিত করেছেন। নিম্নে তাফসীরে কাশশাফ থেকে দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

যদি সত্যি সত্যিই তাদের বের হবার ইচ্ছা থাকতো তাহলে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ আল্লাহ কাছে পছন্দনীয় ছিল না। তাই তিনি তাদের শিথিল করে দিলেন এবং বলে দেয়া হলোঃ বসে থাকো, যারা বসে আছে তাদের সাথে।[২]

১. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াত, ২৮।

২. আল কুরআন, সূরা ৯ তাওবা, আয়াত,৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : كيف جاز أن يوقع الله تعالى فى نفوسهم كراهة الخروج إلى الغزو وهى قبيحة ، وتعالى الله عن إلهام القبيح ؟ قلت: خروجهم كان مفسدة لقوله : (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا) فكان إيقاع كراهة ذلك الخروج فى نفوسهم حسنا ومصلحة ـ

তুমি যদি প্রশ্ন কর, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কীভাবে এটা বৈধ হলো যে, তিনি তাদের অন্তরে যুদ্ধে গমনের অপছন্দনীয়তা সৃষ্টি করে দিলেন অথচ এটি একটি মন্দ কাজ! আর আল্লাহ তায়ালা মন্দ কাজ থেকে পবিত্র। আমি বলব, তাদের যুদ্ধের গমনটি অকল্যাণকর ও ধ্বংসকারী ছিল। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তারা যদি তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তারা বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই করত না। সুতরাং তাদের অন্তরে যুদ্ধে বের হওয়ার অপছন্দনীয়তা সৃষ্টি করা ভালো এবং কল্যাণকর ছিল।[১]

আল্লামা যামাখশারী এর মাধ্যমে মুতাযিলাদের আকীদা 'আল্লাহ তায়ালা অমঙ্গল কাজে স্রষ্টা নন' বিষয়টি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

দুই. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

আসলে যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি তাদের কৃতকর্মকে শোভানীয় করে দিয়েছি, ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته ، وقد أسنده إلى الشيطان فى قوله : (وزين لهم الشيطان أعمالهم) قلت بين الإسنادين فرق، وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة ، وإسناذ إلى الله عز وجل مجاز ـ

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬।

২. আল কুরআন, সূরা আন ২৭ নমল, আয়াত,৪।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি যদি বল যে, আমলগুলোকে সুশোভিত করে দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার প্রতি কীভাবে সম্পর্কিত করা হলো? অথচ এটি অন্য আয়াতে শয়তানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার বাণী- وزين لهم الشيطان أعمالهم আমি বলব, এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাহলো শয়তানের প্রতি ইসনাদ করা প্রকৃত অর্থে আর আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইসনাদ করা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

তিন. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

কে তিনি যিনি আর্তের ডাক শুনেন যখন সে তাকে ডাকেকাতর ভাবে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন? আর (কে) তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন ? আল্লাহর সাথে কি আর কোন ইলাহ কি (এ কাজ করেছে)? তোমরা সামান্যই চিন্তা করে থাক।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : قد عم المضطرين بقوله : (يجيب المضطر إذا دعاه) وكم من مضطريدعوه فلا يجاب؟ قلت : الإجابة موقوفه على أن يكون المدعوبه مصلحة ، ولهذا لا يحسن دعاء العبد إلا شارطا فيه المصلحة ـ

যদি তুমি প্রশ্ন বল, বিপদগ্রস্ত লোকের সংখ্যা অনেক। আল্লাহ তায়ালার বাণী- তিনি বিপদগ্রস্থের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে। অথচ কত বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি রয়েছে যার ডাকে সাড়া দেয়া হয় না? আমি বলব, বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেয়া বিষয়টি নির্ভর করবে যে বিষয়ে সে ডাকে তার কল্যাণের উপর। এজন্যই কোন বান্দার দোয়া যখন কল্যাণকর হয় না তখন তার দোয়াটি কবুল করা হয় না।[৩]

এর মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণকর কাজে স্রষ্টা কিন্তু অকল্যাণকর কাজে স্রষ্টা নন।

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮।

১. আল কুরআন, সূরা নমল, আয়াত-৬২।

৩. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

চার. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন। এবং তাদের চোখের ওপর আবরণ পড়ে গেছে। তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

فإن قلت : فلم أسند الختم إلى الله تعالى ، وإسناده إليه يدل على المنع من قبول الحق ، والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح ، والله يتعالى عن فعل القبيح ...؟ قلت : القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها ـ وأما إسناد الختم إلى الله عز وجل ، فلينبه ... على أن هذه الصفة فى فرط تمكنها وثبات قدمها كالشىء الخلقى غير العرضى

অর্থাৎ, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর الختم বিষয়টিতে আল্লাহর প্রতি সম্বোধন করার কারণ কী? অথচ এটা সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। যা একটি মন্দ এবং নিন্দনীয় কাজ। মহান আল্লাহ তায়ালা মন্দ কাজ থেকে পবিত্র। আমি বলব এর উদ্দেশ্য হলো অন্তরের বৈশিষ্ট্য এর প্রতি নির্দেশ করা যে, যেন অন্তরটি المختوم عليها মোহরাংকৃত। কাফেরদের অন্তরে মোহরাংকৃত করার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্বোধন করার কারণ হলো, এটা সুস্পষ্ট করার জন্য যে, এ সিফাতটি স্বভাবগত কর্মের ফল এবং তা কাফেরদের উপর আরোপিত নয়।[২]

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী পরোক্ষভাবে বান্দাকে তার কর্মের স্রষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি الخلقى غير العرضى তিনি খতম শব্দটিতে আরেজি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা এবং আল্লাহ তায়ালা অকল্যাণকর কাজে স্রষ্টা নন।

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ
أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

তারা যখন কোন অশ্লিল কাজ করে তখন বলে , আমাদের বাপ-দাদারদেকে আমরা এভাবেই করতে দেখেছি এবং আল্লাহই আমাদের এমনটি করার হুকুম দিয়েছেন। তাদেরকে বলে দাও

১. আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত,৭।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ কখনো নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার হুকুম দেন না। তোমরা কি আল্লাহর নাম নিয়ে এমন কথা বলো যাকে তোমরা আল্লাহর কথা বলে জানো না?[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

أى إذا فعلوها اعتذروا بأن اباءهم كانوا يفعلونها فاقتدوا بهم وبأن الله تعالى أمرهم بأن يفعلوها ، وكلاهما باطل من العذ ... ، لأن الفعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعى -

অর্থাৎ, তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন তার জন্য তারা এ মর্মে ওজর পেশ করে যে, তাদের বাপ-দাদারাও অনুরূপ কাজ করেছেন। সুতরাং তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করছে মাত্র। এবং তারা আরোও ওজর পেশ করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এরূপ করতে বলেছেন। অথচ উভয় বক্তব্যটি বাতিল। কেননা মন্দ কর্ম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে অসম্ভব।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মন্দ কাজের স্রষ্টা নন এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এবং তার পাশাপাশি বান্দা তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়টি প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

১. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আরাফ, আয়াত,২৮।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা অমঙ্গলের স্রষ্টা নন বিষয়ে আল্লামা যামাখশারী কর্তৃক উত্থাপিত দলিলের জবাব এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর দলিল :

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। মঙ্গল অমঙ্গল ও ভাল-মন্দ সকল কিছুর স্রষ্টা। মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী এর অর্জনকারী মাত্র। মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। এ বিষয়ে মু'তাযিলাদের আকীদা ভ্রান্ত। তাদের মতে মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা এবং ভাল মন্দ উভয়ই তার সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভাল মন্দ উভয় পথই দেখিয়েছেন এবং তার আমল অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তায়ালাকে অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা নয় মেনে নিলে শিরক এর সম্ভাবনা তৈরী হয়। পবিত্র কুরআন থেকে দলিল পেশ করা হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো , বলো যদি তোমরা জেনে থাকো , কার কর্তৃত্ব চলছে প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর? আর কে তিনি যিনি আশ্রয় দেন এবং তাঁর মোকাবিলায় কেউ আশ্রয় দিতে পারে না? [১]

দুই. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।[২]

তিন. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না , তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।[৩]

১. আল কুরআন, সূরা ২৩ মুমিনূন, আয়াত, ৮৮।

২. আল কুরআন, সূরা ৩৬ ইয়াসীন, আয়াত৮৩।

৩. আল কুরআন, সূরা ১৭ বানী ইসরাঈল, আয়াত, ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

চার. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে , যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো যায়, হয়তো তারা বিরত হবে।[১]

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

তোমাদের ওপর যে মসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারনে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধকে তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।[২]

ছয়. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

তারপর যখন তাদের প্রতারণার জাল ছিন্ন হয়ে গেলো এবং তারা দেখতে পেলো যে , আসলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন বলতে লাগলোঃ যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।[৩]

সাত. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করলেন । তারপর ওপরের দিকে লক্ষ করলেন এবং সাত আকাশ বিন্যস্ত করলেন তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন ।[৪]

১. আল কুরআন, সূরা ৩০ আর রুম, আয়াত, ৪১।

২. আল কুরআন, সূরা ৪২ আশ শুরা, আয়াত, ৩০।

৩. আল কুরআন, সূরা ৭ আল আরাফ, আয়াত, ১৪৯।

৪. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আট. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

আমি আশ্রয় চাচ্ছি, এমন প্রত্যেকটি জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।[১]

নয়. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

আমি আশ্রয় চাচ্ছি, এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে।[২]

দশ. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের এবং কেউ মু'মিন। তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন।[৩]

পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষ তার অর্জনকারী মাত্র। মানুষ তার কর্মের দ্বারা প্রতিফল পাবে। মানুষ যখন কোন কর্মের ইচ্ছাপোষণ করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমতা প্রদান করেন। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ভাল মন্দ উভয় পথই দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন খালেক (خالق) আর মানুষ হচ্ছে(عامل وكاسب) আমলকারী ও অর্জনকারী। এজন্যই মানুষের কর্মের জন্য স্রষ্টাকে দায়ী করা যায় না।

১. আল কুরআন, সূরা ১১৩ আল ফালাক, আয়াত, ২।

২. আল কুরআন, সূরা ১১৪ আন নাস, আয়াত, ৪।

৩. আল কুরআন, সূরা ৬৪ আত তাগাবুন, আয়াত, ২।

Dhaka University Institutional Repository

নবীগণের উপর ফেরেশতাদের মর্যাদা

মুতাযিলাদের মতে ফেরেশতাদের মর্যাদা নবী ও রাসূলগণের চেয়েও বেশি। তাদের মতে ফেরেশতাগণ সকল অবাধ্যতা থেকে মুক্ত এবং তারা আল্লাহ তায়ালার অধিক নিকটবর্তী। আল্লামা যামাখশারী কাশশাফ গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এর কিছু দলিল পেশ করা হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালার বাণী : لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا

মসীহ কখনো নিজের আল্লাহর এক বান্দা হবার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করে না এবং ঘনিষ্ঠতর ফেরেশতারাও একে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে করে না। যদি কেউ আল্লাহর বন্দেগীকে নিজের জন্য লজ্জাকর মনে করে এবং অহংকার করতে থাকে তাহলে এক সময় আসবে যখন আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে নিজের সামনে হাযির করবেন।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

كجبريل و ميكائيل و إسرافيل ، ومن فى طبقتهم فإن قلت : من أين دل قوله (ولا الملائكة المقربون) على أن المعنى : ولا من فوقه؟ قلت : من حيث أن علم المعانى لا يقتضى غير ذالك. وذلك أن الكلام إنما سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم فى رفع المسيح عن منزلة العبودية ، فوجب أن يقال لهم : لن يترفع عيس عن العبودية ، ولا من هو أرفع منه درجة ، كأنه قيل : لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية ، فكيف بالمسيح؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة ، تخصيص المقربين لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة -

নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ হলেন হযরত জিবরাইল, মিকাঈল এবং ইসরাফীল এবং তাদের সমপর্যায়ের ফেরেশতাগণ। তুমি যদি বল : নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের মর্যাদা কি তার উপরে? আমি বলব ইলমুল মায়ানী এর আলোকে এটিই সঠিক। কেননা বাক্যের পূর্বাপর অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খ্রিস্টানগণ ঈসা (আ:) কে ইবাদতের আসনে স্থাপন করেছিল। এজন্যই তাদেরকে একথা বলা আবশ্যক ছিল যে, আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালা বান্দা হতে লজ্জাবোধ করেন না। তাহলে ঈসা (আ:) আল্লাহ তায়ালা বান্দা হতে কেন লজ্জাবোধ করবেন? অথচ মর্যাদা এর দিক থেকে ফেরেশতাগণ তার উর্ধ্বে।[২]

১. আল কুরআন, সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত, ১৭২।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৫-৫৯৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

এরা বলে, "করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেন।" সুবহানাল্লাহ! তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(مكرمون) مقربون عندى مفضلون على سائر العباد ، لماهم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم -

مكرمون অর্থাৎ আমার নিকটবর্তী এবং আমার সকল বান্দার মধ্যে অধিক সম্মানিত। এ কারণে যে, তাদের অবস্থান, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য অন্য কারো মধ্যে নেই।[২]

এর মাধ্যমে আল্লামা যামাখশারী ফেরেশতাদের অধিক মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

তিন. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলো, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, আমি গায়েবের জ্ঞানও রাখি না এবং তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো কেবলমাত্র সে অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?[৩]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

أى لا أدعى ما يستبعد فى العقول. أن يكون لبشر من ملك خزائن الله - وهى قسمه بين الخلق وإرزاقه وعلم الغيب ، وأنى من الملائكة الذين هم

১. আল কুরআন, সূরা ২১ আম্বিয়া, আয়াত, ২৬।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২।

৩. আল কুরআন, সূরা ৬ আল আন'আম, আয়াত, ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

أشرف جنس خلقه الله تعالى وأفضله ، وأقربه منزلة منه أى لم أدع إلهية ولا ملكية، لأنه ليس بعد الإلهية منزلة ارفع من منزلة الملائكة -

অর্থাৎ আমি দাবি করি না যেই বিষয়গুলো যুক্তি ও বুদ্ধি থেকে অনেক দূরে। যথা : কোন মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার ধনভাণ্ডার এর মালিক হওয়া, যা থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে রিযিক প্রদান করেন। অদৃশ্যের জ্ঞান এবং ঐ ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব এবং অধিক সম্মানিত এবং আল্লাহ তায়ালার অধিক নিকটবর্তী। অর্থাৎ আমি উপাস্য এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবি করি না। কেননা উপাস্যের পর ফেরেশতাদের চেয়েও মর্যাদাবান কোন স্থান নেই।[১]

উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে আল্লামা যামাখশারী প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ফেরেশতাদের মর্যাদা নবী ও রাসূলগণের চেয়েও বেশি।

আল্লামা যামাখশারী এর দলিলের জবাব এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মত।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে নবী এবং রাসূলগণের মর্যাদা ফেরেশতাগণের চাইতেও বেশি। কেননা ফেরেশতাগণকে কোন কর্মের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। আল্লাহ তায়ালা যা নির্দেশ করেন তাই তারা বাস্তবায়ন করে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার খলিফা। মানুষকে প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে। এর কয়েকটি দলিল পেশ করা হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

এতো আমার অনুগ্রহ, আমি বনী আদমকে মর্যাদা দিয়েছি এবং তাদেরকে জলে স্থলে সওয়ারী দান করেছি, তাদেরকে পাক-পবিত্র জিনিস থেকে রিযিক দিয়েছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দিয়েছি।[২]

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫।

২. আল কুরআন, সূরা ১৭ বানী ইসরাঈল, আয়াত, ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

দুই. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

তারপর যখন ফেরেশতাদের হুকুম দিলাম, আদমের সামনে নত হও, তখন সবাই অবনত হলো, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করলো। সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠলো এবং নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত হলো।[১]

তিন. আল্লাহ তায়ালার বাণী-

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

আসলে আল্লাহ (নিজের ফরমান পাঠাবার জন্য) ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বাণীবাহক বাছাই করেন এবং মানুষদের মধ্য থেকেও। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[২]

চার. আল্লামা যামাখশারী সূরা নিসা এর ১৭২ নং আয়াতে যুক্তি পেশ করেছেন তা মুলত কাফের ও খ্রিস্টানদের ভুল ধারণার প্রতুত্তর দেয়া হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল রাসূল সাধারণ মানুষের মত হবেন না। তিনি ফেরেশতাদের মত হবেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا

তারা বলে, “এ কেমন রসূল , যে খাবার খায় এবং হাটে বাজারে ঘুরে বেড়ায়? কেন তার কাছে কোন ফেরেশতা পাঠানো হয়নি , যে তার সাথে থাকতো এবং (অস্বীকারকারীদেরকে)ধমক দিতো ?[৩]

পাঁচ. ফেরেশতাদের কোন স্বাধীনতা নেই, আল্লাহ তায়ালার আদের্শ পালন করাই তাদের কাজ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

১. আল কুরআন, সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত, ৩৪।

২. আল কুরআন, সূরা ২২ হজ্ব, আয়াত, ৭৫।

৩. আল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, আয়াত, ৭।

Dhaka University Institutional Repository

হে লোকজন যারা ঈমান এনেছো , তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানী। সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে। (তখন বলা হবে,)[১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন নেককার মানুষগণ তার পরিণতির দিক থেকে ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করবে, উচ্চমর্যাদায় আসীন হবে এবং তাদের রবের দীদার লাভ করবে। আর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ক্রমে তাদের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে। অপর পক্ষে ফেরেশতাগণ সৃষ্টির পর্ব হিসেবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কেননা তারা আল্লাহ তায়ালার অতি সন্নিকটে অবস্থান করেন এবং মানুষের মতো পাপ কর্ম থেকে তারা মুক্ত। সার্বক্ষণিক তারা আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মগ্ন থাকেন। এ দিক থেকে তারা শ্রেষ্ঠ।[২]

উপরোক্ত আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ফেরেশতাগণের চাইতে নবী ও রাসূলগণের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রথম দলিল এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্মানিত করেছেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সূরা আল বাকারা ৩৪ নং আয়াতে দেখতে পাই আল্লাহ তায়ালা আদম (আ:) কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এটা ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে তাঁর কালিমা এর সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানের দিক থেকে মানুষ ফেরেশতাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদম (আ:) কে সৃষ্টি করার পর তাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

১. আল কুরআন, সূরা ৬৬ আত তাহরীম, আয়াত, ৬।

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমূ'য়ুল ফতোয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭২।

কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট :

আল কুরআন মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী, যা জিবরাইল (আ:) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এই উপর অবতীর্ণ হয়। মুতাযিলা চিন্তা উদ্ভবের পূর্বে সকলেই পবিত্র কুরআনকে চিরন্তন মনে করতেন। মুতাযিলা মতবাদ উদ্ভবরে পর তারাই সর্বপ্রথম কুরআনের চিরন্তনতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মুতাযিলা চিন্তবিদগণ যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের সাথে তার গুণাবলিকে অস্বীকার করেন তেনমনিভাবে একই যুক্তিতে পবিত্র কুরআনের চিরন্তনতাকে অস্বীকার করেন।

পবিত্র কুরআনকে চিরন্তন ধরে নেয়া হলে, দুটি চিরন্তন সত্তার আবিভার্ব মেনে নেওয়া হয়। একটি আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন সত্তা অপরটি আল কুরআন। দুটি চিরন্তন সত্তা পাশাপাশি অবস্থান করলে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদকে অস্বীকার করা হয়। সুতরাং কুরআন সৃষ্ট বা মাখলুক।

পবিত্র কুরআন রাসুল (সা:) এর উপরে ২৩ বছর ব্যাপী বিভিন্ন স্থান, কাল ও ঘটনার প্রেক্ষীতে নাযিল হয়েছে। পবিত্র কুরাআন নির্দিষ্ট এলাকায় তথা আরব ভূমিতে আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনকে চিরন্তন সত্তা হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। আরবী ভাষা একটি পৃথিবীর নির্দিষ্ট জাতীর গোষ্ঠীর ভাষা। শব্দ, ভাষারীতিসহ বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গির কারণে আরবী ভাষা একটি পরিবর্তনশীল ভাষা। কেননা যুগের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন নতুন অনারবী শব্দ আরবী ভাষায় আত্মীকরণ হয়েছে। উপরিউক্ত বক্তব্য এর প্রেক্ষিতে মুতাযিলাগণ আল কুরআনকে চিরন্তন মনে করেন না বরং এটাকে মাখলুক বা সৃষ্ট মনে করেন। এবং এ মতবাদকে তারা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ রক্ষার স্বার্থে সঠিক ও যথার্থ মনে করেন।

এক. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

অতপর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন তখন সে আকূল আবেদন জানালো , হে প্রভু! আমাকে দর্শনের শক্তি দাও , আমি তোমাকে দেখবো।তিনি বললেনঃ তুমি আমাকে দেখতে পারো না। হ্যাঁ সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও। সেটি যদি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে অবশ্যি তুমি আমাকে দেখতে পাবে। কাজেই তার রব যখন পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে মূসা বললোঃ পাক-পবিত্র তোমার সত্তা। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মুমিন।[১]

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

(كلمه ربه) من غير واسطة كما يكلم الملك ، وتكليمه : أن يخلق الكلام منطوقا به فى بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا فى اللوح -

তার রব তার সাথে কথা বলেছেন কোন মাধ্যম ব্যতীত। যেমনিভাবে ফেরেশতারা কথা বলে থাকে। তার কথা হলো এ যে, তিনি তার জন্য বক্তব্য বা বাণী সৃষ্টি করেছেন যেমনিভাবে তিনি ফলকে পাণ্ডুলিপি সৃষ্টি করেছেন।[২]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কালামকে মাখলুক বা সৃষ্ট বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাদের মতে আল্লাহ তায়ালার কালাম হলো ফলকে রক্ষিত কিছু শব্দ এবং হরফের সমষ্টি।

দুই. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

বলে দাও, যদি মানুষ ও জিন সবাই মিলে কুরআনের মতো কোনো একটি জিনিস আনার চেষ্টা করে তাহলে তারা আনতে পারবে না, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়ে গেলেও।[৩]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন :

والعجب من النوابت ، ومن زعمهم أن القران قديم مع اعترافهم بأنه معجز، وأنما يكون العجز حيث تكون القدرة ، فيقال : الله قادر على خلق الأجسام والعباد عاجزون عنه ، وأما المحال الذى لا مجال فيه للقدرة ولا مدخل لها فيه كثانى القديم -

নতুন আশ্চর্যজনক কথা হলো, যারা ধারণা করেন যে, আল কুরআন হচ্ছে কাদীম। তারা এটা মনে করেন আল কুরআন হলো মু'জিযাহ। নিশ্চয়ই কুরআন হলো আল্লাহ তায়ালার কুদরত

১. আল কুরআন, সূরা ৭ আ'রাফ, আয়ত, ১৪৩।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১-১৫২ ।

৩. আল কুরআন, সূরা ১৯ বানী ইসরাঈল, আয়ত, ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে মু'জিযাহ। যেমন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করতে সক্ষম কিন্তু মানুষ তা করতে অক্ষম। আল্লাহ তায়ালার স্বতায় দ্বিতীয় কোন কাদীম প্রবেশ অসম্ভব।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আল কুরআনকে সৃষ্ট বা মাখলুক হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি কুরআনকে মুজিযা হিসেবে স্বীকার করলেও কাদীম হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী নন। তার মতে কুরআন ফলকে বর্ণিত এবং শব্দ ও উচ্চারণের সমষ্টি মাত্র।

আল্লামা যামাখশারী এর দলিলের জবাব এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মত :

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে আল কুরআন হচ্ছে চিরন্তন। কেননা এটা আল্লাহ তায়ালার কালাম। অনাদি ও অনন্তকাল ধরে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের সাথে আল কুরআন একাত্ব হয়েছিল। পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য উপযোগী করে তা নাযিল করেছেন। যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল এবং হযরত জিবরাঈল এর মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী মহানবী (সা:) এর উপর নাযিল হয়েছে। এটি মাখলুক বা সৃষ্ট নয়। এর শব্দ এবং অর্থ উভয়ই কাদীম এবং মু'জিযাহ। নিম্নে পবিত্র কুরআন থেকে কিছু দলীল পেশ করা হলো :

এক. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুস ঠিক ঠিকভাবে তোমার রবের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছে, যাতে মুমিনদের ঈমান সুদৃঢ় করা যায় , অনুগতদেরকে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সোজা পথ দেখানো যায় এবং তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দান করা যায়।[২]

দুই. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ
مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

এমতাবস্থায় আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসাকারীর সন্ধান করবো? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণসহ তোমাদের কিতাব নাযিল করেছেন। আর যাদেরকে আমি

১. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯২ ।

২. আল কুরআন, সূরা ১৬ আন নাহল, আয়ত, ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

(তোমার আগে) কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে এ কিতাবটি তোমার রবেরই পক্ষ থেকে সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে। কাজেই তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[১]

তিন. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ

এগুলো আল্লাহর কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।[২]

চার. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন :

تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ - كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

এটা পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জিনিস। এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরবী ভাষার কুরআন। সেই সব লোকদের জন্য যারা জ্ঞানের অধিকারী, [৩]

পাঁচ. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন : بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ - فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

(তোমরা মিথ্যা আরোপ করায় এ কুরআনের কিছু আসে যায় না।) বরং এ কুরআন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন , সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।[৪]

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতের আলোকে আমরা বলতে পারি পবিত্র কুরআন হলো : هو صفة قديمة أزلية ، قديم لفظه ومعناه আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে আল কুরআন হচ্ছে চিরন্তন ও অবিনশ্বর। অনাদি ও অনন্তকাল ধরে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের সাথে আল কুরআন একাত্ব হয়েছিল। পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্য তা নাযিল করেছেন। যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল এবং রমযান মাসের লাইলাতুল ক্বদর এর রাত্রিতে তা লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নাযিল হয় এবং পরবর্তী সময়ে হযরত জিবরাঈল এর মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যপী মহানবী (সা:) এর উপর নাযিল হয়েছে। এটি মাখলুক বা সৃষ্ট নয় এর শব্দ এবং অর্থ উভয়ই কাদীম।

১. আল কুরআন, সূরা ৬ আনআম, আয়ত, ১১৪।

২. আল কুরনআ, সূরা ৩৫ আল হিজর, আয়ত, ১।

৩. আল কুরআন, সূরা ৪১ হ্যা মীম সাজাদাহ, আয়ত, ৩।

৪. আল কুরআন, সূরা ৮৫ আল বুরুজ, আয়ত, ২১-২২।

Dhaka University Institutional Repository

কবরের আযাব :

মু'তাযিলাগণের মতে কবরের আযাব হবে না। তারা কবেরর আযাব এবং মুনকার ও নকির এর প্রশ্ন এবং উত্তরকে তারা অস্বীকার কনে। কবরের আযাব সাব্যস্ত হলে বিচারের পূর্বেই শাস্তিদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থি। আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন। হাশরের ময়দানে সকলের হিসাব নেয়া হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের আমলের ভিত্তিতে তাদেরকে পুরস্কৃত বা শাস্তি দান করবেন। কুরআন ও হাদীসে বিষয়টি প্রমাণিত।

মু'তাযিলারা মনে করেন যে, হিসাব দিবসের পূর্বে শাস্তি বা পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি যুক্তি সংগত নয়। তাই কবরের আযাব সাব্যস্ত হলে হিসাব গ্রহণ ও বিচারের পূর্বেই শাস্তি প্রদান আবশ্যক হয়ে যায়। মুতাযিলাগণ কবরের আযাব সংক্রান্ত হাদীস সমূহকে অস্বীকার করেছেন। তারা মনে করেন যে সকল হাদীসে কবরের আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলত ধমক ও সর্তক করনের জন্য বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور -

"নিশ্চয় প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অবশ্যই কেয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল তোমরা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দুরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ক্ষণিকের ভোগ-সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।[১]

আল্লামা যামাখশারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

فأن قلت : فهذا يوهم نفى ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النار" قلت : كلمة التوفية تزيل هذا الوهم ، لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم ، وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور -

যদি তুমি বল, এ আয়াতের দ্বারা একটি সন্দেহ তৈরি হয় যা একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, কবর হলো জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান অথবা দোযখের গহ্বরসমূহের থেকে একটি গর্ত। আমি বলব, প্রতিদান সংক্রান্ত বক্তব্যের মাধ্যমে উক্ত সন্দেহ দূরীভূত হবে। কেননা এর অর্থ হলো পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান ঐদিনই হবে যথা হিসাবের দিন দেয়া হবে। এর পূর্বে আংশিকভাবে কোন প্রতিদান দেয়া হবে না।[২]

১. আল কুরআন, সূরা ৩ আল ইমরান, আয়ত, ১৮৫।

২. আল্লামা যামাখশারী, আল কাশশাফ, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড পৃ. ৪৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা যামাখশারী এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে কবরের আযাবকে অস্বীকার করেন এবং এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসমূহকে বানোয়াট মনে করেন। তিনি মুনকার ও নাকীর এর সওয়াল ও জাওয়াব কেও অস্বীকার করেন।

আল্লামা যামাখশারী এর দলিলের জবাব এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মত :

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে কবরের আযাব সত্য। রাসূল (সা:) হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, কবরের আযাব সত্য এবং মুনকার ও নাকীরের সওয়াল ও জাওয়াব সত্য। কবর হলো পরকালের অনন্ত জীবনের প্রথম ধাপ। যে এ ধাপ থেকেই বোঝা যাবে সে কি সৌভাগ্যবান না কি দুর্ভাগা। এ বিষয়ে সহীহ হাদীস থেকে কয়েকটি দলিল উল্লেখ করা হলো :

এক. عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা:) একদিন দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতপর তিনি বললেন এ দুজনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তারা বড় কোন পাপের জন্য শাস্তি পাচ্ছে না।[১]

দুই. عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخر فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنه المحيا والممات ، ومن شر المسيح الدجال -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যখন তোমরা শেষ বৈঠকে তাশাহুদ থেকে অবসর হবে তখন তোমরা চারটি বিষয় থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন এবং মৃত্যুর ফেৎনা থেকে এবং দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে।[২]

১. মুহাম্মদ ইবনে ইমাঈল আল বোখারী, সহীহ আল বোখারী প্রাগুক্ত, কিতাবুল অযূ, বাবু মীনাল কাবায়ের আল্লা ইয়াসতাতীরু মিন বাউলিহি, হাদীস নং, ৬১।

২. মুহাম্মদ ইবনে ইমাঈল আল বোখারী, সহীহ আল বোখারী প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়েয বাবু আততা'য়াওউজ মিন আযাবিল কাবার, হাদীস নং, ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. عن ابى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج بعد ما غربت الشمس ، فسمع صوتاً ، فقال : يهود تعذب فى قبورها ـ

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা:) একদিন সূর্যাস্তের পর বের হলেন। অতপর তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন ইহুদিকে তার কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।[১]

চার. আল্লাহ্ তায়ালার বাণী-

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ـ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

শেষ পর্যন্ত তারা ঐ ঈমানদারের বিরুদ্ধে যেসব জঘন্য চক্রান্ত করেছে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। আর ফেরাউনের সাংগপাংগরাই জঘন্য আযাবের চক্রে পড়ে গিয়েছে। দোযখের আগুন, যে আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। কিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।[২]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে :

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধান সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌঁছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌঁছবে। কেউ জান্নাতী হলে তাকে জান্নাতের স্থান এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের স্থানে দেখানো হয়।[৩]

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণ হয় যে, কবরের আযাব সত্য। মুনকার ও নাকীরের সওয়াল ও জাওয়াব সত্য। কবর হলো পরকালের অনন্ত জীবনের প্রথম ধাপ। যে এই ধাপ থেকেই বোঝা যাবে সে কি সৌভাগ্যবান না কি দুর্ভাগা।

১. মুহাম্মদ ইবনে ইমাঈল আল বোখারী, সহীহ আল বোখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জানায়েয, বাবু আততা'য়াওউজ মিন আযাবিল কাবার, হাদীস নং, ১০২।

২. আল কুরআন, সূরা ৪০ আল মু'মিন, আয়াত, ৪৫-৪৬।

৩. মুফতী মুহাম্মদ শাফী, মাআরেফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

তাফসীর শাস্ত্রের জগতে আল্লামা যামাখশারী প্রণীত তাফসীরে এর কাশশাফ গ্রন্থটি সকলের নিকট এর যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যনির্ভর হওয়ার কারণে সমাদৃত। তিনি এ গ্রন্থে কুরআনের অলৌকিকত্ব ও ই'জাযুল কুরআনকে অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থের অপূর্ব শব্দচয়ন, আরবী কবিতা থেকে উদ্বৃতি প্রদান, ভাষাগত নৈপূণ্য, ব্যাকরণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা প্রদান, পবিত্র কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যাকে শক্তিশালীকরণ ও হাদীস থেকে দলিল প্রদানের কারণে তাফসীর জগতের ইতিহাসে বিশেষ করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে গ্রন্থটি একটি অনন্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি ভিন্ন মাত্রা ও পদ্ধতিতে সমগ্র বিশ্বের নিকট পবিত্র কুরআনকে উপস্থাপন করেছেন। এ কৃতিত্ব আল্লামা যামাখশারীকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে।

আল্লামা যামাখশারী আল কাশশাফ গ্রন্থটি মু'তাযিলা আকীদার ভিত্তিতে রচনা করেছেন এবং এর বিভিন্ন স্থানে মু'তাযিলা আকীদাকে সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি এ গ্রন্থটি মক্কায় কা'বা ঘরের পাশে অবস্থান করে ৫২৬ হিজরী থেকে শুরু করে ৫২৮ হিজরীতে মাত্র দুই বছরের মধ্যেই এ গ্রন্থটি লেখা সম্পন্ন করেন এবং এর নামকরণ করেন আল কাশশাফু আন হাকায়িকিত তানযিল ওয়া উয়ূ'নুল আকাবীল ফী উজুহিত তা'বীল। তার দৃষ্টিতে তিনি সত্য বিষয়কে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আল্লামা যামাখশারী (রহ:) আল-কাশশাফ গ্রন্থে আর্দশিক মাপকাঠির আলোকে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। ফলে পূর্ববর্তী সকল তাফসীরকারকে অতিক্রম করে তিনি তাফসীর জগতে ভাষা অলংকার ও ই'জায নামে নতুন দু'টি অভিনব ধারার প্রবর্তনকারী হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আয়াতের ব্যাখ্যায় 'ইলমুল বদী', বয়ান, ইস্তে'আরা, মাজায, ই'জায, ইতনাব এবং আয়াতের ব্যাকরণ ও শব্দগত বিশ্লেষণ বিধি এ গ্রন্থকে অভিনব সাজে সাজিয়েছে। তাই এটি যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও দার্শনিকদের অভিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতসহ মুসলিম বিশ্বের বড় বড় আলেমগণ উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। কেননা আল-কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এর রচয়িতা আল্লামা যামাখশারী এ গ্রন্থে মু'তাযিলী মতবাদ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে মুক্ত চিন্তাধারা এবং বিবেকপ্রসূত যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। মু'তাযিলাদের পঞ্চ মূলনীতির আলোকে তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁদের এ নীতিমালা অনুযায়ী তাঁরা আল্লাহর গুণাবলীকে চিরন্তন মনে করেন না। পঞ্চ মূলনীতি হ'ল: ক. আল তাওহীদ, খ. আল' আদল, গ. আল ওয়াদ ওয়া আল ওয়ীদ, ঘ. আল আমার বিল মারূফ ওয়া আল নাহী আনিল মুনকার, ঙ. আল মানযিলাতু বাইনা আল মানযিলাতাইন।

বিষয়টির গবেষণায় তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত মুতাযিলা আকীদাসমূকে চিহ্নিত করা হয়েছে ও তা সূত্রসহ উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআন, হাদীস ও আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর আকীদার ভিত্তিতে তার পর্যালোচনা ও যথার্থতা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

মুতাযিলাগণ আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে চিরন্তন মনে করতেন না। তারা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের এবং চিরন্তন অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা মনে করতেন চিরন্তন সত্তার সাথে তার গুণাবলি সমূহকে মিলানো সম্ভব নয়। তাতে আল্লাহ তায়ালার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বর সম্ভাবনা তৈরি হবে যা একত্ববাদের বিরোধী। আল্লাহ তায়ালার সাথে তার গুণাবলিগুলোকে মেনে নেয়া হলে আরো অসংখ্যক চিরন্তন সত্তার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হবে।

গবেষণায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা অবিনশ্বর সত্তা এবং তার গুণাবলিও অবিনশ্বর। এসব গুণাবলি আল্লাহ তায়ালার সত্বার সাথে অভিন্ন নয় বরং চিরন্তন। এসব চিরন্তন গুণাবলি আল্লাহ তায়ালার তাওহীদকে ক্ষুণ্ন করে না। এক্ষেত্রে মুতাযিলাদের বক্তব্য সঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালার সীফাত গুলো শাশ্বত এবং চিরন্তন।

মু'তাযিলাদের মতে মানুষ তার কর্মের স্রষ্টা। কুরআন ও হাদীসের প্রমাণের প্রেক্ষিতে আমরা প্রমাণ করেছি যে, মুতাযিলাদের আকীদা সঠিক নয়। মানুষের কাজের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে মানুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করলে আল্লাহ তাকে সেই অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করেন এটাই আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা। কেননা তাদের মতে বান্দা তার কর্মের স্রষ্টা নন। আল্লাহ তায়ালাই সকল কর্মের স্রষ্টা। বান্দা এর উপার্জনকারী মাত্র। বান্দা যখন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করে আল্লাহ তায়ালা তখন তাকে ঐ কাজের ক্ষমতা প্রদান করেন বান্দা যেন এখানে উপার্জনকারী মাত্র।

মু'তাযিলাদের মতে, কবীরাগুনাহ কারী পাপীদের জন্য কিয়ামতের দিন কোন শাফা'য়াতের ব্যবস্থা থাকবে না। পাপীর জন্য সুপারিশের ব্যবস্থা থাকলে এটা তাকে পুরস্কৃত করার নামান্তর। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে কিয়ামতের দিন শাফায়াত সাব্যস্ত হবে। কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, শাফা'য়াত সাব্যস্ত হবে। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতগণ আল্লাহ তায়ালার রহমতের জন্য আশাবাদী। তারা মনে করেন নবী, সিদ্দীক, শহীদগণ এবং ছালেহীনগণ কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার অধিকার পাবেন। আল্লাহ তায়ালা সুপারিশ করার অনুমতি দিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করবেন।

আল্লামা যামাখশারী যে সকল দলিল উপস্থাপন করেছেন তার মধ্যে শাফায়াত সাব্যস্ত হবে না মর্মে যে আয়াতগুলো পেশ করেছেন তা মূলত সর্তকতা এবং ধমক হিসেবে বলা হয়েছে। আমরা কুরআন ও অন্যান্য হাদীস থেকে দেখতে পাই যে, একত্ববাদী পাপী মু'মিনদের সুপারিশের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। আল্লামা যামাখশারী সূরা বাকার ৪৮ নং আয়াতের উল্লেখ করেছেন। আয়াতের মধ্যে واتقوا يوما শব্দটি রয়েছে। এখানে يوما শব্দটি نكره বা অনির্দিষ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা কিয়ামতের দিন হিসাবের সময়কাল অনেক দীর্ঘ হবে। এর মধ্যে কিছু সময় বা কোন কোন সময় শাফায়াতের জন্য নির্ধারিত থাকবে। যে সময়টা হলো নবী রাসূলগণের জন্য প্রতিশ্রুত সময়। কেননা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী কিয়ামত এবং হিসাবের সময়কাল পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।

মুতাযিলাদের মতে হারাম রিযিক নয়। তাদের মতে হালাল-ই একমাত্র রিযিক। তাদের যুক্তি হলো হারাম রিযিক হলে, বান্দা যা হারাম রিযিক উপার্জন করবে তা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। এ মতটি তাদের পূর্ব আকীদা আল্লাহ তায়ালা বান্দার অমঙ্গলজনক কাজের স্রষ্টা নন এবং বান্দার ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হালাল উপার্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং হারাম উপার্জন বর্জন করতে নিষেধ করেছেন। হারামকে রিযিক ধরা হলে আল্লাহ তায়ালা যে রিযিকদাতা তা অসম্মান করা হয়।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে হালাল এবং হারাম উভয় রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রিযিক হলো বান্দা যার থেকে উপকৃত হয় তাই রিযিক যদিও তা হারাম হয়। রিযিকের সাথে দুটি বিষয় সম্পর্কিত ১. বান্দা যার দ্বারা উপকৃত হয় তথা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে বা অন্য কোন ভাবে উপকৃত হয় এবং ২. বান্দা যাহা কিছু মালিকানা অর্জন করে। হারামকে রিযিক থেকে বাদ দেয়া হলে একথা মেনে নিতে হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হারাম ভক্ষণকারীর রিযিকদাতা নন। অথচ আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টির রিযিকদাতা।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে আল্লাহ ছাড়া কোন রিযিকদাতা নেই এবং সৃষ্টিকর্তা নেই। মহাবিশ্বের সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা এবং রিযিদাতা মহান আল্লাহ তায়ালা। রিযিকের মধ্যে হালাল ও হারাম উভয়ের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা। বান্দাহ এর অর্জনকারী মাত্র। আল্লাহ তায়ালা হালাল রিযিক রোজগার করতে বলেছেন এবং হারাম থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এ মুলনীতি আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্য একটি মুলনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। তা হলো আল্লাহ তায়ালা সকল কর্মের সৃষ্টিকর্তা এবং বান্দা তার অর্জনকারী মাত্র। যা মু'তাযিলাগণের আকীদা বিরোধী।

আল্লাহ তায়ালা হালাল ও হারাম উভয়কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হারাম রিযিক থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মৃত প্রাণী, শুকর, প্রবাহমান রক্ত ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি নিরূপায় বা অপারগ হলে তার বেঁচে থাকার জন্য সাময়িক সময়ের জন্য হারাম ভক্ষণ করার অনুমতি রয়েছে। যা সূরা বাকারার ১৭৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অনাহারে জীবননাশের আশংকা থাকলে ঐ ব্যক্তির জন্য মৃত প্রাণীর গোস্ত ভক্ষণ করা বৈধ। অর্থাৎ হারাম

Dhaka University Institutional Repository

রিযিকই ঐ সময় তার জন্য বৈধ বা হালাল। এটা ইসলামের বিধান এবং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। তার মানে এ নয় যে, সে ঐ সময় হারাম ভক্ষণ করছে বা সে রিযিক থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মান্য বা অমান্য করার মধ্যেই হালাল ও হারামের তাৎপর্য নিহিত। সুতরাং মুতাযিলাদের আকীদা সঠিক নয় বরং হারাম ও হালাল উভয়ই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ এর উপার্জনকারী মাত্র।

মু'তাযিলাগণ মনে করেন পৃথিবীতে এবং পরকালে আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ কখনোই সম্ভব নয়। কারণ তারা মনে করেন কোন কিছুকে দর্শন করার জন্য তার শরীর বা আকার আকৃতি থাকা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তায়ালা এ সবকিছুর উর্ধ্বে বিধায় তাকে দর্শন সম্ভব নয়।

কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনগণ পরকালে আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ করবেন এবং এটাই তাদের জন্য আনন্দদায়ক বিষয় হবে। তবে দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার দর্শন সম্ভব নয় এটাই আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর মত। এ ক্ষেত্রে মুতা'যিলাদের আকীদা সঠিক নয়। আল্লাহ তায়ালার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব এটাই আমাদের বিশ্বাস।

মু'তাযিলাদের মতে কবীরা গুনাহকারী পাপী মুসলমান তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তাদের মতে যে একবার জাহান্নামে প্রবেশ করবে সে আর বের হতে পারবে না। কেননা তাদের মতে পাপীদের জন্য কোন প্রকার শাফা'য়াত সাব্যস্ত হবে না। এছাড়া তাদের মতে পাপী মুসলমান ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকবে। তথা 'আল মানযিলাতু বায়নাল মানযিলাতাইন'। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে পাপী মুসলমান তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তার বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার উপর ন্যাস্ত থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করবেন। তাদের মতে পাপীদের শাস্তি প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয় বরং আল্লাহ তায়লা ইচ্ছা করলে পাপীদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ বিষয়ে মুতা'যিলাদের আকীদা একটি ভ্রান্ত।

মু'তাযিলাদের আকীদা হলো আল্লাহ তায়ালা অমঙ্গলের স্রষ্টা নন। তিনি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন। তিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ বিবেচনা করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাকে সৎ ও কল্যাণকর কাজের আদেশ দিয়েছেন। অকল্যাণ ও পাপ কাজ থেকে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা। মঙ্গল অমঙ্গল ও ভাল-মন্দ সকল কিছুর স্রষ্টা। মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী এর অর্জনকারী মাত্র। মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। এ

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে মু'তাযিলাদের আকীদা ভ্রান্ত। তাদের মতে মানুষ তার কর্মের সৃষ্টিকর্তা এবং ভাল মন্দ উভয়ই তার সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভাল মন্দ উভয় পথই দেখিয়েছেন এবং তার আমল অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তায়ালাকে অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা নয় মেনে নিলে শিরক এর সম্ভাবনা তৈরী হয়।

পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা সকল কিছু সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষ তার অর্জনকারী মাত্র। মানুষ তার কর্মের দ্বারা প্রতিফল পাবে। মানুষ যখন কোন কর্মের ইচ্ছাপোষণ করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমতা প্রদান করেন। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ভাল মন্দ উভয় পথই দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন খালেক আর মানুষ হচ্ছে আমলকারী ও অর্জনকারী। এজন্যই মানুষের কর্মের জন্য স্রষ্টাকে দায়ী করা যায় না।

মু'তাযিলাদের মতে ফেরেশতাদের মর্যাদা নবী ও রাসূলগণের চেয়েও বেশি। তাদের মতে ফেরেশতাগণ সকল অবাধ্যতা থেকে মুক্ত এবং তারা আল্লাহ তায়ালার অধিক নিকটবর্তী। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে নবী এবং রাসূলগণের মর্যাদা ফেরেশতাগণের চাইতেও বেশি। কেননা ফেরেশতাগণকে কোন কর্মের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। আল্লাহ তায়ালা যা নির্দেশ করেন তাই তারা বাস্তবায়ন করে তাকে। পক্ষান্তরে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার খলিফা। মানুষকে প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে।

কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ফেরেশতাগণের চাইতে নবী ও রাসূলগণের মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। সূরা আল বাকারার ৩৪ নং আয়াতে দেখতে পাই আল্লাহ তায়ালা আদম (আ:) কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এটা ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে তাঁর কালিমা এর সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানের দিক থেকেউ মানুষ ফেরেশতাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদম (আ:) কে সৃষ্টি করার পর তাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।

আল কুরআন মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী, যা জিবরাইল (আ:) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এ উপর অবতীর্ণ হয়। মু'তাযিলা চিন্তা উদ্ভবের পূর্বে সকলেই পবিত্র কুরআনকে চিরন্তন মনে করতেন। মু'তাযিলা মতবাদ উদ্ভবরে পর তারাই সর্বপ্রথম কুরআনের চিরন্তনতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মু'তাযিলা চিন্তুবিদগণ যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের সাথে তার গুণাবলিকে অস্বীকার করেন তেমনিভাবে একই যুক্তিতে পবিত্র কুরআনের চিরন্তনতাকে অস্বীকার করেন।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর মতে আল কুরআন হচ্ছে চিরন্তন। কেননা এটা আল্লাহ তায়ালার কালাম। অনাদি ও অনন্তকাল ধরে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের সাথে আল কুরআন

Dhaka University Institutional Repository

একাত্ব হয়েছিল। পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য উপযোগী করে তা নাযিল করেছেন। যা লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল এবং হযরত জিবরাঈল এর মাধ্যমে দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী মহানবী (সা:) এর উপর নাযিল হয়েছে। এটি মাখলুক বা সৃষ্ট নয় এর শব্দ এবং অর্থ উভয়ই কাদীম এবং মু'জিযাহ।

মু'তাযিলাগণের মতে কবরের আযাব হবে না। তারা কবেরর আযাব এবং মুনকার ও নাকিরে র প্রশ্ন এবং উত্তরকে অস্বীকার করেন। কবরের আযাব সাব্যস্ত হলে বিচারের পূর্বেই শাস্তিদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থি। মুতাযিলাগণ কবরের আযাব সংক্রান্ত হাদীস সমূহকে অস্বীকার করেছেন। তারা মনে করেন, যে সকল হাদীসে কবরের আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলত ধমক ও সতর্ক করণের জন্য বলা হয়েছে।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এরমতে কবরের আযাব সত্য। রাসূল (সা:) হতে বর্ণিত সহীহ হাদীসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, কবরের আযাব সত্য এবং মুনকার ও নাকীরের সওয়াল ও জাওয়াব সত্য। কবর হলো পরকালের অনন্ত জীবনের প্রথম ধাপ। যে এ ধাপ থেকেই বোঝা যাবে সে কি সৌভাগ্যবান না কি দুর্ভাগা।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনের একটি অনন্য তাফসীর গ্রন্থ। তবে মু'তাযিলা আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি গ্রন্থটি লিখেছেন। মুসলিম বিশ্বে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও মু'তাযিলা আকীদার কারণে তা সমালোচনা উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। উপরিউক্ত গবেষণায় আমরা প্রমাণ করেছি যে, মু'তাযিলাদের আকীদাসমূহ সঠিক নয়, যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থ থেকে মু'তাযিলী আকীদাকে পৃথক করণের জন্য এ গবেষণাটি একটি প্রয়াস মাত্র। সঠিক আকীদা অনুধাবন এবং ধারণের জন্য গবেষক ও পাঠকদের জন্য গবেষণাটি অনুপ্রেরণার উৎস হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং তা হলেই গবেষণাটি সার্থক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল কুরআন আল কারীম

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী : আল জামি’ আল সাহীহ, দিল্লীঃ আসাহ্ আল মাতাবী, তা. বি.

সহীহ আল বুখারী, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪২২হি./২০০১ খ্রী.

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরী : আল সাহীহ, দিল্লীঃ আসাহ্ আল মাতাবি, তা. বি.

সহীহ মুসলীম, (অনু : মাওলানা আফলাতুন কায়সার), ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪২২হি./২০০১খ্রী.

আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমীযী : আল জামি, করাচীঃ নুর মুহাম্মদ কারখানা তিজারতে কতুব, তা. বি.

ইমাম আবূ দাউদ আস সিজিস্তানী : আল সুনান, দিল্লী, আসাহ্ আল মাতাবি, তা. বি.

ইমাম আল নাসাঈ : আল সুনান, সাহারানপুর : মুখতার এন্ড কোম্পানী, তা. বি.

ইমাম ইবন মাজাহ : আল সুনান, করাচীঃ নূর মুহাম্মদ কারখানা তিজারতে কুতুব, তা. বি.

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল : আল মুসনাদ; লেবাননঃ দার আল কতুব আল ইলমীয়্যাহ, ১৯৯৩ হি./১৪১৩ খ্রী.

ইব্রাহীম মুস্তফা ও আহমাদ হাসান আল যাইয়্যাত : আল মু‘জামুল ওয়াসিত, ইস্তাম্বুল : আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ১৩৯২ হি.

মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী	:	আল মু‘জামুল মাফহারাস লি আলফাজিল কুরআনিল কারীম, কায়রো, দারুল হাদীস, ১৪২২হি./২০০১খ্রী.
ইমাম আল কুরতবী	:	আল জামি’ লি আহকাম আল কুরআন, বৈরূত : দারইহইয়া আত তুরাছ আল আরবী, তা. বি.
আবুল কাসেম আল হুসাইন ইবন মুহাম্মদ আল রাগিব আল ইস্পাহানী	:	আল মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, করাচীঃ নূর মুহাম্মদ কারখানা তিজরাতে কুতুব, তা. বি.
মাওলানা আব্দুল হাই লাখনুবী	:	আল ফাওয়ায়িদ আল বাহীয়্যাহ ফী তারাজিম আল হানাফীয়্যাহ, করাচী : মাকতবাহ খাইর কাছীর, তা. বি.
হাজী খলীফা	:	আল-কাশফ আল যুনুন, বৈরূতঃ দার আল ফিকর, ১৪০২হি./১৯৮২ খ্রী.) ২য় খণ্ড
ইমাম আযযাহাবী	:	সীয়ারু আ‘লাম আল নুবালা, বৈরূত : মুয়াসাসাহ আল রিসালাহ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রী., ২০শ খণ্ড
প্রফেসর ফজলুর রহমান	:	যামাখশারী কী তাফসীর আল কাশশাফ এক তাহলীলী, আলীগড় : আলীগড় মুসলিম ইউনিভাসিটি প্রেস, ১৯৮৬
উমর ফাররুখ	:	তারীখ আল আদাব আল’আরাবী, বৈরূত : দার আল ‘ইলম লিল মালায়িন, ১৯৬৯ খ্রী.
ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ও ড. মো : নিজাম উদ্দীন	:	তাইসীরুল কাশশাফ, ঢাকা : এদারায়ে কুরআন, ১৪১৮হি./ ১৯৮৮ খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

জুরজী যায়দান	:	তারীখ আদাব আল লুগাহ আল আরাবীয়্যাহ, বৈরূত : দ্বার মাকতাবাহ আল হায়াত, ১৯৮৩ খ্রী.
ইবন কুনফুয আল কুসানতিণী	:	আল-ওফাইয়াত, বৈরূত : দার আল আফাক আল জাদীদাহ ১৪০০হি./১৯৮০ খ্রী.
নজরুল হাফিজ নদভী	:	আল যামাখশারী শা'য়িরান ওয়া কাতিবান, থিসিসি, মিশরঃ আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ১৪০২হি./১৯৮২ খ্রী.
তাশ কুবরা জাদাহ	:	মিফতাহ আল সা'আদাহ, ২য় খণ্ড, বৈরূতঃ দার আল কুতুব আল ইলমীয়্যাহ, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খ্রী.
কামিল মোহাম্মদ মোহাম্মদ আউয়িদাহ্	:	আলযামাখশারী আল মুফাসসিরুল বালিগ, বৈরূত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রী.
ইয়াকূত আল হামুবী	:	মু'জাম আল উদাবা, বৈরুতঃ তা. বি. ১৯শ খণ্ড
ইবন খাল্লিকান	:	ওফাইয়াত আল আইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, কায়রো : মাকতাবাহ আল নাহদা আল মিসরীয়্যা, তা. বি.
আল কুফতী	:	ইনবাহ আল রূওয়াত, কায়রো : দার আল কুতুব আল মিসরীয়্যাহ, ১৩৬৯ হি./১৯৫০ খ্রী. ৩য় খণ্ড
মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী আবু রাইদাহ	:	আল হিদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৭ হি. ২য় খণ্ড।
আহমাদ শান্তানাভী ও অন্যান্য	:	দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ, তারীখ ও স্থানের নাম বিহীন, ৯ম খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুর রহমান আস-মা'আনি : ***আল-আনসাব***, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪১৯হি./১৯৯৮ খ্রী. ৬ষ্ঠ খণ্ড

ইবনুল আছীর : ***আল-কামিল ফিত তারীখ***, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'আরাবী, তা. বি. ১১শ খণ্ড

হাফেজ ইসমাঈল ইবন কাছীর আদদামিশকী : তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, বৈরূত : মাকতাবাতুল দারুস সালাম, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রী.

আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, কায়রোঃ দারুল রাইয়্যান লিত-তুরাছ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রী. ১২শ খণ্ড

ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী : শাযারাতুয-যাহাব, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা. বি. ৪র্থ খণ্ড

মাহমূদ শাকির : *আত-তারীখুল ইসলামী*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রী. ৬ষ্ঠ খণ্ড

মুহাম্মাদ খাদারী বেক : *তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যাহ,* মিসর : দারুল ফিকর আল-'আরাবী, তা. বি.

ইবনুল জাওযী : *আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ. তা. বি. ১৪শ খণ্ড

জালালুদ্দীন আস- সুয়ূতী : *তারীখুল খুলাফা,* দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুত থানবী, ১৯৯৬ খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

খায়রুদ্দীন যিরিকলী	:	*আল-আ'লাম*, বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ী, ১২শ মুদ্রণ, ১৯৯৭ খ্রী.
শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল মাকদিসী	:	আহসানুত তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম, বৈরূত : দারুস সাদর, ২য় সংস্করণ, ১৯০৯ খ্রী.
আল্লামা যামাখশারী	:	কিতাবু আতওয়াকুয যাহাব ফীল মাওয়ায়িযি ওয়াল খুতাব, মাতবা'আতু আস সা'আদা, ১৩২৮ হি.
মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী আবু রাইদাহ	:	আল হিদারাতুল ইসলামিয়্যাহ, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৭ হি. ২য় খণ্ড
ইসলামী বিশ্বকোষ	:	ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রী. ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ১১শ, ১৯শ, ২০শ ও ২৪শ খণ্ড (২য় ভাগ)
জুরজী যায়দান	:	তারীখ আদাব আল লুগাহ আল আরাবীয়্যাহ, বৈরূতঃ দ্বার মাকতাবাহ আল হায়াত, ১৯৮৩ খ্রী.
ইবন কুনফুয আল কুসানতিণী	:	আল-ওফাইয়াত, বৈরূতঃ দার আল আফাক আল জাদীদাহ ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ খ্রী.
ড. মুজিবুর রহমান	:	আল্লামা যামাখশারী, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০০হিঃ/১৯৮০ খ্রী.
আল-খাওয়ানসারী	:	রওযাহ আল জান্নাহ, তেহরান : আলী আল হাজর, ১৩৬০ হি.

Dhaka University Institutional Repository

মাহমূদ ইবন উমর আল যামাখশারী : আল কাশশাফ আন হাকাইকি গাওয়ামিদিত তানযীল ওয়া উয়ূনুল আকাবীল ফী ওজুহীত তাবীল, বৈরুত, দারুল কুতুব আল আরাবী, ১৩৬৬হি./১৯৩৭ খ্রী. ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড

আহমাদ ইবন মুনীর আল ইসকান্দারী : আল ইনতিসাফু ফীমা তাদাম্মা নাহুল কাশশাফু মিনাল ই'তিযাল, মিশর, আলবাবী আল হালাবী- ১৩৯২ হি. ১ম খণ্ড

মুহাম্মদ ইবন আব্দুল কারীম শাহরিস্তানী : আল মিলাল ও নিহাল, বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১৯৮০ খ্রী.

আল্লামা শিবলী নু'মানী : ইসলামী দর্শন, অনু : মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১ খ্রী.

ইসলামী বিশ্বকোষ : সম্পদনা পরিষদ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০শ খণ্ড

ড. মুজিবুর রহমান : কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০ খৃ.

ড. মুহাম্মদ হোসাইন আয যাহাবী : আল তাফসীর ওয়া আল মুফাসসিরুন, দার আল কুতুব আল হাদীসাহ, ১৯৮৬ খ্রী.

কাসিম আল কাইসী : তারীখ আল তাফসীর, ইরাক : মাতবাআহ আল মাজমা আল ইরাকী, তা. বি.

মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ) : তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মদিনা মোনওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ১৪১৩ হি.

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ মুনীর আব্দু আগা আল দিমাশকী	:	*নামুযাজ মিনাল ‘আমাল আল খায়রীয়্যাহ,* রিয়াদঃ মাকতাবাহ ইমাম আল শাফিয়ী, ১৪৯১হি./১৯৯৮ খ্রী.
আল মুকরী	:	*নাফহ আল তীব*, ২য়খণ্ড, কায়রো : ১২৭৯ হি.
হেলাল নাজি	:	আয যামাখশারী হায়াতুহু ওয়া আসারুহু, মাজাল্লিত আলিম আল কুতুব, ৪র্থ সংখ্যা ১৪১১ হিজরী
ইবন খাল্লিকান	:	ওফাইয়াত আল আইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, কায়রো : মাকতাবাহ আল নাহদা আল মিসরীয়্যা, তা. বি.
ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান	:	আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রী.
হাজী খলীফা	:	কাশফুয যুনূন ‘আন আসামীল কুতুবি ওয়াল ফুনূন, করাচী : নূর মুহাম্মাদ কারখানায়ে তিজরাতে কুতুব, তা. বি.
মুস্তাফা আসসাবী	:	মানহাজু আল যামাখশারী ফী তাফসীরুল কুরআন, মিসর : দারুল মা‘য়ারেফ, তা. বি.
সম্পাদনা পরিষদ	:	মু‘জামুল কুরআন, ইন্টিগ্রেটেউ এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন ঢাকা ২০১২ খ্রী.
আল্লামা যামাখশারী	:	কিতাবু আতওয়াকুয যাহাব ফীল মাওয়ায়িযি ওয়াল খুতাব, মাতবা‘আতু আস সা‘আদা, ১৩২৮হি.
আহমাদ ইবন মুনীর আল ইসকান্দারী	:	আল ইনতিসাফু ফীমা তাদাম্মানাহুল কাশশাফু মিনাল ই‘তিযাল, মিশর, আলবাবী আল হালাবী- ১৩৯২ হিজরী, ১ম খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর : ইসলামী আকীদা, ঝিনাইদহ, আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭

Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, Dr. Muhammad Muhsin Khan : The Noble Qur'an, Madina : King fahd complex, 1404 h.

Lutfi Ibrahim : Al-Zamakhshari: His life and works, *Islamic Studies*, Vol-ixix No-1, Pakistan: The Islamic Research Institute, 1969

Philip K. Hitti : *History of the Arabs*, London : Macmillan & Co. LTD. 1961

Syed Ameer Ali : The Spirit of Islam, London : Chatto and windus, 1922